

ORIGINAL ABODE OF MANKIND

OR

PRATNATATVA BARIDHI

মানবের আদি জন্মভূমি

বা

প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি

কবিতা-কৌমুদী, ব্যাকরণ-মঞ্জুষা, বাচ্যাস্তরদীপিকা, বৈষ্ণবায়স্থ-মোহ-
মুদগর, বল্লাল-মোহমুদগর, শান্তিলতা, সূত্রধরতত্ত্ব ও সূত্রাপুর-গুপ্ত
বংশাবলী (সংস্কৃত) প্রভৃতি-গ্রন্থ-প্রণেতা, ভারতী, বঙ্গভাষা,
বঙ্গদর্শন, সাহিত্যসংহিতা, অর্চনা, পথিক ও উপাসনা
প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধলেখক, আষতি
পত্রিকার আদি সম্পাদক এবং ঋগ্বেদের
সংস্কৃত প্রকৃতার্থবাহিনী
টীকারচয়িতা

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যায়ত্ন

প্রণীত

সার্থী প্রেস—২১১১ পটুয়াটোলা লেন, হারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

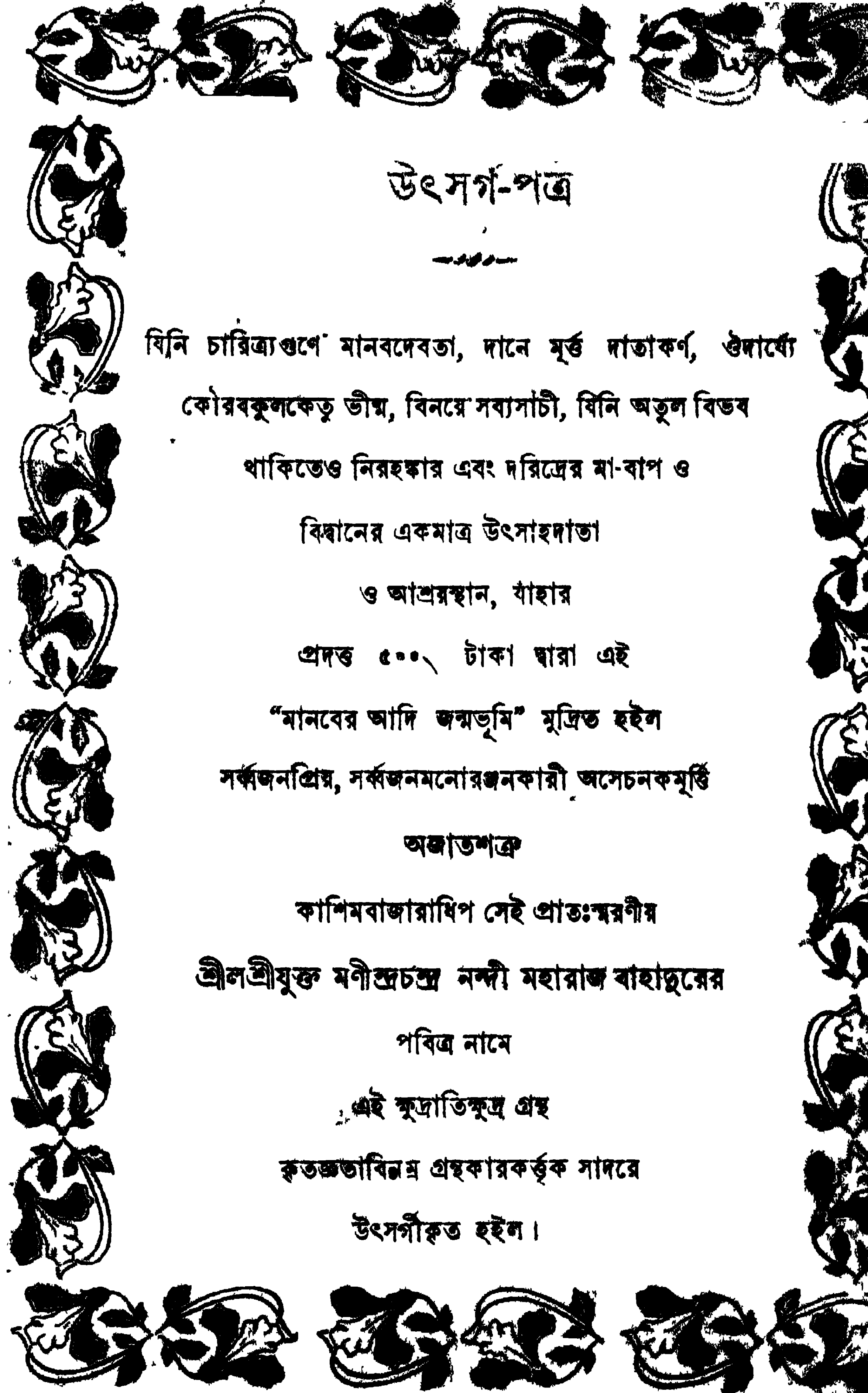
মাহ—অগ্রহায়ণ, ১৩১২ শাল।

(সকল স্বত্ব সংরক্ষিত)

সূচি-পত্র



বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গপত্র	প্রথমে
অবতরণিকা	"
Preface	"
সমগ মানবজাতি একনিদানসমূহ	১
ককেশশ্ পিতৃভূমি নহে	৯
ইউফেটিশ্ পিতৃভূমি নহে	১৫
বাল্টিক্ বেলা	১৯
মিশর	২৪
মিডিয়া বা হেরা	৩১
ইরাণ	৩৬
বাক্টিয়া প্রভৃতি	৫১
বারিণ দ্বীপ	ঐ
ভারতবর্ষ ও সুবাস্ত পদেশ পিতৃভূমি নহে	৫৩
<p>মিঃ এ, কুর্জান, পৃজনীয় ৩ ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি এল, ৩ বিনায়ক ভট্ট. শ্রদ্ধেয় ৩ অক্ষয়কুমার দত্ত, বিগকোম, পৃজনীয় ৩ সত্যব্রত সামশ্রমী ও চরকসংহিতা প্রভৃতি ।</p>	
উত্তর কুরু পিতৃভূমি নহে	৮৮
উত্তর কেন্দ্র	৯১
মহাত্মা তিলক, মহানতি ৩ উইলিয়াম ক্রো ওয়াবেণ সাহেব মঙ্গলিয়াই পিতৃভূমি	১৪৭
পরিশিষ্ট (ক) উত্তর কুরুর আধুনিকত্ব, বৈরাজভবন	২৪৯
পরিশিষ্ট (খ) শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু	২৫৪
পরিশিষ্ট (গ) মহামতি ছেজ	২৬০
সমাপ্তিশ্লোক	২৬১
প্রশংসা প্রত্নাবলী	২৬৫



উৎসর্গ-পত্র

যিনি চারিত্র্যগুণে মানবদেবতা, দানে মূর্ত দাতাকর্ণ, ঔদাৰ্ঘ্যে
কৌরবকুলকেতু ভীষ্ম, বিনয়ে সব্যাসাচী, যিনি অতুল বিভব

ধাকিতেও নিরহঙ্কার এবং দরিদ্রের মা-বাপ ও

বিশ্বানের একমাত্র উৎসাহদাতা

ও আশ্রয়স্থান, যাহার

প্রদত্ত ৫০০ টাকা দ্বারা এই

“মানবের আদি জন্মভূমি” মুদ্রিত হইল

সৰ্বজনপ্রিয়, সৰ্বজনমনোরঞ্জনকারী অসেচনকমূর্তি

অজ্ঞাতশত্রু

কাশিমবাজারাধিপ সেই প্রাতঃস্মরণীয়

শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের

পবিত্র নামে

এই কুদ্ভাতিকুম্ভ গ্রন্থ

কৃতজ্ঞতাবিনম্র গ্রন্থকারকর্তৃক সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

অবতরণিকা

প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল গভীর গবেষণা ও শাস্ত্রালোচনার পর আজি শুভ বা অশুভকণে আমার প্রবৃত্তিব্যবস্থার তৃতীয়ভাগ বা “মানবের আদি জন্মভূমি” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমি এ-বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, আমার শ্রম সফল হইয়াছে কি না, তাহা প্রবীণগণের বিচার্য।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এমন একটি কথাও নাই যে তাঁহারা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন যে আৰ্য্যগণ বাক্ট্রিয়া বা ঐরূপ কোনও তথাকথিত মধ্য আশিয়া হইতে বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া একদল ককেশশের পার্শ্ব দিয়া ইউরোপে ও অন্য দল পারস্যের ইরাণে আসিয়া উপনীত হইলেন। পরে গৃহবিবাদনিবন্ধন একদল ইরাণপরিত্যাগপূর্বক ভারতে যাইয়া হিন্দুজাতির ভিত্তিপত্তন করেন। ইরাণস্থিত অন্তদলেরই নামান্তর আজি পার্শীজাতি।

কিন্তু আমরা একমাত্র বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের পর্যালোচনার দ্বারা ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণের কোনও একটি কথার মূলেই কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই। তাঁহারা গ্রীক প্রভৃতি জাতির বয়ঃক্রমের পূর্ব সময়টাকে Prehistoric বা প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমাদের তত্ত্ব ছাড়া অন্যান্য সমগ্র গ্রন্থই গ্রীক সভ্যতার পূর্ববর্তী, এবং আমাদের বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহই জগতের প্রকৃত ইতিহাস। অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থ একালের মার্জিত প্রণালীতে বিরচিত নহে, কিন্তু অন্য দেশের নাই যাহা অপেক্ষা আমাদের দেশের এই সকল কাণামামার দ্বারা আমরা জগতের প্রাচীনতম যুগের বহু প্রকৃত ঐতিহ্য জানিতে পারিতেছি।

তোমরা বেদসমূহকে কেহ হরেকাঁক, কেহ বা স্মারককবিতা ও কেহ কেহ বা প্রলাপক্য বলিয়া পূজা বা গর্হা করিতে পার, কিন্তু আমরা ক্রমাগত

২৫ বৎসরকাল তন্নতন্নভাবে পুনঃপুনঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে তদানীন্তন পূর্বপুরুষগণ যখন যাহা হইত, যখন যাহা ঘটত, মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুসন্ধানে যখন যাহা জানিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতির বৈচিত্র্যসন্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রসন্নহৃদয়ে যখন যে সকল ভাব ও জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাঁহারা বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ না ঈশ্বরবাণী এবং না ইহা কর্ণসীড়াদায়ক চাষার গান বা প্রলাপবাক্য। ইহা জগতের মহান আদি ধর্মগ্রন্থ, আদি মহাকাব্য ও আদি মহাপুরাণ।

ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি পার্শী বা কি হিব্রুজাতিসনাথ সেমিতিক জাতি, বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন এবং প্রধানতম পুরাণসমূহ, উক্ত সর্বজাতির সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ। প্রকৃত নধ্য এশিয়া বা মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া হইতে গ্রীক, লাতিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, শাকসন ও ইংরাজপ্রভৃতি কোনও জাতির কোনও পূর্বপুরুষ একেছের ককেশশ হইয়া ইউরোপাদিতে প্রবেশ করেন নাই, আমরাও পার্শীদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভারতে আসিয়া বন্ধমূল হইয়াছিলাম না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে দেবতাথা ব্রাহ্মণেরা পিতৃলোক আদিষ্বর্গ বা মঙ্গলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া আর্ঘা বা লর্ড নামে সমলঙ্কৃত হইলেন। সেই ভারতীয় আর্ঘাগণের একদল গৃহবিবাদনিবন্ধন আর্ঘাবর্ত্ত বা Aryavartta নামে পরিচ্যাত পূর্বক পারশ্বের উত্তর ভাগ ও তুরুষ্কের দক্ষিণভাগে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৃত্রাসুর পারশ্বের উত্তরভাগে যাইয়া যে রাজ্যের পত্তন করেন, উহা ভারতীয় আর্ঘাগণের নাম হইতে “আর্ঘায়ণ” নামে বিশেষিত হইয়া শেষে উহার অপভ্রংশে আইরাণ বা ইরাণনামে প্রখ্যাত হয়। ঐরূপ বাইবেলের ইস্রায়েল, তুরুষ্কের অর্জরম ও আরনাগী, আলবেনীয়া, ককেশশের উপত্যকার আইরণ, গ্রীশের উত্তরদিকস্থ আরীয়া, জার্মানদিগের আরিয়াই এবং এরিণ বা আরার্ন্যাও এক ভারতীয় আর্ঘা শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত। আর বৃত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসুর বগ যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই আজি জগতে আশুরীয় (অশুরশ্ব ইদং) বা Assyria নামের বিখ্যাত, এবং উক্ত অশুরগণের অন্তর চন্দ্রাঙ্গ পণিগণই ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া তুরুষ্কে যাইয়া কিনীশীধান জাতির পত্তন করেন।

এবং মগরাদেশে হিন্দু যবনগণ শ্রুতিশিরস ও মুক্তকচ্ছ হইয়া লাহিত হইলে তাঁহারা তুরুকে যাইয়া প্রথমতঃ যে পল্লীস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা Palastine বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং উক্ত যবনগণ, যবনগণের বিকারে (যবন-জোন, জু) ক্রমে জু নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। উক্ত হিব্রু বা যবন জাতির এক শাখা আরব ও অন্য এক শাখা মিশরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মৈশর যবনগণের একদলদ্বারাই গ্রীক যবনগণের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। তাই এখনও গ্রীকেরা আপনাদের নামের অন্তে ভারতীয় রাজা নহুষের নাম যোজিত করিয়া আসিতেছেন। আববগ ও যবনগণ তাঁহাকে “হু” এবং হিব্রুযবনগণ তাঁহাকে বাইবেলে “নোওয়া” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সুতবাং সমগ্র পুরাতন পৃথিবীর প্রায় সমগ্র জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূতপূর্ব ভারতসন্তান।

আফ্রিকার সকল সভ্যজাতি আপনাদিগকে ভূতপূর্ব ভারতসন্তান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগেব পুরীমঠের নামই পীরামিড। আর আফ্রিকার যবনগণও ঋগ্বেদের “মূবদেব” বা ভারতীয় অম্বরদিগের শাখান্তর বিশেষ। তাই মিশরাদিদেশে ভারতীয় মনু (Manu) ও ভারতীয় মূর্তিপূজার সঞ্চার দেখা যায়। ইউরোপেব ডুইডদিগেব ধর্মকর্ম ও ভারতীয় পৌরাণিক ধর্মের সংস্করণবিশেষমাত্র। ইউরোপেব কেলট বা কেলটিকগণ, ভারতীয় কিবাত বা কৈবাতিকগণের অনন্তরবংশ। ইউরোপের Teuton শব্দও বেদের ত্রিতন শব্দহইতে ব্যুৎপাদিত। পাশ্চাত্যেরা একদিগকে অনার্যা ও ভারতের বহিঃশত্রু বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অযোধ্যার বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্তের অনন্তরবংশ।

ইক্ষাকুর্শ্চেক নাভাগোধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ ।

নরিষ্যন্তশ্চ বিথ্যাত্তা নাভানেদিষ্ঠ এব হি ॥ ৩৪

করুশ্চ পৃষধ্শ্চ বসুমান্ লোকবিপ্রতঃ ।

মনোর্কৈবস্বতশ্চৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৩৫

১ অ—৩ অংশ—বিষ্ণুপুরাণ

ইক্ষাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যতি, নাভানেদিষ্ঠ, করুশ, পৃষধ, বসুমান্ ও নরিষ্যন্ত, এই নবজন বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র।

নরিয়্যতঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্ত তু ভারত ।

অধরীষোহভবঃ পুত্রঃ পার্থিবর্ষভ সত্তমঃ ॥

২৮—১০ অ হরিবংশ ।

উক্ত নরিয়্যস্তের পুত্রের নাম শক । উক্ত বংশে ভ্রম্মগ্রহণনিবন্ধন মহাত্মা মানবদেবতা বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ বিশেষণের বিষয়ীভূত । এই শকগণের নূরুরা সগরকর্তৃক পরাভূত ও লাঞ্চিত হইয়া (অক্ষুণ্ডান্ শকান্—২১ ৩ অ —৪ অংশ বিষ্ণু পুবাণ) প্রথমতঃ অন্তনীক্ষেব একদেশ তুরুক্ষে গমন করেন ।

যৎ শকা বাচ মাক্ৰহন্ অস্তবিক্ষম্ । অথর্কবেদ ।

এবং তথায় তাঁহারা আর্ষ্যারাম (আর্ষ্যা বনস্তে অত্র) জনপদ ও আর্ষ্যমানব (আরমানী) জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউরোপে গমন করেন । তথায় তাঁহারা কাশ্মীর সাগরের পশ্চিম বেলায় যে জনপদের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আজি ভাষার বিকারে (শকাবসথ হইতে) শিদিয়া নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহাদিগের গুরুপুত্রোচিত শর্ম্মনুগণ ইউরোপে সর্বাদৌ যে জনপদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তখন

শর্ম্মেশিয়া

নামে প্রথিত হয় । এই শর্ম্মনুদিগেব দ্বিতীয় রাজ্যেব নামই জর্ম্মানী ও জাতিব নাম জর্ম্মাণ । এখনও পোলাণ্ডে শর্ম্মন্ নামে একটা জাতি পবিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং এই শকসূদিগের দ্বিতীয় রাজ্যেব নামই শাকসনী ও জাতিব নাম শাকসন । উক্ত লো জর্ম্মাণ ও শাকসন জাতিহইতে ইংবাজজাতি সমুদ্ভূত । এবং ভারতের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কিবাতহইতেই কেলট ও গলজাতির সমুদ্ভব ।

গ্রীকগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবনসন্তান (তুর্বসো যবনা জাতাঃ) কিন্তু তাঁহারা ষাপনাদিগকে Heleenes জাতিও বলিয়া থাকেন । উক্ত হেলেনিস্ শব্দ সূর্য্যার্থক হেলিন্ শব্দ হইতে বাৎপাদিত । গ্রীকেবা যে সূর্য্যকে Helios বলিয়া থাকেন, উহারও নিদান সংস্কৃত হেলিস্ (হেলি + সি = হেলিঃ বা হেলিস্) শব্দ । Heleenes শব্দের অর্থ সূর্য্যবংশীয় । কিন্তু গ্রীক যবনেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় । হুতরাং বোধ হয় অপোগস্থানের বোমকপত্তনবাসী সূর্য্যবংশীয় কছোজ ক্ষত্রিয়গণ গ্রীশে বাইয়া প্রথমে উপনিবিষ্ট হইলেন, তজ্জন্ত গ্রীকদিগের জাতীয় নাম Heleenes হইয়াছিল । পরে কছোজেরা ইটালীতে যাইয়া দ্বিতীয় রোমক পত্তনের পৎন

করিয়া লাতিনজাতিতে পরিণত হইলেন। এই জন্তই গ্রীক ও লাতিন ভাষা সংস্কৃত
বহুল ও গ্রীকজাতির মাইথলজি এবং দেবগণ ভারতীয় ভাবাপন্ন।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারতসম্মান। এখনও তথায়
ভারতবিভাদিত বলির সন্ন্য রসাতল (বলিভীয়া) বিরাজমান। এখনও
দক্ষিণ আমেরিকায় “রামসীতোয়া” উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ম্মার মগেরা ত্রাত্য
ক্ষত্রিয় ও জাতিতে কিরাত। সমগ্র পূর্বোপদ্বীপ ভারতসম্মানে পরিপূর্ণ ;
উহা ত্রিভূমি ভারতেরই অংশ ও অঙ্গবিশেষ। নেপালের প্রাচীন নাম চীন।
এখান হইতে চীননামক ত্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ বর্ত্তমান চীনে যাইয়া উপনিবিষ্ট
হইলেন। ইহার পূর্বনাম জনলোক।

উদঙ জাতো হিমবতঃ

স প্রাচ্যাং নীয়াস জনম্। অথর্ববেদ।

এখনও চীনের বহুলোক প্রকৃত হিন্দু এবং তথায় বহু গৃহে দশ মহাবিষ্ণুর
পূজা ও আরতি হইয়া থাকে। এই চীনগণদ্বারাই জাপানজাতি গঠিত
জাপানীদিগের দেবালয়ে সাইনবোর্ড সকল ত্রিছতী বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত।
তবে কেবল উত্তর আমেরিকাই স্বর্গ ও নরকের ভূতপূর্ব অধিবাসী দৈত্যদানবগণ
দ্বারা অধুষিত। উহারা এইক্ষণে তথায় নেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত।

সুতবাং পাশ্চাত্যগণ যাত্রা যাত্রা বলিয়া থাকেন তাহাব একটা কথাও প্রকৃত
নহে। আমরা “ইউরোপায়গণ ভারতসম্মান” এই প্রবন্ধে বহু প্রামাণ্য প্রমাণ
দ্বারা তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন করিয়াছি।

মহামতি উইলিয়ম এফ ওয়ারেন সাহেব যে প্যারাডাইজ ফাউণ্ড নামে গ্রন্থ
লিখেন, পূজনীয় বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক উহারই অনুগ্রানী হইয়া North
pole বা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহত্বসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিলক
আমাকে তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থ পাঠাইয়া
দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার বহু আলাপও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার
ও ওয়ারেন সাহেবের উক্তিপরম্পরা সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে
পারিলাম না।

অনেকে ভারতের আদিগেহত্বসম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। যেমন
পূজনীয় সত্যব্রত সামশ্রমিপ্রভৃতি। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তিও প্রমাণশূন্য ও বেদ

বিরুদ্ধ বলিয়া আনাকে পরিহার করিতে হইয়াছে। শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত বিজয়দাস দত্ত গুপ্ত এম্-এ (ত্রিপুরা ব্রাহ্ম সমাজের এক বক্তৃতায়) ইরানকে আদিগেহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মূলগ্রন্থে ইরানের আদিগেহে নিরাকৃত করিয়াছি। শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল মহোদয় মডাবেণ রিভিউতে মে ও আগষ্ট মাসে আশিয়ার দক্ষিণের কোন স্থানকে আদিগেহ বলিতে অভিলম্বী হইয়াছেন। তাঁহার মত পরিশিষ্টে পণ্ডিত হইল। যখন বেদাদি কোনও শাস্ত্রই হিমালয়ের দক্ষিণে কোনও স্থানকে পিতৃ বা পিতৃলোক বলিয়া নির্দেশ করে না, যখন “ পিতৃঃ ” পিতৃপদবাচ্য, তখন বাক্যে তাঁহার পক্ষ সাহেবদিগের কথায় বিচলিত হওয়া সমীচীন হয় নাই।

আমি মঙ্গলিয়াব মধ্যগত আলটাই (ইনাশ্চায়ী) বা নেক পর্বতের সাহুদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি এবং জগদ্বাবণা বেদ ও অগ্ন্যায় শাস্ত্রহইতে যে সকল প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, বোধ হয়, তৎপাঠে কেহ আব আমার মতের পরিপন্থী হইবেন না। অবশ্য আমি নির্ঘণ্টুকোষ, যাক, শাকপুণি ও ঔর্ণনাভের নিরুক্ত এবং উবট, সায়ণ, মহীধর ও শঙ্করভাণ্ড্যের বহু কথাই অগ্রাহ করিয়া স্বাধীনভাবে বেদব্যাখ্যা করিয়াছি, কিন্তু আশা কবি তথাপি কেহ—

“ওরে মূর্খ আটলাটিকেবও

কি আবার পাড আছে ?”

“তাতস্ত কূপোদকমেব পূতম্।”

এই সকল ভ্রষ্টবুদ্ধির পদতলে স্বাধীন আত্মা বিলুপ্ত হইতে দিয়া আমার কথা গুলি উড়াইয়া দিবেন না। আমি ৪৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর গবেষণা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, কেহ সহসা তাহাতে অবিশ্বাস করিবেন না।

আমরা মূলগ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বামনবিষ্ণু আমাদের পূর্ব-পিতামহ বৈবস্বতমন্ত্র ও শযুপ্রভৃতিকে লইয়া অপোগস্থানেব ভিতর দিয়া ভাবতে প্রবেশ করেন। তজ্জন্য অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থান “সুরবহ্নি” নামের বিষয়ী-ভূত। কিন্তু দেবকুলধুরন্ধর বিষ্ণুকে উপদ্রুত দেবগণের জগ্ন তিনবার (ত্রিষ্টিং) ভারতে আসিতে হইয়াছিল। আমরা মনে করি তিনি প্রথমবার আফগানিস্থানের পথে আসিয়া পশ্চিমসমুদ্র পার হইতে কষ্ট পাইয়া শেষ ছইবার

বজ্রিনারায়ণের পথে ভারতে আগমন করেন। তাই আমরা কনখলের প্রান্তে হিমালয়পাদদেশে “হরিদ্বার” নামক তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়া থাকি। তাঁহার প্রথমপাদবিক্ষেপস্থান বিষ্ণুপাদ ভূমি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান বিষ্ণুপদ সরঃ এই হরিদ্বারেরই সুদূর উত্তরে সমবহিত। শাস্ত্রপ্রবীণ পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বিষ্ণুর ভারতগমন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

The “three strides of Vishnu are noticed in the Rig Veda, in language which clearly points to the place whence the Aryans commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself.

Aryan Witness, P. 22.

কিন্তু ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য, পরন্তু বোধ হয় বা it perhaps নহে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বাধীনভাবে বেদ পাঠ করিলে নিশ্চিতই এই perhaps শব্দের ব্যবহার করিতেন না। শত পথের সেই উত্তর গিরেঃ মনোরপসর্পণংও বিষ্ণুসহ মহাদির ভারতগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবশ্য অনেকেই আমার প্রার্থনাবশতঃ আমার এই গ্রন্থের সমালোচনা করিবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা ইহাই যে কেহ যেন আদি অস্ত্র না পড়িয়া ও মূল প্রমাণগ্রন্থগুলি না দেখিয়া সহসাই আমার মন্তক হাতে না কাটেন। আ. জানি, আমার এই গ্রন্থ ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় না গেলে এই ভারতবর্ষ আমি আমার পরিশ্রমের প্রকৃত ওজন করাহতে পারিব না, তথাপি বিনীত নিবেদন, কেহ অবিচারে গালিবষণ না করেন। আমি কোনও কথাই নূতন বলি নাই, ঋষিরাই বলিয়াছেন, স্বর্গ ও নরক ভৌম, দেবতারা নর ও মর এবং ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, পিতৃভূমি স্বর্গের দেবাধা (ব্রাহ্মণাধা) নরেরাই ভারতে আসিয়া আর্য্যজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যেমন সেই ভারতীয় আর্য্যজাতিদ্বারা তত্ত্বাত্ত দেশসমূহ অধুষিত, তেমনিই ভারতীয় সংস্কৃতভাষার বিকারে গ্রীক, লাতিন, ফ্রেন্স, হিব্রু ও জার্মান প্রভৃতি ভাষা গঠিত। বাইবেলও ভারতীয় হিন্দু যবনগণদ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের সত্য ও ব্রাহ্মদ্বারা বিরচিত। এবং মহাত্মা যিশুও ভারতে আসিয়া বেদ, উপনিষৎ, গ ও মহাসংহিতাপ্রভৃতি পাঠ করিয়া গীতার তত্ত্ব হইয়া আপনাকে ভারতীয়

“কৃষ্ণ” নামে প্রখ্যাপিত করেন। তাঁহার খৃষ্ট নাম সেই ভারতীয় কৃষ্ণনামেরই বিকারবিশেষ। বাইবেলে খৃষ্ট নাম নাই।

আমি বেদ হইতে “দৈবতকাণ্ড”, “ভৌমকাণ্ড”, “মানবের আদিজন্মভূমি” ও “সারস্বতকাণ্ড” এই চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। তন্মধ্যে প্রয়োজনবোধে প্রথমে তৃতীয়খণ্ড প্রহ্লতঋ-বারিধি বা এই গ্রন্থের প্রচার করিলাম। মানব-দেবতা অবদানকল্পতরু মাননীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত ৫০০ টাকা সাহায্যে ও সাহিত্যজগতে সর্বজনবিদিত বহুশাস্ত্রে কৃতশ্রম ও পারদৃশ্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহায়্যের অনুগ্রহে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এজ্ঞা ইহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। কলাগভাজন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিষ্ণাভূষণ বাবাজীউ আমাকে ওয়ারেণ্ সাহেবের গ্রন্থ দিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তজ্জ্ঞা তাঁহাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার প্রাণের প্রাণ, প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গত মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিল, সে গত ২৪শে আগষ্ট রাত্রি ৭টা ৩ মিনিটের সময় দেওঘরে, ছুটি হাত ষোড় করিয়া আমার বাম উরুতের উপর মাথা রাখিয়া—

কামিনি ! কামিনি ! মা মা !

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বেশ্বর !

বড় শ্লাঘা ! বড় শ্লাঘা ! বড় শ্লাঘা ! বড় শ্লাঘা !

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে নীরব হইয়াছিল, সুতরাং অনুবাদের ভার অণ্ডের হস্তে দিতে হইবে। শ্রাবণের উপাসনায় আমার মনোরঞ্জনের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ (পেন্সিল দিয়া মৃত্যুশয্যায় লেখা) “মিলন-মন্দির” মুদ্রিত হইয়াছে। এখন ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা, ভগবান্ আমাকেও সত্বরে তাহার সহিত সম্মিলিত করুন

যখন শোণনদের পশ্চিমতীরে মনোরঞ্জনকে লইয়া আমি কৈলোয়ারে ছিলাম, তখন সে দিবা দ্বিপ্রহরে তন্দ্রাবেশে স্বপ্নে দেখে, কে তাহাকে বলিতেছে, “তুই আর আঠার দিন এই পৃথিবীতে আছিস্”—ঠিক সেই অষ্টাদশ দিবসে সে শেষযাত্রা করিল। আমিও তাহার মৃত্যুর দিন দেওঘরে দিবা দ্বিপ্রহরে

অত্যাধিকার খোলাচক্ষে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিলাম। আমার চক্ষু
ছিল, আমি একতাননরনে সেই সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইতেছিলাম, কিন্তু আমার
কনিষ্ঠা কস্তা সন্ন্যাসীকে আমার নিদ্রাতর হর। পরদিনও অপর এক
বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে স্বপ্নে দেখি। ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, প্রথম জন
মনোরঞ্জনকে লইয়া বাইতে ও দ্বিতীয় জন যেন আমাকে সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ
দিতে আসিয়াছিলেন? কে জানে ইহাব ভিতর কি আছে?

৪৫৫, শিবলা ষ্ট্রীট,

১৮শে আশ্বিন, ১৩১২ শাল।

কলিকাতা

সারস্বতগেহ।

হতভাগধের

শ্রীউমেশচন্দ্রদাশশর্মা।

PREFACE.

Western scholars have classified men as Caucasian, Mongolian, Ethiopian etc, or as Aryan and Non Aryan. But why we consider the whole human race as the descendants of one primitive pair? This riddle has been solved in this work.

If the whole human race be the descendant of a single pair, it follows that they had a certain original home in a certain region of the world. The object of my present work is to shew that this original home was Mongolia. The first man, Virát, lived on the slopes of Mount Meru or Altai in Mongolia. This place is referred to in the Hindu scriptures as "Vairája-bhavana" or the abode of Virat. Western Scholars state that the cradle home of the human race could not be fixed and that it has not been alluded to in the Hindu Scriptures.

But I have attempted to show that the original home is not only named but its location clearly described in the Vedas, Upanishads, Smritis, Puranas, Rámáyana, Mahábhárata etc., or, in other words, in the ancient literature which is the common inheritance of the

Hindus, Pársis, Buddhists, Christians and Moslems alike. This original home was Mongolia which was known as "Pitá," "Pitriloka" (the abode of the fathers), Dyo (the original heaven, or Nábbi ("navel", so named because it is situated in the middle of Asia). I have also pointed out that "Svarga (heaven), Naraka (hell) and Pitriloka (the abode of the fathers) mentioned in the ancient Sanskrit literature refer to actual countries and not to any mythical "other worlds" visited by the departed souls. The original Svarga or Pitriloka is identical with Mongolia, the abode of the Devas, Naraka is the country inhabited by the Daityas and Danavas, the step-brothers of the Devas. It was situated to the North of Lake Ma'nsa.

Neither Bactria, nor the banks of the Amu or Jaxartes, nor the slopes of the Hindukusha, or Persia could properly be designated as Central-Asia ; and there is no foundation of the view expressed by western scholars that one branch of the Aryans dwelling in one of those countries migrated to Europe via Caucasus, while the other settled in Persia and that a part of the second branch settled in India and became known as the Hindus. There is no authority in support of the above view or of the view of Messrs. Latham, Poesche, Penka and other scholars that the shores of the Baltic sea were the original home of the Aryans, nor are they based on sound reasoning. On the other hand my theory is supported by the Vedas and other Hindu Scriptures.

Being dislodged by the Daityas and Danavas from the Paradise (original home), our ancestors, the Devas, migrated to India and having extended their power over the dark skinned aborigines, became known as the "A'ryas" or Lords. They became known as A'ryas only when they came to India and not formerly. Their earlier designation was Bráhmaṇa or Deva. The land occupied by them was A'ryavarta or "Aryanem Vaejo" (Varta of Aryas).

There having arisen among the A'ryas or the Devas settled in India, a dispute as to the form of worship, eating and drinking etc., they were split up into the Asuras and Devas or Suras.

सुरापरिग्रहाद् देवाः सुराणा इति विभूताः ।

"Having drunk wine, they became Suras". The Asuras being defeated

in the conflict that ensued were forced to take shelter in what is now known as Persia and Turkey in Asia. This conflict is known in the Hindu Scriptures as the *Devi-yuddha*.

The Asuras were thus Aryans, Devas and Brahmans also (Brahmana does not here mean Brahmin by caste but "performer of austerities"). Vritra, the leader of the Asuras, founded a country in Northern Persia which became known as A'rya'yana (the abode of the Aryas) or Aryans). His younger brother, Bala, founded the kingdom of A'suriya (Assyria in Turkey and the country founded by the Panis, a clan of the Asuras, was Phœnicia. The exodus of the Asuras from India is fully described in the Rigveda. Not advancing mere theories, but relying on our authoritative holy Scriptures, we must take the Parsis, Assyrians, Carthagians, Phœnicians and the Pœnis (which is the Latin form of Sanskrit Pani) and Moors of Northern Africa as migrators from India having their original home in Mongolia.

Prince Yavana was the son of Turvasu, the grandson of King Nahusha of the Lunar Race. His descendants were the Yavanas and their country was Ya'vanina (Yunani, Junan etc.). Being defeated by King Sagara, they were forced to shave their heads, give up their religion and flee from their country. They settled themselves in Palestine and became the Jews (the word Jew being derived from Sanskrit *Yavana* through the Prakrita form of *Juna*). One branch of them went to Arabia and another to Egypt and became the ancestors of the Moslems and the Egyptians respectively. Hence the Arabs describe themselves as the descendants of Nu, who is identical with our Nahusha. This Nahusha and his son Yaya'ti are also referred to in the Bible as Noah and Japhet. The Egyptians followed the Puranic religion of the Hindus. Thus their chief deity was the bull-bannered Isis (Skr. Isa—Siva). The word "Pyramid" also refers to Sanskrit "Puri-matha".

Mr. Pococke has recorded, in his "India in Greece," that the Ethiopians of Africa claimed to be the sons of India.

The Greeks are descended from a colony of the Egyptians in Europe. So the Greeks still use the word Nahusha as a surname.

(This fact has been made known to me by my third son, Mr H. L. Gupta who visited Greece). Hence also the affinity of the Greek mythology and language with those of India. Thus the people of Turkey, Persia, Arabia, Egypt, Abyssinia, Carthage, Morocco and Greece are migrators from India and so remotely from Mongolia.

Being disgraced by king Sagara, the Kambojas, a tribe of Kshatriyas of the Solar (or rather of the Vaivasvata) race fled to Europe. These are the ancestors of the Helenics of Helas or the Greek as they called themselves (Sans. Heli, Nom. Sing. Helis, or Helin means the "sun"). A band of Yavanas of the Lunar race and of Kambojas of the Solar race founded a city on the Tiber, named Rome after the original city of Romaka (in Apogasthara, a country in Ketumala) and became the fore-runners of the Roman or Italian nation, the original home of which was thus Mongolia.

Saka was the son of Narishyanta, one of the nine sons of Manu Vaivasvata, the king of Ayodhya. Lord Buddha is known as Sa'kyasinha (the Lion of the race of Saka) owing to his birth in this line. The larger portion of the Sakas, the descendants of the prince Saka, had to leave India, and they settled on the slopes of Mount Caucasus owing to their disgrace (of having to shave one half of their heads) and their defeat by king Sagara.

यत् यज्ञा वाचमाह्वन् अन्तरोचम् ॥ अथर्ववेद ।

These migrators carried with them Indian culture, religion, custom and the *Sa'ka'ri tongue*, a dialect mid-way between Sanskrit and Anglo-saxon.

यज्ञाराणां यज्ञादीनां यज्ञारो मन्मयो ब्रवीत् ॥ साहित्य-द्वयम् ।

Thus Sanskrit *Pa'thas*, Bengali *Pa'tha'ra*, Sa'ka'ri *Va'tha'r*; whence *Osthura* used in Lanka and A. S. *Water*, English *Water*, German *Wasser* and Greek Hyder are derived.

This Saka-sunu ("son of Saka") tribe of the A'rya race established the Kingdom of A'rya'ra'ma' (Erzeroum)

(चाखी इमन्ते अथ चाखिरम)

in Turkey and became known as A'rya Ma'navas (Armenians). Then they left the slopes of the Caucasus and proceeded to Europe. So

the Europeans describe them as of the Caucasian race. But though Caucasus was their home just before their entrance into Europe, their original home was in Mongolia. Scythia is only a corruption from *Sak-susutha* or "the abode of the Sakas" on the west bank of Ka'syapina (Caspian) Sea. Hence the Northern Saka-sunus proceeded still more to the North-west and thus became the Saxons of Saxony.

The Sakas were Hindus and so they persuaded their preceptors and priests, the Sarmans, to accompany them. The settlement of these Sarmans was Sarmmesiyá (Sarmetia). Thence they proceeded to the North-west and became the progenitors of the modern Germans. The word *German* is simply *Sarman* with the change of the sound of S into that of G. "German" may also be derived from "*Jarmana*" which occurs in the Veda and has been explained by Sa'yana as meaning "worthy of reverence". Though there is no caste system in Europe, the Germans rank very high in nobility and it is most probably due to their being the descendants of Brahmans. Thus the Saxons, Germans, and (hence their kinsmen) the English are descended from an Indian race having their original home in Mongolia.

The kingdom of the Kiratas, a degraded Kshatriya race, was to the south-east of Nepal. Thence proceeded to Burma a band of Kiratas described in the Ra'ma'yana as gold-coloured and fine-looking. These were the ancestors of modern Burmese. Another band of the same people proceeded to the south-west and founded the "kingdom of Kiratas" or Khilat. The Kelts of Spain, Portugal, France and Ireland are sons of the Kiratas who migrated to Europe from Khilat. The word Gaul is only a variant of "Kelt". The Slays were the inhabitants of the Uttara (Northern) Kuru where they migrated directly from Mongolia (and not via India as the other nations of Europe did). Thus it follows that Mongolia is the original home of all the races of Europe. It is needless to add that the Encyclopædia Britannica and other authorities derive the words Saxon, Kelt, etc., in other ways. But scholars will judge which of these sets of derivations to prefer—that without any authority or that supported by authoritative Hindu Scriptures.

The Chinese, a race of degraded Kshatriyas, lived in Nepal, the old name of which was China. These Chinese migrated to the country the ancient name of which was "Jana loka" but which is now known as China after them. Even now relics of Hindu religion, e. g., the worship of the ten Maha'vidya's are to be met with in China. Japan was settled by some Chinese tribes and also by hundreds of Bengalis proceeding there to preach Buddhism, as is proved by the fact that the sign boards of the temples in Japan are even in the present day written in "Tribhuti" Bengali characters. Thus Mongolia is the original home of the Chinese and Japanese also.

The Malaya Peninsula, Siam, Burmah, Anam, Cambodia, etc., are only a division of "the three divisioned" (Vedic *Tribhumi*) India. Hindus are to be found in the Isle of Bali, Java etc, even to the present day. It is also a known fact that Lanka' (Sarana Dvipa), Ceylon and other islands are occupied by Indian tribes. Thus Mongolia is the original home of the inhabitants of Farther India, Malaya Archipelago, Lanka, Ceylon etc.

That Bharata conquered Ga'ndha'ra (Kandahar) from the Gandharvas and founded two cities, Pushkara'vati (Ghazni) and Takshasila' (Taxila) named after his two sons is known to all readers of Ra'ma'yana (Uttaraka'nda, 101).

The Ya'davas reigning in the city of Pratishtana to the east of Praya'ga (and not the city of the same name in the Deccan) fled to Kabul from fear of Jara'sandha (See Mahabharata). Their descendants are the Pathans derived from Pratishtana through the intermediate form of Pustana). Thus Mongolia is the original home of the people of Afganistan also.

America is the seven Patalas (nether regions) of the Hindu Scriptures which state that the Daityas, Danavas and Nagas migrated from Mongolia, Tartary, Tibet, and Middle-Siberia to Patala or America. Some Asuras or Parsis (e. g. Mahishasura) were forced to proceed to America from India also.

दैत्याश्च दैत्या निहत्ये शुभे देव-रिपौ बुधि ।

निशुभे च महावीर्ये शैवाः पातालमायतुः ॥ चण्डी ।

The kingdom of Vasuki, the Naga (Serpent) King, was Patagonia and that of the Daitya King Bali was Bolivia (Skr. Bali-bhumi—the land of Bali). Thus the Red-Indians are the descendants of the people of Mongolia.

The celebration of the festival of "Ramsitoya" in many parts of South America and the fact that the Ancient American temples were built after Hindu model prove the existence of a Hindu Colony there.

Recently a stone image of Krishna or Buddha has been dug out in America. American scholars have come to the opinion that it was carried there by the Aryas of Central Asia. But there never was, nor now is, any race known as the Aryas in Central Asia: nor can the image of the purely Indian Krishna or Buddha originate there. Thus we must conclude that the image is that of Krishna who flourished some 2500 years before the time of Buddha, and that it was carried to America by the Hindus. Thus the cradle of all the Americans was Mongolia.

I have thus tried to show that Mongolia was the original home of the whole of human race. Of course the ancient traditions of the Kaffris, Kukis, Garos, Abors, Esquimaus etc., are not known; but as the Hindu Scriptures point out that the Rakshasas, Kinnaras, Gandharvas etc., migrated from Svarga (heaven) to India and other countries, their original home must be taken as Mongolia. They came so long before the advance of the ancestors of the Aryas that their skin was scorched into black by the burning climate. The languages of the Garos, etc., show traces of their being derived from a corrupted form of Sanskrit.

Now I appeal to you, my Indian brethren, and all Aryan brethren of Asia, Europe, America and Africa, who are late inhabitants of India, to think freely and to study the Vedas and other ancient literatures of India, which you have inherited, and I am sure that you all will come to my conclusions.

After a laborious study, extending over 45 years, in the various departments of Sanskrit Literature, and having devoted myself for more than 25 years specially to the Vedas, the Upanishads and

other important works related to them, and collected materials from these original sources, I have compiled, a book of research on the antiquities of India entitled the "Pratnatattva Varidhi" of which the first Volume, the "Daivata Kanda", treats of the Devas; the second the 'Bhauma Kanda', of the geography of the Vedic Age, and the Ethnology of the world, the third (the present work), the "Manaver Adi janna-bhumi" of the original home of mankind, and the fourth, the 'Sarasvata Kanda', of the civilisation of the ancient Hindus, their Religion, Philosophy, Philology and Science and Art, and they attempt to prove that the Hindus were the first teachers of mankind,* and the world's civilisation is immensely indebted to them. It, moreover, goes to point out, in addition, to their proficiency in Physical Science, Astronomy, Chemistry, Botany, and Mathematics, their high progress in the modern Mechanical Science, notably in their invention of Steam and Locomotive Engines, Balloons, Guns, Iron Ships etc., etc. In the section on Philology, I have shown that Sanskrit is the parent of all the Languages, ancient or modern, of the whole human race

Heaven is in the next world, the Devas are adorable, Antariksha or Nabhas (which really refers to Turkey, Persia and Afghanistan) is the region of air, Akasa or Vyoma (which really means Mongolia) the void sky, and we, Hindus, are the original inhabitants of India—these mistakes led all the Indian commentators out of the way. Therefore I am writing a Sanskrit Commentary of the Rigveda called "Prakritartha Vahini" with a Bengali translation giving a new and true interpretation

The Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nandi Bahadur of Kasimbazar, who is famous for his charity and kind-heartedness has very kindly helped me with the princely donation of Rs 500 to defray the costs of publishing this work. But want of funds prevents me from publishing my other works. Is there not such a real rich man who can help me?

UMESH CHANDRA DASH SHARMA,

45/5 Simla Street,

CALCUTTA:

Sarasvata-Geha.

VIDYARATNA.

* एतद्देवप्रसूतकं सकाशात् पद्यजननः ।

सं सं परित्रं विधेयं दृष्टिवा सर्वमागतः ॥ सद्गु ।

মানবের আদি জন্মভূমি

সমগ্র মানবজাতি একনিদানসমুখ

“কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্”

ঋগ্বেদ বলিতেছেন, কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্ ? প্রথম উৎপন্ন ব্যক্তিকে কে দেখিয়াছে ? ন কোপি । কোন ব্যক্তিই প্রথম জায়মান ব্যক্তিকে দেখে নাই । কেন ? যখন জগতের সকল নরনারীর আদি মাতাপিতা অথবা প্রথম মানবদম্পতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জগতে আর কোন মানব ছিল না, সুতরাং দেখিবে কে ? তখন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গেরাই বাহারা নিকটে ছিল, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে । সুতরাং সেই আদি মানবমিথুন জন্মপরিগ্রহদ্বারা কোন্ স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা চূর্জের নহে, পরন্তু অবিজ্ঞেয় । তবে আর এ বিষয়ে লেখনী ধারণের আবশ্যকতা কি ? ইহা কোন মানবই, সেই আদি স্মৃতিকাগারের অবস্থানবিন্দু অঙ্গুলিনির্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিতে সমর্থ নহে, এবং সমর্থ হইতে পারিবেও না, কিন্তু জগতের আদি মহাকাব্য আদি মহা পুরাবৃত্ত ও আদি মহাগ্রন্থ বেদচতুষ্টয়, সেই আদি স্মৃতিগেহসনাথ আদি প্রত্নৌ-কের স্থাননির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । পৃথিবীর আর কোন জাতির আর কোন গ্রন্থই সেই আদি পিতৃভূমির নাম ও সীমানির্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই ।

আচ্ছা জগতে যখন শ্বেত, কৃষ্ণ, ধর্ম, স্থূল, উন্নতনাসিক ও অবনতনাসিক এবং প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত-হুইত্যাঙ্গি নানা পৃথকশ্রেণীর লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জগতের সমগ্র নরনারী যে একমানবদম্পতি-প্রভাব, তাহা কি প্রকারে মনে করা যাইতে পারে ? কেনেরী স্বীপের লোকেরা অস্ত্রাঙ্গি শিশ

দিয়া কথা কহিতেছে, ভাষাহীন মনুষ্যের সস্তাও জগতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়, আর যত লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও একের ভাষার সহিত অন্যের ভাষার কোনও সমতাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না, সুতরাং মনুষ্যগণ একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মানবদম্পতি হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যদি ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য হয়, তাহা হইলে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থান কিরূপে থাকিতে পারে ?

হা পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দের হৃদয়ে একদা এ জিজ্ঞাসারও সমুদ্রেক না হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহারা তৎকালেই মনুষ্যদিগকে ককেশীয়, মঙ্গলীয়, ইথীওপিয়, কাক্রী ও নিগ্রো প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে করিয়া থাকি না। কেন ?

পশু-পক্ষি-প্রভৃতির জায় মানুষ কোন বন্ধমূল সংস্কার বা ভাষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না; ভাষা তাঁহারা নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং সেই ভাষা প্রণয়ন করিবার মহাশক্তিলাভ করিবার পূর্বে যে সকলজাতি সেই আদি প্রত্যেক: পরিত্যাগপূর্বক কেনেরি প্রভৃতি দ্বীপে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ নিজেরা চেষ্টা করিয়া কোন ভাষার সৃজন করিয়া লয়েন নাই বা লইতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহারাই আজি জগতে ভাষাহীনজাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত। তৎপর সেই আদি পিতৃভূমিতে ভাষার কতক সৃষ্টি হইলে, যাহারা সেই অপরিণত ভাষা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ভাষার সহিত আমাদের তদানীন্তন প্রাচীনতম ভাষার আংশিক মিল থাকিলেও নানা কারণে বিকারগ্রস্ত তাহাদিগের ভাষা ও অতুন্নত আমাদের বর্তমান ভাষার সহিত সমতা প্রদর্শনও অসম্ভব। তবে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে উহার মধ্যেও যে অসীম সমতা রহিয়াছে, তাহা অস্বত্ব হইতে পারে। “যোজনাস্তর ভাষা” যেমন ভাষা যোজনাস্তরে যাইয়া বিকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির সহিতও ভাষা কালে কালে পরিবর্তনশীল হইয়া থাকে, তৎকাল একই ভাষাভাষী একই মনুষ্যজাতির মধ্যে আজি ভাষাগত এত গভীর বৈষম্য সমাগত। জগতের আদি ভাষা গীর্জাণবাণী বা সংস্কৃত ভাষার বিকারে জগতের আর্ষা অনাৰ্য্য সমগ্র জাতির ভাষাই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নানা বিকারের সংঘটন ও নানা প্রাদেশিক ভাষার স্বাভাবিকতা: এবং

সমগ্র মানবজাতি একনিহানসমূহ

ঔপনিবেশিকগণের ভাষায় নানা নূতন নূতন শব্দের স্ফূর্তিমানবন্ধন আজি মাহু, “আদিতে জগতের সমুদয় লোক একই সংস্কৃতভাষাভাষী ছিল”, ইহা অস্বীকার করিতেও সমর্থ নহেন। কিন্তু সমুদয় পৃথিবীর সত্য মানবজাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ বেদ, জগতের দ্বিতীয় যুগের গ্রহ রামায়ণ ও চতুর্থ যুগের গ্রহ বাইবেলে মানবগণ যে পূর্বে একই ভাষা-ভাষী ছিলেন, তাহা বিশদাকরেই বিবৃত রহিয়াছে। সেই একই ভাষা যে প্রকার আবহাওয়া ও অজ্ঞান নানা কারণে নানা বিকারের ভিতর দিয়া নানা স্থানে যাইয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ জগতের একই মানব নানা স্থানে যাইয়া আবহাওয়া, আহাৰ্য্য, বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও ব্যবসায় প্রভৃতির পার্থক্যবশতঃ এষ্ট দৈহিক আকৃতিগত বৈষম্য উৎপন্ন করিয়াছে। ভাষার জায় মনুষ্যের আকারও যোজনাস্তরে পার্থক্য-ভাজী। কলিকাতার লোক হইতে নদীয়া ও যশোহরের লোকের আকার স্বতন্ত্র, আবার বরিশালের লোকে যেন সে স্বাতন্ত্র্য আরও একটু স্বাতন্ত্র্যবান। ফলতঃ মানবজাতির মধ্যে খেত, কৃষ্ণ বা ককেশীয়, নিগ্রো অথবা আৰ্য্য, অনাৰ্য্য বলিয়া কোন ঐশ্বরিক ভেদ নাই।

এরূপ জনশ্রুতি যে আদি মানবদম্পতি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। একালেও আমরা সাক্ষর ও সভ্যলোক অপেক্ষা নিরক্ষর ও অসভ্য লোকদিগের বর্ণগত ও আকারগত বহু বৈষম্য দেখিতে পাইয়া থাকি। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য ভ্রাতার যেরূপ আকার, নিরক্ষর বা দম্ভ্যতন্ত্র কিংবা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ভ্রাতার আকার ঠিক তদ্রূপ নহে। আবার সমতলক্ষেত্রবাসী লোকদিগের আকৃতির সহিতও পর্বতপ্রধানস্থানবাসীদিগের আকারগত বৈষম্য স্বতই অত্যধিক। পাঞ্জাব ও রাজপুতনার যে ক্ষত্রিয়গণ উন্নতনাসিক ও পরিমিতহস্ত, সেই ক্ষত্রিয়গণেরই যে সকল নেদিষ্ঠ দাম্পত্য নেপাল বা মধিপুরে যাইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাসিকা অস্বল্পত ও হস্ত দ্রাঘিমা সনাথ। চীন ও জাপানীদিগের আদি নিবাসভূমি ভারতবর্ষের নেপাল ও বঙ্গদেশ, কিন্তু আজি আবহাওয়ার পার্থক্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের মধ্যেও যেমন ভাষাগত বৈষম্য ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আকারগত বৈষম্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু জাপানবাসীরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যেরূপ অতুন্নতি লাভ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদিগের নাসিকা অচিরেই উন্নতি লাভ করিবে। এই ভারতবর্ষের মধ্যেও

বহু পরিবারে কতনাসিক প্রশস্তহু লোক শতকরা পঁচিশ জন বিস্তারিত, ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও এ হেন অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আকার বা ভাষাগত বৈষম্যদ্বারা মনুষ্যগণকে ভিন্নপিতৃমাতৃক ভিন্ননিদান মনে করা সমীচীন নহে। প্রথম যুগের লোকেরা বহুদিন বর্ষের ছিলেন, তাঁহাদিগের দৈহিক বর্ণও কৃষ্ণ ছিল, তাই আফ্রিকার কাকী, ভারতের গারো ও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিতে কালিমার এত প্রবলতা। শীত ও গ্রীষ্মের প্রভেদও দৈহিক বর্ণের নিদান হইয়া থাকে। শীত প্রধানদেশের বহু লোক মূর্খ বা বর্ষের হইলেও শুষ্কিমা ভঞ্জন করিয়া আসিতেছে। ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোক ও আমাদিগের কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাহার উদাহরণ ভূমি। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ লোক কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ। ইহার কারণ ভারতের গ্রীষ্মপ্রধানতা। বেদের বহু স্থলে বিবৃত রহিয়াছে যে, আমরা আমাদিগকে শিষ্ণু (১৮—১০০ সূ—১ম) বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ও এ দেশের আদিমনিবাসী বর্ষের লোকদিগকে তাহাদের বর্ণের কৃষ্ণত্বনিবন্ধন “কৃষ্ণত্বচ্” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। সেই শ্বেতকায় আমাদিগের বর্ণগত কালিমার একমাত্র প্রধান কারণ বা নিদানই আমাদিগের দেশের গ্রীষ্মাধিক্য। সুতরাং ভাষা ও বর্ণগত বা আকারগত প্রভেদ থাকিলেও মনুষ্যগণকে পৃথকনিদানসমূহ মনে করিবার কোন হেতুই দেখা যায় না। সেরূপ হইলে আমাদিগের বেদ বা বাইবেলাদি গ্রন্থে উহার কোন না কোন আভাস থাকিতই।

তৎপর আমাদিগকে ইহাও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ এবং আরব দেশ ও বহু দ্বীপ উপদ্বীপ সমুদ্রপ্রসৃত। আফ্রিকার মধ্য ভাগ এখনও আপনার বাল্যাবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহারা মহা মরু, শুষ্কদেহ মহাসাগরের বক্ষঃস্থলবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাচীনতম বেদ গ্রন্থে হরিয়ূপীয়া বা ইউরোপ মহাদেশের সমুল্লেক্ষ থাকিলেও উহা সপ্তদেব লোক সনাথ কাশ্মীর মহাদেশ বা আশিয়া ও সপ্তপাতাল বা আমেরিকা হইতে বহু অবরবয়াঃ। ঐ সকল দেশে যে সকল সত্য জাতি বসবাস করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব অধিবাসী। আফ্রিকার কৃষ্ণত্বচ্ লোকেরা তথাকার আদিমনিবাসী হইলেও সে দেশের অর্ধাচীনতানিবন্ধন

কাকীদিগকে পিতৃভূমির প্রাথমিক যুগের লোক ভিন্ন আফ্রিকার ছুইকোড় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ঐরূপ আরব, তুরক, পারস্ত বা অপোগ হানবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান।* ব্রহ্ম, শ্রাম, আসাম, চীন, জাপান ও বালীপ্রভৃতি দ্বীপ এবং লক্ষা ও সিংহলদ্বীপবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারত সম্ভান। আমেরিকার পেরুপ্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও ভারতহইতে ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানগণও উক্ত মহাজনপদের আদিম অধিবাসী নহেন। আজি তাঁহারা সভ্যসমাজের বহিষ্কৃত হইলেও একদিন তাঁহারা শৌর্য ও বিদ্যাবুদ্ধিবলে জগতে সমগ্র সভ্য সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রে দৈত্য ও দানব প্রভৃতি বলিয়াই সমাখ্যাত, সুতরাং তাঁহারা আমাদের মাতৃভূমির বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহারাও স্বর্গদেশ কিম্বুকর্ষবর্ষ বা তিব্বতের প্রত্যন্ত ভূমি “নরক” নামক জনপদ হইতে পাতাল বা আমেরিকায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। রুশিয়ার মাতনিকগণও উত্তর কুক (North Siberia) বা ব্রহ্মলোকের ভূতপূর্ব অধিবাসী ও দেবকুলপ্রভব। খুব সম্ভব কোনও হিমধলরকালে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ার যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা হিন্দুগণ ও পারশিকেরা ভারতের অধিবাসী হইলেও আমরা কেহই ভারতের আদিম অধিবাসী নহি। সুতরাং মনুষ্যগণ যে সকলদৌ একটি নির্দিষ্ট পিতৃভূমিতেই উৎপন্ন হইয়া বসবাস করিতেছিলেন, উহা যেন বস্তুতই স্বতঃসিদ্ধ। যদি জগতের আমূল মানবজাতি, ভিন্নভিন্ননিদানপ্রভব হইতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের নানাদিকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাচীনতম পিতৃভূমি দেখিতে পাইতাম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাচীনতম গ্রন্থ সমূহেও উহাদের কোন না কোনও প্রকারে সম্মুখেও থাকিত, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, জনশ্রুতিও উহার কোনও রূপ সমর্থন করে না। কি ভারতবর্ষ বা আরব, পারস্ত, তুরক, কি ইউরোপ কিংবা কি আফ্রিকা অথবা কি আমেরিকা ইহার প্রত্যেক স্থানের অধিবাসিগণই আপনাদিগকে এই সকল দেশের উপনিবেশিক

* যাতা মনুর সম্ভান দ্বিতীয় বরণপ্রভৃতি কেহ কেহ কেবল পিতৃভূমি হইতে পারস্ত ও অপোগ স্থানে পমনকরিয়াছিলেন।

•

মানবের আদি জন্মভূমি

বা আগন্তুক বলিয়াই অবগত, পরন্তু আদিম অধিবাসী বলিয়া নহে। পৃথিবীর সভ্যজাতির কোনও প্রাচীনতম বা আধুনিক গ্রন্থেও এই সকল স্থানের মধ্যে কোনও একটি স্থান সমগ্র মানবজাতির বা কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতৃভূমি বলিয়া প্রখ্যাপিত বা প্রখ্যাত নহে।

“পিতা”, “পিতৃভূমি” বা “পিতৃলোক”

প্রভৃতি শব্দও জগতের অন্য কোনও জাতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জগতের সমগ্র মানবজাতির আদি সাধারণ পৈতৃক গ্রন্থ বেদসমূহে যেমন ইহা রহিয়াছে যে—

“ঋগ্ ও ভারতবর্ষই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম জনপদ”

উক্ত সমগ্র বৈদিক গ্রন্থে “পিতৃলোক” বা “পিতৃভূমি” বলিয়াও একটি পবিত্র প্রত্যোক: বা পুরাতন স্থানের নাম বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকে সেই মহান্ প্রত্যোক: পিতৃলোক বা মানবের আদি জন্মভূমির কথাই বিবৃত করিব। এবং সাহসভরে আশা করি সকলকে অঙ্কুলিনির্দেশপূর্বক সেই পিতৃভূমির অবস্থানবিন্দুও দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইব। ঋগ্বেদের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

সনা পুরাণ মধি এমি আরাং

মহঃ পিতু জ্নিতু জামি তন্নঃ ।

দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ

উরৌ পথি ব্যাতে তস্মু রন্তঃ ॥ ৯—৫৪সূ—৩ম।

তত্র সারগভাষ্যং...হে স্তোঃ ! মহো মহত্যাঃ পিতুঃ সর্কন্ত পালয়িত্র্যাঃ
অনিতুঃ জনয়িত্র্যাঃ তব সনা সনাতনং পুরাণং পূর্বক্রমাগতং নঃ অস্মাকং যদেতৎ
জামিৎসং

“সর্বম্ একস্মাৎ জাতম্”

ইতি স্তো ভগিনী ভবতি । তাদৃশং ভগিনীৎসং তৎ আরাং অধুনা অধ্যোমি
স্মরামি দিবঃ পিতৃস্বৈ জনয়িতৃস্বৈ চ মন্ত্রবর্ণঃ

• স্তোমৈ পিতা জনিতা

নাভিরজ্জ ইতি । ৩৩—১৬৪সূ—১ম।

যত্র যন্ত্রাং দিবি অন্তর্যম্বে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিক্তে পথি নভসি পনি-
তারঃ স্বাং স্তবস্তো দেবাসো দেবাঃ এৰৈঃ গমনসাধনৈঃ শ্বেঃ শ্বেঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ
সন্তঃ তনুঃ তত্র স্থিতাঃ দেবা মদীয়ং স্তোমং শৃষন্ত ইতি ভাবঃ ।

দত্তজাহ্নবাদ...আমি একগে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জাতিস্ব
চিন্তা করি । তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্ততিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের
সহিত অবস্থান করেন ।

আমরা এই ভাষ্য ও অহ্নবাদের সকল কথা তথ্যবাহিনী বলিয়া গ্রহণ
করিতে পারি না । “পিতা” পদের প্রকৃত পদার্থগ্রহ যে কি করিতে হইবে
তাহা ভাষ্যকর্তা ও দত্তজ মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় কেহই ঠিক করিতে
পারেন নাই, কেবল প্রতি শব্দ বসাইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া গিয়াছেন মাত্র ।
তথাপি আমরা ভাষ্য অপেক্ষা বরং অহ্নবাদের বহু অংশ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার
করি । আমাদের মতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অহ্নবাদ এইরূপ হওয়াই যেন
সঙ্গত ।

অশ্বংকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা...কেনচিৎ ভারতবাসিনা ঋষিণা পিতৃ-
ভূমি মুদ্ভিষ্ট এবমুক্তম্ অহং আরাৎ দূরাৎ (আরাৎ দূরসমীপয়োঃ ইত্যমরঃ),
নঃ অশ্বাকং ভারতাগতানাং দেবানাং আৰ্যীভূতানাং ভারতবাসিনাং মহঃ মহতঃ
অনিতুঃ জনয়িতুঃ (অনিতা মন্ত্রে ইতি পাণিনিঃ) অশ্বভূমেঃ পিতুঃ পিতৃভূমেঃ
তৎপূৰ্ব্বক্রমাগতং সনা সনাতনং পুরাণং প্রাচীনতমং জামি জামিৎ জাতিস্বং
“স্বর্গবাসিনো দেবা অশ্বাকং জাতয়ঃ” ইতি অধ্যমি অরামি সততং চিন্তয়ামি ।
যত্র পিতৃভূমৌ যদন্তঃ মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিক্তে পথি দেবযানে পথি
পনিতারঃ স্ততিকারিণঃ, যাগযজ্ঞপরাযণাঃ দেবাসঃ .দেবাঃ এৰৈঃ শ্বেঃ শ্বেঃ
আমুধৈঃ উপলক্ষিতাঃ সন্তঃ সততং শত্রোরাগমনভয়াৎ ইতি ভাবঃ তনুঃ ।

অহ্নবাদ—আমি আজি বহদূরহইতে বহুদিনের পর আমাদের পূৰ্ব্ব
জন্মভূমি পিতৃলোকবাসীদিগের সহিত আমাদের সেই সনাতন পুরাতন
জাতিস্বের কথা ভাবিতেছি । যেখানে আমাদের জাতি দেবতারা দেবযান
পথে সশস্ত্র থাকিয়া যজ্ঞাদিতে স্ততিপাঠ করিতেন ।

তাহা হউক দেবগণের বাসস্থান স্বর্গই যে এই মহতী পিতৃভূমি, তাহা
আমরা যথাস্থানে বলিব । তবে এখানে সারণ্য যে—

সৰ্বম্ একস্মাৎ জাতম্

এই একটি মহাবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তৎপ্রতিই সামাজিক গণের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতে চাহি। যদি ভারতসন্তানেরা “আমরা সকলেই এক স্থানের অধিবাসী ছিলাম” এই সত্যটি গুরুপরম্পরাক্রমে জানিয়া ও শুনিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে সারণ কখনও এরূপ কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে অবসর পাইতেন না। অতএব সকল মনুষ্যেরই যে পূর্বে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থান সাধারণ পিতৃভূমি ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

তবে অগতঃ সেই পবিত্র “পিতৃভূমি” বা “আদি প্রদ্বোকঃ” কোন্ দেশ? আমাদের বেদাদি সৰ্ব শাস্ত্রেই সেই পুণ্যতম পিতৃভূমির পবিত্র নাম বহুশঃ সন্নির্ভিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ইহার নাম ও অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করিয়া দিতেও পরাশ্রয় করেন নাই। ভারতীয় আৰ্য্যগণ আপনাদিগের সেই আদি পিতৃভূমির কথা যথার্থভাবেই অবগত ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রহইতে তাহা দেখাইবার পূর্বে আমরা সৰ্ব্বদৌ পরিপন্থিগণের বিকৃত মতের খণ্ডন ও নিরাসন করিতে প্রয়াস পাইত।

পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দ অগতঃ সমগ্র আৰ্য্যজাতিকে “ককেশীয়ান রেস” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি বহুসংখ্যক ভারতসন্তানও ককেশ্য পর্বতের পাদদেশকে সেই আদি প্রদ্বোকঃ বলিয়া নির্দেশ করিতে অভিলাষী। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ হিন্দু বা পাশ্চাত্যজাতি কি সেমিতিক জাতির কোন গ্রন্থেও বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ ও শাকসন প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ শর্শন ও শক-পুহুরা ভারত হইতে যাইয়া কিয়ৎকাল ককেশ্যের পাদদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। আৰ্য্যমানব বা আৰ্য্যগণ তাঁহাদিগেরই দায়াদবাহক, কিন্তু ঐ সকল জাতি ভিন্ন গ্রীক বা রোম কিংবা স্লাভনিক প্রভৃতি জাতি ককেশ্যের তূতপূর্ব অধিবাসী নহেন। আমরা হিন্দুগণও যে কোন দিন ককেশ্য বা তাদৃশ কোন প্রতীচ্য জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এরূপ কোন জনশ্রুতি বা শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রুত বা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। পণ্ডিতগণের ত্রীষুক্ত সতীশ চন্দ্র বিষ্ণাভূষণ মহাশয়, তাঁহার অক্ষর ও লিপিবিসয়ক প্রবন্ধের একত্র বলিতেছেন যে—

In my opinion the Aryans, when they separated themselves from each other about 2,000 B. C., possessed a crude kind of writing, from which grew up the alphabets of India, ancient Persia and Europe. In all probability the primitive Aryans must have borrowed their alphabetic system from the Semitic people. The Aryans and the Semitics were neighbours of each other, the former having lived round the Caucasus mountains, and the latter below Mount Ararat, between the Tigris and the Euphrates. My view about the dispersion of the Aryan people and their borrowing of the alphabet from the Semitics falls in with the Hebrew scripture, according to which Noah was the progenitor of both the Aryans and the Semitics. Noah had three sons, named Shem, Ham and Japheth respectively.—The Indian world, page 387.

“একদিন আমরা ও সেমিতিকেরা ককেশশ ও আরাট পর্বতের পাদদেশে পরস্পর প্রতিবাসিরূপে বাস করিতে ছিলাম। তৎপর আমরা খৃষ্টের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে উক্ত সেমিতিকগণের নিকট অক্ষর ও লিখন প্রণালী ধার করিয়া নিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছি। নোওয়া আমাদের উত্তর জাতির সাধারণ পূর্ব পিতামহ।”

হা সেমিতিকগণ নোওয়ার সন্তান বটেন, নোওয়া বা নহষ একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি আমাদের দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজগণেরও পূর্বপুরুষ হইতেছেন, কিন্তু তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষ নহেন। আর নোওয়া বা নহষ যে কবে তুরুক্ষে বসবাস করিতে গিয়াছিলেন, কবে যে আবার ককেশশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন করিলেন, তাহাও জগতের কেহ অবগত নহেন, কোনও শাস্ত্রেও এ কথা নাই, পরন্তু সেমিতিকেরাই বরং ইহা বলিয়া থাকেন যে জন ও জ্ঞান-স্রোতঃ পূর্বহইতেই পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পেলোপোনিস প্রভৃতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইয়াছিল; ককেশশ সকলের নিদান ভূমি হইলে বাইবেল উত্তরদিকের নামই করিতেন। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীও সতীশ বাবুর এই উক্তির সমর্থন-জন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করেনা, তথাপি সতীশবাবু কেন যে এই বাহ্যত পাশ্চাত্য মতের অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাইবেলে বিবৃত আছে যে—

* 1. And the whole earth was of one language, and of one speech. 2. And it come to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of shinar and they dwelt there.—Genesis Chap. XI.

অর্থাৎ পূর্বে সমগ্র পৃথিবীর ভাষা এক ছিল, উচ্চারণও এক ছিল এবং মনুষ্যেরা পূর্বহইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিলেন। . এবং পশ্চিমে চলিতে চলিতে তাঁহারা শীনার দেশে এক প্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শীনার দেশ ককেশশের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। সুতরাং যদি ককেশশ আদি স্থান হইত, তাহা হইলে বাইবেল নিশ্চিতই লিখিতেন যে মনুষ্য সকল উত্তরপশ্চিমহইতে দক্ষিণপূর্বাদিকে চলিতে ছিলেন। তাহা না লেখাতেই বুঝিতে হইবে যে, বাইবেলের লেখকেরা ককেশশকে আদি প্রত্নোকঃ বলিয়া অবগত ছিলেন না।

বলিতে পার যে বাইবেলের অর্থ ত উহা নহে। পাদ্রীসাহেবেরা এমন কি বিলাতের পাদ্রী ডাক্তার Daddi সাহেব পর্য্যন্ত যথাক্রমে উহার এইরূপ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অনুবাদ—অপর লোকেরা পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনয়ার দেশে এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল।

ব্যাখ্যা—1. All the inhabitants of the earth, before they were divided and dispersed, spoke one common language, as descended from one common parent. 2. (As they journeyed from the east) and it come to pass as they journeyed thus east word, more and more towards the east.

কিন্তু আমরা মনে করি এই অনুবাদ ও টীকা সম্পূর্ণ বাইবেলগন্ধি, পরন্তু প্রকৃত নহে। মূলে আছে "From the east" সুতরাং যেন বুঝা যাইতেছে যে লোক সকল পূর্বহইতে উহার বিপরীতে ঠিক পশ্চিমেই চলিতে ছিল। মহামতি মুইর সাহেব তাঁহার Sanskrit Text book নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এলফিনষ্টোন সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা আমাদের উক্তিই সমর্থিত হইয়া থাকে।

Mr. Elphinstone, as we have seen, dose not decide in favour of either theory, but leaves it in doubt wheather the Hindus were an autochthonous or an immigrant nation. As a justification of his doubt, he refers to the circumstance that all other known migrations of ancient date have proceeded from east to west.—Pag 322.

ইহার তাৎপর্য ইহাই যে আগন্তুক মানুষ সকল পূর্বদিক হইতেই পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এতদ্বারা ককেশশের পিতৃভূমি নিরাকৃতই হইতেছে। প্রাচ্যসৌভাগ্যসহিষ্ণু ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

In the picture just now drawn, positive signs are after all almost entirely wanting, by which we could recognise the Country in which our forefathers dwelt, and their common home. That it was situated in Asia is an old historical axiom; the want of all animals especially Asiatic in our enumeration above seems to tell against this, but can be explained simply by the fact of these animals not existing in Europe, which occasioned their names to be forgotten or at least caused them to be applied to other similar animals; it seems, however, on the whole, that the climate of that country was rather temperate than tropical, most probably mild and not so much unlike that of Europe; from which we are led to seek for it in the highland of Central Asia, which latter has been regarded from time in memorial as the cradle of the human race.

Modern Investigation on Ancient India Page 10.

অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার কোনও এক উচ্চভূমিই মানবের আদি জন্মভূমি। মহামতি মোক্ষমূলর প্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরা পশ্চিমহইতে পূর্বে আগমন করি নাই, ইহাও যেমন সর্ববাদিস্বম্ভূত স্বীকৃত সত্য, তেমনই সেমিতিকের নিকট অন্ধর ধার করা ও ককেশশের পিতৃভূমিও অব্যাহত নহে। অবশ্য প্রফেসর কৃষ্ণমোহনবন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহার Aryan witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

We find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel. and **must have then** lived not very far from the Euphrates.—Page 62.

কিন্তু ইহার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। মধ্য এশিয়াহইতে মানুষকে ভারতে আসিতে হইলে কেন যে ইউফ্রেটিশের বেলাভূমি তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও স্বপ্নোচর হইবে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে দেখে সত্যনিষ্ঠ বিলাতী পোকক সাহেব বলিতেছেন যে—

In the scriptures, the second origin of mankind is referred to a mountainous region east word of shinar; and the ancient books of the Hindus fix the cradle of our race in the same quarter. **The Hindu paradise is on Mount Meru, on the confines of Cashmir and Thibet.**

India in Greece. Page 127.

অর্থাৎ বাইবেলে লিখিত আছে যে শীনার দেশের পূর্বদিকস্থ পার্বত্য-ভূখণ্ডে মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ এবং হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদাদিতে লিখিত আছে যে ঐ দিকেরই কোনও স্থান মানবজাতির আদি জন্মভূমি বলিয়া কথিত। তবে হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে মেরুপর্বতই তাঁহাদিগের স্বর্গধাম, উহা কাশ্মীর ও তিব্বত দেশের সীমায় অবস্থিত।

আমরা পোকক মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তেও সন্মত নহি, শীনার দেশের পূর্বের কোনও স্থান যেমন “ইডেন উদ্গান” মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ নহে, ভারতবর্ষই জগতের “দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ,” তদ্রূপ ইডেন উদ্গান বা ভারতবর্ষের কোনও স্থানও মানবজাতির আদি নিকেতন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রসমূহ বিনির্দেশ করেন নাই। এবং মেরুপর্বত আমাদের স্বর্গভূমি হইলেও উহা কাশ্মীর বা তিব্বতের নিকটবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত বলিয়া জানা যায় না। যাহা হউক তথাপি পাশ্চাত্য পোকক বা বাইবেল কেহই এ কথা বলিতেছেন না যে ককেশস পর্বতের পাদদেশে মানবের আদি জন্মভূমি, কিংবা হিন্দুরা তথা হইতে ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন। তবে ভারতবর্ষ জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ বটে, আর শীনার, বাবিলন, পেলোপোনিসস্‌স্‌ ও ককেশস প্রদেশের লোকেরা

যে ভারতহইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, পোকক তাহাও মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

The same system was evident in the Indo—Saurian settlements of palestine, where the children of Israel found the numerous tribes of the Hivite, Amorite, Perizzite, Jebusite, and many others, exactly analogous to the habits of these same Indians, whether under the name of Britons, sachas, or sacasoonoos (Saxan). Page 158—59.

অর্থাৎ যে প্রকার ভারতের শকসুহুগণ ইংলণ্ডে যাইয়া ব্রিটন বা শকসু প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তদ্রূপ ভারতের সূর্য্যবংশীয় লোকেরা পেলেষ্টাইনে যাইয়া ইস্রাইলবংশীয় হীবাইত, এমোরাইত, পেরিজাইত ও জেবুছাইত প্রভৃতি শাখার পত্তন করিয়াছেন।

ফলতঃ আর্য্যশব্দের অপভ্রংশেই ইস্রাইল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণই যে পেলেষ্টাইনের ইস্রাইল বা আর্য্যবংশের নিদান, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। পোকক স্থানান্তরেও বলিতেছেন যে—

That a system of Hinduism pervaded the whole Babylonian and Assyrian empires, scripture furnishes abundant proofs, in the mention of verious types of the sun-god

Page 178.

অর্থাৎ সমগ্র বেবিলিয়ান ও আসীরিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে যে হিন্দুদিগের সূর্য্যোপাসনার বহুল প্রচার হইয়াছিল, ধর্মগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পোকক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzach have abundently proof it and it is now universally acknowledged.

অর্থাৎ হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ বিষয় লইয়া কতিপয় বৎসর বিতর্ক চলিতেছিল। পরে ফার্ট ও ডেলিটজাচ সাহেব অতি উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উক্ত উভয় ভাষা পরস্পর নিকট সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং এ মত এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীতও হইয়াছে।

সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষাতে এত সমতা কি প্রকারে হইল? পোকক বলিতেছেন যে—

ভারতের যজ্ঞবংশীর লোকেরা সীরিয়া দেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে সেই দেশের নাম Judia ও ঔপনিবেশিকগণের নাম যাদবের অপভ্রংশে Jew হইয়াছিল এবং ভারতবাসীরা সীরিয়াতে আসিয়া যে পল্লীর স্থাপন করেন, তাহারই নাম পেলেষ্টাইন (পল্লীস্থান)।—identity of idolatry is proved between Judia the old country and palestine the new.

Page 230.

Its other name, Palestine, is derived from the term "Palistan." Page 214.

He has already remarked the extraordinary spectacle of a people of a high northerly latitude, in the Vicinity of the Himalayan mountains and the province of Ladakh, settled in the fertile land of Egypt, and bringing thither its religious rites and the various usages of a society that stamp an Indian original. That population is again to be distinctly seen in Palestine.—Page 214.

The tribe of Yudah is in fact the very Yadu, of which considerable notice has been taken in my previous remarks.

Page 22.

আমরা মহামতি পোককের সকল মতের সমর্থনিতা নহি, যজ্ঞ বা যাদব শব্দ হইতে জু শব্দ ব্যুৎপাদিত হইতে না পারে তাহা নহে, কিন্তু জু শব্দের নিদান প্রকৃত পক্ষে যেন যবন শব্দ। মেদিনীকরগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

জু রাকশে সরস্বত্যাঃ

পিশাচে যবনেহপি চ।

আমরাও বলি জুডিয়া শব্দ যজ্ঞ শব্দের বিকার হইলেও জু শব্দ যাদবশব্দ-সম্বৃত নহে, উহার জননিতা যবন শব্দ। তবে তিনি যে পেলেষ্টাইন, সিরিয়া, এসেরিয়া বা বেবিলন ও ফিনিশীয়া প্রভৃতি দেশবাসিগণকে ভূতপূর্ব ভারতবাসী বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্যগর্ভ। যে প্রকার ভারতের "পল্লীস্থান" শব্দ বিকৃত হইয়া "Palestine" শব্দের জন্মদান করিয়াছে, তদ্রূপ ভারতের অম্বর

হইতে আশুরীয় ও পনিহইতে ফিনিশীয়া শব্দের সমুদ্বব হইয়াছিল। Assyria শব্দ আশুরীয় শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতের আর্ষাবংশীয় বৃজ্রাশুর ও তদীয় ভ্রাতা বলানুর ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যথাক্রমে পারস্তের উত্তরভাগ ও তুরুকে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাই পারস্তের উদীচ্য ভূমি ইরাণ (আর্ষায়ণ) ও তুরুকের একদেশ আশুরীয় নামের বিবর্তিত হইয়াছে। বলানুরের বাসস্থান উক্ত উপনিবেশভূমি Assyriaই বাবিলনের সহিত অভিন্ন বস্তু। সুতরাং এহেন ভারতীয় উপনিবেশভূমি, ভারতের অধিবাসিগণের আদি-জন্মভূমি হইতে পারে না, ভারতীয়গণ এছেরিয়া বা ককেশসহইতে ভারতে আগমনকরিয়াছেন, এ বৃথা কুচিন্তাও মনোমধ্যে জাগরিত হইবার কোন হেতুও দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিতে পার যে ভারতহইতে যে এছেরিয়ার লোক যাইয়া উপনিবেশিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঠিক ঐরূপ প্রমাণ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ভারতহইতে বৃজ্রাশুরপ্রভৃতি যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সে প্রমাণ রহিয়াছে।

হৃদস্ব অদেবয়ুঃ জনম্ । ২৪—৬৩ সূ—২ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে সোম স ত্বং অদেবয়ুম্ অদেবকামঃ জনং রাক্ষস বর্গঃ হৃদস্ব প্রেরয় ।

দত্তজানুবাদ—হে সোম তুমি দেবদেবী লোককে অপদস্থ কর ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদের সর্বাংশ সাধীমান্ নহে। “অদেবয়ু” শব্দের অর্থ যাহারা দেবকামনা করে না, দেবদেবী, সুতরাং সুরবিরোধী অশুর, আর “হৃদস্ব” অর্থও “অপদস্থ কর” নহে, পরন্তু প্রেরয় দুরীকৃত । অর্থাৎ হে সোম তুমি দেবদেবী অশুরগণকে দূর করিয়া দেও । স্থলাস্তরে রহিয়াছে—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিব্যাঃ

নিঃশশা অহিম্ । ১—৮০ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে বজ্রিন্ ইন্দ্র ! ত্বং ওজসা বলেন পৃথিব্যাঃ সক্যা-শাৎ অহিঃ বৃত্রং নিঃশশাঃ নিরগময়ঃ ।

দত্তজানুবাদ—হে বজ্রবৃক্ক ইন্দ্র তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকটহইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে ।

এখানেও ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক হয় নাই। যুলে “সকাশাৎ” কথাটি নাই। সুতরাং উহার অবতারণা করা অসম্ভব হইয়াছে। আর এই পৃথিবী শব্দের যে প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও ভাষ্যকার বা অনুবাদক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। উহার অর্থ Earth বা ভূমণ্ডল হইলে কোনও অর্থই হইতে পারে না, কেন না ইন্দ্র কি বৃত্তকে পারলৌকিক কোনও স্বর্গাদি স্থানে নিঃসারিত করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ এই পৃথিবী শব্দের প্রকৃত অর্থ পৃথুর পৃথুল রাজ্য এই ত্রিকোণ ভারতবর্ষ। ইন্দ্র বৃত্তকে বলদ্বারা সেই ভারতবর্ষহইতে নিঃসারিত করিয়াছিলেন। কোথায়? তাহা বেদে নাই, কিন্তু বেদে আছে ইন্দ্র অস্তুরিক্কে যাইয়া তথায় বৃত্তকে বধ করেন। তথাহি—

বৃত্তং নিরন্তো জঘন্ বজ্রিন্। ২—৮০সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—হে বজ্রিন্ বজ্রবন্ ইন্দ্র ত্বম্ ওজসা বলকরেণ অস্ত্যঃ অস্তুরিক্ সকাশাৎ বৃত্তং নির্জঘন্ হতবান্ অসি।

দত্তজানুবাদ—হে বজ্রিন্ তুমি সেই বলদ্বারা অস্তুরিক্কের নিকট হইতে বৃত্তকে বিনাশ করিয়াছিলে।

এখানেও সকাশাৎ শব্দের অকারণ যোজনা করা হইয়াছে। ফলতঃ ইন্দ্র অস্তুরিক্ক (অস্ত্যঃ) অর্থাৎ উহার একদেশ পারশ্বে (ইরাণে) যাইয়া তথায় বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন। অত্চ—

অহিং বিবৃশ্চৎ বজ্রিন্ পরিষদঃ জঘান

আয়ন্ আপো অয়নম্। ৭—৩৩সূ—৩ম

ইন্দ্র অস্তুরিক্কে গমনপূর্বক (আপঃ অয়নম্ আয়ন্) বজ্র বা কামানদ্বারা বৃত্তকে সদলবে নিহত করিয়াছিলেন।

সুতরাং বৃত্ত ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যে অস্তুরিক্কের একদেশ উত্তর পারশ্বে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ঞ্বেই। তাহাতেই ঐ স্থান ইরাণনামের বিষয়ীভূত হয়। ঐরূপ ভারতহইতে বিতাড়িত বৃত্তব্রাতা বলদ্বারা যাইয়া যে স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আশুরীয় বা Assyria নামে বিশেষিত হয়। সুতরাং এহেন Assyria বা বাবিলন ভারতীয়গণ বা পৃথিবীর কোনও মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বলিতে পার ভারতের বল যে বেবিলনে গিয়াছিলেন তাহার ঞ্মাণ কি? বাবিলনে কি বলনামে কোন

রাজা ছিলেন। পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

If now we compare the Indian narrative with the records of Cuniform Inscriptions, there can scarcely remain a doubt that the Vala of the Rigveda, was the Belus or Bel of the Inscriptions—that the lofty capital of Vala, in the Rigveda, was the lofty citadel of Bel in the Inscriptions, that the Asuras Panis, (Sanskrit Panayas) of the Veda, were identical with the Phinides of classical history or mythology—that the river crossed by Sarama, or whatever detective was indicated by that term, was the Euphrates. As far then as the subject of this chapter is concerned, we find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel, and must have then lived not very far from the Euphrates.—Aryan Witness. Page 62.

আসিরীয়া বা বাবিলনের ক্ষোদিত লিপিতে বেলাস বা বেল নামে এক রাজার নাম বিবৃত আছে। ঋগ্বেদেও বলনামক অমুরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও ক্ষোদিত লিপি উভয়ই ইহা উক্ত যে বেলের বাসস্থান দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এবং উক্ত বেদের পণিগণ আর প্রচলিত ইতিহাসের ফিনিডেশগণও একই। দেবশুনী সরমাই গুপ্তচররূপে ইউফ্রেটিশ নদী পর্যাস্ত গমন করিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় ভারতের আগন্তুক আর্ষাগণ নিশ্চিতই এই সকল স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহারা ক্রমশঃ ইউফ্রেটিশের কোনও নিকটবর্তী স্থান হইতে ভারতে আগমন করেন।

আমরা পূর্বেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি।* তথাপি পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমানের সমর্থক কোনও প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে অবতারণিত করা হয় নাই। আর তিনি একজন বেদজ্ঞ বা বেদজ্ঞাভিমानी ব্যক্তি হইয়াও কেমন করিয়া যে এই বেদবিরুদ্ধ কথাগুলি বলিলেন তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। ভারতের বল ও বাবিলনের Bel যে একই ব্যক্তি, তাহা আমরাও স্বীকার করি, এবং ভারতের বৃদ্ধ ও বলই যে পণিগণসহ ভারতহইতে পারস্য ও বাবিলনপ্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন,

তাহাতেও সন্দেহ মাত্রই নাই। আমরা “অসুর বা পার্শ্বজাতি” প্রবন্ধে ইহার সমর্থক বহু বেদমন্ত্ৰেরই সমাহার করিয়াছি। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই প্রকৃত তথ্যের নির্ণয় করিতে পারিবেন। এ পুস্তকেও প্রসঙ্গাধীন বহু বেদমন্ত্ৰ অধ্যাহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইউফ্রেটিসনাথ কোনও প্রতীচ্য ভূখণ্ড মানবের বা ভারতীয় আৰ্য্যগণের পিতৃভূমি, একথা নিরাকৃত হইতেছে। ঐরূপ ককেশস পর্বতের যে পাদদেশকে ইউরোপীয়গণ মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া অবগত, তথায়ও তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষ শর্শন্ ও শকসুহুগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই অথর্ববেদে এইরূপ মন্ত্ৰ দেখিতে পাওয়া যায়—

যৎ শকা বাচ মারুহ্ন অন্তরিক্ষম্। ৪র্থ খণ্ড-- ৭৩৪ পৃ:

যেহেতু শকগণ (শকসুহুসমূহ) সংস্কৃত ভাষা (বা শাকারিভাষা) লইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন। এই শকেরাই আরমানিয়াতে আৰ্য্যমানবজাতি বা আৰ্ম্মানীজাতির পত্তন করিয়া ইউরোপে যাইয়া শাকসনজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্শনেরাই ইউরোপের শর্শেসিয়া ও জর্মানরাজ্যের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। ইহারা ককেশসপ্রদেশহইতে ইউরোপে যাওয়াতেই ইহাদের অনন্তরবংশ ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে ককেশীয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ ককেশীয়ান জাতি হইলেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোক: ভারতবাসী আমরা ককেশীয়ানপদবাচ্য হইতে পারি না। শঙ্কর সতীশ বাবু কেন যে এরূপ কাহিনীর অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর ককেশীয় জাতি ভারতহইতে যে ককেশশে গমন করেন তাহার বয়ঃক্রম তিন চারিহাজার বৎসর হইতে পারে, কিন্তু আমরা আদি পিতৃভূমি হইতে যে ভারতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার বয়ঃক্রম অন্তান লক্ষবৎসর বা বহুবহুস্রবৎসর হইবে, পরন্তু খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্র বৎসর বা ৩৯১১ বৎসর নহে। যাহা হউক পাশ্চাত্যগণ যে পৃথিবীর সমগ্র আৰ্য্যজাতিকে ককেশীয়ান বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন, তাহা ঠিক নহে। ইউরোপের প্লাভনিক, গ্রীক ও রোমকগণও ককেশীয়ান পদবাচ্য নহেন বা হইতে পারেন না।

এরূপ ভূমিতে ও দেখিতে পাইয়া থাকি যে, এখন নাকি ইউরোপীয়গণ আশিয়াটিক ককেশীয়ান নামও অবমাননাসূচক মনে করিয়া আপনাদিগকে "ইউরোপীয়ান" রেস নামে সমাখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন ইউরোপই মানবের আদি জন্মভূমি ও আমরা হিন্দু ও পারসীকেরাও যেন উক্ত ইউরোপ হইতেই ভারতে ও পারস্যে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা-ভব্যতা সকলই যেন ইউরোপমূলক, তাহারাই যেন প্রকৃত আর্ষা, আর আমরা So-called আর্ষ্য মাত্র এবং বালটিক সাগরের দক্ষিণবেলাই যেন মানবের সেই আদি স্মৃতিকাগার !!

কিন্তু আমরা তারস্বরেই বলিতেছি যে, পাশ্চাত্য মনিষীরা কখনই যেন এই সকল অমূলক দুঃস্বপ্নের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। বালটিকসাগরের কর্দমক্লিন্ন দক্ষিণবেলা দূরে থাকুক, ইউরোপের অত্যাচ্ছ মহাশৈলনিচয়ের কোনও সান্নিধ্যও সেই পবিত্র আদি স্মৃতিকাগারের মহিমার প্রতি লোভ করিতে পারে না। অবশ্য ইউরোপও একটি প্রাচীনতম জনপদ বটে, নতুবা আমাদিগের ঋগ্বেদে উহার সমুল্লেক্ষ থাকিতে পারিত না, কিন্তু তথাপি উহা যে আশিয়া ও আমেরিকাহইতে অতীব আধুনিক স্থান, তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা দ্বারা অসম্ভব হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বধীদিক্তো বরশিখশ্চ শেষঃ,

অভ্যাবর্ত্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্ ।

বৃচীবতো যৎ হরিয়ুপীয়ায়াম্

হন্ পূর্বে অর্কে ভিয়সা পরো দর্ভ্ ॥ ৫—২৭ সূ—৬ম

তত্র সায়নভাষ্যম্... অয়ম্ ইন্দ্রঃ চায়মানায় চয়মানশ্চ রাজ্ঞঃ পুত্রায় অভ্যাবর্ত্তিনে এতন্মামকায় রাজ্ঞে শিক্ষন্ ঐপ্সিতানি বসুনি প্রযচ্ছন্ বরশিখশ্চ অস্বরশ্চ শেষঃ পুত্রান্ বধীৎ অবধীৎ । বরশিখশ্চ পুত্রান্ কথমবধীৎ ? ইত্যাচ্যতে যৎ যদা অয়মিন্দ্রঃ হরিয়ুপীয়ায়াং হরিয়ুপীয়া নাম কাচিৎ নদী কাচিৎ নগরী বা তস্তাং পূর্বে অর্কে প্রাগ্ভাগে স্থিতান্ বৃচীবতঃ বৃচীবন্মামবরশিখশ্চ কুলোৎপন্নঃ পূর্বে তদগোত্রজান্ বরশিখশ্চ পুত্রান্ হন্ অবধীৎ তদা অপরঃ অপরভাগে স্থিতো বরশিখশ্চ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ ভিয়সা ভীত্যা দর্ভ্ দীর্ঘোহভূৎ ।

ইন্দ্র চয়মান রাজার পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে ধনদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বৃধন

হরিয়ুপীয়া জনপদের পূর্বভাগে বৃচীবৎশীয় বরশিখনামক দৈত্যের পুত্রগণকে বধ করিলেন. তখন তাঁহার অপর পুত্র ভয়ে ভীত হইয়াছিল।

এই হরিয়ুপীয়াই বর্তমান ইউরোপ মহাদেশ। ঋগ্বেদের সময়ে ইহা কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছিল মাত্র। ঐ সময়েও তথায় লোকের প্রকৃত বসবাস হইয়াছিল না। কেবল দেবগণনির্বাসিত দুই একঘর দৈত্যদানব যাইয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরশিখ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। উক্ত হরিয়ুপীয়ার অপভ্রংশেই “ইউরোপীয়া” ও ইউরোপীয়ার অপভ্রংশে “ইউরোপা” হইয়া শেষে তাহা হইতে ইউরোপ (Europe) শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসুগণ ইউরোপের প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই উহাতে “Europia” শব্দের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সুতরাং এহেন অর্বাচীন স্থান বা তাহার কোনও অবাস্তরভূমি মানবের আদি স্মৃতিকাগার হইতে পারে না। অপিচ কেবল ইহাই নহে, পরন্তু ভারতবর্ষহইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবেশসংস্থাপন করাতেই যে গ্রীক, লাতিন, জার্মান, শাকসন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজপ্রভৃতি সমগ্র জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা আমরা

“ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান”

এই প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। মহামতি পোককসাহেবও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The great aggregate of the colonists of Greece has already been shown to consist of these two great bodies, the Solar and the Lunar races. Page—254.

অর্থাৎ যাহারা গ্রীশদেশের প্রধান অধিবাসী, তাহারা ভারতবর্ষের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়সমুখ পদার্থ মাত্র।

আমরাও সর্বান্তঃকরণে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকি, তবে ইহার মধ্যে আইওনীয় বা যবনগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা তুর্কসন্তান, আর-যাহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারা কেহ শকসন্তান ও কেহ কেহ বা কছোজক্ষত্রিয়-প্রসূতি।

A very considerable portion of this people was of the Buddhist faith; and by their numbers and their martial

proweess ultimately succeeded in expelling from northern Greece the clans of the Solar Race. Page. 238.

অর্থাৎ উত্তর গ্রীকগণের সংখ্যাধিক্য, রণনৈপুণ্য এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস সন্দর্শনে তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় না। পোকক স্থলাস্তরে বলিয়াছেন যে—

The primitive history of Greece is the primitive history of India, (page 30) I come now to one of the strongest evidences of mythology—mythology first Indian, then Greek. (page 89). The great heroes of India are the gods of Greece (page 142).

অর্থাৎ ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পসমূহ যাহা, গ্রীশেরও তাহাই, ঐ সকল বিষয়ে ভারত আদি ও আদর্শ, গ্রীশ দ্বিতীয় ও অনুকারী। আর ভারতের যাহারা বীর ছিলেন, গ্রীকগণ তাঁহাদিগকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন। ইহা বলিয়াই পোকক শেষে বলিলেন যে—

The case may be stated as follows :—The picture is Indian—the curtain is Grecian and that curtain is now withdrawn.—Introduction, Page 8.

অর্থাৎ কথাটা এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীকগণের ছবিটা ভারতীয়, আর আবরণটা গ্রীশীয়, কিন্তু সে আবরণও সম্প্রতি উন্মোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীকগণ যে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান তাহা বৃত্তিতে কাহার আর বাকি নাই। এদিকে গ্রীশদেশের লোকেরাই ইটালীতে যাইয়া রোমরাজ্য ও লাটিনজাতির পত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং রোমকগণও ভারতসম্ভানভিন্ন আর কিছুই নহেন। কেন?

ভারতের তুর্কসম্ভান যবনগণ যাইয়া গ্রীশে আইওনীয় জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন; আবার ভারতসাম্রাজ্যের রোমকপত্তনবাসী কস্মোজক্ষত্রিয়গণও যাইয়া গ্রীশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইটালীতে যাইয়া আপনাদিগের আদি রোমকপত্তনের অনুকরণে টাইবরতীরে দ্বিতীয় ও তুরুক্ষে তৃতীয় রোমক পত্তন বা ক্রমসহরের প্রতিষ্ঠা করেন, কাবুলের অন্তর্গত রোমকপত্তন কস্মোজ ক্ষত্রিয়গণের বাসভূমি ছিল। উহা অন্তরিক বা কেতুমালবর্ষের একটি প্রধান

নগর এবং অন্তরিক্ষের একদেশ আপোগস্থান (আপঃ) একদিন ভূ বা পৃথিবী অর্থাৎ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বৈদিককোষ নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষ পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আপগানিস্থান অন্তরিক্ষের এক দেশ হইলেও উহা ভারতের অধিকৃত হইয়া ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তাই পৌরাণিকেরা আপগানিস্থানকে ভারতের পশ্চিম সীমা না বলিয়া যবনদেশ পারশ্বকেই পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং উহা যত্বংশীয় শকুনী, ভগিনী গান্ধারী, মহর্ষি পাণিনি ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কন্বোজগণদ্বারাই সতত অধ্যুষিত ছিল। সূতরাং ভারতের তুর্কসস্থান যবন ও কন্বোজগণের সমবায়-সমুখ গ্রীক ও লাটিনেরা নির্বুঢ় ভারতসস্থানই বটেন। মহামতি Neibuhr সাহেবও বলিয়া গিয়াছেন যে “রোম” কথাটি লাটিন ভাষার নহে।

‘That Rome,’ writes Neibuhr, ‘was not a Latin name.’
India in Greece.

তবে উহা কোন্ ভাষা? উহা ভাস্করাচার্যের ভূবনকোষধৃত রোমক পত্তন, সূতরাং সংস্কৃতভাষা। আমরা ঐরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ভারতের ত্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাত জাতিই ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রেঞ্চ, আইরিশ ও অষ্ট্রীয়গণের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কিরাত ও কৈরাতিক শব্দ হইতেই প্রতীচ্য Kelt ও Keltic শব্দ ব্যুৎপাদিত। তাঁহারা কেহই বালটিকবেলার ক্লিমভূমিপ্রভব ভূইফোড় বস্তু নহেন।

ঐরূপ ভারতের শকসুহু ও শর্শনু যাইয়া ইউরোপের শাকসন ও জর্মান জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং এই লো-জার্মান ও শাকসন জাতি হইতেই ইংরাজ জাতি সমাগত, সূতরাং বালটিকবেলা কি প্রকারে, এহেন ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে? অবশ্য জর্মান ও শাকসনজাতির কতকগুলি লোক ইংলণ্ডপ্রভৃতি স্থানে প্রবেশের পূর্বে কিয়ৎকাল বালটিক বেলায় যাযাবরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই অর্ধাচীন বালটিকবেলা কি প্রকারে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি পিতৃভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইবে? পোকক বলিতেছেন যে—

With these warlike pilgrims on their journey to the Far West,—bands as enterprising as the race of Anglo-Saxons,

the descendants, in fact, of some of these very Sakas of Northern India. Page 29.

অর্থাৎ এই রণভূমি যাজ্জিগণ যাইতে যাইতে অতি সুদূর পশ্চিমে যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি সাহসী একলো শাকসন জাতির সৃজন করেন। উঁহারা উত্তর ভারতের শকজাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পোকক স্থলাস্তরে বলিতেছেন, যে—

The Aswamedha was practised on the Ganges and Sarjoo by the Solar Princes, twelve hundred years before Christ, * * when the rocks of Scandinavia and shores of the Baltic, were yet untrod by man. Page 51—52.

অর্থাৎ যে সময়ে গঙ্গা ও সরযু নদীর তীরদেশে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ খৃষ্টের ষাটশ শতাব্দী পূর্বে (বস্তুতঃ বহু সহস্র বৎসর পূর্বে) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন আমাদিগের ইউরোপের স্কেন্ডিনেভিয়ার পর্ব্বতসঙ্কুল বন্ধুর ভূমিখণ্ড কিংবা বালটিক সাগরের বেলাভূমি, মনুষ্যের পদচিহ্নদ্বারাও অঙ্কিত হইয়াছিল না।

সুতরাং এহেন অজাতশত্রু বালটিকবেলা জগতের আদি পিতৃভূমিদের দাবি করিতে পারে কিনা, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। অবশ্য বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, সুইজারল্যান্ড ও বালটিকবেলার নিম্নদেশে বহু প্রাচীনতম যুগের জীবককাল সকল দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি প্রতীচ্যগণ উপযুক্ত খননযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমিসমূহের বহু নিম্নতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিবার শক্তি লাভ করিতেন ও খনন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব জীবককাল ও লৌহবস্তুর লৌহ-খণ্ড সকল দেখিতে পাইতেন, যাহাতে তাঁহারা বিস্ময়ে বিহ্বল ও স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ কি বালটিকবেলা, কি ভল্গা নদীর সৈকত ভূমি, ইহার একটিও পবিত্র আদি স্মৃতিকাগার নহে। যদি বালটিকবেলা বা ইউরোপের অন্য কোনও ভূখণ্ড মানবের আদি জন্মভূমি হইত, তাহা হইলে ওয়েবর প্রভৃতি পাশ্চাত্যকোবিদগণ কি প্রাণান্তেও মধ্য এশিয়াকে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দেশ করিতেন ?

অতঃপর আমরা মিশরের কথা বলিব। পর প্রত্যয়নেরবুদ্ধি কতিপয় ভারতীয় যুবকেরও অভিমত ইহাই যে, পৃথিবীর মধ্যে মিশরদেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। হিন্দুর বেদের বয়ঃক্রম চৌত্রিশ শত বৎসরের অধিক নহে, পঞ্চাস্তরে মিশরের হাইরোগ্লিফিকলিপিপাঠে জানা গিয়াছে যে উহার বয়ঃক্রম সাড়ে পাঁচহাজার কি ছয়হাজার বৎসর। সুতরাং এহেন প্রাচীনতম মিশরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি।

আমরা এই সকল অরণ্যরোদনে কাণ না দিলেই পারিতাম, কিন্তু এরূপ বহুলোক আছেন, যাঁহারা সোণা অপেক্ষা সীসার কদর বেশী করিয়া থাকেন। “একথার উত্তর নাই,” ইহা ভাবাও মানুষের পক্ষে বিচিত্র নহে, তাই অর্ধাচীন মিশরের পিতৃভূমিহিন্দুরাসঙ্গত দুচার কথা বলিতে হইল।

বেদের বয়ঃক্রম কত, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে সপ্রমাণ করিয়াছি। আমরা ভারতে প্রবেশ করিবার বহু পূর্বেই স্বর্গে সামবেদের প্রণয়ন হইয়াছিল, আমরা সাম গান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশের পর তিন যুগ ধরিয়া যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করি, তাহারই সমবায়সমুখ পদার্থের নাম ঋক্ ও অথর্কবেদ। সামবেদের বয়ঃক্রম লক্ষবৎসরের ন্যূন হইবে না, ঋগ্বেদের বয়ঃক্রমও প্রায় পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগকর্তা ঋষিদিগের মধ্যে অষ্টাবিংশতিতম ব্যক্তি। আমাদিগের পঞ্জিকা ও পুরাণাদির গণনানুসারে সেই শেষ বেদব্যাসের বয়ঃক্রমই পাঁচহাজার একাদশ বৎসর। তিনি কলিযুগের প্রারম্ভকালের ব্যক্তি, সুতরাং আর গোটা তিনটা যুগের পরিমাণ বথাক্রমে যদি ৬০,৩০ বা ১৫ হাজার বৎসরও হয়, তাহা হইলে স্বর্গের সভ্যতার যুগের বয়ঃক্রম মিশরের বয়ঃক্রমের কতগুণ অধিক তাহা ভাবিয়া দেখ। তৎপর মানবসৃষ্টির যুগ, বর্কর মানবের অন্ধতামস যুগ, ভাষা ও কবিত্ববিকাশের যুগসমূহের সমষ্টি করিলে যদি তোমাকে অন্ততঃ সমষ্টিফল লক্ষ বৎসরও মনে করিতে হয়, তাহা হইলে মিশর তখন কোথায় পড়িয়া থাকে? পাশ্চাত্যগণই এখন রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের পর বলিতেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি অন্ততঃ দশকোটি বৎসর হইয়াছে। এখন যদি মনুষ্যসৃষ্টির বয়ঃক্রম এককোটি বা অন্ততঃ একলক্ষ বৎসরও কল্পনা কর, তাহা হইলে মিশরের দাবি ময় ধরচাই ভিশমিশ হইবে কি না?

ফলতঃ আফ্রিকা অতি আধুনিক মহাদেশ, উহার অভ্যন্তরভাগ অত্যাধিক মনুষ্য বাসের উপযুক্ততা লাভ করে নাই। এখানেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকঃ ভারতের আর্ধ্যগণ যাইয়া সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বেদাদি কোন গ্রন্থেই আফ্রিকার নাম উল্লিখিত হয় নাই, সুতরাং উহা আদি সভ্যতার বহুকাল পরে স্থলে পরিণত হইয়াছিল। তৎপর আদি পিতৃভূমিহইতে কতকগুলি কক্ষত্বে বর্ষর যাইয়া উহাতে সর্বাদৌ গৃহ প্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই জগতে কাক্রা বালিয়া সুবিদিত। ভারতের আর্ধ্যগণ যাইয়া যে মিশরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তৎসমর্থক কতকগুলি প্রমাণের সমাহার করিব। পোকক একত্র বলিতেছেন যে—

I must beg the reader to bear in mind the distinct assertion which I have already made, of the National unity of Egyptians, Greeks, and Indians.—Page 122.

অর্থাৎ আমি ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট ও গ্রীশদেশবাসিগণের সমতা বিষয়ে যে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হইয়াছি, পাঠকগণকে সে বিষয়ে মন দিতে বলিতেছি। কেন? যেহেতু

This fact distinctly recognised, and surveyed without prejudice, even so far as to accept Hellenic authorities, when speaking of the colonisations from Egypt and Phœnicia, will prepare the mind for the reception of much valuable, but often rejected history.—Page 122.

অর্থাৎ ঈজিপ্ট ও ফিনিশিয়া হইতে লোক যাইয়া যখন গ্রীশের হেলেনিক জাতি গঠিত করিয়াছে, এবং ঈজিপ্ট ও গ্রীক জাতির সহিত যখন ভারতীয় হিন্দুগণের সম্পূর্ণ সমতা রহিয়াছে, তখন ঈজিপ্টবাসীরা যে ভারতসমস্তান তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। “ঐতিহাসিকেরা ইহা তুচ্ছভাবে গ্রাহ্য করিতে না পারেন, কিন্তু আমি ইহা সত্য বলিয়াই মনে করি। বলিতে পার ভারত ও ঈজিপ্টে কি সমতা আছে? পোকক বলিতেছেন যে—

The prevalence of the Solar tribes in Egypt, Palestine, Peru, and Rome, will be evident in the course of the following rapid survey.—Page 162.

অর্থাৎ আমরা নিয়ে যে সকল কথা বলিব, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইবে যে ইজিপ্ট, পেলোপোনিস, পেরু ও রোমে সূর্যাবংশীয় কৃত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পোকক বলিতেছেন যে—

The reader will not readily forget the renowned "City of the Sun", "Helispolis", nor Menes, the first Egyptian king of the race of the Sun, the Menu Vaivaswata, or patriarch of the Solar race, nor his statue, that of "The great Meroo", whose voice was said to salute the rising sun.—Page 178.

হে পাঠক! তুমি সহজে Helis polis বা সূর্যের নগর, (সৌরপুরী) মিশরের সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা মেনেস্, সূর্যাবংশের আদি পুরুষ ভারতীয় বৈবস্বত মনু অথবা মিশরে যে তাঁহার প্রতিমূর্তি আছে, তাহা কিংবা সেই মহা মনুকে বিন্মত হইও না, যিনি উদীয়মান সূর্যের উপাসক ছিলেন।

এতদ্বারা জানা গেল যে, মিশরের রাজারা আপনাদিগকে সূর্যাবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেন এবং তাঁহারা আমাদের ভারতের আদিরাজ বৈবস্বত মনুকেই আপনাদিগের আদিপুরুষ ও আদিরাজ বলিয়া জানিতেন ও মিশরে তাঁহার এক প্রস্তর বা ধাতুময় প্রতিমূর্তিও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐরূপ মিশরের রাজা Rameses এর নাম হইতেও জানা যায় যে উক্ত নামটি আমাদের নামের নামের অনুরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং

For Rome, Egypt like, was colonised by a conflux of the Solar as well as Lunar Race.—Page 180.

মিশরে যে ভারতের চন্দ্র ও সূর্যাবংশীয় কৃত্রিয়গণের সমবায়দ্বারা উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

কেবল ইহাই নহে, আফ্রিকার নদনদী ও পর্বতাদির নামও ভারতের অনুরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। যেমন নীলহইতে নাইল নদ, পুরীমঠহইতে Pyramid প্রভৃতি ব্যুৎপাদিত। মিশরের পুরোহিতগণ Piromis নামে কথিত হইতেন, উহাও সংস্কৃত পরমেশ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচ্ছা মৈশরগণ যে ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? পোকক বলিতেছেন যে—

Philostratus introduces the Brahmin Iarchus, stating to his auditor, that the Ethiopians were originally an Indian race, compelled to leave India, for the impurity contracted by slaying a certain monarch, to whom they owed allegiance.

Page—205.

ফাইলোষ্ট্রাটাস বলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আচার্য্য (Iarchus) তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে—

আফ্রিকার ইথীওপিয়ান অর্থাৎ ইথীওপিয়া (মিশরের দক্ষিণস্থ) দেশবাসী লোকেরা মূলতঃ ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান। তাঁহারা তাঁহাদিগের কোনও সম্রাটকে সমুচিত রাজভক্তি প্রদর্শনের বিনিময়ে তাঁহাকে অতি নিকট উপায়ে হত্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ম তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

আমাদিগের মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদি বহু শাস্ত্রেও এই কথাগুলি বিবৃত রহিয়াছে যে, শক, যবন, কস্বোজ, হৈহয় ও তালজজ্বপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অযোধ্যারাজ বাহুকে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি সগর্ত্তা পত্নীসহ অরণ্যে যাইয়া ঐক্ক মুনির আশ্রমসম্মিলকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ্যনাশঘটিত মনস্তাপ ও বার্কক্যবশতঃ তিনি তথায়ই উপরত হইলেন, তৎপর তৎপুত্র সগর উক্ত শক, যবনকস্বোজাদি ক্ষত্রিয়গণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, মুণ্ডতণিরন্ধ, মুক্তকচ্ছ ও অর্দ্ধশিরো মুণ্ডনাদি দ্বারা লাঞ্চিত ও দেশনির্বাসিত করেন, তাহাতেই তাঁহারা তুরস্ক, আরব, মিশর ও ইউরোপে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং ফাইলোষ্ট্রাটাস ও পোককের উক্তির কোন অংশই অলৌক বা অতিরঞ্জিত কিংবা অবিশ্বাস্য নহে। তবে শকাদিই যে রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা সত্যও না হইতে পারে। যাহা হউক এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ইথীও-পিয়গণ আফ্রিকার আদিমনিবাসী নহেন, সুতরাং আফ্রিকা বা মিশরও মানবের আদি জন্মভূমি হইতেছে না। পোকক তৎপরই বলিতেছেন যে—

An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient origin. We find the same assertion made at a later period,

in the third century, by Julius Africanus, from whom it has been preserved by Eusebeus and Syncellus; thus Eusebeus states, that the Ethiopians, emigrating from the river Indus, settled in the vicinity of Egypt.—Page 205.

প্রত্যেক মিশরবাসীই এইরূপ মস্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার পিতাপিতামহের নিকট ইহা শুনিয়াছেন যে, ভারতবাসী লোকেরাই সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। এবং ইথিওপিয়ানগণ ভারতীয় উপনিবেশিক ও তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃগণের জ্ঞান ও আচার ব্যবহারই অত্যাধিক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্ষকেই তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও জুলিয়াস এফ্রিকানাস ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং ইউসেবিউস ও সীনক্লেনসও উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইউসেবিউস বলিয়াছেন যে ইথিওপিয়ানগণ সিন্ধুদের বেলাভূমি হইতে ইজিপ্টের নিকটে আসিয়া উপনিবেশিত হইয়াছেন।

মিঃ মুরে (Murray) তাঁহার ইজিপ্টের হেণ্ডবুকনামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

“Behind the temple of Venus”, says Strabo, “is the Chapel of Isis;” and this observation agrees remarkably well with the size and position of the small temple of that goddess; consisting as it does, merely of 1 central and 2 lateral adyta and a transverse chamber or corridor in front; * * It is in this temple that the cow is figured, before which the Sepoys are said to have prostrated themselves when our Indian army landed in Egypt. Much have been thought of this; but the accidental worship of the same animal in Egypt and India is not sufficient to prove any direct connection between the two religions. Page 316.

মিশরদেশে “আইছিছ” নামে এক দেবতা আছে, উহার সম্মুখে একটা গাভীর মূর্তি বিরাজমান। যে সকল ভারতীয় সিপাই সৈন্য আরবীপাশার যুদ্ধে মিশরে গিয়াছিল তাহারা সেই আইছিছের মন্দিরের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গে

প্রতিপাত করিতে লাগিল। কেন ভারতবর্ষ ও মিশরে গাভী ও উক্ত দেবতার অর্চনাবিবয়ে এই সমতা ঘটিল? ইহা কাকতালীয়বৎ হঠাৎই ঘটিয়াছে? না তাহা কখনই নহে। নিশ্চিতই প্রতীতি হইতেছে যে এই উত্তর দেশবাসীদিগের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল।

সে প্রত্যক্ষ সংশ্রব কি? আমরা পূর্বেই পোককের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে মিশরবাসীরা ভারতবর্ষকে আপনাদের পূর্বনিবাস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাগর-সম্বাদিত শক, যবন, কথোজ ও তাম্রজয়-প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগের কেহ কেহ যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিধামাত্রও নাই। মিশরের এই আইছিছ দেবতা আমাদের বৃষভধ্বজ ঈশঃ (ঈশন্) অর্থাৎ শিব ভিন্ন আর কেহই নহেন। একদল ভারতীয় শিবোপাসক যে মিশরে যাইয়া এই ভারতীয় দেবপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা যেন ক্রবই।

কেবল ইহাই নহে, ঈজিপ্টের “মিশর” নামও আমরা ভারতগন্ধি বলিয়া নির্দেশ করিতে অভিলাষী। উহা সংস্কৃত “মিশ্র” শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেরূপ শকস্বয়মুদিগের সহিত কতকগুলি শর্ম্মন্ (গুরুপুরোহিত) ইউরোপে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাগর-লাঙ্ঘিত ভারতসম্ভানদিগের সহিত কতকগুলি চিকিৎসাবাসিনী মিশ্রবাক্সণও আফ্রিকায় যাইয়া থাকিবেন তাঁহাদিগের “মিশ্র” নাম হইতে তদধুষিত জনপদের মিশ্র বা মিশর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মরে সাহেব বলিতেছেন যে—

The hatred of the Tentyritis for the crocodile was the cause of serious disputes with the inhabitants of Ombos, where it was particularly worshipped; and the unpardonable affront of killing and eating the godlike animal was resented by the Ombites with all the rage of a sectarian feud.—P. 318.

কায়রো দেশের নিকটে “অস্বোস” নামে একটা জনপদ আছে। উহার অধিবাসীদিগের নাম “অমবাইট”। তাহারা কুম্ভীরদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। পক্ষান্তরে টেটিরাইটগণ কুম্ভীরভোজী। তদ্ব্যতীত এই উত্তর ভাগে মধ্যে চিরবিদ্যে বিরাগমান। মরে সাহেব বলিতেছেন যে—

Between 2 and 3 miles to the east of Seuwah is the temple of Amun, now called Om Baydah. P. 231.

শিউয়ানগরের দুই তিন মাইল পূর্বে আমুন দেবের মন্দির। উক্ত শিউয়ানগর এইক্ষণ ওম্‌বৈড্‌হা নামে প্রখ্যাত।

আমরা পাঠকগণের নিকট এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিয়া ইহাহইতে সত্যোক্ত্য করিতে প্রার্থনা করি। সাহেবেরা এই

Om Baydah

শব্দের অনুবাদ “Mother white” করিয়াছেন। ওম—অগ্নি ও বৈড্‌হা শ্বেত। কিন্তু যদি কেহ অম্বোস্ ও ওম্‌বৈড্‌হা নগর এবং অম্বাটট জাতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন তবে কি তাঁহারা ইহাদের সহিত ভারতীয় অম্বষ্ঠদেশ ও অম্বষ্ঠজাতির কোনও সমতা স্বীকার করিতে আকুষ্ট হইবেন না? শিউয়ান শব্দও কি শৈব শব্দের অপভ্রংশ নহে? মরে স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Near Balla's should be the site of Contra Coptos. Kobet, or Koft, the ancient Coptos, is a short distance from the river, on the east bank. The proper orthography, according to Aboolfeda, is Kobt, though the natives now call it Koft. In Coptic it was styled Keft, and in the hieroglyphics. Kobthor a name recalling the Cophtor of scripture. P. 319.

বল্লাসনগরের নিকটে কোপটোস নামে একটি নগর আছে, উহা নদীর পূর্ব-তীরে অবস্থিত এবং ইহার অধিবাসীদিগের নাম কোপ্ট। এই কোপ্ট শব্দের নিদান লইয়াও সকলে বিবদমান। অধ্যাপক আবুলফেদার মতে উহা কেব্ট সংজ্ঞার বিষয়ীভূত, পক্ষান্তরে তদ্দেশবাসিগণ উহাকে কোফট বলিয়া থাকেন। আবার কপটিক ভাষাতে উহা কেফ্ট বলিয়া বিবৃত। পক্ষান্তরে হাইরোগ্লিফিক লিপিতে উহা কোবতর বলিয়া অভিহিত।

আমরা পূর্কোক্ত অম্বোস, অম্বাইট ও অম্বৈড্‌হা এবং এই কোপ্ট শব্দের একত্র সন্নিবেশনিবন্ধন এই কোপ্ট শব্দটী ভারতের “গুপ্ত” শব্দ হইতে উৎপাদিত বলিয়া মনে করিতে চাহি, আমাদিগের এ অনুমান ব্যাহত কি সত্যগন্ধি, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। প্রাচীনেরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণ, ধনী, রাজা ও নদী দেখিয়া বাসের উপদেশ করিয়াছেন। আফ্রিকাগত

ভারতসম্রাজ্যের আপনাদিগের সহিত একদল “শুশোপাধিক” বৈজ্ঞানিক লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা একবারেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। যেরূপ স্থলান্তরে লিখিতেছেন যে—

And though, as in Strabo's time, the Myos—Hormos was found to be a more convenient port than Berenice, and was frequented by almost all the Indian and Arabian fleets, Coptos still continued to be the seat of commerce. P. 319.

অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আরবদেশের বাণিজ্য জাহাজ সকল সর্বদা মাইওস-নামক বন্দরে যাতায়াত করিত। কপ্টনগর এখনও বাণিজ্যবন্দর বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং কেন এই বিতর্ক করা যাউক না যে ভারতবাসীরা কখনও মিশরে যাইয়া উপনিবেশিত হইয়া নাই, পরন্তু তাঁহারা কেবল সময়ে সময়ে বাণিজ্যপলক্ষেই তথায় যাইতেন, তাহাতেই ভারতীয় দেবদেবী তথায় প্রতিষ্ঠাপিত ও উপাসিত হইয়াছে ?

না এরূপ হইলে সমগ্র মিশরপ্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও আচারব্যবহার অপিচ দৈহিক সমতা এত বিস্তৃতভাবে প্রসৃত হইতে পারিত না। মিশরবাসীরাও বলিতেন না যে আমরা ভারতের পূর্বাধিবাসী, ইহা আমাদের বাপদাদার নিকট শুনিয়া আসিতেছি। স্যার উইলিয়ামজোন্স সাহেব তাঁহার এশিয়াটিক সোসাইটির রিপোর্টেও বলিয়াছেন যে মিশরদেশ ভারতীয় আর্ষ্যগণদ্বারা উপনিবেশিত। অবশ্য মিশরের হাইরোগ্লিফিক লিপিপাঠকেরা মিশরের বয়সক্রম খৃষ্টপূর্ব ৬৭ হাজার বৎসর বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের তাম্রফলক ও পাণীগণের স্ফন্দান্তরা পাঠ যেরূপ অজ্ঞাপি অজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তদ্রূপ মিশরের লিপি পাঠও অজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে একটু লিপির পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া কেহ মিশরের বয়স খৃষ্টপূর্ব ৬৭ হাজার বৎসর, কেহ ৪৫ হাজার, কেহ ৩৪ হাজার ও কেহ বা দুই হাজার বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। ধরিয়া লও মিশরের বয়স যেন খৃষ্টপূর্ব ৬৭ হাজার বৎসরই বটে, কিন্তু তাহাতেও উহা যে জগতের দ্বিতীয় প্রকৌক:

বর্ষায়সী ভারতভূমি হইতে কত অবরজবয়া: তাহা ভাবনারও অতীত পদার্থ। অতঃপরও যদি কেহ ভারতহইতে মিশরের প্রাচীনত্বের দাবি করিতে চাহেন তাহা হইলে আমরা

তিষ্ঠ নিঃস্বস্ত যাম:

বলিয়া দূর হইতেই তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। জগতের আদি গ্রন্থ সামবেদের দেশ মন্ডোলিরা ও জগতের দ্বিতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদের দেশ ভারতবর্ষ হইতে কি আর কোনও জনপদ প্রাচীন হইতে পারে ?

আমরা অতঃপর Medea বা Hara র আদিজন্মভূমিত্বের কথা ভাবিয়া দেখিব। বাইবেলবিনোদী পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Arian witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

“And thus in our search for the original Aryan home, we already find unmistakable vestiges in Central and Western Asia which cannot fail to place us on the right track. P. 68.

আমরা এইরূপে মানবের আদিজন্মভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে আশিয়ার পশ্চিম ও মধ্যভূমিখণ্ডে উহার অবস্থান বিন্দু দেখিতে পাইতেছি, যাহা প্রকৃতই ভ্রান্তিপরিশূন্য।

কিন্তু আমরা পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই দৃঢ়তাতেও সহানুভূতি বা আস্থা প্রদর্শন কারতে সমর্থ হইলাম না। এসিরীয়ার বলাসুরের বাড়ী ছিল, দেবগুনী (কুকুরাখ্য নরশ্রী) সরমা তথায় অগ্নিদ্বিগের অপস্থত গল্প অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য হইলেও ঐদিগের কোনও প্রতীচা আশিয়াটিক ভূখণ্ড যে মানবের আদি জন্মভূমি নহে, তাহা বেদবাদবৎ ক্রবই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হঁহার পরই বলিয়াছেন যে—

Considering that India, which, long before its time, had become the most important of Aryan countries, was ignored in the East, and that Media which, as we shall see afterwards, was the original seat of the Aryan family, was excluded in the West, the word Aryana used by the geographers

must have been meant distinctively for Irania or "Iran," though Persia itself seems to have been put out of the enclosure.

P.—15.

আমরা বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলির মধ্যেও কোনও সত্যের সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। ভৌগোলিকেরা যদি পারস্যের উত্তরভাগকে ইরান বা এরিয়ানা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও কোনও কতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। উহার ঐ নামের ব্যুৎপত্তি ও উহার অর্ধাটীনদের কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি ও যথাসময়ে আরও বলিব। কিন্তু পার্শী বা অম্বরগণের Aryana vaejo কথার "এরিয়ানা" ভাগ লইয়া যদি কোনও কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহার অনুবর্তন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কেন না পার্শীদিগের জেন্দাভেস্তাতে ঐরূপ কোনও শব্দ নাই, উহাতে ছিল "Aryanam vaejo" এবং উহার অর্থও স্বতন্ত্র। পরন্তু উক্ত Aryanam vaejo কথার দ্বারা যে স্থানের প্রকৃত অববোধ হইয়া থাকে, সেস্থানও প্রকৃত পিতৃভূমি নহে, পরন্তু উহাও কেবলমাত্র আর্য্য-গণের আদি অধুষিত স্থান পুণাভূমি আর্য্যাবর্ত। আর Media নামক কোনও স্থানের কথা পূর্বদেশ ভারতাদিতে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ভারতবাসীরা আদি প্রত্নৌকঃ পিতৃভূমির কথা অনবগত ছিলেন না। এবং বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিতেছেন যে—

The Brahmins were desirous of considering themselves as dead to the Iranians, and the Iranians to themselves. Hence they formally recorded nothing about the ancient exploits or adventures of their forefathers in Central Asia.

P.—40.

ব্রাহ্মণেরা পার্শীদিগহইতে আপনাদিগকে ও পার্শীরা ব্রাহ্মণদিগহইতে আপনাদিগকে মৃত বা নিঃসম্পর্ক ভাবিতেন। তাই তাঁহারা মধ্যএসিয়াতে তাঁহাদিগের পূর্বপিতামহগণ যে সকল বীরত্ব বা অভিযানের কাণ্ড্য করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

কিন্তু ইহা ঠিক প্রকৃত কথা নহে। তাঁহারা সেই প্রাচীনতম যুগে যাহা সম্ভবপর তাহা বেদমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ঐ সকল

মস্তের অধিকাংশই রাষ্ট্রবিপ্লবে, গৃহদাহে বা কীটদংশনাদিনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যাত না হওয়াতে আমাদের পূর্বপিতামহেরা সেই আদি পিতৃভূমির কথা যে প্রকৃতই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অর্ধাচীন যুগের আমরা জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। অধ্যাপক কুজন প্রভৃতিও ঋষিদিগের স্বক্বে এইরূপ দোষ চাপাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণ বেদে ও পার্শ্বীরা হেন্দ্যোপাখ্যাত আদি জন্মভূমির কথা লিখিতে বিশ্বত হইয়াছিলেন না। বন্দ্যোপাখ্যাত মহাশয় বা সাহেবেরা কেন বেদাদি পাঠ করিয়াও এরূপ দোষারোপ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানেন। বন্দ্যোপাখ্যাত মহাশয় অতঃপর বলিতেছেন যে—

We think sufficient traces of Aryan connection have been discovered in the West of Asia to encourage us to persevere in the inquiry after the original settlement of our ancestors in that direction, and this will be our business in the next chapter. P. 77.

কিন্তু আমরা বন্দ্যোপাখ্যাত মহাশয়ের গ্রন্থে এমন একটি প্রমাণেরও অবতারণা দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে পশ্চিম এশিয়ার কোনও ভূখণ্ড পিতৃভূমি বলিয়া কল্পনাও আসিতে পারে। তবে পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকা এবং ইউরোপের সর্বত্রই ভারতীয় আর্ষাগণ যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সকলদিকে কেন আর্ষাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে উহাই পিতৃভূমি। ইরাণ (এরিয়া), অর্জরম ও আয়ারলাণ্ড প্রভৃতি দেশের নাম ত আর্ষ্য শব্দ হইতেই উৎপাদিত ও ব্যুৎপাদিত? তাহা ঠিক, কিন্তু তাহাইলে ত আর্ষ্যবর্জসনাথ ভারতবর্ষকেও পিতৃভূমি মনে করা অধিক সম্ভব হইতে পারে? ইহারা প্রত্যেকেই বা কেন সে দাবি করিতে পশ্চাৎপদ হইবে? ফলতঃ ভারতের এই আগন্তুকেরা ভারতে প্রবেশের পূর্বে যে আর্ষ্যনামধারী ছিলেন না, তখন যে তাঁহারা দেবোপনামা ছিলেন ইহা জানা থাকিলে বন্দ্যোপাখ্যাত মহাশয় “এরা” শব্দ লইয়া এত হাল্কা করিতেন না। বন্দ্যোপাখ্যাত মহাশয় স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Bochart proves by a learned dissertation that Media was called Ara or Aria from Hara, a place where the Assyrian

Kings Pul and Tiglathpilnesar had banished the Reubenites, the Gadites, and half the tribe of Manasseh. "Hara," he says, "Stands in 1 Chron. V. 26 for Media in Ezra. Omitting the aspirate, Jerome reads it Ara. Indeed by the Greeks also, Media is called Aria, and the Medes, Arians." P. 85.

আমরা ইহা পাঠ করিয়াও মিডিয়ায় পিতৃভূমিদের অন্তর্কূলে মত গঠিত করিতে পারিলাম না। বোচার্টসাহেব যে কি পাণ্ডিত্য বা কি হেতুপ্রদর্শন পূর্বক মিডিয়ায় পিতৃভূমিদের সমর্থিত করিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। পূর্ববঙ্গের লোক ও হিব্রু হরিকে "অরি" বলিয়া থাকেন, ইহাতে এই "অরি" অর্থ যেমন শত্রু হইতে পারে না, তদ্রূপ যদি কেহ হেরাকে এরা বলিয়া থাকেন, তবে সেই এরাও কখনই আৰ্য্যার্থসমর্থক হইতে পারে না। পৌসানিয়াস (Pausanias) জেনোফন (Xenophon) ও বোচার্ট প্রভৃতি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও প্রমাণশূন্য। কলতঃ এই 'এরা' শব্দ সংস্কৃত "আৰ্য্য" শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। ভারতীয় আৰ্য্য পার্শ্বীরা পারস্যের উত্তরভাগে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করাতেই উহা আৰ্য্যায়ণ, আইরাণ, ইরাণ বা এরা নামে বিখ্যত হয়। মিডিয়া এরার ভূতপূর্ব নাম। পোকক বলিতেছেন যে—

Aria, whence the modern name of Iran, takes its name, as is well known, from the Aarii, an ancient Median people. It is a name derived from the Sanskrit Vocabable "Arya."

India in Greece. Introduc. P.—8.

কিন্তু তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

Here we have a chain of evidence leading us to Media as the original home of the Arians. P. 85.

কিন্তু কোন্ প্রমাণনিবহ যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে Mediaয় পিতৃভূমিদের নিঃসন্দেহ করিল, আমরা তাহা ভাবিতেও অসমর্থ। পাছে কেহ মনে করেন, আমরা প্রমাণ গোপন করিলাম, একারণ আমরা এখানে বোচার্টের প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

He then cites the passage in Herodotus to which we have already referred. He next cites Pausanias in Corinthiacis de Medea, where he says that Medea went to the region

then called Aria and gave to the people thereof the name of Medea. Apollodorus is then quoted, who says, that Ariania was a country near Cadusia. Xenophon is referred to after this, whose testimony is as remarkable as it is curiously satisfactory. He says, "The Thamnerians of Media are near Cadusia", Now Thamneria is derived from "the man" South, and Aria, meaning the southern Arians. And so Bachart concludes :—"Porro Aria est Hara." P.—85.

বলা বাহুল্য কতকগুলি লোকের নাম ও কতকগুলি অমূলক কথার সমাহার করিলেই তাহা যে কি প্রকারে অকাটা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তাহা আমরা অবগত নহি। ফলতঃ মিডিয়া মানবের আদি জন্মভূমি হইলে বাইবেল, কোরাণ, বেদ ও জেন্নঅভেস্তা ইহার নাম লইতে বিশ্বৃত হইতেন না। তাহা হইলে বাইবেল East না বালয়া মিডিয়া বলিতেন। আর মহামতি এলফিন্‌টোন সাহেবও কখন

from east to west

বলিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে এই ঐষ্টশব্দ দ্বারা একমাত্র ভারতবর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল, কেন না পারশ্ব, তুরুক, আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের সভ্যজাতিরা সকলে ভারতের সভ্যতা ভব্যতা লইয়া ঐ সকল দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আদি পিতৃলোক হইতে ঐ সকল দেশে গমন করেন নাই। প্রকৃত পিতৃভূমি কোন্ স্থানে? তাহা বেদাদিতে বিশদাকরেই বিবৃত রহিয়াছে, আভেস্তা উহার নাম লইয়াও পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাইবেলের ইডেনগার্ডেনও কল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্ বিশেষ। আদম ও হবার নামও সংস্কৃত আদিম ও শতরূপার নামের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পারসিকদিগের ইরাণই আদি পিতৃগেহ, কিন্তু মিডিয়ার স্থায় একধার মূলেও কোনও প্রকৃত সত্য বিনিহিত দেখা যায় না। পারসিকেরাও একরূপ কথা মুখেও আনয়ন করেন নাই। মহামতি লাকলোইশ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মাত্র বলিয়াছেন যে—

It is my opinion that the Indian colony conducted by Monu, which established itself in Aryavarta, came from

the countries which lie to the west of the Indus, and of which the general name was Aria, Ariana, Hiran.

P. 353 Sanskrit Text—Book Vol. II.

কিন্তু এবিষয়ের সমর্থনজন্য লাললোইশ কোনও প্রমাণেরই অবতারণা করেন নাই, ইহা তাঁহার “I think so” ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মহামতি পোকক Dabistan সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

That in the earliest times, primitive nations, related by language to each other, had their origin in the common elevated country of Central Asia, and that the Iranians and Indians were once united before their emigration into Iran and India. India in Greece P. 132.

কিন্তু কোনও ব্যক্তিই প্রমাণদ্বারা তাঁহাদিগের এই সকল মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হইলেন নাই। কেবল

I think so, He thought so,
and perhaps it may be so

এই তিনটি আপত্তিকাই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল। যখন ঋগ্বেদ তারন্বরেই বলিতেছেন যে, অসুর বা পার্শ্বীরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া পারস্তে বাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আমরা প্রকৃত আপত্তিক্য বেদ অগ্রাহ্য করিয়া কি প্রকারে পাশ্চাত্যগণের মুখের কথায় বিশ্বাস করিব ? অপিচ যদি মধ্য এশিয়াই পিতৃভূমি হয়, তাহাহইলে ইরাণের পিতৃভূমির ত আপনা হইতেই নিরাকৃত হইয়া যায় ? আর “ইরাণ” শব্দ আৰ্য্যগণিক বলিয়াই যদি উহাকে কেহ পিতৃভূমি বলিতে চাহেন, তাহাহইলে “আর্য্যগণিক”কেই বা পিতৃভূমি মনে করা যাইতে পারিবে না কেন ? কেন না উহা আৰ্য্যদিগের Land বা বাসভূমি ? এবং ইরাণ ও আৰ্য্যাবর্ত, এই উভয় শব্দের মধ্যে আৰ্য্যাবর্ত কথাটি যখন নিঃসন্দেহ রূপেই আৰ্য্যনিবাস অর্থের অভিযুক্তি করিয়া থাকে, তখন কেন -আমরা আৰ্য্যাবর্তকেই পিতৃভূমিদের পদে বরণ করিব না ? ফলতঃ ইরাণের পিতৃভূমি সংস্কৃতি বিষয়ে কোনও যুক্তি বা প্রমাণই বর্তমান নাই। উহার ইরাণ নাম কেন হইল, ইহা ভলাইয়া দেখিলে তদ্ব্যতীতকীরা কখনই ঐরূপ ব্যাহত মতের

অরতারণা করিতেন না। ইরাণের ইরাণ নাম হইল কেন? পণ্ডিত প্রবন্ধ-
রমেশচন্দ্র মহাশয় বলিতেছেন যে—

In Asia, ancient Aryan races lived for long centuries in the Punjab. Social and religious differences, however soon broke out among these, and divided them into two sections. One section called their gods by the name of Asura, and abjured animal sacrifices and the use of the unfermented Soma; while the other section called their gods by the name of Deva, and rejoiced in animal food and fermented drink. These differences ended in the final separation of these sections. The Asuraworshippers retired into Persia, and were the ancestors of the modern Persians; the Devaworshippers remained in the Punjab, and were the ancestors of the modern Hindus of Northern India. P. 2.

History of India 5th Revision.

তাহা হইলেই জানা গেল যে পার্শ্বগণ ও আমরা ইরাণে একত্র ছিলাম না, তাঁহারা ও আমরা ভারতেই ছিলাম, পরে তাঁহারা ইরাণে চলিয়া যান। এই আৰ্য্যনামধারী অনুরগণ ভারতহইতে পারস্তে গমন করাতেই আৰ্য্যদিগের অয়ন উক্ত উত্তর পারস্ত আৰ্য্যায়ণ (আৰ্য্য + অয়ন = আৰ্য্যায়ণ) নামের বিষয়ীভূত হয়। সেই আৰ্য্যায়ণ শব্দই বিকৃত হইয়া আইরান ও ক্রমে ইরাণে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইরাণ কোনও আদি প্রদ্বীক: নহে। তবে দত্তজ মহাশয় যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহ্য সম্যক্ বিবৃত হয় নাই। প্রকৃত ঐতিহ্য ইহাই যে আমরা ভারতের বাহিরে অন্য কোনও স্থানে বা পিতৃভূমিতে আৰ্য্যনামে বিশেষিত ছিলাম না। আমরা দেবতারা আদি পিতৃভূমি হইতে বিষ্ণু ও অগ্নিপ্রভৃতি দেববৃন্দের সহায়তায় ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের কৃষ্ণবচ্ আদিম নিবাসিগণের উপর প্রভূত বিস্তার পূৰ্ব্বক শোচনীয় অবস্থাপন্ন উহাদিগকে "শূদ্র" ও প্রভু আমাদিগকে "আৰ্য্য" (Lord) উপাধিতে সমলঙ্কৃত করি।

"অৰ্য্য: স্বামিবৈশ্বরো:।" ৩।১।১০৩ পা

এবং সেই আৰ্য্যগণের অধুষিত বিক্ষ্যাহিমালয়মধ্যবর্তী পুণ্ড্রভূমি আৰ্য্যাবর্ত

(আ—সম্যক্ বর্তম্বে অত্র ইতি আবর্তঃ স্থানং, আৰ্য্যণাম্ আবর্তঃ বাসস্থানং আৰ্য্যাবর্তঃ) নামের বিষয়ীভূত হয়। ইহাই জগতের আদি আয়ানিকেনন ও ইরাণ দ্বিতীয় আৰ্য্যভূমি, ঐ সময়ে আৰ্য্যগণ কেবল পঞ্চনদ বা পঞ্জাবের দুই সীমামধ্যে সংকুচিত ছিলেন না, তাঁহারা সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযুনদীর সমুদায় অববাহিকাদুর্ধ্বও ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমে চাতুর্ভুজের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। অনন্তর দেববংশীয় সেই আৰ্য্যগণের মধ্যে একদল অসুরপক্ষপাতী ও অসুরোপাসক এবং অল্প দল আপনাদিগের জাতি ইন্দ্রাদি নরদেবগণের উপাসনার প্রবৃত্ত হইলে এবং পানভোজনাদি বিষয়েও তাঁহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটয়া উঠিলে উত্তর দলে মহাসংঘর্ষ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষনিবন্ধনই আৰ্য্য ও দেববংশীয় অসুরগণ ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা “অসুর বা পার্শ্বীজাতি” শব্দকে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি।

এই “দেবাসুরযুদ্ধ” প্রথমতঃ দেবগণ (স্বর্গস্থ ও ভারতগত) সনাথ ইন্দ্র ও ভারতবাসী দেববংশীয় অসুর বৃত্র, বল ও পণি প্রভৃতির সহিত হইয়াছিল। এবং এই প্রথম যুদ্ধের প্রধান কারণ সুরাপান। এই প্রথম যুদ্ধে পরাভূত হইয়াই অসুরেরা কেহ কেহ তুরুক্ষে, কেহ কেহ আমেরিকা বা পাতালে ও কেহ কেহবা পারস্যের উত্তর ভাগে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ইন্দ্রের উপরতির বহু পরে ইন্দ্রোপাসনা প্রভৃতি লইয়া ঘটয়াছিল। উহার একপক্ষে শুভ্র নিশুভ্র ও পক্ষাস্তরে চণ্ডীসনাথ দেবগণ ছিলেন, ইহারও নাম দেবাসুরসংগ্রাম বা দেবীযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শুভ্র ও নিশুভ্র প্রভৃতি অসুরনেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছিলেন। মহাবীর মহিষাসুর আমেরিকাহটতে আসিয়া শুভ্র ও নিশুভ্রের প্রধানসেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারস্য ও তুরুক্ষগতঃ অসুরগণের মধ্যে বৃত্র ও স্বদীর ভ্রাতা বলাসুর প্রধান ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। বেদের পণিনামক অসুরগণ তুরুক্ষের যে স্থানে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের নামানুসারে Phinicia নামে প্রখ্যাতী লাভ করে এবং বলপ্রভৃতি অসুরগণকর্তৃক অধুষিত অল্প কোনও কোনও ভূখণ্ড অসুরীয় ও আসুরীয় নামে বিশেষিত হইয়াছিল। কালে উক্ত দুই শব্দের বিকার হইতেই Syria ও Assyria নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলাসুরের সেই এসেরিয়ার

নামাস্তরই বাবিলন। আর বৃজ প্রভৃতি অসুরেরা পারস্তের উত্তরভাগে বাইয়া উপনিবিষ্ট হইলে আৰ্য্য তাঁহাদিগের অধ্যুষিত উক্ত স্থান 'আৰ্য্যায়ণ' নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। সুতরাং এহেন উপনিবেশভূমি ইরাণ 'আদি জন্মভূমি', কিংবা অস্তুতঃ ভারতবাসিগণেরও ভূতপূর্ব বাসস্থান বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অসুর বা পারসিকগণ যে ভারতের ভূতপূর্ব অধিবাসী, তাহার প্রমাণ কি ?

আমরা উপাসনাতে "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রকরণে এ বিষয়ে প্রভূত প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, এখানেও প্রসঙ্গতঃ কতিপয় প্রমাণের অবতারণা করা গেল।

প্রথম প্রমাণ।—তাঁহাদিগের অগ্ন্যুপাসনা ও সোমরস বা হওমা পান।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় চাতুর্কর্ণ্যপ্রথা ও ভারতীয় উপবীতের প্রচলন।

তৃতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের জেন্দাভস্তা গ্রন্থে ভারতীয় জনপদসমূহ ও ভারতীয় নদনদীর সমুল্লেক্ষ। অবশ্য তাঁহারা অগ্নির উপাসনা ও সোমপান মধ্য এসিয়া বা অন্য কোনও স্থানসংস্থ পিতৃভূমিহইতেও পারস্তে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু যে চাতুর্কর্ণ্য ও উপবীতধারণের প্রথা ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের আর অন্য কোনও স্থানেই নাই, পিতৃভূমিতেও ছিল না, পারসিকদিগের মধ্যে সেই প্রথাষয়ের অস্তিত্বনিবন্ধনই আমরা তাঁহাদিগকে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। এখনও তাঁহাদিগের নরনারীগণ কটিদেশে উপবীত বা Sacred thread ধারণ করিয়া থাকেন ও এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ষনু বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা চত্রী, বৈশ্য বা বাশ, শূদ্র বা শুদিন কিংবা শুদ নামে শ্রেণীচতুষ্টয়ের সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা যে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান ইহা নির্বৃঢ় সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তাঁহারা কি তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে আমাদের ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিয়াছেন? না তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের আভেস্তায় গোঁঃ (Gou) নাম বিবৃত রহিয়াছে। ভারতের নাম বহু ছিল। যেমন অজনাভবর্ষ, নাভিবর্ষ, হিমাহ্রবর্ষ, পৃথিবী, ভূ, গো ও বহুধরাপ্রভৃতি, তন্মধ্যে হইতে উহারা কেবল একটি নাম 'গো' শব্দের পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই কার্য্যতঃ

ভারতের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও ভারতী ও পৃথ্বী বা পৃথিবী-শব্দের সমাবেশ রহিয়াছে, বেণতনয় পৃথুর নামহইতে পৃথ্বী বা পৃথিবী নাম ব্যুৎপাদিত। ঐরূপ ভারতহইতে ভারত বা ভারতী, নাভিহইতে নাভিবর্ষ, অজনাভহইতে অজনাভবর্ষ, হিমালয়হইতে হিমাশ্বর্ষপ্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জেন্দায় এই সকল নাম না থাকিলেও উহাতে যে সকল ভারতীয় অবাস্তুর স্থানের নাম রহিয়াছে, তৎপাঠে জেন্দ (হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ) জাতিকে ভারতের ভূতপূর্ব অধিবাসী ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যাউতে পারে না। আমরা আভেস্তাগ্রন্থহইতে কিয়দংশের সমাহার করিয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করিব।

1, 2, (1-4):—Ahura Mazda spake to the holy Zarathustra:—I formed into an agreeable region that which before was nowhere habitable. Had I not done this, all living things would have poured forth after Airyana Vaejo.

মহামতি তিলক তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থের ৩৫৭ পৃষ্ঠাতে জেন্দাভেস্তার এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—
The paragraphs are marked first according to Darmesteter, and then according to Spiegel by figures within brackets.

অর্থাৎ আমি নিজে যে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা ডারমেস্টেটারের মত, তবে বন্ধনীগত সংখ্যা দ্বারা স্পাইগেলের মতও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আভেস্তায় লিখিত আছে যে—

অহুর মজদা পবিত্র জরাথুস্ত্রকে কহিলেন, আমি একটি অতি মনোজ্ঞ স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, যাহা পূর্বে কোনও স্থানে মনুষ্যগণবারা অধ্যুষিত হইয়াছিল না। যদি আমি ইহার সৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে সমুদয় জীবজন্তু এরিয়ানা ভেইজোর দিকে ধাবিত হইত।

ডার্মেস্টেটার জেন্দায় যে শব্দটির অনুবাদ poured forth after Airyana Vaejo করিয়াছেন, হাউগ ও স্পাইগেল তাহার অনুবাদ করিয়াছেন departed to Airyana Vaejo, সুতরাং জানাগেল এই এরিয়ানা ভেইজো সেই মনোজ্ঞ আদিসৃষ্টিস্থান হইতে স্বতন্ত্র ও অণু দ্বিতীয় জনপদ। অতএব

মানবের আদি জন্মভূমি

জেন্দাভেস্তার এই “এরিয়ানা ভেজো” মানবের আদি জন্মভূমি নহে। পরে অনূদিত হইয়াছে।

3. 4. (5-9), —I, Ahura Mazda, created as the first best region, Ariyana Vaejo, of the good creation, (or, according to Darmesteter, by the good river Daitya.) There are there ten months of winter, and two of summer. Page 357.

আমি অহুর মজদা, এরিয়ানা ভেইজো নামে একটি উত্তম জনপদের সৃষ্টি করিলাম, যাহাতে দৈত্যা নদী প্রবাহিত। আমি যত উত্তম স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই এরিয়ানা ভেইজোই সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে বৎসরে দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম।

এই বর্ণনা দৃষ্টে তিলক পত্রতি অনেক মহাত্মাই এই আরিয়ানা ভেইজোকে সুদূর উত্তরে উত্তর মেরুতে লইয়া যাইতে অভিলাষী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা উচিত ছিল যে সাহেবদিগের অনুবাদ নিদোষ নহে। নিদোষ হইলে উপরি উদ্ধৃত স্থলে ডারমেষ্টেটাব একই কথাব স্বতন্ত্র অনুবাদ করিবেন কেন? যাহা হউক তিলক দশমাস শীতের কথা পাঠ করিয়াই বলিলেন যে—

Shows that the Airyana Vaejo must be located near the North pole and not to the east of Iran. Page 353.

কিন্তু আমরা তিলকের গ্রন্থহইতেই দেখাইব যে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দের জেন্দাভেস্তার এই দশমাস শীতের কথা প্রমাদসঙ্কুল। তিলকই বলিতেছেন যে—

All the translators again agree in holding that the statement “Seven months of summer are there and five months of winter” is a later insertion. Page 366.

কেন সাহেবেরা দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম ছাড়িয়া আবার সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীতের কথা বলিলেন? যেহেতু জেন্দার পারসীয়ান টীকা-কারগণই এই মতের অভিব্যক্তি করেন।

But the Zend commentators have stated that there were seven months of summer and five of winter therein; and this tradition appears to have been equally old. Page 371.

সুতরাং বুঝা গেল যে বৈজ্ঞানিক অনুবাদকগণের দোষেই এই ও অন্য সকল গোলযোগ ঘটিয়াছে। উত্তর মেরু বা North poleএ দশমাস শীত, দুইমাস গ্রীষ্ম বা বারমাস শীত বলিলেই হয়, কিন্তু যখন মূলের বচনাবলী তৎসমর্থক নহে, পরন্তু কোনও গ্রীষ্মপ্রধানস্থানসমর্থক, যেখানে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত, তখন সে স্থান সুদূর উত্তরকেন্দ্র বা হিমালয়ের পর পারে হওয়াও সম্ভবপর নহে, ফলতঃ উহা আমাদের আখ্যাবর্ত্ত সনাতন এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের নামগন্ধও ত জেন্দাভেস্তাতে নাই? অবশ্যই নাই, কিন্তু এরিয়ানা ভেইজো আছে? উহাই আমাদের ভাবতের পূণ্যভূমি আখ্যাবর্ত্ত। আর জেন্দাভেস্তায় যে “gau” কথাটি আছে, উহাই আমাদের গোকুপধারিণী ভারতবর্ষ। কেন? জেন্দভাষাব সমুদয় পণ্ডিতগণই বলিয়া গিয়াছেন যে, “এরিয়ানা ভেইজো” আমাদের ইরাণের পূর্নদিকে অবস্থিত।

The recent scientific discoveries have, however, proved the correctness of the Avestic traditions, and in the light thrown upon the subject by the new materials there is no course left but to reject the erroneous speculations of those Zend scholars that make the Airyana Vaejo the eastern boundary of ancient Iran. Page 379.

তিলক কেন এমতে দোষারোপ করিতেছেন? নতুবা তাঁহার উত্তরকূক্ষর আদিগেহত্ব সংসিদ্ধ হয় না? তিনি এই মতেব খণ্ডনজন্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও দৃঢ়ভিত্তিই বিনিহিত নাই, বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও যাক্ক এবং উইলিয়ম ওয়ারেণ প্রভৃতির বিকৃত মতই তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছে। তিলকের পথ প্রদর্শক সাহেবরাও ভ্রান্ত? ভ্রান্ত না হইলে অশ্রান্ত অনুবাদকেরা দৈত্যা নদীর পবিহার করিবেন কেন? কিন্তু ডার্মেণ্টেটার উহা গ্রহণ করিয়া সত্যের পথ নিষ্কটক করিয়া দিয়াছেন।

Airyana Vaejo, of the good creation, by the good river Daitya. P 357.

এই “দৈত্যা” নদী আমাদের দৃষদ্বতী নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের আখ্যাবর্ত্তে উক্ত দৃষদ্বতী নদী অত্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। এবং

ভক্তগৃহি আরিয়ানা ভেইজো ও আমাদের আৰ্য্যাবর্তকে অভিন্ন মনে করাই সমীচীন।

বলিতে পার আৰ্য্যাবর্ত শব্দ হইতে Ariyana Vaejo কথাটি আসিল কি প্রকারে? মধ্য এশিয়া বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীয়ভূমির কুত্রাপি “আৰ্য্য” নামসংসৃষ্ট কোনও জনপদের নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে না। ভারতে প্রবেশের পূর্বেও দেবতারা উক্ত “আৰ্য্য” নামে সমলঙ্কিত ছিলেন না। সুতরাং উক্ত আরিয়ানা ভেইজো ভারতগত আৰ্য্যভূত দেবগণের পরিচিত বা অধুষিত কোনও স্থান ভিন্ন অথ কোনও স্থান হইতে পারে না। তৎপর তিলক যে বলিতেছেন যে—

The Airyana Vaejo is the first created happy land, and the name signifies that it was the birth land (Vaejo-seed, Sans, bija) of the Aryans (Iranians), or the Paradise of the Iranian race. Page 360.

এরিয়ানা ভেইজো প্রথমসৃষ্ট সুখময় স্থান, ইহার অর্থ ইহাই যে পরমেশ্বর যত ভাল স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এরিয়ানা ভেইজো সর্বপ্রথম (first), পরন্তু উহার অর্থ ইহাই নহে যে, উহা আদি স্থান, তাহা হইলে অহরমজদা কেন বলিবেন যে আমি প্রথমে একটি মনোজ্ঞ স্থান সৃষ্টি না করিলে জীবজন্তু সকল এরিয়ানা ভেইজোর অনুসরণে ধাবিত হইত? সুতরাং এরিয়ানা ভেইজো জগতের দ্বিতীয় স্থানই বটে, পরন্তু মানবের আদি সৃষ্টিকাগার নহে।

তৎপর তিলক Airyana Vaejoর Vaejo কথাটির যে ব্যুৎপত্তিনির্দেশ করিতেছেন, উহা অতীব কষ্টকল্পনাসম্বৃত মাত্র।

Vaejo = Seed বা বীজ

নহে। উহা সংস্কৃত ‘আবর্ত’ শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। আৰ্য্যগাম্ আবর্তঃ = আৰ্য্যাবর্তঃ। আ সম্যক্ বর্তন্তে বিচন্তে আৰ্য্যা অত্র = আৰ্য্যাবর্তঃ। আবর্ত = আবত = বত = বদ = বজ = বেইজ = Vaejo. বলিতে পার এরিয়ানা হইতে আৰ্য্যগাম্ পাওয়া গেল কি প্রকারে? এখানেও ডাক্ষেণ্টেটার প্রভৃতি বৈলাতিক বহু পণ্ডিত জ্ঞান আভেস্তার প্রকৃত পাঠ কাটিয়া এই বিকৃত “এরিয়ানা” খাড়া করিয়াছেন। তিলকই বলিতেছেন যে—

ইরাণ পিতৃভূমি নহে

The Zend phrase Airyanem Vaejo vanghuyao daityayo, which Darmesteter translated as “the Airyana Vaejo, by the good (vanghuhi) river Daitya.” Page 362.

অর্থাৎ জেন্দাভেস্টার প্রকৃত পাঠ “এরিয়ানেম ভেইজো” ভেঙ্ঘুয়াও দৈত্যায়াও ছিল। কিন্তু ডার্মেস্টেটার উহার অনুবাদ “এরিয়ানা ভেইজো” করেন। তাহা হইলেই জানা গেল মূলে ছিল—Airyanem Vaejo ?

যাহা আৰ্য্যাণাম্‌আবর্ত্তঃ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সাহেবেরা এই ‘ম’ টির কি মূল্য তাহা জানিতে পারিলে ইহার মুণ্ডপাত করিতেন না। কিন্তু গ্রায়পরায়ণ Bunsen উহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও উহার অঙ্গচ্ছেদ ঘটান নাই। তিনি প্রকৃত সত্যই সকলের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। যথা—

Bunsen (cited by Bleek Vol. I, page—9) thus annotates on “Airyana Vaejo”—The name of the first country is Airyanem Vaejo. By this is to be understood the original Arian home, the paradise of the Iranians. The ruler of this happy land was King Jima, the renowned Jemshid of Iranian legend. Thus Airyana Vaejo becomes altogether a mythical country, the seat of gods and there is neither sickness nor death, frost nor heat, as is the case in the realm of Jima.

Page 14 Arian Witness.

জেন্দাভেস্টার একজন টীকাকারও “আরিয়ানা ভেইজো”কে কল্পিত বস্তু বলিয়াছেন। কিন্তু এই এরিয়ানা ভেইজো কোনও পৌরাণিককল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্বুদ নহে। বেদ ও আভেস্টার বার আনা কথাই ঐতিহ্যমূলক, ভাষ্যকার ও অনুবাদকদিগের দোষে জনসাধারণ আজি বহু সত্যকে গন্ধর্কের মায়ানগর বা রাজদ্বারবিশোভী কৃষ্ণমাতঙ্গরূপ অভাব পদার্থে পরিণত করিয়া বসিয়াছেন। ইহা ইরাণীয়গণের প্যারাডাইজ বা স্বর্গভূমি কিংবা ভূতপূর্ব নিবাসভূমি বটে, কিন্তু সমগ্র আৰ্য্যজাতির আদি পিতৃভূমি নহে, তবে আৰ্য্যীভূত দেবগণের আদি আৰ্য্যনিকেতন বটে। ইরাণ জগতের দ্বিতীয় আৰ্য্যনিকেতন। ইরাণীয়দিগের ইহা পরদেশ বা স্বর্গ হইবে কি প্রকারে? যেমন জাপানীরা

এখনও আর্ঘ্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ষকে স্বর্গ বলিয়া থাকেন।* ঐরূপ ইরানীয়গণও ইহাকে স্বর্গ বলিয়া জানিতেন। কেন না, ইহা সপ্তদেবলোকের অন্ততম দেবলোক। যদুক্রমঃ মৎস্যপুরাণে—

ভূলোকোহথ ভুবলোকঃ স্বলোকোহথ মহর্জনঃ।

তপঃ সত্যঞ্চ সঠৈপ্তে দেবলোকাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

ভুলোক—ভারতবর্ষ, ভুবলোক—অস্তরিক্ষ বা তুরুক, পারশ্ব ও আফগানিস্থান, স্বলোক—তিব্বত, চীনতাতার এবং মঙ্গলিয়া, মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া (চন্দ্রলোক), জনলোক বা বর্তমান চীন, তপোলোক বা বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ বা মধ্য সাইবিরিয়া, আর সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু, এই সাতটি দেবলোক বা স্বর্গভূমি। কৃষ্ণযজুঃ আবার দেবলোকের সংখ্যা একুশটি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, “একবিংশতি বৈ দেবলোকাঃ” ২৮৭ পৃঃ। স্মৃতরাং সে হিসাবে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নলোকঃ ভারতবর্ষকে পার্শ্বীরা Paradise বলিবেন না কেন? আর্ঘ্য তাঁহারা ত এখান হইতেই পারশ্বের উত্তরভাগে যাইয়া উহাকে আর্ঘ্যায়ণ বা ইরাণনামে বিশেষিত করেন?

এখানে কি যম রাজা ছিলেন? যম না পারলৌকিক নরকের রাজা? হাঁ, বৈবস্বত যম, এই আর্ঘ্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ষেরও রাজা ছিলেন, ভৌমস্বর্গ ও ভৌমনরকের রাজত্বও তাঁহার হস্তে সমপিত হইয়াছিল। তিনিও আমাদের গ্নায় জননমরণশীল নর ছিলেন, কোনও পারলৌকিক স্বর্গ নরক নাই, উহা বৃথা

* এ কথাটির সমর্থনজন্তু আমরা এখানে হিতবাদীহইতে একজন জাপানপ্রবাসী ভারত-সম্ভানের পত্র সম্বন্ধে করিব। “জাপানের পত্র”—ভারতবাসী আর দেবতা নর। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় প্রচারকগণ জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে জাপানীরা ভারতবর্ষকে চিনে। এবং সেই সময় হইতেই ভারতবাসীদের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ। কিন্তু প্রাচীন সম্বন্ধ লোপ পাইয়া এখন ভিন্নরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে জাপানীরা ভারতকে “তেনজিকু” এবং ভারতবাসীকে “তেনজিকুজন” বলিত। উহার অর্থ যথাক্রমে স্বর্গ ও স্বর্গবাসী। আমি কোনও একটা বিশেষ শিাক্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি, কতিপয় বৎসর পূর্বে এক পল্লীর কোনও একজন লোক একদা এক ভারতবাসীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আজ আমার জীবন ধন্য হইল। আমার স্বর্গের পথ উন্মুক্ত হইল। আমি স্বচক্ষে আজ দেবতা দেখিলাম। চৈত্র—১৩১২ শাল।

বিকৃত জন্মনা কল্পনামাত্র। তিনিও কোনও পারলৌকিক স্বর্গনরকের রাজা বা পাণ্ডা ছিলেন না। কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

উপামন্ত্রয়ন্তু রাজ্ঞান পিতরো যমঃ

তস্ম্যাং যমঃ পিতৃণাং রাজা । ১৫৫ পৃঃ

পিতৃলোকবাসী দেবতারা যমকে রাজপদে বরণ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন। তজ্জন্ম যম পিতৃলোকের রাজা হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদও বলিতেছেন যে,—

“যত্র বৈবস্বতো রাজা

যত্রাবরোধনং দিবঃ ।”

যে দিব্ বা স্বর্গে বিবস্বানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে যমের একটি কারাগৃহ ছিল। কৃষ্ণ যজুঃ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,—

অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মা অবতু ।

ইন্দ্রোজ্যেষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ১২৫ পৃঃ

যাবতী বৈ পৃথিবী তস্মৈ যম আধিপত্যং পরীয়ায় । ২২২ পৃঃ

অগ্নি, ভূত বা ভূত্যাগণের অধিপতি, তিনি আনাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র জ্যেষ্ঠগণ ও যম পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অধিপতি।

তাহা হইলেই যমকে এরিয়ানা ভেইজো বা আর্ধ্যাবর্তের অধিপতি বলা আভেস্তার পক্ষে অনুচিত হয় নাই। ঐ সময়ে এদেশ রোগ ও অকালমৃত্যুশূন্য ছিল এবং এদেশে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত থাকাতঃ ইহাকে তুষার ও গ্রীষ্মহীন বলাও অসঙ্গত হয় নাই। আর কতক কবির অতিবাদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও চলিতে পারে। ফলতঃ ইরাণীয়গণ যখন বলিতেছেন যে, এরিয়ান ভেইজো তাহাদিগের ইরাণের পূর্ববর্তী, তথায় দৈত্যা বা দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীত, তখন ইহাকে স্বদূর উত্তরে লইয়া যাওয়া শ্রাফ বা যুক্তির কার্য্য নহে। কেবল ইহাই নহে, জেন্দ আভেস্তা আরও বলিতেছেন যে,—

I, Ahura Mazda, caeated as the sixth best region Haroyu, abounding in the houses (or water.)

I, Ahura Mazda, created as the tenth, best region, the fortunate Harahvaiti.

I, Ahura Mazda, created as the fifteenth, best country, Hapta-Hendu.

I Ahura Mazda created as the third, best region Mouru, the mighty, the holy.

I, Ahura Mazda, created as the second best region, Gau (plains), in which Sughdha is situated. Thereupon in opposition to it, Angra Mainyu, the death-dealing, created a wasp which is death to cattle and fields. Page 357—358.

আমরাও ইংরাজী জেন্ডাভেস্টার প্রথমেই এই সকল বচনাবলী দেখিয়াছি। এবং মুইর মহোদয়ও তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ৩৩৯।৪০ পৃষ্ঠাতে এই সকল আভেস্তিক মতের সমাহার করিয়াছেন। তবে আমরা অনাবশ্যকবোধে অগ্নাগ্ন স্থানের কথা না বলিয়া কেবল উক্ত কয়েকটি স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ববিষয়ে ছ'চার কথা বলিব।

পাশ্চাত্যেরা বলিতে চাহেন যে, প্রাচীন পারসিকগণ এই আরিয়ানা ভেইজোকে Iran Vaejo বলিতেন. কিন্তু আমরা Bunsen সাহেবের মত উক্ত করিয়া দেখাইয়াছি যে জেন্ডাভেস্টার প্রকৃতপাঠ Airyanem Vaejo, সুতরাং উহার অর্থ আর্ষ্যদিগের আবর্ত বা আর্ষ্যাবর্ত। আভেস্টার হরযুকে গ্রীকেরা Areia বলিতেন ও একালের লোকেরা হিরাট বলিয়া থাকেন, ইহাও প্রকৃত সংবাদ নহে। গ্রীকেরা Mediaকেই হেরা বা এরিয়া বলিতেন, আর হরযু ও হিরাটে যে কি সাগর্য্য বর্তমান, তাহাও ভগবান্ই জানেন, ফলতঃ উহা আমাদের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্তিনী সরযুনদী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঐরূপ Harahvaiti or Haraquite. Haptahendu, Gau ও Mouru যথাক্রমে আমাদের সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, গৌ ও মেরু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিন্ধুনদ ও উহার পঞ্চশাখাপ্রভৃতি লইয়া পঞ্চনদভূমি বিরচিত, সুতরাং আভেস্টার এই সপ্তহেন্দু, আমাদের পাঞ্জাবেরই নামান্তর মাত্র। মহামতি Spiegel বলেন যে, In the first Fargard of the Vendidad, verse 73, a country called Hapta Hendus or India, is mentioned which in the Cuniform inscriptions is called Hindus সুতরাং পারসিকগণ ভারতবর্ষকে জানিতেন ইহা ঐক্যই। আর গ্রীকদিগের

'Gōia ও পারসিকদিগের এই gauও একই পদার্থ, অর্থাৎ উহাধারা আমাদের প্রোকল্পধারিণী পৃথিবী বা ভারতবর্ষই সূচিত হইতেছে। এবং পাশ্চাত্যগণ যে মেরু বা মৌরুকে মার্ত বলিয়া দাপাইয়া দিতে বন্ধপরিষ্কর, উহাও মার্তহইতে মূদুর উত্তর-পূর্বে সংস্থিত এবং উহা ইলা-স্বামী বা বর্তমান আলটাই পর্বত ভিন্ন আর কিছুই নহে। পারসিকগণ কেন মৌরুকে সকল ভূমি অপেক্ষা মহতী ও পবিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাসময়ে বলিব, আমরাও উক্ত মেরুর মহত্ব ও পবিত্রতাবিষয়ে তুল্যভাবে ঐকমত্যবান্। অবশ্য আমরা পৃথিবী বা পৌ অর্থাৎ ভারতবর্ষে "Sughdha" নামক জনপদের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহি, কিন্তু উহা যে স্বাধীনতাতাবের সমরকাণ্ডের সহিত অভিন্ন, তাহার কোনও হেতু দেখা যায় না। তবে যে কারণে পবিত্র প্রয়াগ আজি এলাহাবাদ হইয়া গিয়াছে, পবিত্র মথুরা এসলামাবাদ ও পবিত্রতম কানী মহম্মদাবাদ হইয়া যাইতেছিল, তাদৃশ কোনও শাস্ত্রকারণে ভারতের কোনও প্রসিদ্ধ স্থান উক্ত সূক্ষ্ম বিকৃতনামে বিশেষিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম ও যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে বোধ হয় চেতস্থান্ কেহই এরিয়ানা ভেইজোকৈ আমাদের আর্ঘ্যাবর্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কেবল আমরা নহি, বহু পাশ্চাত্য কোবিদকদম্বকও এই মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The name "Airyana Vaejo" of the Zend Avesta they (eminent scholars) refer to Manu's Aryavarta.

Aryan Witness—Page 13.

অর্থাৎ জেন্দাভেষ্টার এই আরিয়ানা ভেইজোকৈ বহু অধীয়ান সূপণ্ডিত ব্যক্তি মনুর আর্ঘ্যাবর্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাইবেলবিনোদী বন্দনীয় কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পবিত্র সত্য মতের নিরসনজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে,—

The one, according to its own authorized interpreters, is an un-geographical place, the other is definitely placed between the Vindhya and Himalayan ranges. • • Ariavarta or Ariades, is a term which was unknown before the age of Manu. The Veda is altogether ignorant of it. Page -13, 14.

অর্থাৎ জেন্স আভেস্টা গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ আরিয়ানা ভেইজোকে একটা 'অন্তর্গোলিক স্থান বলিয়া নির্দেশ' করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে হিমালয় ও বিক্ষ্যাচলের মধ্যবর্তী আর্খ্যাবর্ত ভূভাগ একটা সুপরিচিত সীমাবদ্ধ স্থান। সুতরাং এতদূত্বের সমতা হইতে পারে না। আর্খ্যাবর্ত কথাটাও আধুনিক, মনুসংহিতাতে উহার নাম বিজ্ঞানময় নাই, তৎপূর্বের বেদাদি কোনও গ্রন্থেও উহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদও এ নামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

আমরা আমাদের দেশের ভাষ্যকারগণকে জানি। বিলাতী অনুবাদকগণও আমাদের অপরিচিত নহেন, সুতরাং আমরা ইরানীয় টীকাকারগণের কথাও আস্থা প্রদর্শন করিতে অনভিলাষী। তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া টীকাপ্রণয়ন করিলে ঐরূপ অভিমতের অভিব্যক্তি করিতেন না। তৎপর আমাদের বৈদিক গ্রন্থগুলির যখন কেবল সামান্য অংশমাত্রের উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছে, তখন আমাদের ঋগ্বেদে যে আর্খ্যাবর্ত শব্দ স্থান পাইয়া ছিল না, ইহা দৃঢ়তার সহিত নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। বেদে কি গন্ধা, যমুনা, শতদ্রু ও বিপাশা-প্রভৃতি নামের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না? উহারা কি আর্খ্যাবর্তেরই নদনদীবিশেষ নহে? দেবতার। ভারতে আসিয়া যে ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাদের সমুল্লেক্ষও কি কোনও বেদে হইয়াছে? পক্ষান্তরে অথর্কবেদে মনুর অযোধ্যার নাম বিবৃত রহিয়াছে।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূঃ অযোধ্যা।

তস্তাং হিরণ্যঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১

অথর্কবেদ ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ অযোধ্যা দেবনির্মিত পুরী, উহাতে আটটা মহল ও নয়টা দ্বার এবং লৌহময় ধনভাণ্ডার আছে, উহা স্বর্গের ত্রায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন। কলতঃ যে যে বেদমন্ত্রে আর্খ্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের নাম বিবৃত ছিল ঐ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রবহুল বেদশাখার বিলোপ ঘটতে বেদে উহাদেরও অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বাহা হউক যখন আভেস্টার মতে Ariana Vaejo ইরানের পূর্ববর্তী ও উহা যখন আদি পিতৃগৃহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তখন কেহ আরিয়ানা ভেইজোকে উত্তর কুরু বা North Pole এ লইয়া বাইরা উহাকে পিতৃভূমিপদে বরণ করিলে তাহা ঠিক হইবে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে “যথা এশিয়া মানবের আদি অক্ষুভূমি এক
সে স্থান আয় বা জারজাকটাস নদীর পুলিন দেশ কিংবা বাক্টিয়া অথবা
হিন্দুকশ পর্বতের প্রান্তভূমি।”

Many eminent scholars have fixed his primitive seat in the
vicinity of the Hindukush. Aryan Witness. Page. 13.

Spiegel also takes the same view, and places Airana Vaijo
“in the farthest east of the Iranian plateau, in the region
where the Oxus and Jaxartes take their rise.

Arctic Home, Page—361.

কিন্তু তাঁহারা ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন নাই।
ফলতঃ আরিয়ানা ভেইভোই যে আন্যাবর্ত ইহা জানিতে পারিলে তাঁহারা এই
বৃথা বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেন না। ফলতঃ পাশ্চাত্য মনীষিগণ সামান্য দৃষ্টিতে
আফগানিস্থানের উত্তরে যতদূর পৰ্য্যন্ত স্থানে আন্যাজাতি ও আন্যাতার
সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল স্থানকেই আদি-গেহ
বলিতে লোলুপ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উল্লিখিত কোনও স্থানই সেই
পবিত্র আদি-গেহ নহে, এতৎসমুদয়ের কোনও একটী ভূখণ্ডও “Central
Asia” পদবাচ্য হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রগুলির
প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহারা একরূপ ডোমকাণা হইয়া
বেড়াইতেন না। Central Asia ও বৈদিক ‘নাভি’ একই।

অল্প কয়েক দিন হইল একজন বিলাতী সাহেব এক অভিনব মতের
অবতারণা করিয়া মানবের আদিঅক্ষুভূমিকে পারস্তোপসাগরের দ্বীপবিশেষে
লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে হিতবাদীতে যাহা যাহা অনুবাদিত
হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

“বোম্বাই টাইমসের জর্জনক সংবাদদাতা মানবসমাজের সৃতিকাগারের
আবিষ্কার করিয়াছেন। পারস্তোপসাগরের বারিননামক দ্বীপটি আদি মানবের
উৎপত্তি স্থান, সংবাদদাতা মহাশয় তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।
বারিনদ্বীপে আলিনামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের দক্ষিণে দিগন্ত-বিস্তৃত
মরুভূমি আছে, তথায় কোনরূপ উদ্ভিদ অথবা লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই।
এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরটি কেবল সমাধিস্তূপে সমাচ্ছন্ন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা

বার, সেই দিকেই কেবল অশুচ সমাধিস্তূপ। আলি গ্রামের নিকটবর্তী কয়েকটি স্তূপের উচ্চতা ৪০ ফুট হইতে ৫০ ফুট হইবে, অবশিষ্ট স্তূপগুলির উচ্চতা ২৫০ ফিট হইতে ৩০০ ফিট। ঐ মরুভূমিতে এইরূপ সহস্র সহস্র সমাধিস্তূপ আছে। লর্ড কর্জেন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে বিশেষ আগ্রহ-প্রকাশ করিতেন সত্য, কিন্তু এই আলি গ্রামের সমাধিক্ষেত্রের বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। লর্ড কর্জেন যখন পারস্তোপসাগর পরিদর্শনে গমন করেন, তখন তিনি এই সমাধিক্ষেত্রকে “কয়েকটি প্রাচীন সমাধিপূর্ণ ক্ষেত্র” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রাচীন মানবজাতি ঐ সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে, লর্ড বাহাহর তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বোম্বাই টাইমসের সংবাদদাতা বলেন যে এই বারিন দ্বীপ হইতে আদি মানব সমাজ পারস্তের উপকূলে গমনপূর্বক পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। যে কাল্দিয়া ও ব্যাবিলন পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার আদি গুরু বলিয়া পরিচিত, সেই কাল্দিয়া ও ব্যাবিলন ঐ বারিন দ্বীপবাসীদের উপনিবেশ মাত্র। সংবাদদাতা এ কথাও বলেন যে চীনজাতির আদি পুরুষও পারস্তসাগর হইতেই ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া অবশেষে চীনদেশে উপনীত হইয়াছিল এবং তথাকার আদিম বর্ষরদিগকে পরিত অথবা অরণ্যমধ্যে বিতাড়িত করিয়া অবশেষে তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে। চীন দেশের পার্বত্য প্রদেশে এখনও নাকি ঐ সকল আদিম জাতির বংশধর বিদ্যমান আছে। খৃষ্টানদিগের মতে যিশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্তু উহারা মানবসমাজকে অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহে। টাইমসের সংবাদদাতা সেই জন্তুই স্থির করিয়াছেন যে বারিন দ্বীপের আদি অধিবাসীরা খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, আলি গ্রামের সম্বিহিত সমাধিক্ষেত্রে যাহারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে; তাহারা অতি প্রাচীনকালের লোক হইতে পারে; কিন্তু তাহারাই যে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদি গুরু, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।”

টাইমসের সংবাদদাতা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি উক্তিও কোনও প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় নাই। বারিন দ্বীপের আলি গ্রামে কতকগুলি

সমাধি স্তম্ভ আছে, উহা খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীনতম, ইহাতেই যদি উহাকে জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পিরামিডসকুল মিশরও কেন আদি জন্মভূমি বলিয়া সমাখ্যাত হউক না ? ফলতঃ মিশরের পিরামিড যেমন মিশরের অর্ধপ্রাচীনতা বিধোষিত করে, তদ্রূপ আলিগ্রামের স্তম্ভসকলও উহার অর্ধপ্রাচীনতাই বিধোষিত করিতেছে। সে দিনের বুদ্ধদেবের দস্তসমাধিস্তম্ভ যখন ত্রিশফিট মাটির নীচে প্রোথিত হইয়া গেল, তখন আদিম যুগের নরনারী-গণের সমাধিস্তম্ভ সকল পৃথিবীর কত নিম্নে যাইয়া উপনীত হওয়া সম্ভবপর ছিল ? ফলতঃ ঐ সকল উন্নতমস্তক স্তম্ভই বারিণ দ্বীপের অবরজ্ঞ সপ্রমাণ করিতেছে। আর চীনেরা নেপালহইতে ভিন্ন আলিগ্রামহইতে যে চীনে গিয়াছেন, ইহা চীনগণও অবগত নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে ভূতপূর্ব ভারত-সম্ভান বলিয়া বিশেষিত করিতেন না। মনুও তাঁহাদিগকে ভারতের ব্রাত্য-কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিতে কাস্ত থাকিতেন। কালিডিয়া ও বাবিলন একজন ইংরাজের কাছে প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোক্তঃ ভারতবাসী, বিশেষতঃ ঋগ্বেদে কৃতশ্রম হিন্দুরা কখনই তাহা ভাবিতে পারেন না। জ্ঞান ও সভ্যতা ভবাতা একমাত্র ভারতহইতেই জগতের সর্বত্র যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, পরন্তু আলিগ্রাম বা কালিডিয়া প্রভৃতি হইতে নহে। যাহা হউক আমরা ইহা বিপ্রলাপবিশেষ মনে করিয়াই তুষ্ণীম্ অবলম্বন করিলাম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একমাত্র অনুমানবশে সিংহল, লঙ্কা, মরিশশ, মাডাগাস্কার ও কাশ্মীর সাগরের বেলাভূমিকেও মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ জগতের আদি মহা ইতিহাস বেদে লক্ষ প্রবেশ হইলে এই সকল কথা বলিতেন না।

আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আমাদের ভারতবর্ষকেই মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ ও প্রতিপন্ন করিতে বহুপরিকর। কিন্তু আমাদের পরমারাধ্য বেদাদি শাস্ত্রনিবহ যখন এবিষয়ের সমর্থনে সম্পূর্ণই অননুকূল, তখন আমরা এই ব্যাহত মতের পরিগ্রহে সন্মত ও প্রস্তুত নহি। মহামতি মুইর সাহেব অধ্যাপক কুর্জান সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

Mr. A. Curzon maintains the first of these two theories, viz. that India was the original country of the Aryan family from which its different branches emigrated to the north-west and in other directions.

Sanskrit Text Book, Vol II. Page 299.

হাঁ ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারশ্ব, তুরুক এবং আমেরিকার কতিপয় জনপদ একদিন ভারতসম্ভানগণস্বারাই অধুষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভারত মানবের আদি জন্মভূমি নহে। কুর্জন পরেই বলিতেছেন যে—

‘ That they could not have entered from the west, because it is clear that the people who lived in that direction were descended from these very Aryans of India, such descent being proved by the fact that the oldest forms of their language have been derived from the Sanskrit (to which they stand in a relation analogous to that in which the Pali and Prakrit stand), and by the circumstance that a portion of their mythology is borrowed from that of the Indo Aryans. Page 299.

হিন্দুরা যে ভারতের পশ্চিম হইতে যাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। কেন না ইউরোপ, আফ্রিকা, পারশ্ব, আরব ও তুরুক প্রভৃতি দেশবাসীরা উক্ত হিন্দুদিগেরই অনন্তরবংশ। যদি ভাষা লইয়া আলোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যায়, যে প্রকার পালী ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতপ্রভব, তদ্রূপ ইউরোপাদির প্রাচীনভাষাসমূহও সংস্কৃতপ্রভব। অপিচ ভারতের পৌরাণিক কাহিনীও বিকৃত হইয়া ইউরোপাদির পৌরাণিক কাহিনীর জন্মদান করিয়াছে। পরে বলা হইতেছে যে—

Nor could the Aryans, have entered India from the north or north-west, because we have no proof from history or philology that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at that early period and have created the Indo-Aryan civilisation. Page—300.

তৎপর আমরা যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, ভারতীয় আৰ্য্যগণ ভারতের উত্তর বা উত্তর পশ্চিমদিগ্‌বর্তী কোনও স্বতন্ত্র জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ

করিয়াছিলেন, তাহাও সুদূরপরাহত। কেন না, ঐ সকল দেশের ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি কোনও বিষয়ের সহিতই ভারতবাসীর কোনও বিষয়ের সমতা লক্ষিত হয় না। তৎপর বলা হইতেছে যে—

It was equally impossible that the Aryans could have arrived in India from the east, as the only people who occupied the countries lying in that direction (the Chinese) are quite different in respect of language, religion, and customs from the Indians, and have no geneological relations with them. Page 300.

ঐরূপ ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যে হিন্দুবা ভারতের পূর্বাংশে চীনদেশ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেন না উক্ত চীনদেশের সহিত হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার কোনও বিষয়েই কোনও সমতা নাই। এই উত্তর জাতি যে একবংশ প্রভব, এবিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

In like manner the Indians could not have issued from the table-land of Thibet in the north east, as independently of the great physical barrier of the Himalaya, the same ethnical difficulty applies to this hypothesis as to that of their Chinese origin Page—300.

ঐরূপ ভারতবাসীরা যে ভারতের উত্তর পূর্বাংশে তিব্বতের সমতলক্ষেত্র হইতে ভারতে আসিয়াছেন ইহাও অসম্ভবনীয়। কেন না প্রথমতঃ ভগবান্ এই উত্তর দেশের মধ্যে যে একটা নৈসর্গিক বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক দেশের লোক অন্য দেশে যাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে কারণে চৈনিকগণকে ভারতবাসী সহ সাগন্ধাবান্ মনে করা যাইতে পারিতেছে না, সেই সকল বৈষম্যের সত্ত্বে এই উত্তর জাতির মধ্যে বিলক্ষণ বিচ্ছিন্নতা।

And the Indians cannot be of Semitic or Egyptian descent because the Sanskrit contains no words of Semitic origin and differs totally in structure from the Semitic dialects, with which on the contrary the language of Egypt appears, rather, to exhibit an affinity. Page—300.

তৎপর হিন্দুরা যে সেমিটিক বা ইজিপ্ট দেশ হইতে ভারতে গমন করিয়াছেন ইহা ভাবারও কোনও অবসর দেখা যায় না। কেন না ঐ সকল দেশের কোনও ভাষার সহিতই সংস্কৃত ভাষার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না।

And no monuments, no records, no tradition of the Aryans having ever originally occupied, as Aryans, any other seat than the plains to the south-west of the Himalayan chain, bounded by the two seas defined by Manu (memorials such as exist in the histories of other nations who are known to have migrated from their primitive abodes), can be found in India. Page—300.

তৎপর ইহাও বিবেচ্য যে, যদি অন্যান্য দেশের লোকের দ্বারা ভারতবাসীরাও ভারতের ঔপনিবেশিক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অন্যান্য দেশের লোকের দ্বারা নিশ্চিতই আপনাদিগের ভাবত প্রবেশ বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিখিয়া রাখিতেন, এ বিষয়ে কোনও স্মরণচিহ্ন থাকিত কিংবা অন্ততঃ জনশ্রুতিও আর্ধ্যগণের ভারত প্রবেশের কথা নির্দেশ করিত। কিন্তু ভারতবাসীরাও অন্য দেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন এমন কোনও কথা যখন তাঁহাদিগের কোনও ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় না, জনশ্রুতিও শোনা যায় না, তখন তাঁহারা যে ভারতেরই আদিম-নিবাসী তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

It is opposed to their foreign origin, that neither in the Code (of Manu), nor, I believe, in the Vedas, nor in any book that is certainly older than the Code, is there any allusion to a prior residence, or to a knowledge of more than the name of any country out of India. Even mythology goes no further than the Himalayan chain, in which is fixed the habitation of the gods. Page 303

তৎপর দেখা যায় যে মনুও ভারতীয় আর্ধ্যগণের দেশান্তর হইতে ভারতে প্রবেশবিষয়ে কোনও কথাই বলেন নাই। মনু হইতে অতীব প্রাচীনতম বেদাদিতেও এ বিষয়ের কোনও একটা ঐতিহ্য বিবৃত দেখা যায় না। তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে না। পৌরাণিক কোনও কথাও এ বিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রদান করে না।

ভারতীয়গণের দেবতারাও হিমালয়ের সাহুদেশে বাস করেন, পরন্তু কোনও দূর দেশে নহে।

That so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contain any distinct reference or allusion to the foreign origin of the Indians. Page 323

আমি যতদূর জানি, তাহাতে দেখা যায় যে, কি অর্ধাচীন বা কি অতীত প্রাচীনতম বেদাদি শাস্ত্র কোনও সংস্কৃত গ্রন্থেই একথা বিবৃত নাই যে ভারতবাসীরা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের ভূতপূর্ব অধিবাসী।

হাঁ মুইর মহোদয়, কুর্জেন সাহেবের এই সকল মতের সমাহার করিয়াছেন বটে, আমরাও কুর্জেনের ভারতপ্ৰীতির জন্ত তাঁহাকে হৃদয়ের অন্তস্তলহইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতে অগ্রসর, কিন্তু তথাপি কুর্জেন আমরা কুর্জেনের মতের সমর্থন করিতে সমর্থন নহি। ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারস্ত, আপগানিস্থান ও তুরুকবাসীরা যে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান তাহা আমরাও অনবগত নহি। ঐ সকল দেশের ভাষা ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তসমূহের নিদানও যে ভারত তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তাহাতেই যে আমরা ঐ সকল দেশের কোনও স্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে পারি না, এরূপ নহে, তবে আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে বা অন্য দেশীয় কোনও শাস্ত্রে সে কথা নাই, তজ্জন্মই উহা ঠিক নয় মনে করিতে হইবে। আর ভারতের উত্তর বা উত্তরপশ্চিমদিগন্তী জনপদবাসিগণের সহিত আমাদের ধর্ম, কর্ম, আচার, ব্যবহার ও ভাষাপ্রভৃতির কোনও মিল না থাকিলেও আমরা যে ভারতের সুদূর উত্তরহইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের প্রত্যেকশাস্ত্রেই থাকিতে আমরা কুর্জেনের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

আর আমরা যেমন পশ্চিমহইতে ভারতে প্রবেশ করি নাই, তজ্জপ পূর্ব বা উত্তর পূর্বহইতেও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম না। তথাপি পূর্বদেশবাসী চীন ও তিব্বতীয়গণের সহিত আমাদের যে কোন না কোন বিষয়ে সাম্য নাই ইহা বলাও ঠিক হয় নাই। তিব্বতের অগ্নিদেব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি ভারতহইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। আর নেপালের প্রাচীন নামই চীন, এখান হইতেই ব্রাত্যকত্রির চীনগণ জনলোকে প্রবেশ করেন ও

অনুসারে উহা চীন নামে প্রখ্যাত হয়। চীনের লোকেরা অস্ত্রপি আপনা-দিগকে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ধর্মকর্মাদিও অনেক অংশে ভারতীয়। মহু তাঁহার সংহিতার দশমাধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকে ও মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ৩৩ অঃ—২১ ও ৩৬ অঃ—১৮ শ্লোকে চীনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা কোনও বিষয়ে আমাদের সমতুল্য নহেন, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে উহারা এ দেশের ভাষা ভুলিয়া ঐ দেশের ভাষা ও লিখনপ্রণালী গ্রহণ করাত্তে উভয় জাতির ভাষাগত কতক বৈষম্য ঘটয়াছে, কিন্তু এখনও তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, চীন ও জাপানভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃতপ্রভব। আমরা “সংস্কৃত ভাষাই সমুদয় আৰ্য্য ভাষার আদি জননী” এই প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। তিব্বতের ভাষাও সংস্কৃত হইতে বড় বেশী দূরস্থ নহে, আচার ব্যবহারগত সাম্যও ছিল, কালে বৌদ্ধধর্ম সে সাম্যের বিধ্বংস ঘটাইয়াছে। আমরা আমাদের মতের সমর্থনজন্য এখানে সার উইলিয়ম জোন্সের একটি অভিমত অধ্যাকৃত করিব।

“Of the cursory observations on the Hindus, which it would require volumes to expand and illustrate, this is the result: that they had an immemorial affinity with the old Persians, Ethiopians and Egyptians, the Phœnicians, Greeks and Tascans, the Scythians or Goths and Celts, the Chinese, Japanese and Peruvianese. Page 251, India in Greece.

অনুসন্ধান করিলে কুর্জন মহোদয়ও চীন ও জাপানবাসীর সহিত ভারতবাসীর সমতা অবলোকন করিতে পাইতেন। তবে ভারতবাসীরা যে চীন হইতে ভারতে আগমন করেন নাই এ কথা ঠিকই। ঐরূপ আমরা যে মিডিয়া বাবিলন, তুরুক বা ঈজিপ্ট হইতেও ভারতে আসিয়াছিলাম না, তাহাও প্রকৃত কথা। সেমিতিকগণ ও মিশরবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান, তাঁহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহারও আমাদের সংস্কৃত ভাষা ও আচারব্যবহারের অনুরূপ পরন্তু বিসদৃশ নহে, ইহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। মহামতি পোকক ও বহু প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা সাধারণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য মাত্র একটি প্রমাণের অবতারণা করিলাম।

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzsch have abundantly proved it, and it is now universally acknowledged. The old language of Egypt is found to be a connecting link between all these great varieties of human speech, and even the Celtic in points where it differs from the Sanskrit nearly corresponds with the ancient Coptic the language of the Pyramids and monuments.

Indian in Greece, Page 208

পোকক ইহাও দেখাইয়াছেন যে মিশরের প্রথম রাজার নাম Menes তিনি আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই দাবি করিতেন। এবং মন্সুর একটি প্রতীমূর্ত্তিও মিশরে রক্ষিত হইয়াছিল।

আর আমরা ভারতবাসিগণ ভারতের কোনও বহির্জনপদহইতে ভারতে আগমন করিলে তাহা আমাদের বেদ, বেদান্ত, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে লিখিত থাকিত, এই যে কথা কুর্জন বলিয়াছেন, তাঁহার এ কথার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। কেননা আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থেই আমাদের ভিন্ন দেশহইতে ভারতে আগমন ও কোন্ স্থান জগতের সমগ্র নরনারী ও আমাদের সাধারণ পিতৃভূমি, তাহা পূর্ণমাত্রায়ই বিবৃত রহিয়াছে। তবে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ ও মহামতি ত্রিলক কেন যে তাহা বাছিয়া বাহির করিতে পারেন নাই ইহাট আশ্চর্য্য ও দুঃখেব বিষয়।

আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে আমাদের শাস্ত্রের কথাগুলি অধ্যাকৃত করিয়া বৃত্তুংস্রুগণের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিব। তাহা হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন যে আমাদের পূর্বপিতামহগণ ভারতে, প্রবেশের সময়ে নিরক্ষর ছিলেন না, তাঁহারা সামগান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বেদে সেই ভারতপ্রবেশকাহিনী বিশদাকরেই বিবৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আমরা কতিপয় ভারতবাসীর কথা বলিব। তাঁহারাও মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা ভারতেরই আদিম অধিবাসী ও এই ভারতবর্ষই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু উহার মূলে যেমন কোনও সত্যই নাই, তেমনই কোনও স্মৃতি ও প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা একে একে

তঁাহাদিগের নাম লইয়া তঁাহাদিগের উক্তির লাঘব গৌরবের কথা সামাজিক গণকে ভাবিয়া দেখিতে বলিব।

(১)। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত (এখন ৮) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয় বলিতেছেন যে—

“আমরা যে মধ্য এশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছি ইহা স্নেহ ও ফিরঙ্গ মত,” বস্তুতঃ আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। (২)। শ্রদ্ধাভাজন বীরেশ্বর পাণ্ডে মহাশয়, তঁাহার উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতনামক গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন যে, উত্তরদিক আমাদিগের দেবনিবাস, উহা আমাদিগের পিতৃভূমি নহে। আমরা ভারতের স্রোতে পড়িয়া উহার মহিমা বর্ণনা করিয়া থাকি, উহা উৎকৃষ্ট স্থান হইলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব কেন? ফলতঃ! উত্তরদিকের কথা কল্পিত, আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। ইহার সমর্থনজন্য তিনি কুর্জন সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও “বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বাহিরহইতে ভারতে আসিয়াছি” ইহা বলিতেও কুণ্ঠিত হইয়েন নাই। (৩)। জাতিতত্ত্ব-বিবেকপ্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্রামলাল সেন মুন্সি ও (৪) বিশ্বকোষ এবং (৫) Mr. Grote উক্ত মতের সমর্থয়িতা এবং (৬) বেদাচার্য্য ভক্তিভাজন ৮সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ও তদীয় গোভিন্দ গৃহস্থের একত্র ও ঐতরেয়ালোচন গ্রন্থে ভারতবর্ষই যে মানবের আদি জন্মভূমি, ইহা দাত্যসহকারেই বলিয়াছেন, আমরা একে একে ইহাদিগের ব্যাহতমতের নিরসনে সচেষ্ট হইব।

শ্রদ্ধাভাজন ইন্দ্রনাথ বাবু পাশ্চাত্য ভাষায় সুপণ্ডিত এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থাদিতেও তঁাহার প্রখর দৃষ্টি ও আস্থা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ও অপর চারিজনকে কেহই বেদ, উপনিষৎ বা রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণ ও ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থগুলির প্রতি সমুচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই। সে দৃষ্টি থাকিলে তঁাহারা বলিতেন না যে “ইহা স্নেহ ও ফিরঙ্গ মত, এবং আমাদিগের বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বাহিরহইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম।” তঁাহারা কেহ কেহ কৌষীতকী ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বিনাশক ভট্ট উহার যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসম্ভব

ভারতবর্ষ শিক্তুর্মি নহে

বলিয়া স্বীকার করাতেই ইহাদিগকে আরও প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।
কৌবীতকী বা সাখ্যায়ন ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে যে—

পথ্যা স্বস্তি কদীচীং দিশং প্রাজানাং,
বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাৎ উদীচ্যাং
দিশি প্রজ্ঞাততরা বাক্ উচ্চতে। উদক
উ এব বস্তি বাচং শিক্তুং। যো বা
তত আগচ্ছতি তশ্চ বা শুক্রবস্তে ইতি
স্মাহ। এষাহি বাচাং দিক্ প্রজ্ঞাতা। ৭।৬

তত্র বিনায়কভট্ট :—প্রজ্ঞাততরা বাক্ উচ্চতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যন্তে
বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ ক্রমতে। বাচং শিক্তুং সরস্বতী প্রসাদার্থম্ উদক
এব যস্তি। যো বা প্রসাদং লক্ণা তত আগচ্ছতি স্মাহ প্রসিক্ যাহ স্ম
সর্বলোকঃ।

কৌবীতকীর এই বর্ণনাদ্বারা ঠাহারা ভারতের আদিনিবাসস্থ সপ্রমাণ
করিতে অভিলষী, আমরা বলিব, ঠাহারা নিতান্তই বকাওপ্রত্যাশী
দুরাকাজ্ঞ। ভট্টজী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই মূলবিরোধী।
ঠাহার ব্যাখ্যা দর্শনমাত্রই প্রতীতি হয়, তিনি মস্তের কোনও প্রকৃত তাৎপর্যই
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া নাই। মস্তের “উদীচী” শব্দদ্বারা কেবল উত্তর
দিক্ মাত্র বুঝাইতে পারে, উহাদ্বারা অঙ্গুলি নির্দিষ্ট কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমের
অববোধ কেন হইবে? আর সরস্বতীর প্রসাদকথাটাই বা আসিল কেন?
হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে কাশ্মীরকে বাক্যের দিক্ বলা হইয়াছে? আর “পথ্যাস্বস্তি”
কথাটাই বা কেন মস্তের অদাছ নাভিখণ্ডের স্থায় গঙ্গাজলে বিস্তৃত হইল?

উপাসকসম্প্রদায়ের প্রণেতা ভক্তিভাজন ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও উক্ত
মস্তের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিলেন যে—“পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয়
পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তরদিকেই বাক্য
অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা
শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্ হইতে
আগমন করেন, লোকে ঠাহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলষী হয়। কারণ
লোকে কহে উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

বিশ্বকোষ বলিতেছেন যে—পথ্যাস্তি উত্তরদিक् জানেন। পথ্যাস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। লোকেও ভাষা শিখিতে উত্তরদিকে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি বলিতেছেন” এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত। অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্তে কাশ্মীরের শারদ নাম এখনও লোপ হয় নাই। এই সরস্বতীর উপকূলেই আৰ্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ অথবা বাস ছিল।

আৰ্য্যশব্দ। ১৬৮পৃঃ বাম স্তম্ভ।

যদি বিশ্বকোষ, উপাসকসম্প্রদায়ের অমুবাদের অমুকরণ করিয়াই তফাতে খাড়া হইয়াই তুষ্ণীম্ অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। উপাসকসম্প্রদায় যেমন প্রতিশব্দ বসাইয়া বেহাই লইয়াছেন, বিশ্বকোষের ভাগ্যেও সেই রেহাই মিলিত, কিন্তু তিনি আবার বিনায়কের আমুগত্য করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছেন। ফলতঃ কি বিনায়ক, কি উপাসক সম্প্রদায়, বা কি বিশ্বকোষ, কেহই এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই, তাই তৎপাঠে কোনও পদার্থগ্রহণ হইতেছে না।

হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই একথা নাই যে কাশ্মীরে কোনও দিন সরস্বতী নামে কোনও নদী ছিল, আর উহার তীরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি কিংবা আৰ্য্য জাতির প্রথম উপনিবেশ। মহামর্ত মনু, ব্রহ্মবর্ত ও ব্রহ্মর্ষিপ্রদেশের নাম লইয়াছেন, কিন্তু কাশ্মীরের নাম গৃহীত হয় নাই। বেদে উহার কোনও নামেরই সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশ্বকোষ উহা কোথায় পাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর কাশ্মীরে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা প্রমাদের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। বেদই বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচ মজ্জনরস্তু দেবাঃ। ঋগ্বেদ।

দেবতারাই দেববাণী সংস্কৃতভাষার সৃষ্টিকর্তা। কাশ্মীর দেবভূমি বা

কাশ্মীরবাসীরা দেবতা নহেন, সুতরাং কাশ্মীরে যে গীর্বাণবাণী সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বিপ্রলাপ বিশেষ। বাগুভটালঙ্কার বলিতেছেন—

সংস্কৃতঃ স্বর্গিণাঃ ভাষা শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।

কাব্যাদর্শপ্রণেতা মহামুরী দণ্ডী ও কাব্যচল্লিকাও বলিয়া গিয়াছেন যে— সংস্কৃত স্বর্গবাসী দেবগণের ভাষা। পক্ষান্তরে কাশ্মীর প্রকৃত স্বর্গ নহে, সুতরাং তদ্বশে গীর্বাণবাণীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা প্রকৃত কথা হইতে পারে না। আচ্ছা তবে এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থই বা কি, আর মন্ত্রোদিত উদীচী শব্দদ্বারা ই বা ঠিক কোন্ দেশের অববোধ হইয়াছিল ?

আমরা মনে করি যে, এই “উদীচী” শব্দদ্বারা কোষীতকী মহান্ উত্তর কুরু কথ্য বলিতেছিলেন। কেন ? তাহা পরে বলা যাইবে, আমরা প্রথমে মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। নিঘণ্টু বলিতেছেন—

চন্দ্রমাঃ, সরস্বতী, উরুশী, গৌরী,

ইন্দ্রাণী, পথ্যাস্বস্তিঃ, উষাঃ, ইলা,

ইহারা ৩৬ জন মধ্যস্থানবাসিনী দেবতা। স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত অস্তুরিকই মধ্যস্থান (অপোগস্থানাং)। কিন্তু এক দিন ব্রহ্মলোক উত্তর কুরুও স্বর্গ বলিয়া কথিত হওয়াতে আদি স্বর্গ তিরস্কৃত, তাতার ও মঙ্গলিয়াও মধ্যস্থান বলিয়া কথিত হইতে থাকে। তাই চন্দ্র, সরস্বতী, উরুশী ও গৌরী প্রভৃতিকেও মধ্যস্থানের দেবতা বলা হইয়াছে। পথ্যাস্বস্তি কাহাকে কহে ? নিঘণ্টুর ঠিকাকার দেবরাজ যজ্ঞা বলিতেছেন যে—

পশুতে তৎস্থানিভিরিতি পশ্বা অস্তুরিকং তত্রভবা পথ্যা।

সু শোভনা অস্তি রসবস্তয়া যশ্চাঃ সা স্বস্তিঃ।

অর্থাৎ অস্তুরিকবাসিনী স্বস্তিনাম্নী বিদূষীর নাম পথ্যাস্বস্তি। তিনি উত্তরদিক বা উত্তরকুরু জনপদের কথা অবগত ছিলেন। সরস্বতীর জায় তাহারও উপাধি “বাক্” ছিল। এই অস্তুরিক শব্দদ্বারা এখানে আপঃ বা অপোগস্থান অববোধিত হইয়াছে, পথ্যাস্বস্তি আফগানিস্থানবাসিনী বিদূষী ছিলেন। তন্মাং উদীচ্যাং দিশি (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ—তন্মাং উদীচ্যাং দিশি) সেই উত্তরদিকে সকলের পরিজ্ঞাত বিস্তৃত ভাষা কথিত হইত। তাই লোকেরা এই ভারতবর্ষপ্রভৃতি দক্ষিণদেশহইতে তথায় ভাষা শিক্ষা করিতে

গমন করিতেন। সকলে ইহা বলিতেন যে, যে ব্যক্তি উক্ত উত্তর কুরুহইতে ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন, সকলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। উক্ত উত্তরদিগ্ বা উত্তরকুরুই সংস্কৃত ভাষার স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। মহাশক্তি মুইর সাহেবও উক্ত মন্ত্রের অম্ববাদ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—

Pathyasuasti (a goddess) knew the northern region. Now pathyasuasti is vach (the goddess of speech). Hence in the northern region speech is better known and better spoken: and it is to the north that men go to learn speech:— it is said that men listen to the instructions of any one who comes from that quarter: for that is renowned as the region of speech. Page 338.

মুইরের এই অম্ববাদ, আমাদের বাঙ্গালীদিগের অম্ববাদ ও বিনায়কভট্টের ভাষ্য অপেক্ষা সহস্রাংশে বিশদ ও উৎকৃষ্ট। তবে পথ্যাস্বস্তি যে অপোগস্থান (অস্তরিক্) বাসিনী একজন বিদুষী নর দেবকন্যা মুইর তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।* যাহা হউক ভাষার উন্নতির স্থান এই উদীচ্য ভূমি, উত্তর কুরু, পরন্তু অর্কাচীন কাশ্মীর বা প্রৌঢ়বয়া: বদরিকাশ্রম নহে। কেন? পাণিনি বলিয়াছেন যে—

আরক্ উদীচাম্ । ৪ । ১ । ১৩০

উদীচাং বৃক্সাং অগোত্রাং । ৪ । ১ । ১৫৭

উদীচাং মাতো ব্যতীহারে । ৩ । ৪ । ১৯

মাতরপিতরৌ উদীচাম্ । ৬ । ৩ । ৩২

* মুইর তবু পথ্যাস্বস্তি যে একজন নারী দেবতা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিনায়কভট্টের স্থার ভট্ট ভাষ্যও উহার কোনও পদার্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি কুরুবজুর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

বুল—পথ্যাং স্বস্তিন্ অবজন্ প্রাচীমেব তরা দিশং প্রাজামন্ । ৭৩ পৃ: ১০৫ খণ্ড ।

ভাষ্য—কাঃ পুনস্তা দেবতা: ? ইত্যাহ পথ্যা মিত্যাদি । পথি সাধু: পথ্যা প্রজানাং হিত-
কর আদিত্য ইতি কেচিৎ । উবা ইত্যন্তে, প্রজাপতিরিত্যপরে ।

অতি অষ্ট ব্যাখ্যা, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের এহেন অভ্যাচারেই শাস্ত্রকথা সকল হুঙ্কাব ও mythএ পরিণত হইয়াছে ।

ভর কাশিক—গৌধারা অপত্যে উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন আর্য্ প্রত্যাহো
 ভবতি । গৌধারঃ । বৃহৎ যৎ শব্দরূপম্ অপত্যে তস্যাং অপত্যে কিঞ্চ
 প্রত্যাহো ভবতি উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন । মাতো ধাতোৰ্যাতীহাৰে বৰ্ত্তমানাং
 উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন ক্ষ্ৰ। প্রত্যাহো ভবতি । “মাতর পিতরৌ”
 ইতি উদীচাম্ আচার্য্যাণাং মতেন অরভাদেশো মাতৃশব্দস্ত নিপাতাতে মাতর-
 পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) উদীচামিতি কিম্ ? মাতাপিতরৌ ।

এই উদীচ্য আচার্য্য কাহারো ? কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমবাসীরা ? না তাহা
 কখনই নহে । ইহাধারা ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব, এই সকল বৈয়াকরণগণ স্মৃতিস্ত
 হইয়াছেন, পরন্তু ভারতবাসীরা কেহই নহেন । কেন না এই সকল পদের
 প্রয়োগ ভারতের কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এদেশের কোনও গ্রন্থেই কেহ
 “মাতরপিতরৌ” পদ দেখাইতে সমর্থ হইবেন না । কেন হেমচন্দ্র ও অমর জ
 এই পদের গ্রহণ করিয়াছেন ?

পিতরৌ মাতাপিতরৌ মাতরপিতরৌ

পিতা চ মাতা চ । মর্ত্যকাণ্ড । হেম

মাতাপিতরৌ পিতরৌ মাতরপিতরৌ চ তৌ । অমর

হা উঁহারা পাণিনির প্রয়োগদর্শনে উহার সমাহার করিয়াছেন, কিন্তু
 লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টে নহে । তাহা হইলে জ্ঞানদিত্যবামন বলিতেন না যে

উদীচাম্ ইতি কিম্ ? মাতাপিতরৌ

উদীচাং বলা হইল কেন ? না উত্তরদিক্ না হইয়া অল্পদিকের লোকের
 প্রয়োগে মাতা চ পিতা চ তৌ মাতাপিতরৌ হইবে ।

বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং । সাহিত্য দর্পণ

বাহ্লীকভাষা উদীচ্যানাং । আচার্য্যাঃ ।

এই প্রয়োগ দৃষ্টেও জানা যাইতেছে যে, পাণিনিপ্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্য-
 গণ, বাহ্লীকপ্রভৃতি দেবভূমিকেই উদীচ্যভূমি বলিয়া জানিতেন, পরন্তু
 কাশ্মীরাদি প্রাচ্যভূমিকে নহে । কাশ্মীরও ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ? না,
 তাহা ভারতবাসীর সম্বন্ধে বটে, কিন্তু শলাতুরবাসী পাণিনিসম্বন্ধে কাশ্মীর ও
 বদরিকাশ্রম পূর্বদেশ । পাণিনি গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুরগ্রামবাসী ছিলেন ।
 পাণিনিই লিখিতেছেন—

তুদীশলাতুরবর্ষতীকুচবারাং

চক্ ছগু চঞ্ বকঃ। ৪।৩।২৪

শলাতুরঃ অভিজ্ঞনঃ বশ্চ অসৌ শালাতুরীরঃ। যিনি শলাতুরের অধিবাসী
ঠাহার নাম শালাতুরীয়। উক্তক্ হেমচন্দ্রেন—

অথ পাণিনৌ শালাতুরীয় দাক্ষেয়ৌ।

মর্ত্যাকাণ্ড। ১৩১ পৃঃ

সুতরাং বুঝাগেল পাণিনি যাহাকে উদীচী বলিয়াছেন, তাহা বাহ্লীক, মজ বা
উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্যভূমি, পরন্তু প্রাচ্যভূমি কাশ্মীরাদি নহে। তিনি কাশ্মীর
বদরিকাশ্রম অথবা সমগ্র ভারতবাসী আচার্যগণের সংস্কার জন্ম “প্রাচ্যঃ”
শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

এঙ্ প্রাচ্যঃ দেশে। ১।২।৩৫

ভোজকটীর, গোনদীয়ঃ। প্রাচ্যমিতি কিং? দেবদন্তো নাম বাহ্লীকেষু গ্রামঃ
তত্র ভবঃ দৈবদন্তঃ।

দেশবাচক শব্দের উত্তর এঙ্ প্রত্যয় হয়, ইহা পূর্বদেশীয় আচার্যগণের
মত। যেমন ভোজকটভব—ভোজকটীর, গোনদভব—গোনদীয়, পূর্বদিকের
দেশ না হইলে কি হইবে? বাহ্লীক জনপদে দেবদন্ত নামে এক গ্রাম আছে,
তদভবগণ “দৈবদন্ত” বিশেষণের বিষয়ীভূত। এখানে এঙ্ হইল না।

বেশ বুঝাগেল, ঠাহার পক্ষে ভোজকট ও গোনদদেশ পূর্বদেশ, ঠাহার
পক্ষে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম ও পঞ্চনদপ্রভৃতি দেশসকলও পূর্বদেশ পরন্তু উদীচী
নহে। তথাহি—

বৃদ্ধাং প্রাচ্যাম্। ৪।২।১২০

তত্র বামনঃ—প্রাগ্দেশবাচিনো প্রাতিপদিকাং ঠঙ্ প্রত্যায়ো ভবতি।

শাকজম্বুকঃ

এখানে শক ও জম্বুদেশকে পাণিনি পূর্বদেশ বলিতেছেন। শকদেশ পঞ্চনদের
একদেশমাত্র। কাশ্মীরও পঞ্চনদের দেশান্তরবিশেষ, সুতরাং শকদেশ ও জম্বু বা
কাশ্মীর দেশ উভয়ই পাণিনির নিকট পূর্বদেশ বলিয়া বিদিত ছিল। ইহার
পরও কি কেহ কাশ্মীরকে উদীচী বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহিবেন? তবে এ
উদীচী কোন্ দেশ? ইহা ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক। আমরা ভারত

হইতেও তথ্য বেদাধ্যয়ন, বাগবন্ধ ও লিখনপঠন শিক্ষা করিতে বাইতাম।
পধ্যয়তি ও সঃষতীও তথ্য শিক্ষালাভ করিয়া "বাক্" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।
ব্রহ্মলোকে যে শিক্ষা হইত, তাহার প্রমাণ? প্রমাণ শাস্ত্রনিবহ। পানিনির
শিক্ষা গ্রহ বলিতেছেন যে—

এবং বর্ণাঃ প্রবোক্তব্য নাব্যক্তা ন চ পীড়িতা।

সম্যগ্ বর্ণপ্রয়োগেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

শীতী শীত্ৰী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।

অনর্থজ্ঞোহন্নকর্ষশ্চ যড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥

সকলে পাঠকালে একপভাবে উচ্চারণ করিবেন, যেন শব্দসকল বোধগম্য হয়,
অম্পষ্ট না হয়, আবার কেহ উচ্চৈঃস্বরেও পাঠ করিবেন না, যাহাতে কর্ণ-পীড়া
ঘটিয়া থাকে। বর্ণ সকল সম্যক প্রকারে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলে সে পাঠক
ব্রহ্মলোকে প্রশংসাজনন হইয়া থাকেন। পাঠকের মধ্যে যাহারা স্বর করিয়া
পড়িতেন, ক্রত পড়িয়া বাইতেন, পড়িতে পড়িতে মাথা কাঁপাইতেন বা একটি
একটি করিয়া ধরিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেন, বা অর্থ না বুঝিয়া পড়িতেন
ও যাহাদের পাঠের স্বর যুহু হইত, তাঁহারা অধম পাঠক বলিয়া অবগীত
হইতেন।

সে কি কথা, ব্রহ্মলোক যে পারলৌকিক পদার্থ, উহা যে পরব্রহ্মের আবাস
স্থান। সেখানে লোকসকল পড়িয়া প্রশংসাপাভ বা নিন্দাপাভজন হইত, এ
কেমন কথা? ইহা ভাগ্যকারগণ শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ ও প্রকিপ্তকারেরা শাস্ত্রাঙ্ক
কলুষিত করিয়া ভারতে এইরূপ কুসংস্কারেরই পয়দা করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত
সংবাদ ইহা নহে। একজন ক্ষুদ্রতরুর বা মুষ্টিভিক্ষকেরও একখানি ডেরা আছে,
তথাপি সর্ষপক্টিমান্ রাজরাজেশ্বর ভগার বসবাস বা মাথা রাখিবার স্থান নাই।
ব্রহ্মলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গ, এতৎসমুদায়ই ভৌম এবং যাহারা এখানে
বাস করিতেন ও এখনও করিতেছেন, তাঁহারাও জননযরণশীল নর ভিন্ন আর
কিছুই ছিলেন না ও নহেন। যুধিষ্ঠির পায়ে হাটিয়া যে স্বর্গ গিয়াছিলেন, সে
স্বর্গটা কি ভৌম নহে? মহাভারতের আদিশ্বর্গের ১২০ অধ্যায়ের ৫ম হইতে
১৫শ পর্যন্ত শ্লোক পাঠ কর, দেখিবে তাহাতে বিবৃত আছে যে স্বর্গ পার হইয়া
যাহাদের উত্তরকূলে ব্রহ্মার বাড়ী বাইয়া সভাসমিতি করিতেন।

মানবের আদি জন্মকৃষি

অমাবাস্তাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামান্তে সংপ্রোক্তসুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ৫
 সংপ্রোক্তান্ ঋষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুবচন যত্রবীং ।
 ভবন্তঃ ক গমিষ্যন্তি ক্রান্ত মে বদতাং বরাঃ ॥ ৬

ঋষয় উচুঃ

সমবায়ো মহান্ অত্র ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি ।
 দেবাণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
 বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পাণ্ডুকথায় সহস্রা গন্ধকামো মহর্ষিভিঃ ।
 স্বর্গপারং তিতীষুঃ স শতশৃঙ্গাং উদমুখঃ ॥ ৮
 প্রতন্থে সহ পতন্তীভ্যাং অক্রবন্ তঞ্চ তাপসাঃ ।
 উপযুঁপরি গচ্ছন্তঃ শৈলরাজ মুদমুখাঃ ॥ ৯
 দৃষ্টবস্তো গিরৌ রম্যো দুর্গান্ দেশান্ বহুন্ বয়ম্ ।
 বিমানশতসংবাধাং গীতস্বরনিনাদিতাম্ ॥ ১০
 আক্রীড়ভূমিং দেবানাং গন্ধর্ক্যাপ্সরসাং তথা ।
 উচ্ছানানি কুবেরস্ত সমানি বিষমাণি চ ॥ ১১
 মহানদীনিতম্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগহ্বরান্ ।
 সস্তি নিত্যহিমাদেশা নিবৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ ॥ ১২
 সস্তি কচিৎ মহাদর্শ্যো দুর্গাঃ কাশ্চিৎ ছরাসদাঃ ।
 নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুত এবেতরে মৃগাঃ ॥ ১৩
 বায়ুরেকো হি বাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
 গচ্ছন্ত্যো শৈলরাজেহস্মিন্ রাজপুত্র্যো কথং স্মিমে ॥ ১৪
 ন সীদেতাম্ অহুঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ ॥ ১৫

আদিপর্ব—১২০ অধ্যায় ।

এক দিন অমাবাস্তা তিথি সমাগত হইলে সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ব্রহ্মাকে
 দেখিবার অত্র প্রধানপরামর্শ হইলেন । ঐ সময় তাঁহারা গন্ধমাদন বা বর্তমান

বেঙ্গুরতাক পর্বতের সার্বভূমি বাল করিতেছিলেন। (১১৩ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক দেখ)। তদর্শনে মহারাজ পাণ্ডু সহসা গাজোখান করিয়া আদি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোক যাইবার অশ্রু গন্ধমাদন হইতে উত্তরমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাদেবী কুন্তী ও মাত্রী তাঁহার অঙ্গুগামিনী হইলেন। তখন তাপসগণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনার সহিত রাজপুত্রীরা রহিয়াছেন, ইহারা হুঃখ রেশ কাহাকে কহে, তাহা জানেন না, ইহারা কেমন করিয়া এই দুর্গম পথে গমন করিবেন, আপনি কখনই ইহাদিকে এই কষ্টে পাতিত করিবেন না, আপনি গমনে কাস্ত হউন। আমরা এই সকল পথে বছবার যাতায়াত করিয়াছি, ইহার সম্যক অবস্থা জানি। পর্বতের পৃষ্ঠদেশ সকল অতীব উচ্চাচ ও বন্ধুর, আমরা এই রমণীয় পর্বতের উপরদিয়া উত্তরমুখে যাইতে যাইতে কত যে দুর্গম দেশ দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কোনও স্থানে দেবতা, গন্ধর্ষ ও অঙ্গরোগণের প্রমোদ উদ্ভান সকল বিচ্যমান, আবার তৎসমুদায় শত শত বিমানদ্বারা সমাকীর্ণ এবং ঐ সকল উদ্ভান গীতধরে যেন নিনাদিত। কুত্রাপি বা যক্ষরাজ কুবেরের উদ্ভান সকল বিরাজ করিতেছে, উহার কুত্রাপি সমতল, কুত্রাপি বা উচ্চাচ। কোনও স্থানে মহানদী সকল প্রবাহিত, কোনও স্থানে বা পর্বতনিতম্বসমূহ, কোথায়ও বা গহন গিরিকন্দর, কোনও স্থানে তৎসমুদয় আবার অতীব দুর্গম, পক্ষীরাও এই সকল দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে না, মনুষ্য বা অশ্রু যুগ-সকল কোথায় লাগে ? তাহাতে আবার এই সকল স্থানে বারমাসই শীত, পথে একটি আশ্রয় বৃক্ষ বা যুগ কিংবা পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল একমাত্র বায়ু ও শীতগ্রীষ্মসমূহসহিষ্ণু ঋষি আমরাই এই পথ দিয়া যাইতে পারি।

বেশ বুঝাগেল ইহা ভৌম ও পায়দলের পথ। . আর যে ব্রহ্মাকে লোকে দেখিতে যায়, দেখে ও বাহার বাড়ীতে সভাসমিতি হয়, দেবতারা, পিতৃলোক-বাসীরা ও ঋষিরা সমবেত হইয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মা ঈশ্বর ও সেই ব্রহ্মলোক, পারলৌকিক বস্তু নহেন। আর যে স্বর্গটাকে পার হইয়া তবে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়, তাহাও ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক স্বর্গ হইতে পারে না।

তবে তাঁহাকে “স্বরূ” বলা হইল কেন ? ব্রহ্মা তিন জন। আশ্বকৃ বা স্বরূ ব্রহ্মা, লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও পরমেশী ব্রহ্মা। খুব সম্ভব এখানের

“প্রজাপতিং” পদটি কীটদষ্ট হওয়ায় কোনও লিপিকর “স্বয়ম্ভুবম্” লিখিয়া ক্ষতিপূরণ বা রিপু করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের নিজের লেখনীলীলা নহে। আর কোন্ গ্রন্থে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে? রামায়ণেও বর্ণিত রহিয়াছে যে—

ভ মতিক্রমা শৈলেক্রম উত্তরঃ পরমাংনিধিঃ ।

তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্ ॥ ৫৩

উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ । ৩৮

সতু দেশো বিশ্ব্যোহপি তস্য ভাসা প্রকাশতে ।

সূর্য্যলক্ষ্যাভিবিম্বেয়স্তপতেব বিবস্বতা ॥ ৫৪

ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শঙ্কুরেকাদশাত্মকঃ ।

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ ॥ ৫৫

ন কথঞ্চন গম্ভব্যং কুরুণামুত্তরেণ বঃ । ৫৬

অভাস্কর মমধ্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥ ৫৮

কিক্কা কাণ্ড—৪৩ স্বর্গ ।

সুগ্রীব বলিলেন, হে বানরগণ! তোমরা সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর মহাসমুদ্র দেখিতে পাইবে। তথায় মধ্যস্থলে সোমগিরি বর্তমান, উহাই উত্তরকুরু, এখানে পুণ্যবান্ লোকেরাই বাস করিয়া থাকেন। সে দেশে সূর্য্য ছয় মাস উদিত হয় না, তথাপি সে দেশে অরোরাবরিয়ালিস নামে যে একটি আলোক আছে, তদ্বারাই সেস্থান আলোকিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন সূর্য্যই তাপ দিতেছে। একাদশ রুদ্রাত্মক শিবের ঞ্চাং দেবদেব মহাত্মা ব্রহ্মা সেই উত্তরকুরুতে ব্রাহ্মণ ঋষিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। সাবধান তোমরা এই উত্তরকুরুর উত্তরে আর যাইও না, তথায় সূর্য্য একবারেই উদিত হয় না, উহার সীমাও কেহ জানে না।

সুত্তরাঃ যে ব্রহ্মলোক পাদগম্য, যাহা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলা বিলসিত, সেই ব্রহ্মলোক ভৌম কি অভৌম ও ব্রহ্মর্ষিগণপরিবেষ্টিত দর্শনযোগ্য ও দৃষ্ট সেই ব্রহ্মাও পরব্রহ্ম কি জননমরণশীল নর, তাহা চেতস্বান্ মনীষিগণই ভাবিয়া দেখুন।

কৌষীতকী উপনিষদে বিবৃত আছে যে, গার্গ্যের পুত্র রাজা চিত্র বক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞোপযুক্ত সংব্রতস্থানের অহুসন্ধান করেন। তাহাতে তদীয় পুরোহিত আকুণি ও তৎপুত্র খেতকেতু সেই গুপ্তস্থানের কথা বলিতে না পারায় রাজা চিত্রই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকের কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকের পথ নির্দেশ করেন।

স এতং দেবযানং পছানমাপত্য অগ্নিলোকং আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যালোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য আরোহদো মুহূর্তা যেষ্টিহা বিজরা নদী ইল্যোবৃকঃ সালজ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আরতনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ।

১৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

চিত্র বলিলেন, খেতকেতো! যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে দেবযান পথ অবস্থানপূর্বক অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্যালোক, বরুণলোক ও ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া পরে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ নর চন্দ্রের লোক বা মহর্লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইবে। ব্রহ্মলোকে যাইতে পথে আর বা আরাল হ্রদ, মুহূর্তা, ইষ্টিহা ও বিজরা নদী পার হইতে হয়। ব্রহ্মলোক অতি উৎকৃষ্ট স্থান, তথায় বৃক্ষসকল পুষ্টিকরফলে সুশোভিত, স্থান সকল বিস্তৃত, হর্ম্যসকল অজ্জয় এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি চন্দ্র উহার দ্বারপালের কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষহইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিরা ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাতায়াতের যে পথ আছে, তাহার নাম দেবযান পথ। লোক সকল ভারতবর্ষহইতে সেই পথে পদব্রজে ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদাদির অধ্যয়ন করিতেন। ব্রহ্মলোকগামীকে ভারতের পরই বায়ুলোক বা অপোগস্থান, অগ্নিলোক বা কিন্নপুরুষ বর্ষ (তিব্বত), ইন্দ্রলোক বা চীনতাতার, বরুণলোক বা মঙ্গলিরা (এক সময়ে বরুণ এখানকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন), আদিত্যালোক বা উত্তরমঙ্গলিরা, চন্দ্রলোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইত। ফলতঃ তিব্বত হইতে উত্তর সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় স্বর্গভূমি পাঁচটি অমৃত বা Sanatureumএ বিভক্ত ছিল। এই সকল স্থানে অকাল মৃত্যু ও অকালবার্দ্ধক্য ছিল না, তাই

এই সকল স্থান অমৃত নামের বিবরণীকৃত। ছান্দোগ্য ঐ পঞ্চামৃত স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১। তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তৎসব উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেণ। ১৭১ পৃঃ

এই যে প্রথম অমৃত, তথায় ধব প্রভৃতি অষ্টবসু, মহর্ষি অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। ইহাই তিব্বত।

২। অথ যৎ দ্বিতীয় মমৃতং তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেণ। ১৭৪ পৃঃ

উহার উত্তরেই দ্বিতীয় অমৃত চীনতাতার, তথায় শিব প্রভৃতি একাদশ রুদ্র ইন্দ্রের নেতৃত্বে বসবাস করিতেন।

৩। অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তৎ আদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেণ।

১৭৬ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অমৃতের উত্তরেই তৃতীয় অমৃত বা মঙ্গলিয়া। তথায় ভগ ও অর্যাম প্রভৃতি দ্বাদশজন আদিতিনন্দন বরুণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৪। অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেণ। ১৭৯ পৃঃ

তৎপর চতুর্থ অমৃত বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় উনপঞ্চাশজন মরুৎনামক দেবতা চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৫। অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেণ। ১৮১ পৃঃ

তৎপর সর্বোত্তরে পঞ্চম অমৃত উত্তরকুরু। এখানে সাধ্য দেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন। এই পঞ্চম অমৃতই উত্তরকুরু, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। আমরা ভারতবাসীরা এখানে অধ্যয়নজন্য গমন করিতাম। এখানেই ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে। তাই ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে আমাদের একবৎসরগণনা হয়। ছান্দোগ্যই বলিতেছেন যে—

ন বৈ তত্র নিম্নোচ ন উদিয়ায় কদাচন

দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাদিষি ব্রহ্মণেতি। ১৮৬ পৃঃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্—ন বৈ তত্র যতোহহং ব্রহ্মলোকাং আগতঃ তস্মিন্
ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিম্নোচ অন্তম্ অগমৎ সবিভা,
ন চ উদিয়ায় উদ্বৃতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিৎ অপি কালে। উদয়াস্তময়
বন্ধিতো ব্রহ্মলোকঃ। ইত্যুপপন্নং ইত্যুক্তঃ শপথ মিব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ

সাক্ষিণো যুগং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং যচঃ, তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম-
রূপেণ মা বিরামিষি মা বিরুহা ইয়ম্ অপ্রাপ্তিব্রহ্মণো মা ভুং ইত্যর্থঃ ।

ব্রহ্মলোকহইতে ভারতে প্রত্যাগত কোনও ঋষি দেবগণকে (তখন
ভারতীয়গণ দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন) বলিতেছেন, হে দেবগণ !
আমি সম্প্রতি ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছি । তথায় সূর্য্য উদিত হইলে অস্ত
যায় না, আবার অস্তগমন করিলেও শীঘ্র উদিত হয় না । উক্ত ব্রহ্মলোক
উদয়াস্ত বর্জিত । আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা,
ইহার একটি বর্ণও সত্যবিরোধী নহে । তৎপর ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন—

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্নোচতি সঙ্কৎ দিবা

হ এব অশ্মৈ ভবতি । য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ।

১৮৭ পৃঃ

ব্রহ্মলোকহইতে আগত সেই ব্যক্তিসমূহে সূর্য্য উদিত হইত না (যেহেতু
৬ মাস রাত্রি), আবার উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, কেবল সূর্য্য দিবা
(যেহেতু ৬ মাস দিন) প্রকাশ পাইত । যিনি ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ
ভূমিকে এইরূপ বলিয়া জানিতেন । ছান্দোগ্য পুনরায় বলিতেছেন—

তৎ হ এতৎ ব্রহ্মা প্রজাপত্যে উবাচ, প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাত্যঃ ।

তৎ হ এতৎ উদালকায় আকরণে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ । ১৮৭ পৃঃ

সেই ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা প্রজাপতি চন্দ্রকে বেদের শিক্ষা দান করেন ;
চন্দ্র আবার মনুকে (সম্ভবতঃ বৈবস্বত মনু) ও মনু অশ্বাচ্চ প্রজাগণকে বেদের
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । ঐরূপে অরুণি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদালককে
বেদপাঠ করান । মুণ্ডকোপনিষদেও বিবৃত রহিয়াছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা, ভূবনস্ত গোপা । স ব্রহ্ম-
বিজ্ঞাং সৰ্ব্ববিজ্ঞাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ । ১ । অথর্কণে বাঃ
প্রবদেত ব্রহ্মা, অথর্কী তাং পুরা উবাচ অস্তিরে ব্রহ্মবিজ্ঞাং স ভারত্বাজায়
সত্যবাহায় প্রাহ ভারত্বাজঃ অস্তিরসে পরাবরাম্ । মুণ্ডক প্রারম্ভঃ ।

ব্রহ্মা স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে বিজ্ঞাবলে সর্বপ্রথম দেবোপাধি লাভ করেন ।
তিনি সকল অগতের উপর সর্বপ্রধান কৰ্ত্তা ও সকল শরণাগতদিগের রক্ষক
ছিলেন । তিনি প্রথমে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্কাকে সকল বিজ্ঞার আদর্শ

বেদের শিক্ষা দান করেন। তৎপর অথর্কাহইতে অঙ্গির ও অঙ্গিরহইতে ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহ, সত্যবাহ হইতে অঙ্গিরাঃ সেই পরা ও অপরা বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সুতরাং জানাগেল পরমেষ্ঠী রক্ষা বেদের অধ্যাপক ছিলেন, লোকসকল তাঁহার ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদের অধ্যয়ন করিতেন। লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেন এবং শাস্ত্রে ইহাও রহিয়াছে যে তিনি যাগযজ্ঞেরও উপদেশ পদান করিয়াছিলেন।

প্রজাপতির্গজ্জ মতমুত, প্রজাপতির্গজ্জান্, অমৃজত (৫০ পৃঃ), কৃষ্ণরজুঃ

তাহা হইলেই জানা গেল যে ব্রহ্মলোকে ভারতবাসীরা বেদ পড়িতে ও সভাসমিতি করিতে যাইতেন, তাহা ভোম এবং কোষীতকী যে উত্তরদিককে ভারত দিক বলিয়াছেন, তাহাও ভারতের বদরিকাশ্রম বা কাশ্মীর নহে, পরন্তু উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীরবর্তী উত্তরকুরু, সুতরাং এতদ্বারা ভারতের আদিগেহত্ব সম্বন্ধেই নিরাকৃত হইতেছে।

অতঃপর আমরা সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের মতের খণ্ডন করিব। তিনি গোভিলগৃহসূত্র ও সামবেদের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন যে—

আর্যাজ্ঞতির আদি নিবাস।

যে জাতি যে দেশে বাস করিতেছে, তাহার সেই দেশ, ইহা প্রত্যক্ষ সিক্ত, এ বিষয়ে সহসা কোনরূপ সংশয়ই হইতে পারে না। তাদৃশ সংশয়ের যদি বিশেষ কারণ দৃষ্ট বা প্রসূত হয়, তাহা হইলে সুতরাং তাদৃশ সংশয়নিরাকরণের জন্ত আন্দোলনও দোষাবহ নহে। আমরা আর্য্য, এই দেশও আর্য্যাবর্ত, অর্থাৎ যে ইহা আমাদের দেশ তাহা প্রত্যক্ষ সিক্ত? পূর্বে যে আমাদের বসতি অপর কোন প্রদেশে ছিল, একরূপ সংশয়ের কোন নিদানই ছিলনা এবং নাই ও পরং রামায়ণের মহাবীর যেরূপ সমুদ্রকূলে আসিয়া নিজমুখোপম্যে স্বজাতিবর্গেরই মুখপ্রার্থী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর্য্যদেশহইতে নির্কাসিত যুধিষ্ঠি ঔপনিবেশিক বীরগণ আয়োপম্যে আমাদেরকেও ঔপনিবেশিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া কৃতকায়া হইতে প্রসন্ন হইয়াছেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অনুমান করেন, আর্গাজাতির আদি নিবাস মধ্য এশিয়াস্থ বেলুর্ভাগ ও মুস্তাগ পর্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমি। ইহারা এই অনুকূলে তাঁহারা যে কৃতিপর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই আমাদের বক্তব্য উক্তরের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। আসিয়া খণ্ডের লোকে ইউরোপ খণ্ডে গিয়া অধিবাস করে, এই প্রবাদটী সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

উঃ—ভারতবর্ষ কি আসিয়ার অন্তর্গত নহে? যদি ইহাও আসিয়ার অন্তর্গত, তবে এইস্থান হইতেই নিষ্কাশিত আর্গ্যাদল ইউরোপাদি প্রদেশে উপনিবেশ করিয়াছেন বলিলেও উক্ত প্রবাদের কোনও বিরোধ দেখা যায় না।

২য়। গ্রীক ও রোমকেরা পূর্বোক্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীশ ও ইতালি দেশে অধিবাস করেন, এই বিষয়টী ইতিহাসবত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন।

উঃ—বেলুর্ভাগ ও মুস্তাগ পর্বত কি ইতালি পূর্বোক্তর? মানচিত্রে দেখা যায় বিষুবরেখার ৩৬ অংশ হইতে ৪৭ অংশ পর্যন্ত ইতালি বিস্তৃত, উক্ত পর্বত দুয়ও ঐ ৩৬ হইতে ৪৭ অংশব্যাপী সমস্ত্রপাতেই পূর্বভাগে স্থিত। ভারতশীর্ষ সাবস্থত প্ৰদেশ যদিও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কিন্তু ৩৬ অংশপর্য্যাপ্ত। এতাবত উহাকেও ইতালির পূর্বভাগে স্থিত বলা যায়।

৩য়। ঋগ্বেদসংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৩৩শ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পঞ্জাবদেশীয় অগ্ন্যত্র নদীসমূহের নাম উল্লিখিত আছে। পরং গঙ্গা যমুনার নামোল্লেখ দুই একস্থানে আছে মাত্র। অতএব বোধ হয় তাঁহারা সর্বত্র পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর ক্রমে পূর্বদক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিকার করেন।

উঃ—এ যুক্তিটী আরও চমৎকার। ইহাদারা যে কিরূপে আর্গ্যাদের ক্রমাগমন নির্ণীত হইল, তাহা ত আমাদের পাপবুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইল না, বরং সারস্বত প্রদেশীয় নদ্যাতির বিশেষ উল্লেখ থাকায় ঐ প্রদেশেই আর্গ্যাদের আদিবাস ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাঁহারা যে অগ্ন্যত্রান হইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ করিলেন তাহার প্রমাণ কি হইল?

৪। হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকেই চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকা-
তীত মহিমাম্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐদিকেই তাঁহাদের দেব
নিবাস সূমেরু। ঐদিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেবভূমি ও সর্বপ্রধান
তপস্শাখল।

উঃ—হিমালয়ের উত্তরভাগ কৈলাসশিখরাদি ঐ প্রধান তপস্শার স্থান বলিয়াই
এবং দেবনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গম সূমেরু পর্বত উত্তরদিকে হিত বলিয়াই
আর্য্যদের বিশ্বাস ছিল, আদিনিবাস বলিয়া নহে।

৫। কোষীতকী ব্রাহ্মণে একস্থানে লিখিত আছে লোকক উত্তরদিকেই
ভাষা শিক্ষার্থ গমনকরে। প্রবাদ আছে যে যেক্ষি ঐ দিক্ হইতে আগমন
করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়, যেহেতু উহা
বাক্যের দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ৭।৬। অতএব ভারতবর্ষের উত্তর সূতরাং বেলুর্ভাগ
ও মুস্‌তাগ আর্য্যদিগের আদি শিক্ষার স্থান বলিয়া বেদ সিদ্ধান্ত।

উঃ—এ উন্নত প্রলাপের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।
পরং ইদানীং এদেশীয়দের এত দূর বেদানভিচ্ছতা যে না লিখিলেও নয়।

এই পাশ্চাত্য মহোদয়েরাই না স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে “প্রথমত অর্থাৎ
যৎকালে উক্ত পর্বতদ্বয়ের অধিবাসী, তৎকালে এ আতি বর্ষের বলিয়া গণ্য
হওয়ার উপযুক্ত ছিল, পরে সিদ্ধতীরবাসী হইয়া জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিল।
এবং সেই বিচ্ছতা সভ্যতা বৃদ্ধিসহকারেই পারসীকগণের আদি পুরুষগণের
সহিত ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে পার্থক্য জন্ম।

৬ষ্ঠ। পারসীকদিগের অবস্থা শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদের
সৃষ্টি প্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে

ঐথ্যানম্ বেজো

নামে একটা হিমপ্রধান দেশ পারসীক দিগের আদিম আবাস প্রতীতমান হয়।
ঐ ঐথ্যানম্ বেজো নগর ভারতে নাই, সূতরাং উহা যে ঐ পর্বতদ্বয়ের সমীপস্থ
বা উপরিস্থ কোন ভূমি, ইহাই সম্ভব পর।

উঃ—ঐথ্যানম্ বেজো নগর এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে অদৃশ্য। অতএব উহা
যে কোন্ স্থানে ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা নিতান্ত হ্রঃসাধ্য, পরং সে দেশে
দশমাস শীত বর্ণিত থাকার ভারতস্থ হইতে পারে না। কিন্তু এতদনুসারে বেলুর্ভাগ

ও মূলভাগও হইতে পারে না। উহা বরং উত্তর কবিয়া হইতে পারে। এবং ভারতহইতে নির্ধারিত আৰ্য্য কুপুত্রগণ প্রথমে হর ত এক বারে কবিয়ার উত্তর প্রান্তে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। পরে কালক্রমে অপরাপর দেশে বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া থাকিবেন। এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য যে ঐ ঐর্ধানম্ বেজো নগর কবিয়ার প্রান্তস্থ হউক, পরং উহা কখনই আমাদের আদি নিবাস ছিল না। ১০৯-১১৪ পৃ। ঐ

এই আৰ্য্যবর্ষই আমাদের প্রসুতিগৃহ, ইহাই পুণাভূমি, ইহাই রত্নভূমি, ইহাই আমাদের পূৰ্বপুরুষগণের চিরবসতি স্থান। অনাৰ্য্য জাতিরও ইহাই চির বাসস্থান। ১৩৭ পৃ।

এতাবত ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা ঔপনিবেশিক নহি, আমাদের ইহাই প্রকৃতদেশ, সুতরাং ঔপনিবেশিক কথাটী আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসত্য, কাজেই গালাগালিবিঃশব্দ। ১৩৮ পৃ।

সাম্রাজ্যী মহাশয় গোভিল গৃহ সূত্রের অবতরণিকার এই সকল ও আরও বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদজ্ঞ হইয়াও কেন যে এরূপ বলিলেন, ইহাই কোত্তের বিষয়। আমরা ভারতবর্ষে আছি, অতএব ভারতই আমাদের আদি নিবাস, ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরাও স্বয়ং জনপদকে তাঁহাদের আদি গৃহ বলিয়া মনে করিতে পারেন? তবে আমরা বাঙ্গালীরাও কি ইহাই ভাবিয়া লইব যে আমরাও এই বঙ্গদেশেরই ভূইকোড় আদিমনিবাসী, কাশ্যকুজাদিহইতে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি কেহই এ দেশে আগমন করেন নাই? কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী?

আমরা যে “নিত্যহিম” দেশে ছিলাম, তাহা কি বহু বেদমন্ত্ৰেই বিবৃত দেখা যায় না? বেদ যে ছো বা স্বর্গকে পিতা বা পিতৃভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, উহা কি তবে অলীক?

সৰ্বম্ একস্মাৎ জাতম্

সায়ণের এ ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহা হইলে আমরা ও দেবতারা যে পূৰ্ব্বে স্বর্গবাসী ছিলাম, তাহা কি বিখ্যাস করিতে হইবে না?

মানবের আদি ভূমি

বিষ্ণু যে দৈত্যদানবনিপীড়িত বৈবস্বত মনুকে লইয়া হিমালয়ের পরপারে এই ভারতে আগমন করেন, শতপথ কি সেই ঐতিহ্য স্বরণ করিয়াই মনুর

ভদপি এতৎ. উত্তরশু

গিরে: মনো: অবসর্পণম্

উত্তরগিরিহইতে দক্ষিণে অবতরণের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন না? ফলতঃ জলপ্লাবনের বেলা মনু যে হিমালয়শৃঙ্গহইতে ভারতে অবরোহণ করেন, তাহা মনুর অবসর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। অপিচ যখন প্রত্যেক শাস্ত্রই

দেবলোকাং চ্যুতা: সর্ষে

বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন স্বর্গের সংস্কৃতভাষাভাষী স্বর্গের দেব-নাগরাক্ষরজীবী আমরা যে ভূতপূর্ব স্বর্গবাসী, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। নতুবা আমাদেরই ঋগ্বেদের ঋষিরা কেন আমাদেরই ভারতবর্ষকে জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রহ্লোক: ও তৃতীয় পত্র মাতৃভূমি বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিবেন? দেবতারা ও আমরা যখন পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন, তখন দেবতারা ভারতহইতে স্বর্গে গিয়াছেন, ইহা না ভাবিয়া আমরাই স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়া ভারতে স্বর্গের অক্ষর, গীবাণবাণী ও সামবেদ হাজির করিয়াছি, ইহা ভাবাই কি সমধিক সঙ্গত নহে? যাহা হউক এই সকল নানা কারণে আমরা ভারতের আদিগেহত্ব অমূলক বলিয়াই মনে করিতে বাধ্য হইলাম। ফলতঃ কৌষীতকী ও বেদের শ্রুতিসমূহ এং জেন্দাভেশ্বার ঐথ্যনম্ ভেদে, কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য জানিতে পারিলে সামশ্রমী মহাশয় এইরূপ বিপ্রলাপের অবতারণা করিতেন না।

আশ্চর্য্য এই যে এই সামশ্রমী মহাশয়ই আবার “ঐতরেয়ালোচনম্” গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিতে সমুদ্রগ্রীব যে কাবুলের সুবাস্ত্বপ্রদেশই আর্ধ্যাগণের আদিনিবাস!! কাবুল বা সুবাস্ত্ব কি ভারতের বাহিরের বস্তু নহে? তিনি আপনার উক্তির সমর্থনজন্য বলিতেছেন—

স চ আর্ধ্যবাস: পূর্ষং তাবৎ

হিমবৎপৃষ্ঠশু দক্ষিণভাগে সুবাস্ত্ব

প্রদেশ এব আসীৎ, ইতি গম্যতে। ২২ পৃঃ

অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সুবাস্ত্র প্রদেশ, আৰ্য্যদিগের পূর্বনিবাসস্থান।
ইহা পাওয়া যাইতেছে। কেন ? বা কি প্রকারে ?

শ্রুতং ঋকসংহিতায়াঃ

সুবাস্ত্রা অধি তু ঘনি । ৮ম—১৯ সূ—৩৭

ব্যাখ্যাতশ্চ এষ অংশো যাস্কেন—

সুবাস্ত্রনদী তু ঘ তীর্থং

ভবতি । তুণ মেতদায়ত্ত্ব ইতি ।—২—৭

বাস্ত্রবাসভূমিঃ, সা খলু যশ্চা

তীরে সুষ্ঠু এব সা নদী সুবাস্ত্রনাম ।

ত তীরস্থিতো জনপদশ্চ অভবৎ

তন্নামতঃ সুবাস্ত্ররেব । ২২ পৃ

অপোগস্থানে সুবাস্ত্র নামে একটি নদী আছে, উহার বর্তমান নাম স্বাং বা
সুবাং । উহার তীরস্থ জনপদও না হয় সুবাস্ত্র নামের বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু
তাহাতেই কেন ভাবিতে হইবে যে উহাই আৰ্য্যগণের আদিবাসস্থান ! আযোরা
কি কোনও শাস্ত্রে তাহা বলিয়াছেন ? পক্ষান্তরে বৈদিক ঋষিরা সকলেই বলিয়া
গিয়াছেন যে—

শ্রো নঃ পিতা

শ্রো বা স্বগই আমাদিগের পিতা বা আদিপিতৃলোক অর্থাৎ পিতৃভূমি
(Father-land).

সুতরাং “সুবাস্ত্রঃ পৃকমার্গাবাস ইতি গমাতে” এ কথা প্রকৃত হইতেছে না।
সুবাস্ত্র শব্দের অর্থ উত্তম বাস্তু বা উত্তম বাসস্থান হইতে পারে। কেহ আশ্রয়
প্ৰীতিবশতঃ কোনও একটি নিকটে স্থানকেও ঐ আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু
তাহাতেই উহার আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ও হয় না।

অপি চ আৰ্য্যগণ ভারতেব বাহিরেও যে আয্যনামধারী ছিলেন, তাহা জানা
যায় না। ফলতঃ যাহারা মধ্যএশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহারা
দেবোপনামা ছিলেন।

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্ষে ।

মহাভারত ও বায়ুপুরাণ।

আমরা দেবতার দেবলোকহইতে ভারতে আসিরা তবে আৰ্য্য নাম লইয়াছি। উহার অর্থও প্রভু (ঈশ্বর বা Lord) পরন্তু ঈশ্বরপুত্র নহে।

অৰ্য্যঃ হামিঐবশ্যয়োঃ। পাণিনি।

অতএব সামশ্রমী মহাশয় অকারণ যাকের মত অধ্যাহৃত করিয়াছেন। যাক, শাকপুনি ও ঔর্ণনাভপ্রভৃতির বেদব্যাখ্যা এ কালে আর সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতে পারে না।

সুবাস্তবাসকালে এব স্তাৎ

ইয়ম্ ঋক্ সমান্নাতা। ২৩প্

সামশ্রমিমহাশয়ের এই উক্তিও সাধীয়াসী নহে। আমরা যে কোনও দিন সুবাস্তপ্রদেশে বাস করিয়াছিলাম, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে আমরা নায়েগ্রা ও টেমস নদীর ত্রায় সুবাস্তনদীর নামও অবগত ছিলাম। তজ্জন্ত কোনও মন্ত্বে উহার নাম যোজনা করিয়া থাকিব। কিংবা যজুর্বেদজ্ঞ কোনও মনুষ্য উক্ত প্রদেশ হইতে ভারতে আসিরা ঐ কথা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। উক্ত ঋক্ যে সুবাস্তবাসকালে রচিত বা পঠিত ও পাঠিত হইয়াছিল, একরূপ মনে করাও নিশ্চয়োজন। অপিচ আমরা মধ্যএশিয়া বা পিতৃভূমিহইতে ভারতে আগমনকালে কিয়ৎকাল সুবাস্তপ্রদেশে বাস করিলেও করিতে পারি, উহার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে। স্থলান্তরে বলা হইয়াছে—

অনুপ্রভ্বঃশ্রোকসো হুবে। ১ম—১০সু—২

ইত্যাদি ক্রতিগম্যাম্ আৰ্য্যাণাং প্রত্নোকত্বঃ কথমস্ত প্রদেশস্ত স্তাৎ মন্তব্য মিত্তি চেৎ অত্র উত্তরস্ত

স চ আৰ্য্যাবাসঃ পূৰ্ব্বঃ তাবৎ

হিমবৎপৃষ্ঠস্ত দক্ষিণভাগে

সুবাস্তপ্রদেশে এব আসীৎ।” ৬৯ পৃঃ

কিন্তু ইহা নির্জলা অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবাস্ত নদী বা ততীরস্থ জনপদসমূহকেও কোনও ভৌগোলিক হিমবৎপৃষ্ঠপ্রণয়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন না। সুবাস্ত কি হিমালয়হইতে সূদূর পশ্চিমে নহে? যদি সুবাস্তই পিতৃভূমি হইবে তাহা হইলে বেদমন্ত্বেই কেন সম্বরে বলিবেন—

স্তোঃ পিতা পৃথিবী মাতা

“গো” বা আদিবর্ষই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, পঞ্চাস্তর তাঁহারা পিতৃভূমিস্থলে “স্বাস্ত”র নাম নির্দেশ করেন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশস্কন্ধের নবম মন্ত্রের “প্রত্নোকঃ” কোন্ স্থান, তাহা আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে দেখাইব, কিন্তু স্বাস্তই উক্ত “প্রত্নোকঃ” এরূপ কোনও কথা বেদে বিবৃত হয় নাই। স্থলান্তরে কথিত হইতেছে —

ভতঃ ক্রমাং স্বাস্ততঃ প্রাগ্
দক্ষিণশ্চা মপি বহুদরশ্চাঃ শ্রীকণ্ঠশল
সমুদ্ভূতাম্ জঙ্ঘমশ্চামতলখাহিনীং
জঙ্ঘবীং যাবৎ আর্ঘ্যাবাসঃ সম্পন্নঃ । ২৪পৃঃ

তৎপর আর্ঘ্যেরা স্বাস্তহইতে অতি দূরে জঙ্ঘবীতীরে আর্ঘ্যেরা দ্বিতীয় আর্ঘ্যাবাস স্থাপন করেন।

সুতরাং এ কথাগুলি সত্য হইলে সামশয়ী যে পূর্বে ভারতবর্ষকেই আদিআর্ঘ্যাবাস বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। ইহাতে ভারতবর্ষের আদিগেহই সিদ্ধ হইতেছে না। তৎপর কাবুলের অন্তর্গত স্বাস্ত যে আদিগেহ, তাহারও কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। সুতরাং সামশয়ী মহাশয়ের কথা আদিঅস্থই বিতথ হইতেছে। তিনি আপন উক্তি-র সমর্থনজন্য

পুরাণ মোকঃ সখাঃ শিবঃ বাঃ
সুবোর্নরা দ্রবিণঃ জঙ্ঘাবান্ ।

৬—৫৮ হু—১ম

এই মন্ত্যাকের সমাধার করিয়াছেন। কিন্তু জঙ্ঘবীতীর যখন পুরাতন ওকঃ বা আদিবাসস্থান নহে, আমরা যখন পঞ্চনদহইতে ক্রমে ক্রমে সরিতে সরিতে গঙ্গা, যমুনা, সরযু ও সরস্বতীপ্রভৃতি সকল নদী পূর্বাংশেই বসবাস করিয়াছিলাম, তখন ইহার সমাহারের কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কিন্তু তিনি, সায়ণ বা দত্ত মহাশয়ের পণ্ডিত শ্রীবৃদ্ধ আলাকনাথ ভট্টাচার্য্য চারার মহাশয় এই মন্ত্রের যে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটি অর্থেরও অগ্রমোদন করিতে পারিলাম না। উক্ত মন্ত্যাক এই—

পুরাণ মোকঃ সখাঃ শিবঃ বাঃ
সুবোর্নরা দ্রবিণঃ জঙ্ঘাবান্ ।

পুনঃ কৃৎনাঃ সখ্যা শিবানি

মধ্বা মদেম সহ স্তু সমানাঃ ॥ ৬—৫৮ সূ— ৩৩

সায়ণভাষ্যম্—হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ পুরাণং পুরাতনং সখ্যাং সখিৎসং
ওকঃ সেবাং শিবং কল্যাণকরং ভবতি । কিঞ্চ হে নরা নরৌ অশ্বদীর্ঘস্ত কৰ্মণো
নেতারৌ যুবোঃ যুবয়োঃ দ্রবিণং ধনং জ্জ্জ্বাব্যাং জ্জ্জ্বকুলজায়াং ভবতি শিবানি
সুখকরাণি যুবয়োঃ সখ্যা সখ্যানি পুনঃ পুনঃ কৃৎনাঃ কুব্জঃ সমানাঃ হবিঃ
প্রদানেন উপকারকহাং মিত্রভূতা বয়ম্ মধ্বা মদকংগে সোমেন যুবাং সহ যুগপৎ
স্তু কি প্রং মদেম হর্ষয়েম ।

দৃষ্টান্তানুবাদ— হে অশ্বিনয় ! তোমাদের পুরাতন সখা বাহ্নীর ও মঙ্গলকর ।
হে নেতৃদয় ! জ্জ্বাবীতে তোমাদের ধন আছে । তোমাদের সুখকর সখ্য পুনঃ
পুনঃ শাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি । আমরা হর্ষকর সোম
দ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ দৃষ্টে করিব ।

সামশ্রমিব্যাখ্যা—জ্জ্বাবী জ্জ্ববীতি অনর্থাস্তরম্ ইতি অশ্বাকম্ । প্রসিদ্ধা
এষা নদী ভাগীরথীঃ শাখাবিশেষা ইতি উত্তরাধেও অজ্ঞাপি । জ্জ্ববপ্রদেশস্ত
পুরাণোকস্মান্নান মিদং ন্যূনং ব্যক্তিগতং ন তু সর্কজ্জনীন মিত্তি চ বেদিতবাম্ ।
জ্জ্বাবীতীরস্থো জ্জ্বব প্রদেশঃ খলু অজতন পাঞ্চকোরায়াঃ প্রাক্ সিদ্ধুতঃ প্রত্যক্
বুনার (বর্গু) প্রদেশতচ্চ উদক স্থিত ইতি বিশ্বকোষসম্পাদকো বসুদাসঃ ।
এবং চ সূবাস্তসম্বিহিতা এব ইয়ম্ জ্জ্ববী ইতি স্বীকৃতেহপি নো ন কতিঃ ।
তত এব আর্ঘ্যাবাসঃ সারস্বতপ্রদেশেষু বিস্তীর্ণঃ । ২৪—২৫ পৃ ।

বলা বাহলা সামশ্রমি মহাশয় এখানে আন্দাজে দুই এক কথা বলিয়াছেন,
মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় হাত দেন নাই । আমরা মনে করি, উক্ত মন্ত্রের এইরূপ
অর্থ হওয়াই যেন সমীচীন—

অশ্বৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা - হে নরা নরৌ নেতারৌ অশ্বিনৌ দেব
ভিবজৌ ! পুরাণম্ ওকঃ পুরাণে ওকসি (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) অশ্বাকং স্বর্গরূপে
পুরাতনবাসস্থানে বাং যুবয়োঃ সখ্যাং বজ্জ্বং দ্রবিণং ভবৎপ্রদস্তং ধনঞ্চ শিবং
কল্যাণকরম্ আসীৎ যদা বয়ং স্বর্গে আশ্ব ভদ্রা ভবতোঃ সখ্যেন ধনাদিনা চ
অশ্বাকং প্রভূতং মঙ্গলম অভবৎ । কিন্তু ইদানীং বয়ং ভারতবর্ষে জ্জ্বাবীতীরে

বসামঃ । অশ্রাং জাহ্বায্যাক বরং পুনঃ কৃষঃ ভবদ্ভ্যাং সহ শিবানি মঙ্গলকরাণি
সখ্যা সখ্যানি বন্ধুস্থানি কুথানাঃ কুর্বাণাঃ কতুঁকামাঃ অভএব হু ভো সমানাঃ
সজাতীয়াঃ বরং সুভাত্যাং সহ মধ্বা মধুনা সোমেন সোম-পানেন মদেম হর্ষয়েম
হটা ভবেম ।

হে অশ্বিনয় । আমরা যখন আমাদের পুরাতন বাসস্থান স্বর্গে তোমাদের
সহিত একত্র ছিলাম, তখন তোমাদের সহিত বন্ধুতায় ও তোমাদের প্রদত্ত ধনে
আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত । এইক্ষণ আমরা ভারতবর্ষের এই
জাহ্বীতীরে আবার তোমাদের সহিত সেই বন্ধুতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি ।
তোমরা আমাদের সজাতি (একই দেবজাতীয়) এস আমরা সকলে সোম পান
করিয়া হর্ষানুভব করি ।

এই মন্ত্রদ্বারা সামশ্রমী মহাশয় সুবাস্তুর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন
না ও পারেন নাই । বরং এই মন্ত্রদ্বারা ইহাষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে আমরা
ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহি, পরন্তু ইহার বাহিরের কোনও দেশের লোক ।
সামশ্রমী মহাশয় অতঃপর এই মন্ত্রটির অধ্যাকার করিয়াছেন—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যাঃ

ইলায়াম্পদে স্তুদিনশ্চে অহাম্ ।

দৃষত্যাং মানুবে আপষায়াং

সরস্বত্যাং রেবদয়ে দির্দীহি ॥ ৪—২৩ স্তৃ—৩ ম

এই মন্ত্রদ্বারা তিনি সপ্রমাণ করিতেছেন যে আর্ঘ্যেরা ক্রমে ক্রমে দৃষতী,
আপবা ও সরস্বতী নদীতীরে সরিয়া আসিতেছিলেন । তাঁহারা এক সময়ে
সারস্বতপ্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন ।

আমরাও উহাই স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে এমন মনে করিতে হইবেনা যে
আর্ঘ্যেরা সুবাস্তু হইতে এখানে আসিয়াছেন অথবা সুবাস্তু মানবের আদি
জন্মভূমি । অপিচ তিনি ও সায়ণাদি এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও
ঠিক হয় নাই ।

সায়ণভাষ্য—হে অশ্বিনে ইলায়াঃ গোরুপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ কৃমেৰ্বরে বসিষ্ঠে
শ্রেষ্ঠে পদে নাভিস্থানে রেবম্ভুউত্তঅহাং স্তুদিনশ্চে বসনীয়াদিবসানাং শোভন

দিনস্বার্থং যেষু দিনেসু ইচ্ছাদয়ো বরীয়াংসো দেবা ইচ্ছান্তে তানি সূদিনানি তদর্থং
 স্বা স্বাম্ আনিদধে আসমস্তাং নিদধামি উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি । দৃষত্যাং
 দৃষতী নাম কাচিৎ নদী তস্মাম্ মানুষ্যে মনুষ্যসংস্কারবিষয়ে তীরে আপষায়াম্
 আপয়া নাম কাচিৎ নদী তস্মাং সরস্বত্যাং নদ্যাঞ্চ এতেষু উত্তমেষু স্থানেষু স্বং
 পেনং ধনাক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব । মর্হন্নঃ সরস্বতীতীরে খলু
 যজ্ঞাদি কৰ্ম্মাণি অকরুঃ । তথা চ ব্রাহ্মণম্ “ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত”
 ইতি ।

সামশ্রমি ব্যাখ্যা—ইডায়াল্পদে শশ্রুবহলে অতএব পৃথিব্যাঃ বরে উৎকৃষ্ট
 প্রদেশে হে অগ্নে রেবং রেবান্ ধনবান্ অহং স্বা স্বাম্ আ আভিমুখ্যেন নিদধে
 স্থাপয়ামি । কশ্চ স শশ্রুবহলঃ পৃথিব্যা বরঃ প্রদেশঃ ? ইত্যাহ দৃষত্যাং আপ-
 ষায়াম্ সরস্বত্যাং ইতি । দৃষতী তীরত আরভ্য সরস্বতীতীরম্ বাবৎ ত্রিনদী-
 তীরপ্রদেশঃ সর্কা এব ব্রহ্মাবৰ্ত্তঃ মানুষ্যে জনপদে তাদৃশে স্বং দিদীহি দীপ্যস্ব ।
 অতএব উক্তং মনুনা—

সরস্বতী দৃষততোর্দেবনতোর্যদস্তুরং ।

তং দেবনিগ্মিতং দেশং ব্রহ্মাবৰ্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭—২ অ

কিমর্থং স্বাং নিদধে ইত্যাহ—অহাং সূদিনত্ৰায় ইতি । জীবৎকালানাং
 সূপ্রভাতীকর্তৃনিত্যার্থঃ ।

মোক্ষমূলরাষ্ট্রবাদ -On an auspicious day I place thee on the
 most sacred spot of Iia, the Earth. Shine, Agnoi, wealth-
 bestowing, in the assembly of men on the banks of the
 Drishadvati, the Apaya, the Sarasvati.

দত্তজানুবাদ -হে অগ্নি ! সূদিনলাভের জন্তু ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে
 তোমাকে স্থাপন করিতেছি । হে অগ্নি তুমি দৃষতী, আপয়া ও সরস্বতী
 (তীরস্থিত) মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও । ৫২১ পৃ

কেন এই ব্যাখ্যাচতুষ্টয় ঠিক হয় নাই ? প্রথমতঃ ইহার কেহই “ইলা”
 শব্দের পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই । এখানে এই ইলা অর্থ অন্ন (শস্ত্র) বা
 গোরূপধারিণী পৃথিবী নহে । ইহার অর্থ ইলাবৃতবর্ষ । আর এই “আনিদধে”
 ক্রিয়াপদও বর্ত্তমানকালীন নহে । ধা ধাতু হ্রাদিগণীয়, লট্ ও লিটের এ

বিভক্তিতে উহার রূপ তুল্যভাবে "দধে" হইয়া থাকে। উঁহারা ইহা বর্তমানকালীন লটের প্রয়োগ ভাবিয়া ভুল করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা লিটের এ বিভক্তির রূপ। আর "মানুষে" কথাটির অর্থ "মনুষ্যসংগার বিষয়ে", "in the assembly of men" কিংবা "মনুষ্যের গৃহে" অথবা "জনপদে" নহে, উহার প্রকৃতার্থ মনুষ্যালোক ভারতবর্ষে। অবশ্য আদি মনুষ্যালোক অস্তরিক বা অপোগম্যান পারশ্বাদি, কেননা মাতা মনুষ্যের সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া তথায় গমন করেন। উক্তক কৃষ্ণযজুৰি —

"প্রতীচীং মনুষ্যাঃ", ৩৬০ পৃ .

কিন্তু কালে যজুর্বেদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করিলে ও ভারতীয় দেবগণ দেবত্ব হারাষ্টয়া নবের পরিণত হইলে শেষে ভারতবর্ষও মনুষ্যালোক বলিয়া প্রথিত হয়। অপিচ "অহাং সূদিনত্বে" বাক্যটির অর্থও "যখন আমাদের সূদিন ছিল।" এই কারণে আমরা এই মন্ত্রটির ও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে অগ্নে। অহাং সূদিনত্বে যদা অস্মাকং সূদিনম্ আসীৎ বয়ং স্বর্গবাসিন অস্ম, তদা অহং ত্বা ত্বাং পৃথিব্যাঃ বরে জগতি সর্গশ্রেষ্ঠে ইলায়াঃ পদে ইলাবৃতবর্ষে (ইলা হি ইলাবৃতবর্ষস্তা নামৈক দেশ এব) আনিদধে সংস্থাপয়ামাস ত্বত্পাসনার্থং ত্বাং প্রজ্জ্বালিতবান্। সাম্প্রতং তু বয়ং চরদৃষ্টাং স্বর্গভ্রষ্টা ভারতবাসিনঃ অভূম। অতঃ হাঃ মানুষে মনুষ্যালোকে অস্মিন্ ভারতবর্ষে আপযায়াং দৃষদ্বত্যাং সরস্বত্যাং এতাসাং নদীনাং তীরদেশেষু স্থাপয়ামি ত্বং রেবং ধনযুক্তং যথা স্মাং তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। ত্বং প্রজ্জ্বলিতঃ আরাধিতশ্চ সন্ মহম্ ধনং দেহি ইত্যর্থঃ।

হে অগ্নে! আমাদের যখন সূদিন ছিল, আমরা সর্গে ছিলাম তখন আমরা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইলাবৃতবর্ষে স্থাপন করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা তোমাকে এই মনুষ্যালোক ভারতবর্ষে দৃষদ্বতী, আপযা ও সরস্বতীনদীর তীরদেশে স্থাপন করিতেছি। তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদের কাছে ধন দান কর।

যাহা হউক এই মন্ত্রদ্বারাও জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ আমাদের আদি পিতৃভূমি নহে, ইলাবৃতবর্ষ (ইলার পদ) ই আদি পিতৃভূমি, সূতরাং সামশ্রমি মহাশয় কর্তৃক উহাও অকারণ অধ্যাক্রান্ত হইয়াছে। এই মন্ত্র স্ববাস্তব পিতৃ-

স্বমিষ্টসংসিদ্ধিবিষয়েও কোনও সহায়তা করিতেছে না। কেননা স্বাস্থ্য
“ইলায়াঃ পদং” নহে। সামশ্রমী স্থলাস্থরে বলিতেছেন—

যদা তু স্বাস্থ্যতঃ পশ্চিমশ্চাং দিশি অবস্থিতঃ
নিষধপর্কতোহপি অতুং আৰ্য্যাবাসঃ তদাপি অয়ং
স্বাস্থ্যপদেশ এব আসীৎ তদীয় পূর্বসীমা ইতাপি
গমাতে অপর মস্ত্রেভাঃ । ২৩ পৃ

এই অংশের প্রয়োজনীয়তা কি আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তৎপর
আর্থোরা যে স্বাস্থ্যর পশ্চিমেও বাস করিয়াছিলেন, তাহারই বা সম্বন্ধে কথা কি
কারণ? ভারতবর্ষ ত স্বাস্থ্যর পশ্চিমে নহে। দেবতারা ভারতে আসিয়া তবে
আৰ্য্যনাম গ্রহণ করেন। স্বতরাং ভারতের বাহিরে কোনও আৰ্য্যাবাস থাকিলেও
(যেমন ইরাণ) বুঝিতে হইবে, উহা ভারতের আৰ্য্যগণদ্বারা কোনও সময়ে
অধ্যুষিত হইয়াছিল, পরন্তু উহা (যেমন ইরাণ ও আধারল্যাণ্ড প্রভৃতি) আদি
আৰ্য্যাবাস বা মানবের আদি নিকেতন নহে। অপিচ নিষধ পর্কত হরিবর্ষে
বা তাতারের উক্তরে ভিন্ন উহা যে কেমন করিয়া কানুলস্থিত স্বাস্থ্যরও পশ্চিমে
গেল, তাহা আমরা চিন্তা করিতেও অসমর্থ। যাহা হউক হিন্দুর কোনও বেদ
বা শাস্ত্রই যখন স্বাস্থ্য বা ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি বা মানবের আদি নিকেতন
বলিয়া সংস্চিত কবেন নাই, ভারতবর্ষই যখন জগতের দ্বিতীয় প্রকৌকঃ, তখন
আমরা সামশ্রমি মহাশয়ের কথায় কর্ণপাত করিতে পারিলাম না। কেবল
আমরা নহি, মহর্ষি চরকও ভারতবর্ষের অগ্র স্থানকে আপনাদের পূর্বনিবাস
বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কঃ সহস্রাক্ৰভবনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিম্ ।
অহমর্থে নিষুজ্জোয় মত্রেতি প্রথমং বচঃ ।
ভরদ্বাজোহত্রবীৎ তন্মাং ঋষিভিঃ স নিযোজিতঃ । ৫
স সক্রভবনং গত্বা সুরষিগণমধ্যগম্ ।
দদর্শ বলহস্তারং দীপ্যমান মিবানলম্ ।। ৬
সোহভিগমা জয়াশীতি রভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্ ।
প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্ । ৭
ব্যাধরো হি সমুৎপন্নঃ সর্কপ্রাণিত্তয়ঙ্করাঃ ।

তৎ ক্রহি মে শমোপায়ং যথাবৎ অমরপ্রভো । ৮

তন্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ আয়ুর্কেদং শতক্রতুঃ । ৯—১০ অ সূত্রহান

পৃথিবী বা ভারতের অধিবাসিবৃন্দ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইলে ঋষিরা রোগহইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় না দেখিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের শরণ লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । কিন্তু কে ইন্দ্রভবনে যাইবে, ইহা লইয়া বিতর্ক হইতে লাগিল । তখন ভরদ্বাজ যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঋষিরা তাঁহাকেই ইন্দ্রভবনে পাঠাইয়া দিলেন । ভরদ্বাজ স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রকে আশীর্ষচ'ন সংবদ্ধিত করিয়া, ঋষিদিগের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং কি প্রকারে প্রাণিগণের ভয়জনক রোগহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ইহা জানাইলে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে আয়ুর্কেদ অধ্যাপিত করিলেন ।

এতৎপাঠে জানা গেল যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদেরিগের জায় নর বা মানুষ ছিলেন এবং স্বর্গ টা পাদগম্য ছিল । সে স্বর্গ কোথায় ? উহার সহিত আমরা কখন পরিচিত ছিলাম কি না ? চরক পাঠেই জানা যায় যে, স্বর্গ হিমালয়ের পরপারে বিদ্যমান এবং স্বর্গের দেশহইতেই স্বর্গগঙ্গা ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে, উহা দেবগন্ধর্ষ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং উহাই ভারতবাসী আমাদেরিগের পূর্বনিবাস ।

ঋষয়ঃ খলু কনাচিৎ শালীনা যাবাবরাশচ গ্রাম্যৌষধাচার্য্যাস্তঃ সন্তঃ সাম্পন্নিকা মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশচ প্রায়েষ বহুবুঃ । তে সর্কাসাম্ ইতিকর্ষব্যতানাম্ অসমর্থাঃ সন্তো গ্রাম্যাবাসকৃতং দোষং মজ্জা পূর্বনিবাসম্ অপগতগ্রাম্যদোষং মজ্জা শিবং পুণ্য মূদারং মেধ্যম্ অগম্যম্ অশ্রুতুভির্গঙ্গা পশুবম্ অমরগন্ধর্ষ যক্ষকিন্নরানুচরিতম্ অনেকরত্ননিচয়ম্ অচিন্ত্যাত্তুতপ্রভাবং ত্রন্ধর্ষিনীকচারণানু- চরিতং দিব্যতীর্থৌষধিপ্রভবম্ অতিশরণং হিমবন্তম্ অমরাধিপতিগুপ্তং জগ্নুঃ । ভৃগ্বিরোহত্রিংশিষ্টকশপাগস্ত্যপুলস্ত্যবামদেবাসিতগৌতমপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ ।

৫০৩ পৃ । চিকিৎসা স্থানম্ ।

আমরা মনে করি, চরকের এই উক্তিপরম্পরাপাঠে সাম্প্রমি প্রকৃতি মহাশয়গণ নিশ্চিতই ভারতবর্ষকে আপনাদিগের আদি স্থান বলিয়া স্থির- নিশ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন । কেহ কেহ হয় ত “হিমবন্তং” কথা ধারা

উদ্ভাস্ত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠকেই আদিগেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিমবৎপৃষ্ঠ গঙ্গা প্রভব বা ইন্দ্রপুত্র স্বর্গভূমি নহে। এই “হিমবন্তঃ” শব্দের অর্থ—হিম প্রধানঃ।

মুসলমানেরা বলেন, ভারতৈকদেশ লঙ্কা বা শরণদ্বীপই মানবের আদিগেহ এবং তদ্রূপে আদমকূট পর্বতই আদি মানব আদমের লীলাভূমি। কিন্তু ইহার মূলেও কোনও ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই।

অতঃপর আমরা স্বর্গত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামতি বলবন্ত রাও গঙ্গাধর তিলক এবং William F. Warren সাহেবের কথা বলিব। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই এই অভিমত যে উত্তরকুরু কিংবা উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু আমরা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের কুত্রাপি এই ব্যাহত মতের সমর্থক কোনও প্রমাণ দেখিতে পাইলাম না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

“আমাদের এবং এক একজন গ্রীকের পিতৃভূমি সত্য নহে। আমাদের উভয়েরই পিতৃভূমি সেই

সপ্তর্ষীগাং স্থিতিযত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।

দেবর্ষিচরিতং যত্র যত্র চৈত্ররথং বনম্ ॥

এবংবিধ সর্ষসুখ প্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ।” ৯ পৃ গ্রীক ও হিন্দু।

কিন্তু আমরা বিনয়ের সহিতই বলিতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রমাণ ও যুক্তি অবিতথ নহে। তিনি আমার প্রশ্নে বলিয়াছিলেন যে ইহা রামায়ণের একটি বচন। কিন্তু আমি কোনও রামায়ণ কিংবা অন্য কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাইলাম না। বিশেষতঃ ইহা একটি যুগ্মকের অর্ধাংশ মাত্র, সূত্ররূপে ইহার অবশিষ্টাংশ না পাইতে পারিলে কেবল এই অংশের দ্বারা প্রকৃত অর্থের বিনিগমনা করা যায় না। এবং যাহা আছে, তাহার দ্বারাও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না যে, ইহা উত্তরকুরুর বর্ণনাবিশেষ।

সপ্তর্ষীগাং স্থিতিযত্র

এ কোন্ সপ্তর্ষি ? শূন্যের সেই সাতটি নক্ষত্র ? যদি তাহা হইত, তবে কথকিন্তাবে ইহা উত্তরকুরুর আংশিক অববোধ করাইতে পারিত, কিন্তু সপ্তর্ষি বলিলেই যে সেই সাতটি নক্ষত্রই বুঝাইবে এরূপ নহে। পরন্তু মন্দাকিনী নদী

উত্তরকুরু শিক্তৃবি নহে

ও চৈত্ররথ বনের সংস্কারনিবন্ধন ইহা উত্তরকুরুর মন্তকোপরি বিহরমাণ সেই জড় সপ্তর্ষির অববোধ করাইতে অসমর্থ, ইহাই মনে করিতে হইবে। কেননা উত্তরকুরুতে না থাকিতে পারে মন্দাকিনী প্রসঙ্গ, ও না থাকিতে পারে তথায় চৈত্ররথবনের সঙ্গতিসম্ভাবনা। কেন ?

চৈত্ররথ গন্ধর্কের বনের নাম চৈত্ররথবন। গান্ধার দেশ ও বাহ্লীকাদি জনপদ গন্ধর্কগণের আবাসভূমি। রামায়ণ বলিতেছেন যে—

হতেষু তেষু সর্কেষু ভরতঃ কেকয়ীস্বতঃ ।

নিবেশয়াযাস তদা সমৃদ্ধে স্বে পুরোস্তুমে ॥ ১০

তক্ষং তক্ষশিলায়াস্ত পুঙ্কলং পুঙ্কলাবতে ।

গন্ধর্কদেশরুচিরে গান্ধারবিশয়েষু চ ॥ ১১—১০১ সর্গ উত্তরকাণ্ড

সেই গন্ধর্কগণ নিহত হইলে কেকয়ীস্বত ভরত সেই গন্ধর্কদেশ গান্ধারে তক্ষশিলা ও পুঙ্করাবতী নামে দুইটি সমৃদ্ধ নগর নির্মাণ করাইয়া আপন পুত্র তক্ষ ও পুঙ্করকে যথাক্রমে উহাদের রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সুতরাং জানা গেল অপোগস্থানের একদেশ গন্ধর্কদেশ। আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধকালেও জানা গিয়াছিল যে, আফগানিস্থানের কুফপর্কতে একটি গান্ধাব নামে নগর বা জনপদ আছে। এই গান্ধাবও গন্ধর্ক শব্দের অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

পূর্কং চৈত্ররথ নান দক্ষিণং নন্দনং বনম্ । ১১

অক্ষণোদং সরঃ পূকং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ । ১২—৩৬ অ

অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষস্ত বর্ষ পর্কত মেরুর ঐ প্রান্ত ভূমিতে পূর্কদিকে চৈত্ররথ বন ও অক্ষণোদ সরোবর, দক্ষিণে ইন্দ্রের নন্দন কানন ও মানস সরোবর। সিদ্ধান্ত নিরোমণিও বলিতেছেন যে—

বনং তথা চৈত্ররথং বিচিত্রং ।

“তেষুপ্সারোনন্দন-নন্দনঞ্চ ।” ৩৪—ভূবনকোশ ।

সেই ইলাবৃতবর্ষস্ত মেরুপর্কতের পাদদেশে বিচিত্র চৈত্ররথ বন ও অক্ষণোদ সরোবরের আনন্দের নন্দন কানন।

সুতরাং এই চৈত্ররথ বন কিছুতেই উত্তর মহাদাগরের তীরবর্তী উত্তরকুরুতে থাকিতে পারে না। মহাভারতের আদিপর্কেও বর্ণিত আছে যে অর্জুন হিমবৎপার্শ্বে চৈত্ররথ গন্ধর্কের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুন উবাচ—

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নগ্নামস্তাকু দুর্শ্বতে ।

রাজ্যাবহনি সঙ্ঘায়াঃ কৃশ্ত গুপ্তঃ পরিগ্রহঃ ॥ ১৬—১৭০ ॥

যে দুর্শ্বতে অকারপর্ণ (চিত্ররথ) গঙ্কর ! এই সমুদ্র, এই হিমালয়পার্শ্ব ও এই হিমালয়পার্শ্ব প্রবাহিতা গঙ্গানদী সাধারণের ভোগ্য স্থান, এখানে যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও সময়েই আসিতে ও বিহার করিতে অধিকারী, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে ?

এই চিত্ররথ গঙ্করের বনের নামট চিত্ররথ বন । সুতরাং সে চিত্ররথবন হিমালয়ের উত্তরে তইলেও অধিক দূরে যাইতে পারে না । সম্ভবতঃ উহা মানসসরোবরের দক্ষিণেই ছিল । আর মন্দাকিনী নদী ও আমাদিগের ভাগীরথী গঙ্গা একই বস্তু । কেন অমর ত বলিতেছেন উহা স্বর্গগঙ্গা ?

মন্দাকিনী বিয়দগঙ্গা স্বর্নদী স্বর্নদীষিকা ।

ইহা মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গাই বটে, কিন্তু উহারই নামান্তর অলকনন্দা । যদাহ মহাভারতঃ—

দেবেষু গঙ্গা গঙ্করী প্রাপ্নোত্যলোকনন্দতাম্ ।

তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈতি ভারতম্ ।

হে গঙ্কর ! দেবলোকে গঙ্গার নামান্তর অলকনন্দা, সেই অলকনন্দাই দক্ষিণে ভারতবর্ষে গমন করিয়াছে । এই অলকনন্দা, গঙ্গা, মন্দাকিনী ও ভাগীরথী, একই বস্তু, সুতরাং স্বর্গের যে মন্দাকিনী ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে, সে মন্দাকিনীর বিহারক্ষেত্র স্বদূর উত্তরবর্তী উত্তরকুরু হইতে পারে না । ভাস্করাচার্য্যও তদীয় সিদ্ধাস্তশিরোমণিতে বলিয়াছেন যে—

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাং পতিতা মেরৌ চতুর্ভা স্তাং ।

বিষ্ণুচলমস্তকশস্ত্রসরঃসংগতা গতা বিয়তা ॥ ৩৭

সীতাখ্যা ভদ্রাশ্বঃ সালকনন্দা চ ভারতবর্ষম্ ।

চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যা চোত্তরান্ কুরুন্ যাতা ॥ ৩৮

অর্থাৎ বিষ্ণুপদী বা গঙ্গা তিব্বতের বিষ্ণুপদভূমিহ বিষ্ণুপদ হ্রদহইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণু পর্বতের উপরিস্থ হ্রদে পতিত হয় । তথা হইতে বিয়ৎ বা আকাশ অর্থাৎ আদি স্বর্গের একদেশ তিব্বতের মধ্য দিয়া গমন করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত হয় । উহার যে ভাগ চীনদেশ দিয়া পূর্বসাগরে পতিত হইয়াছে,

উত্তর কুরু পিতৃভূমি নহে

উহার নাম সীতা, যে শাখা কেতুমালবর্ষ বা অপোগহানে গিয়াছে, উহার নাম চকু বা অকশাস, আর যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই নাম অলকনন্দা বা মন্দাকিনী। অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনানুসারে জানা যায় বিষ্ণুপাদভূমি বা বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্রমস্থান। তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে বাহুলীকের অনতিদূরে বিস্তারিত। সুতরাং যে গঙ্গা মেরু বা আলটাই পর্বতের দক্ষিণে উৎপন্ন ও চারিভাগে বিভক্ত হইয়া মন্দাকিনী বা অলকনন্দা নামে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে উত্তরকুরুতে লইয়া যাওয়া যায় না। উত্তরকুরুতে গঙ্গার যে শাখা গিয়াছে, তাহার নাম ভদ্রা, পরন্তু মন্দাকিনী নহে। এবং যে ভদ্রা উত্তরকুরু পর্যন্ত যাইয়া তদ্রূপে উত্তর সাগরে পড়িয়াছে, তাহার সেই পতনস্থান, তাহার উৎপত্তি স্থান হইতে পারে না। অতএব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্দাকিনীর নাম লইয়া উত্তরকুরুর আদিগেহস্থ সপ্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার শ্লোকের সপ্তমি ও আদিদ্বর্গের আদিসপ্তপিতৃপুরুষ মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। অতএব এই প্রমাণ দ্বারা উত্তরকুরুর আদি পিতৃগেহস্থ সিদ্ধ হইতেছে না ও সিদ্ধ হইতে পারেও না। আর -

দেবমি চরিতং যত্র

এ কথাতেও উত্তরকুরুর কোনও পক্ষসমর্থন হইতেছে না। কেননা দেবতার। আদি দ্বর্গ মেরুপর্বত, টলানু চব্বর্ষ, নিষধবর্ষ, কিল্পুরুবর্ষ, রম্যক বর্ষ, হিরণ্যবর্ষ ও উত্তরকুরুবর্ষ সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান ছিলেন। পরন্তু দেবতা সকল যে আদি দ্বর্গহইতে উত্তরকুরু বা ত্রিলোকে গিয়াছেন, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে, সুতরাং বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি তথ্যবতী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর যখন ভারতের তুর্কুস্ত সন্তান গ্রীক যবনগণ ভারতহইতেই ইউরোপে গিয়াছেন, তখন উত্তরকুরুকে তাঁহাদের পিতৃভূমি না বলাই অধিকতর সম্ভব। মহামতি তিলক বলিতেছেন যে—

The North Pole is already considered by several eminent scientific men as the most likely place where plant and animal life first originated; and I believe it can be satisfactorily shown that there is enough positive evidence in the most ancient books of the Aryan race, the Vedas and the Avesta, to prove that the oldest home of the Aryan people was somewhere in regions round about the North Pole. Page 19.

আমরা মহাত্মা তিলককে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তিনি ভারতের একটি মহোচ্ছল মহা নক্স, তাহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তথাপি তাহার এই কথাগুলি আপু্যবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভূমির অন্তর্ভাগ বা বহির্ভাগ পরীক্ষা করিয়া কোনও বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে এই স্থান প্রাচীন কি অপাচীন, বৃক্ষশুল্ক ও জীবজন্তুর অবস্থাদৃষ্টেও স্থানসমূহের প্রাচীনত্ব বা অর্ধপ্রাচীনত্ব নির্ণয় না হইতে পারে তাহা নহে। কিন্তু জগতের যে সকল স্থান নানা পরিবর্তন ও বিকারের ভিতর দিয়া কোটি কোটি বৎসর যাবৎ মনুষ্য ও জীবজন্তুসমূহের বাসযোগ্য হইয়াছে, সেই সকল স্থানের মধ্যে ঠিক কোন স্থানটি প্রকৃত প্রদ্বীকঃ, তৎস্বা নির্ণয় করা যেন তত সহজ নহে। নিয়ত পরিবর্তন প্রবণ ধ্বংসশীল প্রকৃতি মানুষকে কি পরীক্ষার সে সুযোগ ও অবকাশ সর্বত্রই সর্বসময়ে দিয়া থাকে? আদি প্রদ্বীকের আদি জীবকালসমূহ পৃথিবীর এত নিম্নে যাওয়া পহুঁছিয়াছে যে মানবের কোনও শক্তি উহার অস্তিত্ব ও প্রকৃতিনির্ণয়নে সমর্থ নহে। সে দিনের আড়াই হাজার বৎসরের বৌদ্ধাঙ্কি যখন ত্রিশ ফিট মাটির নিম্নে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, তখন কোটি কোটি বৎসরের পূর্বকালের জীবকাল ও শর্মহর্ম্যাদি কতদূর নিম্নে বাইয়া হাডির হইয়াছে, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করা যায় না। ফলতঃ আমাদিগকে

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাম্

বিপখ্যাসং যাঠো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিক্রহাম্।

ভবভূতির এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বৃষ্টিতে হইবে যে, কোনও স্থানেরই প্রাচীনত্বের চিহ্ন প্রাচীনতম বস্তুসকল আজি কোথায় কাল সাগরে ডালিয়া গিয়াছে। কত কত নূতন স্তর ও অভিনব বৃক্ষরাজী আজি উহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের খননযন্ত্র ও শক্তি আজিও প্রকৃত প্রদ্বীকের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয়নে সামর্থ্যলাভ করে নাই।

তৎপর তিলক বেদ ও আভেস্তার নাম লইয়া উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে বহুপরিশ্রম হইয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বেদাদি শাস্ত্রসমূহের আলোড়ন ও আশ্বেড়নাধারা এবং তিলক আভেস্তার যে সকল প্রমাণ অধ্যাহৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে বরং ইহাই জানিতে ও স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, বেদ ও আভেস্তার উক্তিপরম্পরা

ঐহার মতসমর্থনের বশ্ত একটি অক্ষুণ্ণ অক্ষুণ্ণ উত্তোলিত করে না, পরন্তু ঐহারা আমাদিগের মতেরই সম্যক্ সমর্থন করিয়া থাকে। তিলক আপন মতের সমর্থনজন্য বলিতেছেন যে—

In the Rig Veda 1, 24, 10, the constellation of Ursa Major (Rikshah) is described as being placed "high" (uchhah), and, as this can refer only to the altitude of the constellation, it follows that it must then have been over the head of the observer, which is possible only in the Circum Polar regions.

P. 66.

অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের দশম মন্ত্রে যখন আছে যে, এই উর্ধ্বা মেজর বা ভল্লুকনামক নক্ষত্রপুঞ্জ ঠিক মস্তকোপরি এবং একমাত্র North Pole বা উত্তরকূক প্রভৃতি উর্ধ্বা অনপদ ভিন্ন পৃথিবীর অণ্ড কোনও স্থানহইতে যখন উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ (সপ্তর্ষি মণ্ডল) ঠিক মস্তকোপরি দৃষ্ট হইতে পারে না, তখন জানা বাইতেছে যে ঋগ্বেদের এই মন্ত্র প্রণেতা ঋষিরা মন্ত্র প্রণয়নকালে উত্তরকূকবাসীই ছিলেন। পরে ঐহারা ভারতে আসিয়া ভারতবাসী আৰ্য্যজাতি বা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তিলকের এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক ও অমূলক। তিনি ইহা বলিয়া পরে ফুটনোটে

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা

নক্ষত্রং দদুশ্রে কুহচিং দিবেষুঃ ।

উক্ত মন্ত্রের প্রথমার্ধ অধ্যাহৃত করিয়া বলিতেছেন যে—It may also be remarked, in this connection, that the passage speaks of the appearance (not rising) of the Seven Bears at night, and their disappearance (not setting) during the day, showing that constellation was the circum polar as the place of the observer.

কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। আমরা নিয়ে সমগ্র মন্ত্র ও সায়ণের বিবিধ জায়গার অবতারণা করিয়া তিলকের উক্তির অসারতা প্রদর্শন করিব।

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা

নক্ষত্রং দদুশ্রে কুহচিং দিবেষুঃ ।

অদক্ষানি বরুণস্ত ব্রতানি,

বিচাকশং চক্রমা নক্ষত্রং যেতি । ১০—২৪—১৪

তত্র সাধারণতাম্—অসী রাত্রৌ অস্বাভিদৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্তর্ষয়ঃ—তথাচ
বাক্সসনেয়িন আমনন্তি—ঋক্ষা ইতি হ স্য বৈ পুরা সপ্তর্ষবীন্ আচকত ইতি ।
যথা ঋক্ষাঃ—সর্কৈঃপি নক্ষত্রবিশেষাঃ ঋক্ষাঃ স্তুতি রিতি নক্ষত্রাণা মিতি বাক্সেন
উক্তত্বাৎ । উচ্চা উচ্চৈঃ উপরি প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা যে সন্তি
তে ঋক্ষাঃ নক্ষত্রং রাত্রৌ দদৃশ্রে সর্কৈঃপি দৃশ্যন্তে দিবা অহনি কুহচিৎ ঈষুঃ ?
কাপি গচ্ছেযুঃ ? ন দৃশ্যন্তে ইতি ভাবঃ । বক্রণস্ত রাত্রৌ ত্রতানি কক্ষাণি নক্ষত্র
দর্শনাদি রূপাণি অদকানি কেনাপি অহিঃসিতানি । কিঞ্চ বক্রণস্ত আঞ্জয়া এব
চন্দ্রমা নক্ষত্রম্ রাত্রৌ বিচাক্ষণং বিশেষেণ দীপ্যমান এতি গচ্ছতি ।

দন্তজানুবাদ—ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র, যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং
রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায় ? বক্রণের কক্ষসমূহ
অপ্রতিহত, তাঁহার আঞ্জয়ার রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয় ।

রমানাথ ঘোষ সরস্বতী—রাত্রিতে সপ্তর্ষি মণ্ডল নক্ষত্র উচ্চ আকাশে আমরা
দেখিতে পাইয়া থাকি, দিবা কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। চন্দ্র রাত্রিতে
প্রকাশ হইয়া জগৎ আলোকিত করেন। অতএব বক্রণদেবের শাসন প্রতিহত
হয় না অর্থাৎ চন্দ্রনক্ষত্রাদি সকলেই বক্রণের শাসন অনুসারে কাব্য করে ।

মহামতি ভিলক, স্বর্গত রমেশচন্দ্র দন্ত, স্বর্গত রমানাথ সরস্বতী প্রত্যেকেই
সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাটির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অব্যাহত নহে।
সায়ণ নিজেই “যথা” পদদ্বারা দ্বিতীয়ার্থের অবতারণা করিয়াছেন। ফলতঃ
মন্ত্রের উহাই প্রকৃত তাৎপর্য। একজন সরলহৃদয় ঋষি সরলমনে
বলিতেছিলেন—

অহো একি আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই কোটি কোটি অনন্ত নক্ষত্র রাত্রিকালে
আমাদের মাথার উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দিনে ইহাদের একটিও দৃষ্ট হয়না,
ইহারা দিনে কোথায় চলিয়া যায় ? অথবা ইহা রাজা বক্রণেরই সুকৌশল
মাত্র। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে নক্ষত্র সকল রাত্রিতে দৃষ্ট হইবে, দিনে
দৃষ্ট হইবে না। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাহি, নিয়মই এই নিয়ম
অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। তাই চন্দ্রমা রাত্রিতে বক্রণের নিয়মানুসারে
দীপ্তি পাইয়া থাকে ।

যদি বাহুল্য এই মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি প্রকৃত ভারতসন্তান, তাই তিনি

আপনার জ্ঞাতি নর-দেবতা অদিতিনন্দন বরুণকে (অথবা মাতা যমুনা পুত্র বরুণকে) জ্ঞানিবশতঃ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদের বহুস্থলে নর ইন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বরুণ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাই মহর্ষি যুগ্মক বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এই ইন্দ্র পরমেশ্বর নন, তিনি আমার ঈশ্বরের ভয়েই আপন কার্যসকল করিতেছেন। তৎপর এই মন্তব্য যখন প্রকৃত পক্ষেই সাধারণ নক্ষত্রপুঞ্জবিষয়ক, তখন ইহার সাহায্যে উত্তরকুরুকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করা প্রমাদ ভিন্ন জ্ঞানের কার্যও নহে। “ঋকঃ” বলিলে কেন সপ্তর্ষিরই অববোধ হইবে ?

ধরিয়া লও, তিলকপ্রভৃতির ব্যাখ্যাই যেন সত্য, সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাই যেন সাধীয়াসী। কিন্তু তাহাতেও এই মন্তব্যের সাহায্যে উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিগেহঙ্ক সপ্রমাণ হইতে পারে না। কেন ?

উত্তরকুরুবাসী লোকদিগের মন্তব্যোপরিই সাতভেয়েরা নিরত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও ভারতবাসী যদি উত্তরকুরুতে যাইয়া উক্ত দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে কোনও মন্তব্য (এই মন্তব্যটি) প্রণয়ন করেন, তবে কি মনে করিতে হইবে যে সেই ভারতবাসীও উত্তরকুরুর লোক ? আমরা যদি কলিকাতায় বসিয়া নায়গ্রার জলপ্রপাত বা ইংলণ্ডের টেমসতলবর্ষের বিষয়ে কোনও কবিতা লিখি, তবে কি তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে দক্ষিণ আমেরিকা বা ইংলণ্ড আমাদের জন্মভূমি ? কোষীতকী ব্রাহ্মণ, কোষীতকী উপনিষৎ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টই বর্ণিত রহিয়াছে যে আমরা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে বেদাধ্যয়ন, লিখনপঠনশিক্ষা ও বাগযজ্ঞের উপদেশ গ্রহণক্রমে গমন করিতাম। সেই অবস্থায় উত্তরকুরুপ্রবাসী কোনও ভারতীয় অস্ত্রবাসী কি উক্ত মন্তব্যের রচনা করিতে পারেন না বা পারেন নাই।

তৎপর তিলক যদি তলাইয়া দেখিতেন যে ঋগ্বেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পৎ। ভারতবাসী ঋষিরাই উহার একমাত্র প্রণেতা, তাহাহইলে তিনি আমাদের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন। যদি উক্ত মন্তব্য নিতান্তই সপ্তর্ষিযুগলসম্বন্ধে বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোনও ভারতীয় ছাত্র উত্তরকুরুতে অধ্যয়নকালে বা তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ঐ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই মহর্ষি অগ্নিদেবকর্তৃক ভারতে সমাহৃত

হইয়া ভারতের ঋগ্বেদে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ আমরা বলিতে চাহি যে, উক্ত যন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য যে, কোনও ভারতবাসী ঋষি ভারতে বসিয়াই রাজিকালে আকাশে যে অনন্ত নক্ষত্রাংশি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি উহাদিগকে দিনে দেখিতে না পাইয়া এই যন্ত্রের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক যন্ত্রের যে কোনও অর্থই কেন গৃহীত ও স্বীকৃত হউক না, এই যন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকুরু আদি গেহস্থ যে সিন্ধু হইতে পারে না ও হয় নাই, তাহা প্রবই। ভিলক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

Unfortunately there are few other passages in the Rig Veda which describe the motion of the celestial hemisphere or of the stars therein, and we must therefore, take up another characteristic of the Polar regions, namely, 'a day and a night of six months each,' and see if the Vedic literature contains any reference to this singular feature of the Polar regions.

The idea that the day and the night of the gods are each of six months' duration is so widespread in the Indian literature, that we must examine it here at some length, and, for that purpose, commence with the post-Vedic literature and trace it back to the most ancient books. Page 66—67.

দেবলোকে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে, তৎকৃত ব্রাহ্মণ একদিন একরাত্রিতে আমাদিগের ভারতবাসীর একবৎসর গণনা হয়, ইহা পরিজ্ঞাত সত্য—উক্তক উগবতা মহুনা—

দৈবে রাজ্যাহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

অহস্ততোদগয়নং রাত্রিঃ স্তাৎ দক্ষিণায়নম্ ॥ ৬৭—১ অঃ

সূর্যের যে ছয়মাসকাল উত্তরায়ণ, উহা দেবগণের একদিন এবং যে ছয়মাসকাল দক্ষিণায়ন, সেই ছয়মাসকাল রাত্রি। উক্ত দিন ও রাত্রির সমাহারে মহুত্তরায়ণের একবৎসর হইয়া থাকে। ইহা বৈদিকমন্ত্রে দৃষ্ট না হইলেও ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যপ্রভৃতি উপনিষদের বর্ণনাধারা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

একং বা এতদেবানা মহঃ যৎ সংবৎসরঃ ।

বহাযতি ছান্দোগ্যে বিশদাকরে বলিতেছেন যে—

ন বৈ তত্র ন নিয়োচ নোদিয়ায় কদাচন ।

দেবাঃ তেনাহং সতোন মা বিরাধিষি

ব্রহ্মপেতি ২ । .ন হ বৈ অষ্টৈ উদেতি

ন নিয়োচতি স্কুং দিবা এব অষ্টৈ

ভবতি য এতা মেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ । ৩ । ১৮৬—৮৭ পৃঃ ।

তত্র শব্দরভাষ্যঃ—ন বৈ তত্র যতোহং ব্রহ্মলোকাং আগতঃ । তস্মিন্ ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃহসি । নহি তত্র নিয়োচ অস্তম্, অগমং সবিভা নচ উদীয়ায় উদগতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিদপি কালে ইতি । উদয়াস্ত ময়বর্জিতো ব্রহ্মলোক ইতি উপপন্নম্ ইত্যুক্তিঃ শপথইব প্রতিপেদে । হে দেবাঃ সাক্ষিণো যুয়ং শৃণুত যথা মরোক্তং সত্যং বচঃ তেন সতোন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম ব্রহ্মপেণ মা বিরাধিষি ।

ব্রহ্মলোকহইতে আগত একজন ভারতবাসী বলিতেছেন যে হে বন্ধু দেবগণ ! তোমরা শুন, আমি দেখিয়া আসিলাম ব্রহ্মলোকে সূর্য্য উদিত হইলে আর অস্ত যায় না (কেন না ক্রমাগত ছয়মাস উদিত থাকে) আবার অস্ত গেলেও উদিত হয় না (কেন না ছয়মাস অহুদিত থাকে) । তোমরা আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি সত্যের সহিত বিরোধ করিতেছি না ।

ইহার পরই ছান্দোগ্যে নিজে বলিতেছেন যে ঐ লোকটি সম্বন্ধে সূর্য্য উদিত হইত না, উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, ক্রমাগত ছয়মাস দিন । সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার উপনিষৎ অর্থাৎ উপনিবেশ ভূমি ঊষ্মরকুরুকে এইরূপ বলিয়াই জানিতেন । এখানে এই উপনিষৎ শব্দের অর্থ প্রচলিত শ্রুতিগ্রন্থবিশেষ নহে, পরন্তু নির্জন স্থান—যদাহ মেদিনীকরগুপ্তঃ—

ভবেৎ উপনিষৎ ধর্ম্মে বেদান্তে বিজ্ঞানে স্থিয়াম্ ।

কিন্তু আমরা মনে করি উহার প্রকৃত অর্থ উপনিবেশ, উপনিবেশ কথার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ না হইয়াই চিরকাল ভারতবাসী মেদিনীকর উহা নির্জনস্থান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন ।

যাহা হটক আয়াদিগের দেশের লোক ও শাস্ত্রকারগণ ইহা জানিতেন। কিন্তু তাহাতেই এমন বৃত্তিতে হইবে না যে ছয় মাস দিনরাত্রির বিলাস ভূমি উত্তর কুরু আদি জন্মভূমি। তিলক এখানে আরও একটা ভ্রমের কাজ করিয়াছেন যে তিনি উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোককেই একমাত্র দেবলোক ঠাহরিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ কুঃ (ভারত) ভুবঃ (অস্তরিক—অপোগহানাঙ্গি), স্বঃ (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া), মহঃ (চন্দ্রলোক—দক্ষিণ সাইবিরিয়া), জন (বর্তমান চীন), তপঃ (বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ—মধ্য সাইবিরিয়া) এবং ব্রহ্মলোক উত্তর কুরু, প্রত্যং সমুদায়ই দেবলোক। সুতরাং উত্তর কুরু ভিন্ন অন্য কোন দেবলোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি নহে। স্বঃ বা পিতৃলোকে আমাদের এক মাসে এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে।

পিত্রাং মাসেন ভবতি নাড়ীষষ্ঠ্যা তু মাসুষম্। ৫

সূর্যাসিকান্ত। ভূগোলাধ্যায়।

পিতৃলোকদিগের এক অহোরাত্র ভারতবাসীদিগের একমাসে ও ভারতে আমাদের এক অহোবাত্র আমাদের ষাট দণ্ডে হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতে তিলকের কি লাভ হইল? ভারতবাসীরা উত্তর কুরুর ভৌগোলিক অবস্থা জানিতেন। কেনই বা না জানিবেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং এতাবত মনে একরূপ ভাবিতে হইবে না যে, তজ্জগৎ উত্তরকুরুই মানবের আদি জন্মভূমি। অপিচ এখানে ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে যখন উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রে আমাদের এক বৎসরে এক অহোবাত্র হয় ও উহার নামও পিতা বা পিতৃভূমি নহে এবং আমাদের এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোবাত্র হয়, পরন্তু উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রের নহে, তখন অপিতৃভূমি উত্তরকেন্দ্রাদিকে আদি নিকেতন (যাহা বস্তুতই পিতৃভূমি নহে) বলা যাইতে পারে না। তিলক ইহার পরই বলিতেছেন যে—

It is found not only in the Purans, but also in astronomical works, and as the latter state it in a more definite form we shall begin with the later Siddhantas. Page 67.

অর্থাৎ কেবল পুরাণে নহে, সূর্যাসিকান্তপ্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থেও আবার ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি।

Mount Meru is the terrestrial North Pole of our astronomers, and the Surya-Siddhanta, XII. 67, says :—"At Meru gods behold the sun after but a single rising during the half of his revolution beginning with Aries."

অর্থাৎ আমাদের জ্যোতির্বিদগণের মতে মেরু পর্বত পার্থিব উত্তর কেন্দ্র এবং সূর্যাসিদ্ধান্ত তাঁহার ষাটশ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, মেরুতে দেবতারা মেঘাদি ছয় রাশিতে অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত সূর্যকে উদিত দেখেন।

আমরা তিলকের এই উক্তির ভীত প্রতিবাদ করি। কেননা মেরু ও মেরু পর্বত এক বস্তু নহে। উত্তর কেন্দ্রের নাম উত্তর মেরু বটে, কিন্তু তথায় মেরু নামে কোনও পর্বত নাই। সুতরাং তিনি যে মেরু পর্বতকে পার্থিব উত্তর মেরু (terrestrial North Pole) বলিয়া দাবি করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই অসুচিত। কোনও জ্যোতির্বিদই এরূপ অসংলগ্ন কথা মুখ হইতে বহির্গত করেন নাই। সূর্যাসিদ্ধান্ত মাত্র বলিয়াছেন যে—

মেরৌ মেঘাদিচক্রার্কে দেবাঃ পশুস্তি ভাস্করম্ ।

সকৃদেবোদিতঃ তবং অশ্বরাশ্চ তুলাদিগম্ ॥ ৬৭

অর্থাৎ দেবতারা মেঘাদি ছয় রাশিতে সূর্যকে উদিত দেখেন, আর পাতালবাসী অশুরেরা তুলাদি ছয় রাশিতে সূর্যকে উদিত দেখিয়া থাকেন।

কিন্তু তাঁহারা কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না যে, মেরু প্রদেশ ও মেরু পর্বত একই বস্তু। এই বচনের মেরু শব্দ মেরু-প্রদেশ পর, পরন্তু মেরুপর্বতবাচী নহে। সূর্যাসিদ্ধান্ত তাঁহার জ্যোতিষোপনিষৎ প্রকরণের একত্র বলিতেছেন যে—

অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবম্ । ৩

দণ্ডং তন্নধ্যগম্ মেরোকভয়ত্র বিনির্গতম্ । ৪

তত্র রক্ষনাথঃ—ভুবোগোলং অভীষ্টং স্বেচ্ছাকল্পিতপরিধিপ্রমাণকং দারবং কাষ্ঠঘটিতং সচ্ছিত্রং কারয়িত্বা কাষ্ঠশিল্পজ্ঞানাদি কৃৎস্বা ইত্যর্থঃ। মেরোরক্ষকঃ দণ্ডকাষ্ঠং তন্নধ্যগম্ তস্ত কাষ্ঠঘটিত ভূগোলস্ত মধ্যো ছিত্রমধ্যো শিথিলতয়া স্থিতম্

উভয়র ভূগোলস্থ ব্যাসপ্রমাণচ্ছিন্নস্ত অগ্রাভ্যাং বহিঃস্থার্থঃ । বিনির্গতম্
একাগ্রাং অশ্রুতরাগ্রাবশিষ্টদণ্ডপ্রদেশতুল্যং নিঃসৃতম্ ।

অর্থাৎ একটি গচ্ছিন্ন কাঠের গোলক (globe) প্রস্তুত করাইয়া তাহার
ভিতর দিয়া একটি শলাকা প্রবেশ করাইয়া খানিকটা শলাকা উভয় দিকে
বাহির করিয়া দিবে। এই কাঠশলাকা উক্ত কাঠময় গোলকের যে উভয়
প্রান্ত দিয়া বহির্গত হয়, উহার উত্তর প্রান্ত মেরু বা উত্তর মেরু প্রদেশ, আর
দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু প্রদেশ, এই উত্তর মেরুকেই ইংরাজীতে
North Pole বলে। কিন্তু এই উত্তরমেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্বত এক বস্তু
নহে। মেরুপর্বতসম্বন্ধে সূর্যাসিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে—

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বুনদময়োগিরিঃ ।

ভূগোলমধ্যাগো মেরুভয়ত্র বিনির্গতঃ । ৩৪

ভূগোলাধ্যায় ।

তত্র রত্ননাথঃ - ভূগোল-মধ্যাগতঃ পর্বতো মেরুাধ্যঃ । অনেক-রত্ননিচয়ঃ
অনেকানি নানাবিধানি মাণিক্যবজ্রাদীনি তেষাং নিচয়ঃ সমূহো যত্র অসৌ ।
অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে যে এক স্বর্ণগর্ভ পর্বত আছে, উহার নাম
মেরুপর্বত। সুতরাং এই উভয় পদার্থ—নামতঃ এক হইলেও কার্যতঃ এক
নহে। এই শ্লোকেও যে—

উভয়ত্র বিনির্গতঃ

একটি কথা আছে 'রত্ননাথ ইহার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া মাত্র
বলিয়াছেন—“দক্ষিণোত্তর ভূব্যাসাধিক প্রমাণ মেঘোঃ অবস্থান মাহ।”

কিন্তু পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত মেরু পর্বত, উত্তর বা দক্ষিণে কোনও
শাখা বিস্তার করিয়া ব্যাসরূপে উভয় দিকে পরিধিম্পর্শপূর্বক প্রসারিত
নহে বা হয় নাই। বর্তমান আলটাই ও এই মেরু পর্বত অভিন্ন। উহা
ইলাবৃত বর্ষ বা ইলাতে অণ্ডিত করে বলিয়াই উহা “ইলাস্বায়ী” বা আলটাই
নামের বিষয়ীভূত। উক্ত মেরু পর্বতের কোনও শ্রেণী বা প্রত্যন্ত পর্বত উত্তরে
প্রধাবিত হয় নাই, পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণে প্রধাবিত হইয়াছে। উহার
যে শাখা দক্ষিণে ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাই মানবের আদি
জন্মভূমি। কিন্তু তাহা উত্তর পর্যন্ত প্রসৃত মেরুপ্রদেশ নহে। মেরুপর্বতের

একটি মাত্র শাখা ইলাবৃত্তবর্ষের উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত যাইয়া আপনার গতিরোধ করিয়াছে। খুপ সম্ভব কোনও ব্যক্তি মেরু পর্বত ও মেরু প্রদেশের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কাঠময় গোলকের ৪র্থ বচনের “উভয়ত্র বিনির্গতং” কথাটি এই ৩৪ শ্লোকেও আনিয়া যুড়িয়া দিয়াছেন। তাই এবচনে উহার কোনও অর্থসঙ্গতি করা যায় না। ফলতঃ মেরু প্রদেশ (উত্তর মেরু) ও মেরু পর্বত যে দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। তাহা পুরাণ ও মহাভারতের বচনাবলী দ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণ স্পষ্টতই বলিতেছেন যে—

“মেরুমধ্যম্ ইলাবৃত্তম্”

অর্থাৎ মেরুপর্বত ইলাবৃত্তবর্ষের মধ্যবর্তী। পক্ষান্তরে আমরা দেখাইব যে ইলাবৃত্তবর্ষ ও মঙ্গলিয়া এক, আর উত্তরমেরু উহার সুদূর উত্তরে অবস্থিত, যেখানে মেরুপর্বতের নামগন্ধও নাই। মহাভারতও বলিতেছেন যে—

ইদং তু ভারতং বর্ষং ততো হৈমবতং পরম্ । ৭

হেমকূটাং পরশ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে ।

দক্ষিণেন তু নীলশ্চ নিষধশ্চোত্তরেণ তু । ৮

প্রাগায়াতো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম পর্বতঃ ॥

ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৯

পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্বতঃ ।

আদিত্যতরুণাভাসো বিধুনইব পাবকঃ ॥ ১০

তশ্চ পার্শ্বেষমী দ্বীপা শ্চছারঃ সংস্থিতা বিভো ॥ ১১

ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত ।

উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্য প্রতিশ্রয়াঃ ॥ ১০

তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধর্গাস্বররাক্ষসা ।

অঙ্গরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্গদা ॥ ১৮

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ ।

সমেতা বিবিধৈর্ধর্মৈর্জর্ষজ্জন্তেনেকদর্শকর্গৈঃ ॥ ১২ । ২—৬ অ তীক্ষ্ণপর্ব ।

সম্ময় কহিলেন হে ভারত ! আমরাদিগের আবাসভূমির নামই ভারতবর্ষ। ইহার উত্তরে হৈমবতবর্ষ বা কিংপুরুষবর্ষ (তিব্বত), উহার উত্তরে হেমকূট বা কৈলাসপর্বত, তাহার উত্তরে হরিবর্ষ বা চীন তাতার বা সমগ্র তাতার।

হে মহারাজ ! নীলগিরির দক্ষিণে ও নিখবের উত্তরে পূর্বপশ্চিমে আবৃত যে পর্বত আছে, উহার নাম মালাবান্। উহার পরে গন্ধমাদন পর্বত, সেই মালাবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে মেরুপর্বত বিরাজমান। উহার প্রভা তরুণ অরুণ ও নিধুম পাবকের জায়। ইহার চারিদিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ ও পুণ্ড্রাবান্ লোকদিগের আবাসভূমি উত্তরকূর্ক বর্তমান। হে মহারাজ ! এই মেরুপর্বতে সমস্ত দেবগণ, গন্ধর্গ, অমুর ও রাক্ষসেরা বাস করেন। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, শিব ও দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত মেরু-পর্বতে প্রভূতদক্ষিণাদানপূর্বক নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সুতরাং জানা গেল মেরু পর্বতের উত্তরে উত্তর কূর্ক বর্ষ। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে উত্তর কূর্কর সূদূর উত্তরদিকসংস্থ উত্তর মেরুপ্রদেশ ও ইলাবৃতবর্ষ এই পর্বত মেরু এক হইতে পারে না ও একও হইতেছে না। কেতুমালবর্ষ, তুরক, পারশ্ব ও অপোগহান লইয়া পরিগণিত, এবং উহার বর্ষ পরতই গন্ধমাদন, যাহা বর্তমান বেলুরটাগের সহিত অভিন্ন। এবং ভদ্রাশ্ববর্ষ ও বর্তমান চীন (ভূতপুত্র জনলোক) অভিন্ন, এবং মালাবান্ পর্বত উহার বর্ষ পর্বত, যাহা বর্তমান ইনসান ও খানঘান পর্বতের সহিত অভিন্ন, তাহা হইলেই উহাদিগের অবস্থান এইরূপ হইবে—

এশিয়া

কেতুমালবর্ষ	উত্তর মেরু	ভদ্রাশ্ববর্ষ
	উত্তর কূর্ক	
	হিরণ্যবর্ষ	
	রম্যকবর্ষ	
	ইলাবৃতবর্ষ	
	(মেরু পর্বত)	
	হরিবর্ষ	
	কিম্পূর্কবর্ষ	
	হিমালয়	
	ভারতবর্ষ	
কুমেরু		

সুতরাং তিলক এই হই তির পদার্থকে এক ভাবিয়া বাহা কিছু বলিয়াছেন
তৎসমুদয়ই বৃথা হইয়াছে। তিলক ইহার পরেই বলিতেছেন যে—

Now according to Purans Meru is the home or seat of all the Gods, and the statement about their half-year long night and day is thus easily and naturally explained; and all astronomers and divines have accepted the accuracy of the explanation. Page 67.

হাঁ পুরাণসমূহের মধ্যে মেরুপর্বত সকল দেবতার অধিষ্ঠান বা আদি
বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে বটে, উল্লিখিত মহাভারতবচনাবলীও মেরু
পর্বতকে ব্রহ্মাদি সকল দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতেছে।
কিন্তু কোনও পুরাণ বা রাগায়ণ মহাভারত এরূপ কোনও কথাই বলেন নাই যে
উত্তরমেরু প্রদেশ সকল দেবগণের আদি অস্থান বা ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি।
কোন কোন জ্যোতির্বিৎ ও কোন কোন দেবভক্তেরা মেরুপর্বত ও উত্তরমেরু
প্রদেশের অভিন্ন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বা খাপন করিয়াছেন, তিলক
তাঁহাদিগের নাম করিলেই ভাল হইত। আমরা কিন্তু হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই
তিলকের মতের সমর্থক কোনও একটি প্রমাণও দেখিতে পাইতেছি না। বায়ু
পুরাণ বলিতেছেন—

স এষ পর্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ । ৮৫—২৪ অ

মেরুস্ত শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু দিষ্টিতঃ । ৪৮

তত্র দেবগণাঃ সর্কে গন্ধর্কোরগরাক্সাঃ ।

শৈলরাশে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫৫

তস্ত পর্বতসহস্রেহস্মিন্ নানাশ্রবভূষিতে ।

সর্কদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্তনেকশঃ ॥ ৫৯

তত্রাবসৎ চৌর্কিতলে দেবদেবশ্চতুর্শুখঃ ।

ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠ প্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৭০

তত্র ব্রহ্মসভা রমা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা ।

নারা মনোবতী নাম সর্কলোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৭২

তত্রেশানস্ত দেবস্ত সহস্রাদিত্যবর্চসম্ ।

মহাবিমানং বৈ চিত্রং মহিমা বর্জতে সদা ॥ ৭৩
 তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।
 উপাস্তমান স্ত্রিদশৈর্মহাঘোঁগৈঃ সুরধিভিঃ ॥ ৭৫
 তৃতীয়েহপ্যস্তুরতটে বৈদিশ্চ পূর্ষদক্ষিণে । ৭৮
 সাক্ষাৎ তত্র সুরশ্রেষ্ঠঃ সর্ষদেবমুখোহনলঃ ॥ ৮১
 তৃতীয়েহপ্যস্তুরতটে এবমেব মহাসভা ।
 বৈবস্বতশ্চ বিজ্ঞয়া লোকে খ্যাতা সুসংযমা ॥ ৮৬
 তথা চতুর্থদিগুদেশে নৈঋত্যাধিপতেঃ সভা ।
 নাম্না কৃষ্ণাঙ্গনা নাম বিরূপাক্ষশ্চ ধীমতঃ ॥ ৮৭
 পঞ্চমেহপ্যস্তুরতটে এবমেব মহাসভা ।
 সর্ষদেশেষু প্রখ্যাতা নাম্না শুভবতী সতী ।
 উদকাধিপতে রমা বরুণশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৮৮
 পরোত্তরে তথা দেশে ষষ্ঠেহস্তুরে তটে শিবে ।
 বায়োগর্ভবতী নাম সভা স ঋগুগোত্তরা ॥ ৮৯
 সপ্তমেহপ্যস্তুরতটে নক্ষত্রাধিপতেঃ সভা ।
 নাম্না মহোদয়া নাম শুক্ৰবৈদূর্ধাবৈদিকা ॥ ৯০
 তথাষ্টমেহস্তুরতটে ঈশানশ্চ মহাত্মনঃ ॥
 যশোবতী নাম সভা তপ্তকাক্ষনসু প্রভা ॥ ৯১—৩৪ অ
 তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতেঃ । ২২—৩৭
 বিষ্ণাধরপুরং তত্র শোভতে ভ্রাজয়ৎ শুভম্ । ১৫
 তত্রাদিত্যশ্চ দেবশ্চ দীপ্তমায়তনং মহৎ ।
 মাসে মাসেহবতরতি তত্র সূর্য্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩১
 তত্রাশ্রমং মহাপুণ্যং সিদ্ধসংঘনিষেবিতম্ ।
 বৃহস্পতেঃ প্রমুদিতং সর্ষকামগুণৈর্ঘূতম্ ॥ ৪৪
 তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোদীপ্তমায়তনং মহৎ ।
 প্রকাশং ত্রিষু লোকেষু স ঋলোকনমঙ্কৃতম্ ॥ ৪৮
 তস্মিন্ আবতনে সাক্ষাৎ অনাদিনিধনৌ হরিঃ ।
 পাশোপহাটৈর্বিবিন্ধৈরিজ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ৫৬—৩৮ অ

তত্র তদেবরাজ্যন্ত পারিজাতবনং মহং । ১১
 পঙ্কজনগরী ক্ষীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে । ৫১
 শিখাচকে গিরিবরে হর্ষা প্রাসাদমণ্ডিতম্ ।
 বৃকগন্ধধরিতং কুবেরভবনং মহং । ৫৭—৩৩ অ
 পূর্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্ ।
 বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিভ্রাং উত্তরং সবিত্ত্বর্কনম্ । ১১
 অরুণোদং সরঃ পূর্বং দক্ষিণং মানসং নৃতম্ ।
 সিতোদং পশ্চিমং সরো মহাভদ্রং তথোদরম্ ॥ ১৬
 অরুণোদক পূর্বেণ যে চ শৈলা স্ততঃ স্তভাঃ । ১৭—৩৬ অ
 তদেতং সর্কদেবানা মধিবাসে কৃতাস্থনাম্ ।
 দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্কভ্রতিষু গীরতে । ২৫
 প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে ॥ ২৬—৩৪ অ

ইহাছারা কি জানা গেল ? জানা গেল ইলাবৃত্তবর্ষস্থ মেরুপর্বতই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আদি বাসস্থান, পরন্তু উত্তরকুরু নহে। ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থে ৭ বিবৃত রহিয়াছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ ।
 ঔরে চ সর্কৈ নরকাঃ সদৈত্য্যঃ ॥ ১৮
 সত্ৰব্রহ্মকাকনময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ ।
 মেরৌ সুরারিকপুরারিপুরাণি তেষু
 ভেষা বধঃ শতমখঞ্জলনাস্তকানাম্
 যক্ষাশূপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ ॥ ৩৬—ভুবনকোষ ।

মেরু পর্বতে দেবগণ ও স্বর্গসিদ্ধ ঋষিরা বাস করিয়া থাকেন। আর দেবগণের সাত্বত্বশ্রেয় দৈত্যদানবগণ অলসিক্ত ভূমি কর্ণা নরকসমূহে বাস করিতেন। উক্ত মেরু পর্বতের তিনটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহার। উৎকৃষ্ট মণি মাণিক্য ও স্বর্ণের আকর ভূমি। উক্ত উচ্চ শিখরত্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং সাত্বদেশে ইন্দ্র, অগ্নি, ধম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যের অষ্টপুরী বিরাজমান।

আচ্ছা মেরুপর্বত কেন উত্তরকুরুই একটি পর্বত হউক না ? না শাস্ত্র-কারগণ কোনও স্থানেই একথা বলেন নাই যে, উত্তরকুরু বর্ষপর্বত মেরু

পৰ্বত বা তথায় মেরু নামেও একটা প্রত্যস্ত পৰ্বত বিদ্যমান। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্ ।
 হেমকূটং পরং তস্মাৎ নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥ ২৮
 নৈষধং হেমকূটাত্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে ।
 হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোস্ত তদিলাবৃতম্ ॥ ২৯
 ইলাবৃত্তাৎ পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্ ।
 রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তং হিরণ্ময়ম্ ।
 হিরণ্ময়াৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংস্ত কুরু স্মৃতম্ ॥ ৩০
 বেদুর্দ্ধং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে ।
 তয়োর্মধ্যে তু বিজ্জেষ্য মেরুমধ্য মিলাবৃতম্ ॥ ৩৩—৩৪ অ

আমাদিগের অধ্যুষিত এই জনপদের নাম হৈমবতবর্ষ বা ভারতবর্ষ। ইহার পর হেমকূটপৰ্বতসনাথ কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে নৈষধ বা হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর মেরুপৰ্বত সনাথ ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীলপৰ্বত-সনাথ রম্যকবর্ষ। তাহার উত্তরে শ্বেতপৰ্বত সনাথ হিরণ্ময়বর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষের উত্তরে শৃঙ্গবান্ পৰ্বতসনাথ উত্তরকুরুবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে তিনটিবর্ষ ও দক্ষিণে ৩ তিনটিবর্ষ। এই ছয়টি বর্ষের মধ্যস্থানে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে মেরুপৰ্বত অবস্থিত। সুতরাং এহেন মেরুপৰ্বতকে মহামতি তিলক কিপ্রকারে সূদূর উত্তর কুরুতে লইয়া যাইতে অধিকারী, তাহা শাস্ত্র প্রবীণেরাই ভাবিয়া দেখুন। উত্তরকুরুর পৰ্বতের নাম কি শৃঙ্গবান্ পৰ্বত নহে? ফলতঃ মেরুশব্দের সমতাবশতঃ মেরুপ্রদেশ ও ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরু-পৰ্বতকে কখনই এক ভাবা উচিত হয় নাই। আমরা তিলকের নিদ্রাভঙ্গের জন্ত এখানে সূর্যাসিদ্ধান্ত হইতেও কতিপয় বচনের অধ্যাহার করিব।

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বুনদময়ো গিরিঃ ।
 ভূগোলমধ্যাগো মেরুভয়ত্র বিনির্গতঃ ॥ ৩৪
 উপরিষ্টাৎ স্থিতাস্তস্মৈ সেন্দ্রাদেবা মহর্ষয়ঃ ।
 অধস্তাৎ অনুরা শুভং দ্বিমস্তোহন্যোন্মাপ্রিতাঃ ॥ ৩৫

ভূবৃত্তপাদে পূর্বশ্চাং যমকোটিতি বিক্রতা ।
 ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা ॥ ৩৮
 যামায়াং ভারতে বর্ষে লক্ষা তদ্বৎ মহাপুরী ।
 পশ্চিমে কেতুমালার্থে রোমকাথ্যা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৯
 উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্তিতা ।
 তশ্চাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যথাঃ ॥ ৪০
 ভূবৃত্তপাদবিবরা স্তাশ্চাত্তোক্তাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 তাভ্য শ্চোত্তরগো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ ॥ ৪১

ভূগোলাধ্যায় ।

পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থানে রত্নাধার স্বর্ণবহুল মেরুপর্বত, উহার উর্দ্ধতলে ইন্দ্রাদি দেবতা ও নিম্ন প্রদেশে অসুরগণ বাস করেন । ভূগোলকের চতুর্থাংশে পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ বা বর্তমান চীনে যমকোটী নগরী, দক্ষিণে ভারতবর্ষে মহাপুরী লক্ষা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে (তুরুষ্ক পারশ্ব ও অপোগস্থানে) রোমকপত্তন, উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ বা ব্রহ্মলোকে সিদ্ধপুরী বিরাজমান । তথায় গতব্যথ সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন । তাহারও উত্তরে মেরু প্রদেশ বা North Pole, তথায়ও দেবতারা বাস করিয়া থাকেন ।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল একটা মেরু পৃথিবীর মধ্যস্থলবর্তী পর্বতবিশেষ, অন্য মেরু পৃথিবীর শেষ উত্তরদিকস্থ জনপদবিশেষ, সুতরাং এতদুভয় কখনই এক হইতে পারে না । তিলক অতঃপরও বলিতেছেন যে—

We shall therefore, next quote the Mohabharata, which gives such a clear description of Mount Meru, the lord of the mountains, as to leave no doubt about its being the North Pole, or possessing the Polar characteristics. Page 69.

অতঃপর আমরা মহাভারতের একটা স্থান উদ্ধৃত করিব, যাহাতে আমরা মেরুপর্বতের একটি অব্যাহত বর্ণনা পাইতে পারিব । উহাতে লিখিত আছে যে মেরুপর্বত সকল পর্বতের রাজা, এবং উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর কুরুতে সমবস্থিত । অথবা উহাতে অন্ততঃ উত্তরকেন্দ্রের কতক ধর্ম বিদ্যমান । ইহা বলিয়াই তিনি বনপর্বকের ১৬৩ ও ১৬৪ অধ্যায়ের এই কয়েকটি শ্লোকের অধ্যাহার করিয়াছেন—

এনং অহরহমেরুং সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধ্রুবম্ ।

প্রদক্ষিণ মুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন ॥ ৩৭

জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্বাণ্যনঘ ! সর্ষতঃ ।

পরিযাস্তি মহারাজ ! গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৮ — ১৬৩ অ

শ্বতেজসা তস্য নগোভ্রমস্য

মহৌষধীনাং চ তথা প্রভাবাং ।

বিভক্তভাবো ন বভূব কশ্চিৎ,

অহোনিশানাং পুরুষপ্রবীর ॥ ১১

বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং

সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ । ১৩—১৬৪ অ

বোধে মুদ্রিত মহাভারতে এই শ্লোকসমূহের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭, ২৮ ও ৮ এবং ১৩। যাহা হটক, এই শ্লোকগুলির অধ্যাহার করিয়াও মহামতি তিলক যে কোনও লাভবান হইতে পারিয়াছেন, আমরা একরূপ মনে করি না। কেন না চন্দ্রসূর্য্য প্রতিদিন মেরুপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ মেরুপর্ব্বত যে উত্তরমেরুর নহে, তাহা ধ্রুবই। কেননা তথায় ছয়মাস অন্তর সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, পরন্তু অহরহ নহে। তৎপর কি ইলাবৃত্ত কর্ব বা কি উত্তর কুরু কোনও স্থানের কোনও পর্ব্বতকেই চারি কোটি আঠারলক্ষ ক্রোশ দূরের সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। ইহা ও উদয়াচল এবং অস্তাচল প্রসঙ্গ পুস্তির গল্প মাত্র। এই Mythe বা পৌরাণিক কেছার সাহায্যে তিলক ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। যদি ইহা পৌরাণিক কেছা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই চন্দ্র ও সূর্য্য মাহুয, জ্যোতির্গণ ও মাহুয। অজিনন্দন চন্দ্র, অদিতিনন্দন সূর্য্য এবং নক্ষত্র নামা দেবগণ আপনাদের আবাসক্ষেত্র মেরুপর্ব্বতে প্রতিদিন ভ্রমণ করিতেন, ব্যাসদেব তাহাই বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উত্তরকুরু পঞ্চম অমৃত বলিয়া বিবৃত। তথায় সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। উক্ত উত্তর কুরুতে সূর্য্য কি ভাবে উদ্ভিত ও অন্তমিত হইয়া থাকে তাহা বলিতে যাইয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন যে—

স যাবৎ আদিত্য উত্তরত উদেতা

দক্ষিণতঃ অন্তমেতা বিস্তাবৎ

উর্দ্ধং উদেতা অর্কাক্ অন্তমেতা ।

সূর্য্য উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অন্ত গমন করে, আবার দ্বিতীয়বার উর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অন্তমিত হইয়া থাকে ।

এখানে মেরুপর্ব্বতের নামগন্ধও নাই, মেরুর প্রদক্ষিণপ্রসঙ্গও সুদূরপাশ্বে । তবে আমরা এরূপ প্রমাণও পাইয়াছি যে উত্তরকেন্দ্রে সূর্য্য ঠিক কুস্তকারচক্রের স্তায় ভ্রমণ করে । যাহা হউক এ সকল পুস্তির গল্পঘারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাই আমরা তিলকের এ মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না । তৎপর তিনি ১৬৪ অধ্যায়ের ১১ ও ১৩শ (৮ম ও ১৩শ) শ্লোকের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহাও অব্যাহত বস্তু বলিয়া অনুমোদন করিতে অসমর্থ । তিনি বলিতেছেন যে—

Later on the writer informs us :—“The mountain, by its lustre, so overcomes the darkness of night, that the night can hardly be distinguished from the day.” A few verses further, and we find, the day and the night are together equal to a year to the residents of the place. Page—69.

কিন্তু আমরা মনে করি শ্লোকদ্বয়ের প্রকৃতার্থ ইহা নহে । উহাদের তাৎপর্য্য এই যে—

হে পুরুষ প্রবর! সেই নগোস্তমের তেজে ও তদ্রূপ মহৌষধি সকলের প্রভাবে তথায় অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না । অর্জুনবিরহে সেই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের একদিন ও একরাত্রি যেন এক এক বৎসরের তুলা বোধ হইতেছিল ।

বলিতে পার, এখানে “অর্জুনবিরহ” আসিল কোথায় হইতে, মূলে তাহা নাই ? আছে বই কি, তিলক শ্লোকটির একাঙ্গ উদ্ধৃত করাতেই সে কথাটা কাহার মনে জাগিতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই । পূর্ণ শ্লোকটি এই—

দৃষ্ট্বা বিচিরাণি গিরৌ বনানি,

কিরীটিনং চিন্তয়তা মভীক্ষম্ ।

বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং

সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ ॥

গিরৌ তস্মিন্ পরন্তে বিচিহ্নাণি বনানি চিত্তবিনোদনকরাণি কাননানি
দৃষ্টা অপি অভীক্সং নিয়তং কিরীটিনং অর্জুনং চিত্তয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং
রাত্রিঃ দিবসশ্চ সংবৎসরেণ সমানরূপ এব বহুব। বিরহশ্চ দুর্কহত্বাদিতি
ভাবঃ। ফলতঃ ইহা “বৎসর ত্রিলেকে, প্রলয় পলকে, কেমনে বাঁচবে বালা”
কবিতার গায় অতিশয় উক্তি মাত্র।

আর প্রথম শ্লোকে যে অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না বলা হইয়াছে
তাহার দ্বারাও কেহ একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে তবে বুঝি উহা
উত্তরকুরু কথার। বস্তুতঃ সেই মেরুপর্বতে এমন সকল মহৌষধি ছিল,
যাহার আলোকে রাত্রিও দিনের মতন আলোকিত হইত। কালিদাসও
কুমারসম্বৎসরে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বনে চরাণাং বনিতাসথানাং

দরীণ্ণহোংসঙ্গনিষক্ৰভাসঃ

ভবন্তি যত্রৌষধয়োৰজ্জগাং

অতৈলপুরাঃ সুরত প্রদীপাঃ ॥ ১০—১ম সর্গ

অতঃপর তিলক বেদে যে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার কথা বিবৃত আছে,
তাহার উল্লেখ কবিয়া বলিতেছেন যে, একমাত্র উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র ভিন্ন
এদৃশ জগতের আর কোথাপি (দক্ষিণ কেন্দ্রেও হইতে পারে) হইতে পারে না।
সুতরাং ঋগ্বেদে যখন এবিষয়ের বিস্তৃত বিবৃতি রহিয়াছে, তখন উত্তরকেন্দ্রই
মানবের আদি জন্মভূমি।

The Rig Veda, we have seen, does not contain distinct
references to a day and a night of six months' duration,
though the deficiency is more than made up by parallel
passages from the Iranian scriptures. But in the case of the
dawn, the long continuous dawn with its revolving splen-
dours, which is the special characteristic of the North Pole
there is fortunately no such difficulty. Page 80—81.

আমরাও সর্কাস্তঃকরণে তিলকের এই কথার সমর্থন করিয়া থাকি। তিনি
আপন মতের সমর্থনক্রমে ঋগ্বেদহইতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষাঘটিত প্রায়
২০।২৫টি মন্তের অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহাও নিশ্চয়মুজ্বল জ্ঞান

করি। কে না স্বীকার করিবেন যে, উত্তরকুরুতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল ও এখনও রহিয়াছে? কিন্তু তাহাতে সেই উত্তরকুরুর আদিজন্মগেহে কিরূপে সিক হইতে পারে, আমরা তাহা অবগত নহি। উত্তরকুরুতে যে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে তাহাও আমাদের পূর্বপিতামহগণ জানিতেন, তথায় যে অরোরা বরিয়ালিস (Aurora Borealis) রাত্রিতে আলোকের কাজ করিত তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন (রামায়ণ কিঙ্কিকাণ্ড ৭৩ সর্গ শেষ দেখ) এবং দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার সহিতও তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। কেন? তাঁহারা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে সদাসর্বদাই যাতায়াত করিতেন। তাঁহারাই হয় তথায় বসিয়া, না হয় তথা হইতে ভারতে আসিয়া উষা বৈদিক-মন্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন। অগ্নিদেব উষার সমাহারেই ঋগ্বেদের দেহপুষ্টি করেন। যদি তিলক জানিতেন যে বেদ মানুষের প্রণীত, ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পদ, তাহা হইলে তিনি এই সকল বিষয়ের উপর এত নির্ভর করিতেন না। পক্ষান্তরে সাম ও যজুর্বেদে এই সকল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গই নাই। অথচ সামবেদই সেই দেবলোকের বস্তু ও জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মহাপুরাণ। এখানে সামাজিকগণ আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখিবেন যে ঋগ্বেদে অল্পক্ষণস্থায়িনী উষার কথাও বহু মন্ত্রে রহিয়াছে—

এতা ত্যা উষসঃ প্রতিযন্তি মাতরঃ । ১—৯২ সূ—১ম

তত্র সায়ণ ভাষ্যং—ত্যা এতা উষসঃ প্রতিযন্তি প্রতিদিনং গচ্ছন্তি । দত্তজ—
মাতৃগণ (উষা) প্রতিদিবস গমন করেন।

পুনঃ পুনর্জায়মানা । ১০--ঐ

তত্র সায়ণভাষ্যং—পুনঃ পুনর্জায়মানা প্রতিদিবসং সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং
প্রাদুর্ভবন্তী । দত্তজ—উষাদেবী দিনে দিনে সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

বিষা সৃজতি সমনং ব্যথিনঃ

পদং ন বেতি ওদতী ॥ ৬—৪৮ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—যা দেবতা সমনং সমীচীনচেষ্টাবস্তঃ পুরুষং বিসৃজতি
শ্বেয়রতি । কিন্তু উষা অর্থিনঃ যাচকান্ বিসৃজতি ওদতী উষা দেবতা পদং
স্থানঃ ন বেতি কাময়তে উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতি । দত্তজ । হে উষে তুমি
অধিকক্ষণ অবস্থান কর না।

আমরা এইরূপ আরও শত শত মন্তব্যেরা অল্পকালস্থায়িনী উষার নিকাশ দিতে পারি। এখন কি আমরা বলিব যে দেশে উষা অল্পকণ থাকে, সেই জনপদই মানবের আদি জন্মভূমি? ফলতঃ তিলকের এই উক্তি সর্বথাই অধৌক্তিক বলিয়া আমরা ইহার অগ্রসূচনে কান্দু থাকিলাম। অতঃপর আমরা তিলকের হিমপ্রলয়ের কথা বলিব। তিনি বলিতেছেন যে—

Dr. Warren in his interesting and highly suggestive work the Faradise found the cradle of the Human Race at the North Pole has attempted to interpret ancient myths and legends in the light of modern scientific discoveries and has come to the conclusion that the original home of the whole human race must be sought for in regions near the North Pole. My object is not so comprehensive. I intend to confine myself only to the Vedic literature and show that if we read some of the passages in the Vedas, which have hitherto been considered incomprehensive, in the light of the new scientific discoveries, we are forced to the conclusion that the home of the ancestors of the Vedic people was somewhere near the North Pole before the last Glacial epoch.

Page—6—7.

তিলক এখানে প্রকারান্তরে মহামতি ওয়ারেন সাহেবকে প্রমাণ স্থলে ঋড়া করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোনও ঋষি বা সাহেবের নামে দশায় পড়িবার নহি। যদি তিলক ওয়ারেন সাহেবের সমাহৃত প্রমাণাবলীদ্বারা North Pole এর আদিগেহস্থ সমর্থিত করিতে পারিতেন, তবে আমরা তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদ বা আমাদিগের অস্তান্ত্র গ্রন্থে হিমপ্রলয়ের কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই যে সেই হিমপ্রলয়ের স্থানকে আদিগেহ স্থাবিতে হইবে, এরূপ কোনও হেতু দেখা যায় না। যদি কোনও বেদমন্ত্র বা শাস্ত্রবাক্য বলিতেন যে, আমাদিগের আদিপিতৃভ্রামতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি ছিল, দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল, হিম প্রলয় ছিল, তাহা হইলে আমরা তিলকের মতের সমর্থন ও অগ্রমোদন নতশিরেই করিতাম। কিন্তু সেরূপ কোনও কথা কোনও ঋষিই বলিয়া যান নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

বাবরাজে প্রদেশে তু মৈজেরাবহিত্তো ঋষঃ ।

করমারাতি তাবৎ তু ভূমেরাসুত-সম্পূবে ॥ ২২—৮ অ—২ অংশ

তত্র শ্রীধরস্বামী—ভূতসংগ্রহরূপঃ যঃ অন্তঃপ্রলয়ঃ ভূতপর্ধ্যন্তম্ ।

হে মৈজের ! যে প্রদেশে মহারাজ ঋষ অবস্থিত ছিলেন, ভূতসম্পূব বা প্রলয়বিশেষ উপস্থিত হইলে সেই সকল স্থান করপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ইহাই হিমপ্রলয় । পুরাণে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক এক লোক ভূবার প্রাবনে প্রাবিত হইলে লোকসকল নিকটবর্তী ব্রহ্মলোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । মহাভারতেও এরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ।

যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চ যন্ মালাবানধ ।

মহারাজত সঙ্কশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ২৯

ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সর্কৈ সর্কৈ সর্কৈষু সাধবঃ ।

রক্ষণার্থং তু ভূতানাং প্রবিশন্তে দিবাকরম্ ॥ ৩৩

আদিত্যতাপতস্তান্তে বিশস্তি শশিমণ্ডলম্ ॥ ৩২—৭অঃ, তীয়পর্ক ।

অর্থাৎ ভদ্রাশ্ব বর্ষ বা চীনদেশস্থ মালাবান্ পর্বত একাদশ সহস্র যোজন বিস্তৃত । তদেশীয় লোক সকল রাজতবৎ শুভ্রবর্ণ, তাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে তথায় আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম সাধু । কেহ কেহ বা মহর্ষি সূর্য্য দেবের জনপদে প্রবেশ করেন, কেহ কেহ বা তথায় থাকিতেও সমর্থ না হইয়া মহারাজ চন্দ্রের জনপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।

ইহা প্রকৃত কথা । হিমপ্রলয়ে লোক সকল বহবার ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক যাইতে বাধ্য হইয়াছেন । প্লাভনিকগণও এই ব্রহ্মলোক হইতে হিম-প্রলয়বশতঃ কশিয়ার গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও উক্ত ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুর আদিগেহস্থ নির্বৃত্ত হইতে পারে না । আমরা পঞ্চনদহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছি । এখন যদি কোনও বাঙ্গালী কোনও কারণে বিপদগ্রস্ত হইয়া কান্দে, অবসাদী, শুভ্রাট বা উক্ত পঞ্চনদে আবার গমন করেন, তাহা হইলে যেমন বঙ্গদেশকে আদিম নিবাসভূমি ঘনিষ্ঠা গণনা করা যাইবে না, তদ্রূপ পিতৃভূমির যৌকেরা কোনও কারণে ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুতে যাইয়া বাস করায় পর হিমপ্রলয়ে ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ভদ্রাশ্ব বর্ষ, কেতুমানবর্ষ বা ইন্দ্রাকৃত

বর্ষে পুনরাগমন করিলে ত্রিলোককে প্রকৃত আদিম পিতৃভূমি বলা যাইতে পারিবে না। স্মৃতরাং তিলক উত্তর কুরু আদিগেহত্বস্বক্কে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও অমূলক। কোনও বেদের কোনও মন্ত্র বলে নাই যে উত্তর কুরু মানবের আদি জন্মভূমি বা পিতৃলোক।

অতঃপর আমরা মহামতি William F. Warren সাহেবের মতের খণ্ডনে প্রয়াস পাইব। তাঁহার গ্রন্থের নাম—

Paradise Found

এবং তিনি বলিতেছেন যে,—“The Cradle of the Human race at the North Pole.” অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। তিনি পৃথিবীর নানা জাতির মত উদ্ধৃত করিয়া পরে আপন মতের সমর্থন জন্য বহু বাজে কথা বলিয়াছেন, আমরা বাহ্যিক বোধে সে সকল কথার অবতারণা করিলাম না, ঐ সকল কথার কোনও মূল্য আছে বলিয়াও মনে হইল না। ফলতঃ যে দেশের লোকদিগের কোনও প্রকার প্রাচীনতম ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থ নাই, অর্থাৎ গ্রীস, রোম, মিশর, পেলেটাইন ও বেবেলিয়ন যাহাদিগের একমাত্র পুঁজি, আমরা কি প্রকারে তাঁহাদিগের একমাত্র প্রমাণশূন্য অনুমানে নির্ভর করিব? যখন প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই মানবের আদি জন্মভূমির অস্তিত্ব, স্বরূপ ও অবস্থান বিন্দু নির্ণীত হইবার নহে, তখন আমরা প্রাচীন যুগের প্রকৃত ইতিহাস বেদের মন্ত্রভূমি পাশ্চাত্য জনপদবাসীদিগের মুখের কথায় কেমন করিয়া সায় দিব? ফলতঃ যাহাদিগের কোন গ্রন্থেই “পিতা” “পিতৃলোক” বা “পিতৃভূমি” শব্দের কোনও সমাবেশই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারা বা কেমন করিয়া কেবল অনুমান বলে আদি জন্মভূমির তত্ত্বনির্ণয়নে সমর্থ হইবেন? ফলতঃ তাঁহারা যাহাকে Prehistoric সময় বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা বৈদিক যুগের পূর্বের যুগ, বৈদিক যুগ নহে। আমাদের বৈদিক যুগই প্রকৃত ইতিহাসের লীলাভূমি। যাহার সঙ্গেই বেদ ছাড়িয়াছেন, বা গড়িয়াও উহার প্রকৃত তাৎপর্য হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়েন নাই, তাঁহাদিগের কোনও কথারই কোনও প্রকৃত মূল্য নাই। মহামতি তিলকও বেদ ছাড়িয়া ওয়ারেন প্রকৃতি সাহেবদিগের মতে মত দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন।

উত্তর কেন্দ্রে কোনও দিন মানুষ ছিল বা অগ্নিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। কোনও দেশের কোনও শাস্ত্রেও উত্তর কেন্দ্রে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দেশ করে না। জগতের অতি প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণও উত্তর কুরু অস্তিত্বপরিখ্যাপন ও তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া নির্দেশ করিলেও (৪৩ সর্গ—কিঙ্কাকাণ্ড শেষ) উহাতে ইহাই বরং রহিয়াছে যে—

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামুত্তরেণ বঃ ।

অভাস্করম মৰ্যাদং ন জানীম স্ততঃ পরম্ ॥

অর্থাৎ হে বানর-চমুগণ ! তোমরা কখনই উত্তর কুরুর উত্তরে (সুতরাং উত্তর কেন্দ্রে) গমনচেষ্টা করিও না। কেননা তথায় সূর্য উদিত হয় না এবং উহার সীমাও কেহ জানে না।

কেন উহার সীমা অজ্ঞাত ? যেহেতু সেই পুরাতন যুগেও কেহ উত্তর কেন্দ্রে যাইতে সমর্থ হয় নাই, অত্যাপি সমর্থ হইতে পারে নাই। পারিলে পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশের গ্রন্থে উহার কিছু না কিছু বিবৃতি থাকিতই ; রামায়ণও উহার স্বরূপনির্দেশবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন না। তবে ইহা পরিজ্ঞাত সত্য যে উত্তর কুরুতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বাস করিতেন, উহা একদিন জগতের আদর্শ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াও স্বীকৃত ছিল। আমরাও ভারতহইতে তথায় যাইয়া দেবনাগরী অক্ষর লিখিতে পড়িতে শিখিতাম, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালী অবগত হইতাম ও ব্রহ্মার লিখিত বেদাধারন করিতাম। কিন্তু তাহাতেও উক্ত উত্তর কুরুর আদিগেহত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মাদি দ্বাদশ আদিত্যের জন্মভূমি আদি ব্যোম মঙ্গলিয়া বা ইলাবৃত্ত বর্ষ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সাধ্যগণ সেই আদি ব্যোমহইতেই উত্তর কুরুতে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তথায় মহাহিম-প্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদির অনন্তরবংশীয়েরা কেহ কেহ সেই উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। তাই মহাভারত ও পুরাণ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ষে

কিন্তু এতাবত। এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে না যে এই ব্রহ্মলোকই আদি গৃহ। কেননা ব্রহ্মাদি দেবগণ যে আদিগেহ ইলাবৃত্ত বর্ষ ছাড়িয়া

উভয় কুরুতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইলাকৃতবর্ষই যে তাঁহার ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রভৃতির জন্মভূমি, তাহা আমরা ইহার পূর্বেও বলিয়াছি ও পরেও প্রসঙ্গতঃ বলিব। ষায়া হউক মহামতি ওয়ারেন চীনদিগের গ্রন্থ হইতে এই মতের অধ্যাহার করিয়াছেন—

“Among the Chinese we find a similar celestial mount, the mythical Kewen-lun. It is often called simply ‘The Pearl Mountain.’ On its top is Paradise, with a living fountain, from which flow in opposite directions the four great rivers of the world. Around it revolves the visible heavens; and the stars nearest to the Pole, are supposed to be the abodes of the inferior gods jand enii. To this day, the Tanists speak of the first person of their trinity as residing in “the metropolis of Pearl Mountain,” and addressing him turn their face to the northern sky. P. 128

আমরা চৈনিকগণের এই মত অবগত হইয়া কিছুই বিস্মিত হইলাম না। ইহা আমাদেরই শাস্ত্রের লেজামুড়া বাদ দেওয়া মূল কঙ্কালবিশেষ। চৈনিকেরা ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান ও ভারতের ভ্রাত্য-কত্রির। নেপাল তাঁহাদিগের আদি চীনদেশ ও পৈতৃক সাম্রাজ্য, স্মৃতরাং তাঁহারা নূতন মত কোথায় পাইবেন? তবে বাইবেলের দেশ পেলোষ্টাইন (পল্লীস্থান) ও বালী (বরাহ) দ্বীপের লোকেরা ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান হইয়াও যেমন ভারতীয় শাস্ত্রের অনেক কথা ভুলিয়া বাইবেল ও কবিভাষ্যের গ্রন্থে অনেক বিকৃত বা অতিরঞ্জিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্রূপ ভূতপূর্ব ভারত-সম্ভান চীনগণও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্তু ঠিক একই আছে।

উহাদের মুক্তার পর্বত আমাদের কনকরত্নময় মেরু পর্বত এক ভিন্ন ছই নহে। উহারাও আমাদের আদিস্বর্গবিহারিণী মন্দাকিনী, চক্ষুঃ, ভদ্রা ও সীতানদীকে লক্ষ্য করিয়া চারি নদীর কথা বলিয়াছেন।* যথা—

* মহাকাবি হোমরও এই হিন্দুর চারি নদীর কথা অবগত ছিলেন না—

Finally identifying the place beyond all question, we have the Eden “fountain”, whose waters part into four streams, flowing each in opposite directions. Illiod...P. 230.

বিকুপনী বিকুপনাং নির্গতা চতুর্ভা স্তাং । ৩৬

সীতাখ্যা ভদ্রাখং সা অলকনন্দাশ্চ ভারতবর্ষম্ ।

চক্ষুশ্চ কেতুমালং ভদ্রাখ্যা উত্তরকুরুন্ যাতা । ৩৭— ভুবনকোষ ।

এবং উহারাও আমাদের পাদগম্য স্বর্গের স্তার আপনাদের স্বর্গকে পাদগম্য দৃশ্য ও নরদেবগণের আবাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করিতে বিশ্বত হইয়া নাই। এবং উহাদের দেবত্রিতয় ও আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও এক ভিন্ন হই নহে। এবং মেরুপর্বত ও মুক্তাপর্বতের নিবাসিগণও তুল্যভাবে সেই অপরমেশ্বর (inferior gods) নরদেবগণ। এবং আমরা যেমন নক্ষত্রো-পাখিক দেবগণকে (যেমন শনি, বুধ, বৃহস্পতি) স্বর্গবাসী বলিয়া জানি, চীনেরাও তাহাই জানিতেন ও জানেন। এবং আমরা যেমন আমাদের আদি নিবাস পিতৃভূমি আকাশকে (মঙ্গলিয়াকে)

“পিতৃগাং স্থানমাকাশং

দক্ষিণা দিক্ তথৈবচ ।” পরাশর ।

ব্রাহ্মিক্রমে শূণ্ডে চড়াইয়া দিয়াছি, উহারাও তাহাই করিয়াছেন। আমরা যেমন আমাদের দেবভূমিকে আমাদের উত্তরস্থ বলিয়া জানি, তদ্রূপ চীনেরাও অবগত রহিয়াছেন। কিন্তু ওরারেন সাহেব যে চীনগণের দৃশ্য heavens অথবা স্বর্গকে—

nearest to the Pole

উত্তর কেন্দ্রের নিকটতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এখানে চীনদিগের কথাগুলি চৈনিক ভাষায় বর্ণিত আছে, তাহা অবিকল তুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। সাহেবেরা হিন্দুর বেদাদি ও পারশীকদিগের জেন্দাভেস্তার যে অমুবাদ করিয়াছেন, তদ্বৃষ্টে আমরা উহাদের চৈনিক ভাষায় অমুবাদকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে সাহসী হইতে পারি না। ফলতঃ জেন্দার মৌরুকে হিন্দুর মেরুপর্বতের সহিত অভিন্ন জ্ঞান না করিয়া উহাকে মার্ত ঠাহরিয়া এবং জেন্দার

Aryanom Vaiejo

কে সাহেবেরা অভৌগোলিক স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের নিরাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক ওয়ারেন চৈনিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া বরং আমাদিগের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রের আদিগেহন্ধের মতের নহে। চীনদের আদি নিকতনেরও একটা নদী উত্তরবাহিনী। যদি উত্তর কেন্দ্র আদি গেহ হয়, তাহা হইলে তাহার আবার উত্তর কোথায়? ও তাহার উত্তরে নদীই বা যাইবে কোথায় বহিয়া? মহামতি ওয়ারেন স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

“The question is answered the moment we say that in the Hindu conception and tradition man proceeded from Meru. His Edenland was Ilavrita. It was therefore at the Pole. P. 151.

হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও প্রবাদসমূহ ইহাই বলে যে মনুষ্যগণ মেরুহইতে চারি দিকে গিয়াছে এবং তাহাদের ইদেন বা আদি নিকতন ইলাবৃত। সূতরাং ইহা উত্তর কেন্দ্রে হইতেছে।

কিন্তু আমরা ওয়ারেনের সকল কথায় সায় দিতে পারিলাম না। আমরা যে আদি স্বর্গ মেরু পর্বত বা আদি দেবলোকে হইতে চলিয়া ভারতাদিতে আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা—

“স এষ পর্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ”

“দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্গে।” বায়ুপুরাণ।

এবং আমাদিগের আদি জন্মভূমি মেরুপর্বতের সান্নিদেশ যে ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়াহ), তাহাও অতি প্রকৃত সংবাদ

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্। বায়ু

কিন্তু সেই মেরুপর্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ, উত্তরকেন্দ্রবিহারী নহে, উহা মনুষ্য দেহে নাভির স্থায় আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত! ওয়ারেন মেরু শব্দে উত্তর মেরু বুঝিয়া এই প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়াছেন। ফলতঃ উত্তর কেন্দ্রে ইলাবৃতবর্ষ নামে কোনও জনপদ ছিল না, নাই ও থাকার কথাও জানা যায় না। তবে যখন “আরঃ” বা আরাল হ্রদ অপার বিবেচিত ছিল, আটলাণ্টিকের স্থায় উহারও পার নাই বলিয়া বিশ্বাস করা হইত, তখন হিন্দুরা এমন কি সমগ্র বৈদিক ঋষিরা উক্ত ইলাবৃতবর্ষকেই পৃথিবীর উত্তরবেদী বা শেষ উত্তর সীমা বলিয়াই জানিতেন—

ইলা যজুস্তরবেদী

কিন্তু উহা উত্তর মেরু নহে, পরন্তু উত্তর মেরুহইতে প্রায় ৬ মাসের দক্ষিণে অবস্থিত। ওয়ারেন কেমন করিয়া ইলাকে উত্তর কেন্দ্রে লইয়া গেলেন? তিনি আপন মতের সমর্থনজন্য যে বিকৃত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে ইলাবৃত্তবর্ষ এশিয়ার মধ্যস্থলে, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রে নহে।

কিন্তু হিন্দুরা কোনও দিনই সমগ্র গোলার্ধে এই নয়টি বর্ষের অবস্থিতি নির্দেশ করিয়া থাকেন না। এই নয়টি বর্ষ বা ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, ভূপঃ ও সত্যম্ এই সাতটি লোক লইয়া মাত্র আশিয়া মহাদেশ পরিগণিত, পক্ষান্তরে সমগ্র আফ্রিকা ও সমগ্র ইউরোপ এবং সমগ্র আশিয়া পূর্ব গোলার্ধের অন্তর্গত। বায়ুপুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে যে—

বেতুর্ধ্বং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে ॥ ৩২

ভয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্ ।

ভত্র দেবগণাঃ সর্বে গন্ধর্কোরগ রাক্ষসাঃ ।

শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্পরসাং গণাঃ ॥ ৫৫

স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ ।

চত্বাধে যস্ত দেশা বৈ নানাপার্শ্বেষধিষ্টিতাঃ ॥ ৫৬—৩৩ অঃ

অর্থাৎ উত্তর বেদী বা ইলাবৃত্ত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ এবং উত্তরে রম্যক বর্ষ, হিরণ্ময় বর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষ। এই ছয়টি বর্ষের মাঝখানে ইলাবৃত্ত বর্ষ, উক্ত ইলাবৃত্ত বর্ষের আবার ঠিক মধ্যস্থলে মেরু পর্বত। এই মেরু পর্বতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু গভূতি দেবগণ, গন্ধর্ক, নাগ, রাক্ষস ও অঙ্গরোগণ বাস করেন। এই মেরুপর্বত উক্ত ছয়টি বর্ষ ও কেতুমাল এবং শুক্রাশ্ব এই আটটি বর্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত। এবং এই মেরুপর্বতই

ভূত ভাবনঃ

ভূতানাং সর্গ প্রাণিনাং ভাবনঃ উৎপত্তিস্থানম্ ।

যহুস্ত, পশু ও পক্ষি-প্রভৃতি সকল প্রাণীর আদি উৎপত্তি স্থান। উহার উত্তরে (রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরুবর্ষ), দক্ষিণে ভারতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ, পূর্বে শুক্রাশ্ব বা চীন এবং পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ বা তুরুক, পারস্য,

অপোগ হান। ইহার মধ্যে, ইলাবৃত, হরি ও কিশ্কিন্দবর্ষ লইয়া “স্বঃ” বা আদি বর্ষ ও রম্যক, হিরণ্য ও উত্তরকুরুবর্ষ লইয়া “ত্রিদিব” পরিকল্পিত। এই ত্রিদিব, স্বঃ, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষকে মেরুপর্বতের পার্শ্বস্থ প্রদেশ-চতুষ্টয় বলা হইয়াছে।

আমরা আমাদের কথাগুলি বুঝাইবার জন্য এট প্রথমে পূর্ব গোলাচর্কের একটি পূর্ণ মানচিত্র সন্নিবেশিত করিলাম, উহাতে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং নববর্ষ বা সপ্ত দেবলোক ও সীতা প্রভৃতি নদীচতুষ্টয়সম্বিত এশিয়ার প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

সুতরাং পূর্বত মেরুকে উত্তর মেরুতে লইয়া যাওয়াতে জানা গেল মহামতি ওয়ারেন আমাদের পুরাণের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন নাই। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

“How strange that Linerment could have written the following, and still have imagined that the true primeval Eden of the Hindu was anywhere else than at the terrestrial Pole. P. 151.

ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে মহামতি লিনারমেন্টের মতন পণ্ডিত ব্যক্তিও ইহা লিখিয়াছেন ও এখনও এই মতের পোষণ করিতেছেন যে হিন্দুদিগের আদি নিকেতন অল্প যে কোনও স্থানেই হউক, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রে নহে।

আমরা কিন্তু বলিতে বাধ্য যে লিনারমেন্টের কথাই বরং সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার কথায় ওয়ারেন সাহেবের বিন্মিত হইবার কোনও হেতুই নাই। কি হিন্দু বা কি অন্যান্য জাতি, কোনও মনুষ্যেরই আদি নিকেতন উত্তর কেন্দ্রে নহে। এ বিষয়ে লিনারমেন্ট সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ওয়ারেন পুনরায় বলিতেছেন যে—

“He says, “In all the legends of India the origin of of mankind is placed on Mount Meru, the residence of the gods, a column which unites the sky to the earth. At first sight, on reading the discription of Mount Meru furnished by the Purans, it appears over-charged with so many purely mythological features that one hesitates to believe that it has any basis in reality. P. 152.

উত্তরকৈবল পিতৃভূমি

লিনারমেন্ট ইহাও বলেন যে, "হিন্দুদিগের বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ইহাই যে, মেরু পর্বত সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন। যে মেরুপর্বতে দেবতারা বাস করেন ও যে পর্বতশ্রেণী অত্রহব-শেখর"। কিন্তু পুরাণকারেরা মেরু যে অস্বাভাবিক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিই উহাতে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

এই আশ্রয় পুরাণের অতিরঞ্জিত অংশে কোনও দিন আস্থা-প্রদর্শন করিয়া থাকি না। কিন্তু উহার প্রকৃত ঐতিহ্যে কেন বিশ্বাস করা হইবে না? মেরু পর্বত সোখা দিয়া প্রকৃত, ইহা বচনের প্রকৃত অর্থ নহে, উহার অর্থ মেরু পর্বত স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের আকর ভূমি। উহার দৈর্ঘ্যাদি সম্বন্ধেও আমরা অনাস্থাবান, কিন্তু ঐ নামের একটি পর্বত যে ইলাবৃত্ত বর্ষে ছিল ও এখনও রহিয়াছে, তথায় যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করিতেন তাহাতেও কি আস্থা প্রদর্শন করিতে হইবে? একজন যাত্রাবী পুরাণ লিখিয়াছেন—

"In the navel, or middle of Jambu-dvipa is the golden Mount Mern. The writers of Purans, who gave such wonderful account of the universe were guided by their fancy. They framed marvellous stories, fit only, like fairy tales, for the amusement of children.

কিন্তু বাইবেলবিনোদী খৃষ্টান মহাশয় যে কেমন করিয়া বাইবেল সলাহ:করণ করার পরও পুরাণের বর্ণনাতে এত অকৃতি প্রদর্শন করিলেন ইহাই ভাবিবার কথা। পুরাণ গুলি বাইবেল হইতেও পুরাতন, সুতরাং উহাতে এরূপ অত্যাতিরিক্ত অবতারণা থাকিবে না কেন? মূলা-সিনার পর্বতে খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, মহাপ্রভু উহার আশ্রয় দিয়া মূষাকে পাখির বচন খুদিয়া দিয়াছিলেন, ঈশ্বর রোপের আড়ালে বাঘের মতন লুকায়িত থাকিতেন, এগুলি কি পুরাণের বর্ণনা অপেক্ষা ততোধিক অবিবাস্য পর্বত নহে? অবশ্য মেরু দৈর্ঘ্যবিত্তার ও প্রস্তাবের বর্ণনা অতীব অত্যাতিরিক্ত। কিন্তু মেরু পর্বত যে একটা প্রকৃত পদার্থ, উহা যে ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভবন, তাহা কি ভূতপূর্ব ভারতমহাদেশে প্রকৃত জাতিও বাস করিয়া থাকেন না? ওয়ারেন স্ট্রীটের লিখিয়া যানবাহি যে—

In Mount Meros we have only the Greek form of Meru, as long ago shown by Creuzer. The one is the navel of the Earth for the same reason that the other is. Egyptian Meroe (in some Egyptian texts mer, in Assyrian merukh or Merukha), the seat of the famous oracle of jupiter Ammon, was possibly named from the same "World Mountain" This would explain the passage in Quintus Curtius, which has so troubled commentators, wherein the object which represented the divine being is described as resembling a navel set in gems." P. 236

বহুদিন পূর্বে ক্রুজার সাহেব দেখাইয়া গিয়াছেন যে গ্রীকদিগের সাহিত্যেও একটা মেরোস পর্বতের সম্বন্ধে আছে, যাহা হিন্দুদিগের মেরুর সহিত অভিন্ন এবং উক্ত উভয় দেশেই একই অভিপ্রায়ে উক্ত মেরুকে পৃথিবীর নাভি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মৈশরগণও একটা মেরেই বা মার এবং এসেরিয়ানগণও একটা মেরুখ পর্বতের নাম লইয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগের সকলেরই বিশ্বাস যে উক্ত পর্বতহইতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দৈববাণী শুনাইয়া থাকেন। সুতরাং কাব্যতঃ সর্বত্রই মেরুপর্বতের অস্তিত্ব সমভাবে স্বীকৃত হইত। কুইণ্টাস কারটিয়ানের গ্রন্থেও ঐ ভাবের কথা রহিয়াছে। এবং টীকাকারগণ ব্যাখ্যাবিষয়ে নানা কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও ইহা স্থির হইতেছে যে উক্ত মেরুপর্বত দেবগণের আবাসস্থান এবং উহার নাগাসুর নাভি এবং উহা নানাজাতি মাণিক্যের আকরভূমি। সুতরাং হিন্দুরা মেরু পর্বত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। যাহাউক ওয়াংগের স্থানান্তরে বলিতেছেন যে —

A similar illustration of the power of a wrong prepossession is given us in the illustrious Carl Ritter, who after expressly declaring that "the numberless Purans and their most diverse interpretations by the Pandits teach that Meru is the middle of the earth, and itself literally designates its centre and axis, thereupon in the coolest manner imaginable proceeds to identify the same sacred height with the mountains of Central Asia, P. 153.

কিন্তু আমরা ইহাতে কার্ল রিটার সাহেবের কোনও দোষই দেখিতে পাইতেছি না। প্রত্যেক পুৰাণ ও বামাগণ মহাভারত মেরু পর্বতকে পৃথিবীর অথবা এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থানবর্তী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং কার্ল রিটার পুরাণাদি পাঠ করিয়া কেন তাহা বলিবেন না? পুরাণে অবশ্যই অনেক বাজে কথা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি মেরুপর্বতের অবস্থান বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা পবমার্থতই সম্পূর্ণ সত্য। ওয়ারেন কি কোনও প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রহইতে ইহা দেখাইতে পাবিবেন যে মেরু পর্বত এশিয়াব মধ্যস্থলে নহে, পরন্তু উত্তর মেরুতে ছিল বা এখনও রহিয়াছে? ওয়াবেণ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে।—

Still worse is the procedure of Mr. Massey, who after locating the garden of Eden on Mount Meru, and saying explicitly, "The Pole, or Polar region is Meru." P. 154.

ম্যাসে সাহেব মেরুপর্বতে ইদেন উদ্ভানের বা মানবের আদি জন্মভূমির অনুসন্ধান করিতে পাবেন, এর উদ্দেশ্যই যে মানবের আদি জন্মভূমি তাহাতেও সংশয় মাত্রও নাই। কিন্তু তিনি যখন উক্ত নিরপরাধ মেরুপর্বতকে উত্তর কেন্দ্রে লইয়া গিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তকেও অকল্প বলিয়া মানিয়া লইতে পাবি না। হিন্দুর শাস্ত্রে উত্তর কুরু পর্বতের নাম শৃঙ্গবান্ (পুরাণ ও মহাভারত) বা সোমগিবি (রামায়ণ কিঙ্কিকা কাণ্ড ৪৩ সর্গ), সুতরাং ম্যাসে সাহেব উত্তর কেন্দ্রে উহার দেখা কোথা হইতে পাইলেন? হয় ত তিনি অল্প কোনও সামান্য পর্বতকে মেরু ঠাঙ্গরিয়া থাকিবেন। ওয়ারেন বলিতেছেন যে—

In the Hindu Purans we are told over and over that the earth is a sphere, and that Mount Meru is its Navel or Pole. P. 240.

ইহা প্রত্যেক পুৰাণই একথা বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী বলয়াকার এবং মেরুপর্বত উহাব নাভিরূপ। কিন্তু তাঁহারা কেহই একথা বলেন নাই যে উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর মেরুতে সংস্থিত। যে প্রকার নাভি (নাই) দেহের মাঝে থাকে, তদ্রূপ মেরুপর্বতও এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলবর্তী, ইলাবৃত বর্ষের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান, তজ্জন্যই আমরা ইহা নাভি (navel) বসন্তিত কুলিত

করিয়াছেন। ইহাতে উহার উত্তর মেরুপ্রাপ্তির কোনও কথাই আসিতে পারে না।

ওয়ারেন অতঃপর আপনার মতের সমর্থনক্রমে এশিয়াটিক রিসার্চের ৮ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত এই কথাগুলির সমাচার করিয়াছেন—

The convexity in the centre is the navel of Vishnu.

কিন্তু এই পৌরাণিক মত অতীব ভ্রান্তিপূর্ণ। অদিতিনন্দন বিষ্ণু এক জন নরদেবতা, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এক দিন মেরু পর্বত বিষ্ণুর অধিকারে থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ্ণু দেহে মেরুপর্বত নাভি স্বরূপ বিদ্যমান, ব্রহ্মা তাহাহইতে নির্গত পদার্থইতে জন্মিয়াছেন, ইহা বিকৃত ব্যাখ্যা। মেরুপর্বত সনাথ ইলাবৃত বর্ষেব নামাস্তর আকাশ, পৃথ্বর (পদ্ম) ও মজ প্রকৃতি। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই নাভিসংক্রমক পৃথ্বর বা পদ্মাখ্য জনপদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সর্বিজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাব বিশেষণ “অঙ্গাযানি।” পুৰাণপ্রণেতৃগণ ইহার কোনও পক্ষত মর্ম্ম বুদ্ধিতে না পারিয়া ব্রহ্মাকে বিষ্ণুদেবেব নাভি হইতে নির্গত একটা পদ্মোপবি অঙ্কিত কবিয়া গিয়াছেন। ফগতঃ এই “নাভি” কোনও মনুষ্যেব নাই নহে, উহা ইলা১৩বর্ষস্ত মেরুপর্বতেব নামাস্তব মাত্র। ওয়ারেন তৎপর বলিতেছেন যে—

But the expression nabhi, or “Navel” of the earth is older than the Purans, though the very meaning of Puran is “ancient.” P 24

নাভি শব্দ অতি প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যহইতে অক্ষাচীন যুগেব পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। বেদে ইহা কচিং নাভি ও কচিং বা নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত। উহার আদি অর্থ নাভি (নাই)।

কেননা মেরুপর্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ মনুষ্যদেহে নাভিব ত্রায় এশিয়ার ত্রিক মধ্যস্থলবর্তী। মেরুসনাথ এই ইলাবৃত বর্ষ মানবের আদি জন্মভূমি, তাই নাভি বা নাভা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ উৎপত্তিস্থান। ক্রমে পণ্ডিতেরা উহা উৎপত্তি অর্থেও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

১। ইলায়াঃ স্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যাঃ ৪ —২২মু—৩ম

তত্র সারণতাস্য - নাভা নাভৌ তস্তা নাভিস্থানে মধ্যপ্রদেশে । “এতদ্বা-
ইলায়াশ্বহঃ বহুত্তরবেদী নাভিঃ” ইতি ব্রাহ্মণঃ ।

এখানে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ষকে পৃথিবীর নাভা বা নাভি অর্থাৎ
মধ্যস্থান বলা হইল ।

২ । পৃচ্ছামি যত্র ভুবনশ্চ নাভিঃ ।

৩৪- ১৬৭সূ-১ম ।

৩ । অয়ং যজ্ঞো ভুবনশ্চ নাভিঃ । ৫৫-ঐ

৪ । ইক্ষুং যে নাভিঃ । ১৯-১১সূ-১০ম

কোন স্থান পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান ?
এই যজ্ঞভূমি ইলাবৃত বর্ষই আদি নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান । “এই
আমাব উৎপত্তি স্থান” দত্তজ মহাশয় । “ভগিন্শ্চ সনাভয়ঃ” । মনু-১৯২-৯ম

৫ । অস্মাকং তেষু নাভয়ঃ

৯-১৩৯সূ-১ম

৬ । দ্বৌম পিতৃ জনিতা নাভিবদ ।

৩৩-১৬৪সূ-১ম

সেই স্থানসমূহে আমাদের উৎপত্তি , এই স্বর্গেই আমাদের উৎপত্তি হইয়াছে,
স্বর্গই আমাদের পিতৃভূমি ও জন্মভূমি ।

কিন্তু এই নাভি যে বিষ্ণুর নাভি, ইহা কোনও প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে
নাই । বহু প্রামাণ্য পুরাণেও উপবি উক্ত বৈদিক অর্থই পরিগৃহীত হইয়াছে ।
স্বতবাং পুরাণ মাত্রই প্রতাবায়ার্ন নহে । মহামতি ওয়ারেন অতঃপর বলিতে-
ছেন যে—

Here, then, we have as a doctrine of the ancient astro-
nomers the singular motion that in the begining of the
world, the celestial pole was in the zenith, and that the revol-
ution of the stars were round a perpendicular axis. P. 192.

এ অতি সত্য কথা, উত্তর কেন্দ্রে এখনও লোক সকল সূর্য ও নক্ষত্র
সংশ্লীকে কুলাল চক্রের স্তায় ঘুরিতে দেখিয়া থাকেন । আমাদেরই বহুপুৰাণ ও

সূর্যাসিকান্দেও তাহা বিশদভাবে বিবৃত রহিয়াছে (১)। সূত্ররাং এতদ্বারা ইহাই জানা গেল যে আমরা উত্তর কুরু ভৌগোলিক অবস্থা অবগত ছিলাম, আমরা যে উত্তর কুরু কথা জানিতাম, তাহাও প্রকৃত সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেই উত্তরকেন্দ্র বা উত্তর কুরুই যে মানবের আদি জন্মভূমি বা প্রলোকঃ, এরূপ মনে করা মাইতে পারে না।

তবে কোন্ স্থান প্রকৃত পিতৃভূমি? আমরা এই গ্রন্থের বহুস্থানে একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে ইলাবৃতবর্ষেব মধ্যগত মেরুপর্বতের পবিত্র সাত্ত্বদেশই সমগ্র মানবজাতির আদিমূতিকাগার। মানবগণ তাহাইতেই ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা দেশ মহাদেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া আজি জগতে নানা বিভিন্ন জাতির গঠন করিয়া দিয়াছেন।

আচ্ছা তাহা হইলে শাস্ত্রে উত্তরকুরু যে প্রলোকঃ নহে, পরন্তু উপনিবেশ ভূমি বিশেষ, তাহার কোনও প্রমাণ দেখা যায় না কেন? কুর্জন, ওয়ারেণ ও তিলকপ্রভৃতি অনুসন্ধান করিলে এবং বেদ উপনিষৎ তলাইয়া দেখিলে তাহারাও বেদাদি সর্কশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূবি প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহা না দেখাতে এবং হিন্দুরা স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি পারলৌকিক ও অপাদগমা এবং দেবতাবা উপাস্ত্র ও অদৃশ্য বা অনধিগম্য, আমরা উপাসক এবং আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী, এই সকল ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করাতে কেহই বেদাদির প্রকৃত তাৎপর্য পরিগ্রহে সমর্থ হইতে পারেন নাই। অন্ধ বিশ্বাস ও উবট মটীধর শঙ্করাদি ভ্রাত্যকারগণের বিকৃতভ্রাত্য তাহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছে। এই মহা আলোকের যুগেও বহু শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত যুবক সেই বনেদী ভ্রান্তিরই সেবায় মগ্ন রহিয়াছেন। সামান্য পাখিব ঐতিহ্যেরও একটা অত্যন্তকট আধ্যাত্মিক অর্থ ও ব্যাখ্যা আছে এই ভ্রান্তিরই তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, ফাঁসই বেদাদিতে প্রকৃত তত্ত্ব থাকিলেই বা ফল কি? তৎপর বেদাদির পঠন পাঠনার বিরহেও কেহ প্রকৃত তথের ও যথার্থ ঐতিহ্যের বার্তাও শ্রুতিগোচর করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কৃষ্ণ যজুর্বেদের এক ~~স্থান~~ বিবৃত রহিয়াছে যে—

(১)। সর্কেষাং স্বীপবধাণা মেরু রুত্তরতো যতঃ । ২০

কুলালচকপখাংস্থা জমতোষ দিবাকরঃ । ২৭ - ৮ অঃ

২ অঃ—বিকৃপুয়াণী

प्राचीनवंशं करोति देवमनुष्या दिशो व्यञ्जस्तु

प्राचीं देवा दक्षिणां पितवः प्रतीचीं मनुष्या

उदीचीं रुद्राः । १।७ काण्ड, ७७० पृष्ठा ।

तत्र ऋषयज्ञः—यं प्राचीनवंशं करोति देवलोकमेव तं यजमानः उपावर्तते परिश्रयति । अस्तर्हितो हि देवलोकं मनुष्यलोकां न अस्मां लोकां श्वेत्वा मिव इत्याहः । को हि तं वेद यं अमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति दिक्षु अतीकाशान् करोति । १ ।

तत्र सायनभाष्यम्—तत्र प्रथमानुवाके क्षौरादिभिः संस्मृता यजमानस्तु प्राचीनवंशाख्याशाला प्रवेशः अभिधीयात्—“आप उक्तस्तु” इत्यादयः क्षौरमन्त्राः । क्षोवां प्रागेव शाला निष्ठातवा । ततो बोधायनः दीक्षासाधनद्रव्यसम्पादनपुस्तकं शाला निष्ठाण माह । “अग्निष्टामेन यज्यामाणो भवति स उपकल्पयते ऋषाञ्जनकं ऋषविषाणकं वासश्च मेथलाकं” इति च । आपस्तम्बोऽपि “सोमेन यज्ज माणो ब्राह्मणार्थेयान् ऋषिज्ञो वृणीत ।” इति प्रक्रमा वरणं देवजनाभावमानं दीक्षाण्यष्टं च अभिधाय इदमाह—“प्राचीनवंशं करोति पुरस्तां उरतं पश्चां निनतं सर्कृतः परिश्रित मिति । एतदेव अतिप्रत्यवपनविधेः पृथं शालां विधत्ते प्राचीनवंशं करोति देवमनुष्याः * * * उदीचीं रुद्राः ।

प्रागायातो पृथ्वे शो यस्तु गृहविशेषस्तु स प्राचीनवंशः । केचित्तु, यस्तु देनयजनस्तु इति विग्रहं कृत्वा देव यजनविधिम् एत माहः । देवयजनक देशरूपं गृहसंबन्धो वंशो देवयजन संज्ञका भवति व शस्तु प्रागग्र्येन तं गृहं यजमानो देवलोकम् करोति गृहस्तु कुड्यस्थानीय नावरणं विवर्तु परिश्रयति । अस्तर्हितो हि देवलोकं स्वर्गं मनुष्यैः अदृश्यात् अत्रापि तदर्थं परिश्रयणम् ।

अथ भट्टभास्करभाष्यम्—अथ प्राचीनवंशं विशिष्टफलहेतुत्वेन स्तोत्रं माह देवाश्च मनुष्याश्च दिशः प्रागादिका व्यञ्जस्तु विभक्त्या परिगृहीतवस्तुः विविधं वा अञ्जस्तु । के काम् । इत्याह प्राचीं देवाः ।

एह मन्त्रोऽकटी यज्ञः । तवे ऋषयज्ञं माध्यानिनी शाखाय इहा देवा यान्ना । खुव संभव इहा कोनो अनधिगत शाखार मन्त्रविशेष । ऋषयज्ञः कोनो मूल वेद नहे, इहा कतकण्ठलि वेदमन्त्रेर व्याख्याग्रंथं मात्र (ब्राह्मणो

বেদান্ত ব্যাখ্যানঃ) । কিন্তু আমাদেরকে বিনীতভাবে বলিতে হইতেছে যে কৃষ্ণবজ্র এই বাখ্যা মূলের প্রকৃত মর্ম্বাহিনী নহে । ইহাতে যজ্ঞমান বা যজ্ঞমানের স্বর্গে প্রত্যাগমন প্রভৃতি কোনও বিষয়েরই প্রসঙ্গ নাই । সায়ণ ও ভট্টভাষ্যরও মন্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে না । স্বর্গটা “পারলৌকিক” ও “অদৃশ্য,” “আমরা ভারতের আদিম নিবাসী”, এই অল্প বিশ্বাসই সায়ণাদিকে কুপথগামী করিয়াছে । ইহা যে একটি Migration বিবৃতি সায়ণাদি তাহাও বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি বাস্তব কথা দিয়া ভাষ্য স্থল করিয়াছেন মাত্র । তাই আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে চাই—

দৈত্য ও দানবগণ দেবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে (ইহার অবলম্বনেই Paradise lost লিখিত) অর্থাৎ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে স্বর্গের অধিকার কাড়িয়া লইলে ইজ্ঞাদি দেবগণ পূর্নদিকে ব্রহ্মদেশে বা বর্ষায়, পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিঙ্গাবাসী বৈবস্বতমহু প্রভৃতি দক্ষিণে এই ভারতবর্ষে, মাতা মনুর সম্ভান দ্বিতীয়বরণ প্রভৃতি পশ্চিমে অপোগস্থান ও পারশ্বে এবং রুদ্রবংশীয় দেবগণ উত্তরে উত্তরকুরুতে গমন কবেন । ঋগ্বেদেও রুদ্রগণের উত্তর গমনের কথা রহিয়াছে ।

দিবি রুদ্রাসো অধিচক্রিরে সদঃ । ২—৮৫শ্ল—১ম ।

রুদ্রগণ দিব্ বা ছ্যালোকে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আমরাদি লৌকিক কোষে আদি স্বর্গ ও ব্রহ্মার উত্তরকুরু সকলি দিব্, ছ্যালোক, জ্যো ও স্বর্গ প্রভৃতি বলিয়া এক পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছে । আমরাও সকলে স্বর্গটাকে একটা নির্দিষ্ট স্থান বলিয়া জানি । কিন্তু বস্তুতঃ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ব্রহ্মার স্বর্গ দিব্ বা ছ্যালোক একবস্তু নহে । পরবর্তী ঋষিরা আদি স্বর্গ “স্বঃ” কেও দিব্ বলিয়া সংস্কৃত করিয়াছেন ।

যজ্ঞ বৈবস্বতো রাজা

যত্রাববোধনং দিবঃ । ঋগ্বেদ ।

যে স্বর্গে বিবস্বানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে তাঁহার একটি কারাগৃহ বিদ্যমান ছিল ।

যমঃ পিতৃগাং রাজা । কৃষ্ণ বজ্রঃ ।

যম পিতৃলোক বা আদি স্বর্গের রাজা, কিন্তু ত্রক্ষার নূতন স্বর্গ বা দিব্য
রাজ্য ছিলেন না। কিন্তু এখানে এক ঋষি ব্রহ্মক্ৰমে আদি স্বর্গকেও দিব্য
বলাতে শেষে পুরাণ ও কোষকারেরা এই ভ্রান্তিকেই শিষ্ট প্রয়োগ ঠাহরিয়া “স্বঃ
ও “দিব্”কে এক পর্যায়ে গ্রহণ করেন।

অতো বিরাট্ স্বরাট্ সত্রাট্

স্বতশ্চাপাধিপুরুষঃ। বিষ্ণুপুরাণ

এখানেও পুরাণগ্রন্থে “স্বরাট্” শব্দে স্বরাজ্যে ত্রক্ষাকে লম্ব
করিয়াছেন। (বিরাট্ ত্রক্ষাণ্ডঃ, স্বরাট্ ব্রক্ষা, সত্রাট্—মহুঃ, অধিপুরুষশ্চ—
এষাম্ অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষঃ” ইতি শ্রীধরস্বামী)। কিন্তু ত্রক্ষা স্বঃ বা আদি
স্বর্গের রাজা ছিলেন না, উহার রাজা ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এখানে
ত্রক্ষার উত্তরকুরুকে “স্বঃ” শব্দে সন্বৃচিত করাতে ভ্রান্তির কার্য্য করা হইয়াছে
কেন না বেদে আদি স্বঃ “পিতা” ও ব্রক্ষার স্বর্গ “স্বঃ” নহে, পরন্তু “দিব্” বলিয়া
উক্ত হইয়াছে ও হইত।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আতঃ।

পরে অর্কে পুরীষিণম্। প্রমোপনিষৎ - ১২ পৃ।

অথর্ষবেদ ৯ম কাণ্ড ১২—১৪সূ ও ১২—১৬৪সূ—১ম। ঋগ্বেদে

এখানে বৈদিক ঋষি আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াকে পিতা বা পিতৃভূমি ও ত্রক্ষা
নূতন স্বর্গকে দিব্ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। এবং বলিতেছেন ত্রক্ষার
দিবের আধখানা এখনও জলে ডোবা। তাহাতেও পাঁচের সহিত বারের ও
অমুপাত, আদি স্বর্গ ও ত্রক্ষার নূতন স্বর্গের সহিত সেই অমুপাত। প্রমোপ নিষতে
এই মন্তের ভাষা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

পিতরং সর্ষশ্চ জনয়িতৃহাৎ পিতৃভূম্।

অর্থাৎ আদি স্বর্গ সকলের জনভূমি বলিয়া উহা পিতা বা পিতৃভূমি নামে
বিখরীভূত। সাধারণ এখানে—

পিতরং স সশ্চ প্রীণয়িতারম্

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহাহউক এক সময়ে যে ত্রক্ষার স্বর্গ দিব্য
বা দ্যলোক বলিয়া পরিচিত হইত, পরন্তু আদি স্বর্গ নহে, তাহা ঐশ্বরিক
হইত। এবং ঐ কারণেই সর্ষশ্চ মতঃ। তপঃ সত্যলোক (সমগ্র সাইবিরিয়া)

“ত্রিদিব” এবং কিম্পুরুষবর্ষ, হবিবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ (তিনবৃত, তাতার, মঙ্গলিয়া) “ত্রিনাক” নামে সূচিত হইত, আর সত্বেলোক উত্তম নাক ও পবমবোম নামের বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু ব্রহ্মা আপনার উত্তবকুরু বা ব্রহ্মলোকে স্বর্গ বলিয়া বিশেষিত করিলে শেষে সকলে আদি স্বর্গকে পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। উক্ত অথর্ক্যবদে।

কৃণে পশ্যাৎ পিতৃষ যঃ স্বর্গঃ ।

আমরা উত্তব কুরু হইতে পিতৃলোক বা পুরাণবাণেব বাডীতে যাইবার একটা পথ (পিতৃযাগ পথ) প্রস্তুত করিব, যে পিতৃলোকের নামান্তর স্বর্গ।

সুতরাং ব্রহ্মার উত্তবকুরু বা উত্তরবেঙ্গু সর্গিত কোনও স্থান পিতৃলোক নহে পরন্তু দিব্। এক্ষা এই পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ হইতেই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া আদি স্বর্গেব অনুকরণে উহাব নাম “পরম বোম” ও “পবম স্থান” প্রভৃতি রাখেন। উত্তব কুরু পিতৃলোক বা আদি জন্মভূমি হইলে ভাবত হইতে উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক গমনেব পশ্যাকে ঋষিরা “দেবযান” পথ না বলিয়া “পিতৃযাগ” পথ বলিতেন। কিন্তু বস্তুত. উত্তব কুরু হইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াতে আগমনেব জন্ম আব একটি স্বতন্ত্র পথ ছিল উহাবই নাম “পিতৃযাগ” পথ। ব্রহ্মা যে আদি স্বর্গ হইতে উত্তব কুরুতে গমন কবেন তাহাব প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ অসংখ্য, আমবা একে একে সেই সকল প্রমাণের অধ্যাহার ও অবতারণা করিব। ভাস্কবাচাষ্যের বর্ণনাছাড়া জানা যায় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, শিব, কুবের, চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি পত্নীতি দেবগণ মেকপক ও বাসী ছিলেন। কেন না উহা উহাদের জন্মভূমি।

ধাতা মিত্রো হ্যামা চেক্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ ।

ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ ।

একাদশ সূত্যা ত্রষ্টা বিষ্ণুর্ দ্বাদশ উচ্যতে ॥ পুরাণ

অদিতিব গর্ভে কণ্ঠপের ঔবসে ধাতা, মিত্র, অধ্যমা, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্রষ্টা ও বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এবং তজ্জন্ম উহাদের সাধাবণ নাম “আদিত্য” (অদিতেঃ অপত্যঃ পুমান্)।

তন্মধ্যে ধাতা বা ব্রহ্মা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। এই আদি স্বর্গের নামান্তর আবার “পুরুষ” (আমথর্ক্য পুরুষাদি নিরমস্বত

ঋগ্বেদ)। তাই এই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সংজ্ঞার "অজ্যোনি" (অজ
পদ্মং পুষ্করং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যশ্চ সঃ)। ইহার সকলেই মহোদর ভ্রাতা ও
সকলেই মেরুপর্বতে বাস করিতেন। বায়ুপুত্রও বলিতেছেন যে—

তত্রাবসং চোদ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্শুখঃ ।

ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠান্নিদিবৌকসাম্ ॥

চতুর্শুখ উপাধিধারী ব্রহ্মা, তাঁহার সমসাময়িক বেদবিদগণের মধ্যে প্রধান
ও স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে ব'যা'জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মেরুপর্বতের উদ্ধতলে
বাস করিতেন।

এই মেরুপর্বত যে আদি স্বর্গ ইলাবৃত্ত বর্ষে, (মেরুমধ্যমিলাবৃত্তম্) তাহা
আমরা দেখাইয়াছি। এইক্ষণে পাক বা সামাবদের মন্তব্যবিশেষের দ্বারা আমরা
ইন্দ্রাদি দেবগণের আদিমুখে জন্মগ্রহণের কথা সপ্রমাণ করিব।

স প্রথম বোমনি দেবানাং সদনেহবৃধঃ ।

সামবেদ ৪১১ পৃঃ ও ঋগ্বেদ ২—১৩২—৮ম।

তত্র সাযনঃ—স ইন্দ্রঃ প্রথমে পথিঃ ও বিদীর্ণে মূখ্য বা বোমনি
বিশেষেণ বক্ষ্যক দেবানাং সদনে সীদান্তি অস্মিন হীঃ স্থানং স্বর্গাখ্যং তত্র স্থিতঃ
সন্ বৃধো যজমানানাং বর্ধিতা ভবতি ।

দত্তজানুবাদ—ইন্দ্র পথম বোম পদেণ দেবসদনে (যজমানের) বর্ধিতা ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক নহে। প্রথমঃ এখানে "বৃধঃ" পাঠ না ধরিয়া
"অবৃধঃ" (লঙেব সি) পাঠ ধরা উচিত ছিল। অকাবণ অকর্ম্মক বৃধ ধাতুকে
সকর্ম্মক করাই বা কেন? মূল ত কর্ম্মপদ আদবেই নাই। আর বৈদিক
কোষ নিঘণ্টু "বোম" শব্দ অস্মারিকপর্ষ্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (বস্তুতঃ উহা
নাক প্রকরণে ধরা উচিত ছিল)। সাযন তাহাও গ্রহণ কবিলেন না, অথচ
বোম শব্দের প্রচলিত "শুণ্ড" অর্থগ্রহণেও অকর্চি দেখাইলেন। ফলতঃ
অস্মারিক, বোম, আকাশ ও নভঃ, ইহার একটীশব্দেরও প্রকৃত অর্থ শূন্য
নহে। এবং 'বোমনি' পদেব যে "বক্ষ্যক" অর্থ করা হইয়াছে, উহাও অতীব
ছট্টার্থবিশেষ। পরমার্থতঃ বোম অর্থ আদিমুর্গ মঙ্গলিয়া। কোনও রাজার
সময়ে উহার নাম বোম, কাহারও সময়ে, আকাশ ও কাহারও সময়ে পুষ্কর
প্রভৃতি ছিল। তাই এই মন্তব্য অর্থ এইরূপ হইবে।

মানবের আদি জন্মভূমি

হে ইন্দ্র স এবংভূত প্রভাবশালী স্বং প্রথমে যোমনি আদিশ্বর্গে দেবগৃহে দেবগৃহে অবধঃ বন্ধিঃ প্রাপ্তঃ জাতঃ সন্ প্রৌঢ়ঃ অভবঃ ।

হে ইন্দ্র । সেই ভূমি আদিশ্বর্গে দেবগৃহে জন্মিয়া বড় হইয়াছে । তাকা হইলেই জানা গেল ত্র্যক্ষাদির জন্মস্থান আদিশ্বর্গ মঙ্গলিয়া, পরন্তু উত্তরকূক্ষ নহে । ত্র্যক্ষা যে বহুকাল এই আদি শ্বর্গে মেরুপর্বতের উর্দ্ধতলেও বাস করিয়াছেন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । তৎপর বেদ বলিতেছেন যে—

ত্রিশো মাতৃঃ ত্রীন্ পিতৃন্ বিভ্রং
এক উর্দ্ধস্থশ্চো নেমবগ্নাপরস্তি ।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠ
বিশ্ববিদং বাচম্ অবিশ্বমিষাম্ ॥

১০—১৬৪সূ—১ম

তত্র সাধারণভাষ্যং . একঃ প্রধানভূতঃ অসহায়ো বা পুত্রস্থানীয় আদিত্যঃ সংবৎসরাধ্যঃ কালো বা ত্রিশোমাতৃঃ শশ্চাত্য়াংপাদয়িত্রীঃ কিত্যাদি লোকত্রয়ান্ ইত্যর্থঃ তথা ত্রীন্ পিতৃন্ জগতাং পালয়িতৃন্ লোকত্রয়াভিমানিনঃ অগ্নিবায়ু সূর্য্যখান্ বিভ্রং সন্ উর্দ্ধস্থশ্চো উন্নতঃ অত্যন্তদীর্ঘঃ তিষ্ঠতি । ভূত ভবিষ্যদাশ্চাত্মনা সূর্য্যপাক্ষ সর্কেভ্যঃ উন্নতঃ ঈমেনং ন অবগ্নাপরস্তি মানিং নৈব কুক্ষস্তি নহি কাল আদিত্যো বা অ'গ্নান পবাভূযাত । দিবঃ পৃষ্ঠে দ্যালোকশ্চ উপরি অস্তবিক্ষ মন্ত্রয়ন্তে গুপ্তং পরম্পবং ভাষন্তে দেবাসঃ কিং বিশ্ববিদং বিশ্ববেদনসমর্থং বিধৈখৈর্বদনীয়ং বা অবিশ্বমিষাম্ অসক্সব্যাপিনীং বাচং গর্জিত লক্ষণাম্ অমুষ্য আদিত্যসম্বন্ধিনীং মন্ত্রয়ন্তে ইত্যর্থঃ ।

দত্তজানুবাদ—একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ উন্নত হইয়া রহিয়াছেন । ইহাতে তাঁহাব ক্লাস্তি হইতে'ছ না । দ্যালোকের পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন । সে কথা সকলের নিকট পৌঁছেনা, কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদও অপ্রকৃত । তন্মধ্যে ভাষ্য এত জঘন্য হইয়াছে যে ইহা পাঠকরিতে কেশ বোধ হয় । অনুবাদ আন্দাজে করিলেও কতকটা যেন ঠিক হইয়াছে । ফলতঃ যখন মূলের কুত্রাপি আদিত্য শব্দ বা সূর্য্য নাই, তখন আদিত্যকে কেন টানিয়া আনা হইয়াছে ? আর উর্দ্ধ শব্দের অর্থ মস্তকোপরি,

অনন্তর ও উত্তর। এখানে উত্তরার্থ গ্রহণকরাই উচিত ছিল। তাই আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে বাধ্য হইলাম।

একঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ ব্রহ্মা ত্রিষাঃ মাতৃঃ ত্রিভূমীঃ আর্গ্যাবর্তদক্ষিণাপথপূর্বোপ-
দীপায়কঃ সমগ্রঃ ভারতবর্ষঃ তথা ত্রীন্ পিতৃন্ ইলাবৃতবর্ষহরিবর্ষকিম্পুরুষ
বর্ষায়কঃ ত্রিনাকঃ পিতৃভূমিত্রিতয়ঃ বিভ্রং ধারয়ন্ এভেষাং ব্রহ্মাকার্যাং গৃহ্ণন্
উর্ক উর্কে (বাতায়ো বহলমিতি বিভক্রিভ্যাতায়ঃ) উত্তরদেশে উত্তরকুরু
ভূমৌ স্থিতবান্ সৈম্ এনং ব্রহ্মাণং ন কেহপি অবগাপয়ন্তি ন কেহপি অস্ত ব্রহ্মণঃ
মানিঃ জনমিতুঃ সমর্থোভবন্তি তদভয়াং সর্ষে দৈত্যদানবমানবাঃ ভূকীঃ
তিষ্ঠন্তি। অমুখা ব্রহ্মণঃ দিবঃ ছালোকস্ত উত্তরকুরুণাঃ পৃষ্ঠে উপরিভাগে গচ্ছা
সর্ষে দেবাঃ তেন সহ কেন প্রকাবেণ অবিশ্বমিষাঃ অসর্ষেধ্যাপিনীঃ স্বর্গোৎপন্নতয়া
কেবলং স্বর্গপচলিতাঃ বাচং গীর্ক্সাণাণীঃ সংস্কৃতভাষাঃ বিশ্ববিদং বিশ্ববেদন
সমর্থাং সর্ষেবোধগমাং করিষ্যাম ইতি মন্ত্রমন্তে তস্ত উপদেশং গৃহ্ণন্তি।

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তিন মাতৃভূমি অর্থাৎ আর্গ্যাবর্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্বোপ-
দীপায়ক ভারতবর্ষ এবং ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া), হরিবর্ষ (তাতার) ও
কিম্পুরুষ বর্ষা (তিব্বত) য়ক তিন পিতৃলোকের শাসনভার লইয়া উত্তরে যাইয়া
উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইলেন। তিনি অতীব প্রভাবশালী ছিলেন। এত দূরদেশে
গেলেও কেহই তাঁহার কোনও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত না। তিনি পরম
ব্যোম বা উত্তর কুরুতে থাকিয়া আদিষর্গ ও ভাবাতব শাসন করিতেন। উক্তক —

পরমে ব্যোমন অধারয়ৎ বোদসী। ৭—৬২সূ—১ম

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব,

বিশ্বস্ত কর্তা ভুবনস্ত গোপ্তা। মুণ্ডক।

এবং অন্যান্য দেশের সকলে তাঁহার নিকট যাইয়া কিপ্রকারে স্বর্গপ্রস্তুত
স্বর্গপ্রচলিত সংস্কৃতভাষা সমগ্র জগতের লোকেব বোধগমা ও চলিতভাষা
হইবে, তাহা সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতেন। ঋগ্বেদের স্থানান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে

ইয়ং বিশ্বষ্টির্ষত আ বভূব,

যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্ত অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অস্ত বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭—১২২সূ—১০ম

দত্তমাত্মবাদ—এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

এই মন্তের সাধারণভাষ্য অর্থাৎ বাহলাভূমিষ্ট এবং ভাষ্য ও অমুবাদের সর্বত্রই প্রকৃত অর্থ অপ্রকাশিত। আমাদিগর বিবেচনায় ইহার প্রকৃত অর্থ ইহাই—

কোনও ব্যক্তি জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্যসন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিতে ছিলেন—জগতের এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? হয় ত কেহ সৃষ্টিয়াছেন? তাহাহইলে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? তবে বোধ হয় কেহ সৃষ্টি করেন নাই, ইহা নিসর্গপ্রভব, প্রকৃতিই ইহাদের জনয়িত্রী। যিনি আমাদের এই সকল জনপদের অধক্ষ পরমব্যোম বা উত্তর কুরুতে আছেন, হয় ত তিনিই ইহাব তত্ত্ব জানেন। অথবা তিনিও যখন সৃষ্টির পরে হইয়াছেন, তিনিও হয় ত ইহার কিছুই অবগত নহেন।

আমরা পূর্বে প্রথম ব্যোমেব কথা বলিয়াছি, এইক্ষণে পবম ব্যোমেব কথা বলিলাম। ব্রহ্মা উত্তরকুরুতে যাইয়া তাহার উত্তর কুরুকে আদিস্বর্গ হইতেও পরম বা উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত করেন। তাই উহার নাম পরমব্যোম। এই পরম স্থানে বসবাসনিবন্ধনই তাহার নামান্তর

পরমে তিষ্ঠতীতি পবমেষ্ঠী

সুতরাং যে প্রথম ব্যোমে বা পুঙ্গরাখো জনপদে ব্রহ্মার জন্ম হয় (ব্রহ্মা নাভিপদ্ম) সেই প্রথম ব্যোম বা আদিস্বর্গ অর্থাৎ ইলাবৃত্ত বর্ষ বা মঙ্গলিয়াই আদি জন্ম ভূমি, পরন্তু ব্রহ্মাব উপনিবেশ ভূমি পবম ব্যোম বা উত্তর কুরু নহে।

আজ্ঞা বেদে এই ব্যোম শব্দ আর কুত্রাপি আদি স্বর্গ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে? অবশ্যই হইয়াছে। তবে বাহলাবোধে আমরা কেবল দুইটিমাত্র উদাহরণ দিলাম।

ত্বা স্ততসদং ব্যোমসদং ইক্রায়

জুষ্টং গৃহ্যামি পৃথিবীযদং

ত্বা অন্তরিক্সসদং নাকসদং

ইক্ষায় জুটং গৃহামি । ৬৫ পৃ । কৃষ্ণবজ্রঃ ।

এই মন্ত্রে ঘৃতসদ, ব্যোমসদ, পৃথিবীষদ, অন্তরিক্সসদ ও নাকসদ, এই কয়টি কথা প্রযুক্ত রহিয়াছে । বরফের নামাস্তর ঘৃত । যে ব্যক্তি ঘৃত বা বরফদ্বারা নিত্যা সম্পৃক্ত স্থানে বাস করে, সে ঘৃতসদ । যে ব্যোমে বাস করে সে ব্যোমসদ, ঐরূপ অন্তরিক্সবাসী অন্তরিক্সসদ, পৃথিবী বা ভারতবাসী পৃথিবীষদ ও নাক বা আদিশ্বর্গবাসী নাকসদ নামের বিবর্তীভূত ।

সুতরাং বুঝা গেল এই অন্তরিক্স ও ব্যোম অর্থ শূণ্ড বা গগন নহে । ব্যোম শব্দের অর্থ আদি স্বর্গ ও অন্তরিক্স শব্দের অর্থ ভুবলোক । ঋগ্বেদে স্থলাস্তরে বিবৃত রহিয়াছে—

ত্রিরশ্মৈ সপ্ত ধেনবো ছুহুহে

সত্য্যামাশিরং পূর্বে ব্যোমনি ।

চহাবি অন্তা ভুবনানি নির্গিজে,

চাকুণি চক্রে যদৃতে রবন্ধত ॥ ১—৭০মু—৯ম ।

সোমের জন্য এক বিংশতিটি ধেনুর চক্ষু দোহিত হইয়া দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে । আদি ব্যোমে অন্ত চারিটি মনোহর জনপদ আছে । তাহাতেও সোম দধি মিশ্রিত হইয়া শোধিত হয় । ইহাতে যজ্ঞের সহিত সোম রুচি প্রাপ্ত হয় ।

এই মন্ত্রেও “পূর্বে ব্যোম” শব্দ রহিয়াছে । ইহাও আদি ব্যোম বা আদি স্বর্গের চোতক ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই আদি স্বর্গে যে চারিটি ভূবন বা জনপদ আছে, তাহা এই । যথা—

১। ইলাবতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ।

২। হরিবর্ষ বা তাতার ।

৩। কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত ।

৪। ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীন ।

} ত্রিনাক বা স্বঃ ।

(জনলোক) ।

সুতরাং ব্যোম শব্দের অর্থ না অন্তরিক্স (তাহা হইলে কৃষ্ণবজ্র মন্ত্রে “ব্যোমসদ” ও “অন্তরিক্সসদ”, যুগপৎ এই দুইটি শব্দই থাকিত না) ও না বিশেষরূপ রক্ষক, পরম আদি স্বর্গ, এবং ব্রহ্মার উত্তরকুর স্থানোৎকর্ষনিবন্ধন

পরমব্যোমপদবাচ্য । ব্রহ্মা যে আদিব্যোমে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাহইতে এখানে গমন করেন, তাহা সিকান্তশিরোমণি, মহাভারত ও পুরাণবাক্যদ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে । যদাহ ভাস্করাচার্য্য :—

নিষধনীলস্বগন্ধসুমাল্যটকঃ

অলমিলাবৃত্ত মাবৃত্ত মাবভৌ ॥ ৩০

ইহ হি মেরুগিরিঃ কিল মধ্যগঃ,

ক্রনকরত্নময়স্নিগ্ধশালয়ঃ ।

ক্রহিণজন্মকুপদ্রু * কর্ণিকা

ইতি চ পুরাণবিদোঃ মুমবর্ণয়ন্ ॥ ৩১—ভূবনকোষ ।

নিষধ, নীল, গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ পর্বতদ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই ইলাবৃত্ত বর্ষ শোভা পাইতেছে । এই ইলাবৃত্তবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্বত বিরাজমান, উহা স্বর্গ ও মণিমাণিক্যের আকর ভূমি এবং দেবগণের নিবাসস্থান । পুরাণ-বিদেরা এইরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে এই মেরুপর্বত ব্রহ্মার জন্মভূমি এবং ইহা ইলাবৃত্ত বর্ষরূপ নাভিপদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) স্বরূপ ।

বেশ বুঝা গেল ব্রহ্মা ইলাবৃত্তবর্ষে জন্মিয়াছিলেন, যে ইলাবৃত্তবর্ষ উক্তরকু হইতে সুদূর দক্ষিণে । তৎপর যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে—

তপসা স্তসমুদ্রস্ত আদিস্বর্গাং স্বয়ভুবঃ ।

ওঙ্কারপূৰ্ণা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাং ॥ ব্রাহ্মণসর্বস্বধৃত

আদি স্বর্গে অবস্থানকালে কোনও সময়ে ব্রহ্মা একরূপ তপস্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে তাঁহার মুখহইতে ওঙ্কারপূৰ্ণা গায়ত্রী বিনির্গত হয় ।

তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে ব্রহ্মা প্রথমে আদি স্বর্গেই ছিলেন । মহাভারতও বলিতেছেন—

এবং তশ্চৈ বরং দদ্যা সর্বলোকপিতামহঃ ।

ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥

২৪—২১২ অ—আদি পর্ব ।

* চন্দ্রাদিত্যাভিতপ্তং বৎ তৎ জগৎ পরিণীয়তে ।

তৎ লোকপদ্মং ক্রতিভিঃ পদ্মিত্যাভিধীয়তে ।

স্বরাজ্যে ব্রহ্মা এইরূপে তিলোত্তমাকে বরদান ও ইন্ড্রের হস্তে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। এই তিনলোকের শাসনভারসমর্পণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

তাহা হইলে তোমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ব্রহ্মার জন্মভূমি, তিনি তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সুতরাং ব্রহ্মলোক তাঁহার উপনিবেশ স্থান। কিন্তু এই উপনিবেশেভূমি ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু একই বস্তু।—বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন—

ষড়্শুণেন তপোলোকাং সত্যলোকো বিবাজতে ।

অপুনর্স্মারকা ষত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ ১৫

৭ম অধ্যায় ২ অংশ।

অর্থাৎ তপোলোকহইতে সত্যলোক ছয়শুণ বড়, তথায় অকালমৃত্যু বা মারীভয় নাই। উহারই নামান্তর ব্রহ্মলোক।

ঔ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ,

জনঃ, তপঃ, সত্যম্।

ভূর্লোক ভারতবর্ষ, ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষ অপোগস্থানাদি, তিব্বত, তাতার, মঙ্গোলিয়া, স্বর্লোক এবং বর্তমান চীন জনলোক। দক্ষিণ সাইবেরিয়া মহর্লোক বা চক্রলোক, মধ্য সাইবিরিয়া তপোলোক বা বিষ্ণুলোক ও উত্তরকুরুই সত্য বা ব্রহ্মলোক।

বর্ষসম্মিবেশ

সপ্তভুবনসম্মিবেশ

৯। উত্তরকুরুবর্ষ	} সাইবিরিয়া	৭। সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক (উত্তরকুরু)
৮। হিরণ্যবর্ষ		৬। তপোলোক (মধ্য সাইবিরিয়া)
৭। রম্যবর্ষ		৫। মহর্লোক (দক্ষিণ সাইবিরিয়া)
৬। ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া)		৪। জনলোক (চীন)
৫। হরিবর্ষ (তাতার)		৩। স্বর্লোক (মঙ্গলিয়া, তাতার, তিব্বত)
৪। কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত)		২। ভুবর্লোক (কেতুমালবর্ষ)
৩। ভদ্রাবর্ষ চীন		১। ভূর্লোক—ভারতবর্ষ।
২। কেতুমালবর্ষ (আফগানিস্থান, পারস্ত, তুরস্ক)		
১। ভারতবর্ষ।		

আমরা চতুর্দশভুবন প্রবন্ধে এই লোকসমূহের সবিশেষ বিবরণ

করিয়াছি, তৎপাঠে সকলে ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু অভিন্ন বুদ্ধি বুদ্ধি লইবেন।
তথাপি আমরা রামায়ণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মার লোক ব্রহ্মলোকই
যে উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলাবিহারী উত্তরকুরু, তাহা সপ্রমাণ করিব।
সুগ্রীব বলিলেন—

তমতিক্রমা শৈলেন্দ্রম্ উত্তবঃ পবসাং নিদিঃ ।

তত্র সোমগির্বির্নাম মধ্যা হেমময়ো মহান্ ॥ ৫৩

স তু দেশো বিস্বর্যোঃপি তস্ম ভাসা প্রকাশতে ।

সূর্যালক্ষ্যাবিভজ্যেয় স্তপতেব বিবস্বতা ॥ ৫৪

ভগবান্ তত্র বিশ্বায়্যা শত্ৰুবেকাদশায়ুকঃ ।

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষি পবিবাবিতঃ ॥

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামন্তরেণ বঃ । ৫৬

অভাস্কর মমঘাদং ন জানীম স্ততঃপবম্ ॥ ৫৮—৪৩ সর্গ

কিষ্কিন্দাকাণ্ড ।

হে বানরচমুগণ ! তোমরা সেই পর্বত অতিক্রম করিলেই দেখিতে পাইবে
উত্তরমহাসাগর বিবাজমান। তথায় সোমগির্বি নামে (মেক নামে নহে) এক
স্বর্ণময় পর্বত আছে। সে দেশে সূর্য উদিত হয় না, তথাপি সে দেশের একটা
আলোকদ্বারা (অবোরা বরিয়ালিস্) সে দেশ আলোকিত হয়, যেন সূর্যই
আলোক দিতেছে। তথায় একাদশকন্দসম প্রভাববান্ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ
পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। ইহাবই নাম উত্তরকুরু। তোমরা কখনই ইহাব
উত্তরে যাইও না, কেন না তথায় সূর্যোদয় হয় না ও উহার সীমাও কেহ
জানে না।

সুতরাং বুঝাগেল, এই ব্রহ্ম নব ও তিনি উত্তরমহাসাগরের তীরস্থ যে উত্তর
কুরুতে বাস করেন, উহাই এক বাজাব সময়ে সতালোক ও তাহার সময়ে (ব্রহ্মার
লোক) ব্রহ্মলোক নামে প্রখ্যাত লাভ করে।

মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টেও বোধ হয় ব্রহ্মার এই উত্তরকুরু নামক উপনিবেশ
আদিশ্বর্গ মঙ্গলিয়ার উত্তরে ছিল, এবং দেবতা ও ঋষিরা তথায় পদব্রজে গমন
করিতেন।

অমাবাশ্চাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।

ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সম্প্রতনুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ১

সম্প্রয়াতান্ ঋষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুবর্চন মব্রবীৎ ।

ভবন্তুঃ ক গমিষ্যন্তি ক্রত মে বদতাং ববাঃ ॥ ৬

ঋষয়উচুঃ ।

সমবাযো মহানদ্য ব্রহ্মালোকে ভবিষ্যতি ।

দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥

বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ ব্রহ্মাপতিম্ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পাণ্ডুকথায় সহস্ গন্ধুবামোমহর্ষিভিঃ ।

স্বর্গপাবং তিতীষ্যঃ স শতশৃঙ্গাং উদমুখঃ ॥ ৮

প্রভাস্তে সহ পত্নীভ্যাং অববন্ তঞ্চ তাপসাঃ ।

উপর্যুপবি গচ্ছন্তুঃ শৈলবাজ মদঙ্ মুখাঃ ॥ ৯

দৃষ্টবন্তো গির্বো বমো দুর্গান্ দেশান বহুন্ বয়ম্ ॥ ১০

সন্তি নিত্যত্রিমা দেশা নিবৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ । ১২

নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুতএবেতবা মৃগাঃ ॥ ১৩

বায়বেকোহি যাত্যত্র সিদ্ধাশ্চ পবমর্ময়ঃ । ১৪ ।

ন সীদেত মদুঃখার্হে মা গমো ভবতর্ষভ ॥ ১৫—১২০ অঃ

আদি পর্ব ॥

মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদীসহ গন্ধমাদন পর্বতে (বেলুব টাগে) শৈলবিহা করিতে ছিলেন । তিনি একদিন অমাবাশ্চা তিথিতে ঋষিগণকে প্রস্থানপরায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদি কোথায় যাইতেছেন ? ঋষিরা বলিলে সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসী দেবগণেব একটা সমবায় (সন্মিলন Meeting) হইবে আমবা ব্রহ্মাকে দেখিবাব জন্তু তথায় যাইতেছি । তখন পাণ্ডুও পত্নীদ্বয়সহ গন্ধমাদন হইতে ঋষিদিগেব সহিত যাইতে লাগিলেন । তাঁহারও ইচ্ছা হইল যে তিনি স্বর্গ পাব হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন । তখন ঋষিরা বলিলেন মহারাজ এ পথ অতি দুর্গম, এ পথে বাবনাস শীত, পশুপক্ষীও এ পথ দিয়া যাতায়াত কবিতে পাবে না । একমাত্র বায়ু (বাতাস) ও সিদ্ধ ঋষিগণই

যাইতে সমর্থ। আপনাব সহিত অক্লেশসহিকু রাজমহিবীষয় রহিয়াছেন, আপনি গমনে কাস্ত হউন। বায়ুপুবাণে বিবৃত আছে যে—

উত্তরবস্ত্র সমুদ্রস্ত সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।

কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১১

দেবলোকাং চ্যুতা স্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ ॥

শুক্লাভিজনসম্পন্নঃ সর্কে চ স্থিবযৌবনাঃ ॥ ১৬

তত্র স্বর্গপবিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নবাঃ সদা।

ভৌমং তদপি চি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্ ॥ ৪২—৪৫ অঃ

উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলাতে উত্তরকুরুবর্ষ বিবাজমান। উহা অতি পবিত্র ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; উহাও অত্যন্ত ভৌম স্বর্গ, তত্রত্য লোকসকল শুভবর্ষ এবং অজর। দেবলোক বা আদি স্বর্গ হইতে তথায় যাইয়া লোকসকল উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

তাহা হইলে জানা গেল একলোক ও উত্তরকুরু একই বস্তু এবং উহা ভৌম ও পাদগম্য এবং বন্ধাব উপনিবেশ ভূমি। সুতবাং ইহা প্রত্নৌকঃ বা মানবের আদিজন্ম হইতে পাবে না। পক্ষান্তরে

স এষ পক্ষতো মেক দেবলোক উদাহৃতঃ।

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্কেঃ। বায়ু

ইগার্বতবর্ষস্থ মেরু বা আলটাই পর্বতই আদি দেবলোক এবং তথা হইতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ উক্ত উত্তরকুরুতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপিচ উত্তরকুরুর উত্তরে মনুষ্যের বসবাসযোগ্য কোনও পবিচিত স্থান থাকার কথা বান্দীকি প্রভৃতি কেহই বলেন নাই, সুতবাং উত্তরকুরু বা North Pole ও আদি নিকেতন হইতেছে না ও হইতে পাবে না। অপিচ প্রণোপনিষদে বিবৃত আছে যে—

সংবৎসবো বৈ প্রজাপতিঃ তস্য অয়নে

দক্ষিণঞ্চ উত্তরঞ্চ। ৯ পৃষ্ঠা।

তত্র শঙ্করভাষ্যম্ কালঃ সংবৎসবো বৈ প্রজাপতিঃ তন্নির্কর্তৃত্বাৎ সংবৎসরস্ত। চন্দ্রাদিত্যনির্কর্তৃতিথ্যাহোবাত্রসমুদায়ো হি সংবৎসবঃ তদনন্তত্বাৎ রয়ি প্রাণঃ কশ্মিনুনাস্বক এব ইত্যাচ্যতে। তৎ কথং তস্য সংবৎসরস্ত প্রজাপতেঃ অয়নে

মার্গে) দ্বৌ দক্ষিণং চোত্তরক। যে প্রসিদ্ধে স্থানে বখাস লক্ষণে যাত্যাং দক্ষিণেন উত্তরেণ চ বাতি সবিতা।

শকরের এই ভাষ্য অতীব প্রমাদসন্দূষ্ট। এই প্রজাপতি বা কোনও প্রজাপতি শব্দ জড় সূর্য্যের অববোধক নহে। এই প্রজাপতির অর্থ এখানে সুরক্ষোষ্ঠ ব্রহ্মা। আর অয়ন অর্থও এখানে সূর্য্যের উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন নহে। সংবৎসর অর্থও পূর্ণ এক বৎসর বুঝিতে হইবে না।

ফলতঃ ব্রহ্মাব আদি বাসস্থানের নাম সংবৎসর, তিনি উত্তরকুরুতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া যে আব একটা বাসস্থান নির্মাণ করেন উহার নামও সংবৎসর। অয়ন অর্থ বাসস্থান (যেমন আর্ষায়ণ)। স্মৃতবাং মন্ত্বেব ইহাই প্রকৃতার্থ যে প্রজাপতি ব্রহ্মার দুইটা বাসস্থান, একটি দক্ষিণে ও একটি উত্তরে, উহা বা সংবৎসর নামে প্রথিত। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুষি—

সংবৎসবঃ খলু বৈ দেবানা গায়তমম্

এতস্মাৎ দেবা অসুবান্ অজয়ন্। ৯৯ পৃঃ

সংবৎসর নামে দেবতাদিগের একটা আয়তন বা বাসস্থান ছিল। অসুরগণ উহা অধিকার করিয়া লইলে দেবতাবা তাঁহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনঃ অধিকৃত করেন।

আদিশ্বর্গ লইয়া দৈত্যদানবগণ দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত সতত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। স্মৃতবাং এই দেবায়তন সংবৎসব ইত্যবৃতবর্ষস্থ কোনও উন্নত প্রদেশ যাহা ব্রহ্মাব অধিকারে ছিল। স্মৃতবাং ইহাই তাঁহার দক্ষিণ সংবৎসর। আর যাহা উত্তর সংবৎসর নামের বিষয়ীভূত, উহা সম্ভবতঃ উত্তরকুরু বা তন্মধ্যগত কোনও প্রদেশবিশেষ। উহা সদাঃ প্রসূত এবং ব্রহ্মাকর্তৃক উপনিবিষ্ট। যজুক্রম্ ঋগ্বেদে।

সমুদ্রাৎ অর্গবাৎ অধি সংবৎসবো অজায়ত।

অহোবাত্ৰাণি বিদধৎ বিশ্বস্ত গিষতো বশী ॥২—১৯১ সূ—১০ম।

সমুদ্রজল শুষ্ক ও স্থলে পবিণত হইলে সংবৎসব, অহঃ ও বাত্রি নামে তিনটা নূতন জনপদের উৎপত্তি হয়। বিশ্বের দৃষ্টিকর্তা অষ্টা বশী ভগবান্ ইহাদের নির্মাণ করিয়াছেন।

এই নূতন সংবৎসব নামক জনপদই ব্রহ্মাব ব্রহ্মলোক বা তন্মধ্যগত প্রদেশ

বিশেষ । গীতার অষ্টমাধ্যায়ের ২৪।২৫ শ্লোক যে অহর্নামক দেবযান এবং বাত্রি নামক পিতৃযাগ পণের সম্মিলেগ আছে, উভাবাই এই বেদোক্ত অহঃ ও বাত্রি নামক জনপদদ্বয় ।

তাহা হইলে উভাও স্বীকার্য যে ব্রহ্মা দক্ষিণম্ প্রথম সংবৎসর জনপদ হইতে এই নবোখিত উত্তর সংবৎসর বা ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন স্মৃতবাং ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুক প্রলোকঃ বা মানবের আদি জন্মভূমি নহে ।

বলিবে শঙ্কর কি এতই ভুল করিলেন । সংবৎসর শব্দের পূর্ণ বৎসর অর্থ ছাড়া জনপদান্তর অর্থ ক্রিষ্টার্ণ । না তাহা কখনই নহে । আমরা কৃষ্ণযজুর মন্ত্র তুলিয়া উহা যে জনপদবিশেষবাচী তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি । ছান্দোগ্যের বচনদ্বাবাও উক্ত অর্থ দৃষ্টীভূত করিব ।

অথ যত্ চৈবাম্বিন শবাং কুর্বন্তি

যদি চ ন অচ্চিমম এব অভিসম্ভবন্তি ।

অচ্চিমঃ অহঃ, অহুঃ আপূর্যামাণপক্ষম

আপূর্যামাণপক্ষাং যান যড্ উদঙ্ এতি ।

মাসান্ তান্ মাসেভাঃ সংবৎসবং সংবৎসবাং

আদিত্যম্ আদিত্যাং চন্দ্রমসং চন্দ্রমসঃ বিদ্যাতং

তৎ পুরুষো মানবঃ । স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি

দেবপাথো ব্রহ্মপথঃ । ৬।২৯২ পৃঃ

তৎ যে ইথং বিদুঃ যে চ ইমে অবগো শ্রদ্ধা তপঃ

ইতুপাসতে তে অচ্চিমম্ অভিসম্ভবন্তি অচ্চিমঃ অহঃ

অহুঃ আপূর্যামাণপক্ষম্ আপূর্যামাণপক্ষাং যান্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্

মাসেভাঃ সংবৎসবং সংবৎসবাং আদিত্যম্

আদিত্যাং চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং তৎ

পুরুষো মানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়তি এম

দেবযানঃ পস্থা ইতি । ২।৩৫২ পৃঃ ।

অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তম্ ইতুপাসতে

তে ধুমম্ অভিসম্ভবন্তি ধুমাং বাত্রিং বাত্রৈঃ

অপব পক্ষম্ অপব পক্ষাং যান্ যড্ দক্ষিণা

এতি মাসান্ তান্ ন এতে সংবৎসবম্ অভি
প্রাপ্নুবন্তি । ৩৫৮—৫৯ পৃঃ ।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাং আকাশম্
আকাশাং চন্দ্রমসম্ এষ সোমো বাজ্রা
তদেবানা ময়ং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি । ৩৬০ পৃঃ ।

শঙ্কর এই সকল মন্ত্রের অতি কদর্যা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কবিয়াছেন । আমরা তাহা সঙ্গত মনে কবি না । আমাদের মতে ইহা সমদানট ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ঘটিত । ইহা বুঝাইয়া দিবার লোক পাইলাম না । নিজেও বঝিতে পারিলাম না । প্রত্নতত্ত্ববিধিব দ্বিতীয় খণ্ডে ভৌমকাণ্ডে ইহার সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইব, তথাপি আমরা সম্প্রতি এখানে ধৃষ্টতাপূর্বক ইহাদের এইরূপ অনুবাদ করিতে বাধ্য হইলাম । ইহা ভারতবর্ষ হইতে অন্তঃবাসিগণের দেবযান ও ব্রহ্মপথে (বোধ হয় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাব নায়ে যে পথ প্রস্তুত হইয়াছিল) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মলোক উদ্ভবকৃতে গমনের কথা ।

অথ—অনন্তর যং যাহাবা ন অর্চিষম্ অভিসম্ভবান্তি অর্চিষ জনপদে গমন না কবে তাহাবা অস্মিন্ এইস্থানে কোন স্থানে তাহা পূর্ব মগমাঠে বুঝা গেল না । শবাং কুর্কন্তি স্নানাং উদক কার্যা কবন (শঙ্কর শবাং শবকর্ম্ম যুতে কুর্কন্তি করিয়াছেন কিন্তু এখানে এই শব শব্দেব অর্থ জল— (“শবঃ স্মাৎ কুলপে পুমান্ । ২৪ নপুংসকন্তু পানীয়ে” মেদিনী) । ও শবা অর্থ উদকক্রিয়া ।

অর্চিষ জনপদ হইতে লোক সকল, অহজনপদ ও অহর্জনপদ হইতে আপূর্ষ্য-মানপক্ষ জনপদ, তথা হইতে ছয়মাসে উদ্ভবস্ত সংবৎসব নামক জনপদ (ইহাই দক্ষিণ সংবৎসব) তথা হইতে মহর্ষি সুর্য্যেব জনপদ, তথা হইতে মহারাজচন্দ্রের জনপদ (দক্ষিণ সাইবিবিয়া), তথা হইতে বিদ্যাং নামক জনপদ ও তথা হইতে দেবযান ও ব্রহ্মপথেব সহায়তায ব্রহ্মলোকে গমন কবিতেন । ৫ । ৬—১২ ।

অনন্তর যাহাবা গ্রামে ইষ্টে ও পূর্ভকার্যা কবিত্তে অভিলাম্বী, তাঁহারা ধূম নামক পথে গমন কবেন (গীতা—২৪।২৫—৮ অঃ দেখ), ধূম হইতে রাত্রি জনপদে, তথা হইতে অপব পক্ষ জনপদ তথা হইতে ছয়মাসে দক্ষিণ সংবৎসর জনপদে গমন করেন ।

সুতরাং সংবৎসর অর্থ এখানে ব্রহ্মাব অধিকৃত জনপদবিশেষ এবং তন্মধ্যে

যাহা দক্ষিণে অবস্থিত, তাহাই সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ইলারুতবর্ষ বা উহার প্রদেশবিশেষ এবং যাহা উত্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) বা উত্তরকুরু।

তাহা হইলেই বৃথাগেল, ব্রহ্মার এই ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু পাদগম্য ও ভৌম এবং ইহা আদি স্বর্গ হইতে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু ও ইহাই ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ জনপদ। সূতরাং নূতন অধাষিত এই উত্তরকুরু প্রহ্লোকঃ বা মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। অপিচ উত্তরকুরুর উত্তরেই উত্তরকেন্দ্র, বান্দীকি উহা অনধিগম্য ও অজ্ঞেয় স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তথায় কোনও দিন মানবশ্রেণীর জন্ম বা অবস্থিতির বিবরণও বেদাদি কোনও শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। সূতরাং উত্তরকেন্দ্রও আদি নিকেতন নহে। অপিচ রুদ্রগণ আদি দেবলোক হইতে উত্তরে গমন করেন। উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রের উত্তরে কোনও বাসযোগ্য স্থান নাই, সূতরাং উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র রুদ্রাদির আদি বাসস্থান নহে, তাঁহারা তথা হইতে অগ্ৰহণ ও গমন করেন নাই, এতদ্বারাও উত্তরকুরু ও উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহই নিবাকৃত হইয়া যায়।

যাহা হউক ব্রহ্মা আদিদেবনিকেতন মেরুসনাথ ইলারুতবর্ষ হইতে যে উত্তর কুরুতে গমন কবেন, তাহা ক্রবই। এবং অগ্ৰাণ্য দেবতারাও যে তাঁহার অগুগামী হইয়াছিলেন তাহা বেদাদি সাক্ষ্যশাস্ত্রেই বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্লযজুতে বিবৃত আছে যে—

স্বর্দেবা অগন্ম অমৃতা অভূম

প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম। ২৯—১৮ অঃ ৭৮৭ পৃঃ।

আমরা দেবতারা ব্রহ্মার নূতন স্বর্গে গমন করিব, তাহাব প্রজা হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কৃষ্ণযজুতেও রহিয়াছে—

ব্রহ্মণা বৈ দেবাঃ সুবগং

লোকম্ আয়ন্। ৩৫৬ পৃঃ

দেবতারা ব্রহ্মার সাহিত সুবর্গ বা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেই দেবতারা কে? কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

সাধ্যা বৈ দেবা অস্মিন্ লোকে আসন্। ৩২৪ পৃঃ

সাধ্য দেবগণ এই জনপদে ছিলেন। কোন্ জনপদ? দক্ষকণ্ঠা দিতির গর্ভে দৈত্য, অদিতির গর্ভে আদিভাগণ প্রসূত, তাঁহারা কঙ্কপায়জ। আর দক্ষকণ্ঠা

বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেব ও সাধ্যার গর্ভে সাধ্যাদেবগণ প্রসূত, তাঁহারা ধর্ম প্রজাপতির সন্তান। ইহারা সকলেই ব্রহ্মাদির ছায় আদিশ্বর্গ প্রভব। ব্রহ্মার ছায় উঁহারাও আদি স্বর্গ ভাগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত উত্তরকুরুতে গমন করেন। তাই ঋগ্বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়—

যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজস্তু দেবাঃ

তানি ধম্মানি প্রথমানি আসন।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচস্তু,

যত্র পূর্ক্সে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬—১০ সূঃ—১০ মঃ

দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজনীয় অগ্নির অর্চনা করিতেন। এই জড় অগ্নির উপাসনাই তৎকালে প্রথম ধর্মকার্য ছিল। সেই অগ্নির উপাসক দেবগণের মহিমাদ্বারা আদিশ্বর্গ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেখানে প্রথমে সাধ্যগণ দেবতা বলিয়া গণ্য ছিলেন।

ইহাদ্বারা জানা গেল সাধ্য দেবতার আদিশ্বর্গ ছাড়িয়া অন্য কোনও স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানই পঞ্চম অমৃত বা উত্তরকুরু। যদাহ্ ছান্দোগ্যঃ—

তং যং প্রথম অমৃতং তং বসব

উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেণ। ১৭১ পৃঃ

কিম্পুরুষবর্ম (তিকরত) হইতে উত্তরকুরু (উত্তর সাইবিরিয়া) পর্যন্ত সমগ্র স্বর্গলোক পাঁচটি অমৃতে বিভক্ত। এখানে লোক সকল অকালে মরিত না, তাই ইহারা অমৃত (Sanatarium) নামের বিষয়ীভূত। তিকরত প্রথম অমৃত, তথায় ধব প্রভৃতি অগ্নিবস্তু অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অথ যং দ্বিতীয়মমৃতং তং রুদ্রা

উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেণ। ১৭৪ পৃঃ

তদ্বৎসরে দ্বিতীয় অমৃত, (তাতার), এখানে শিবাди একাদশরুদ্র বাস করিতেন, ইন্দ্র তাঁহাদের নেতা ছিলেন।

অথ যং তৃতীয়মমৃতং তং আদিত্যা

উপজীবন্তি বরুণেন মুখেণ। ১৭৬ পৃঃ

তদ্বৃত্তরে তৃতীয় অমৃত মঙ্গলিরা, তথায় আদিভ্যোরা বরুণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অথ যং চতুর্থ অমৃতং তং মরুত

উপজীবন্তি সোমেন মুখেন । ১৭৯ পঃ

তদ্বৃত্তরে চতুর্থ অমৃত মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় উন-পঞ্চাশৎজন মরুৎ চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করেন।

অথ যং পঞ্চমমমৃতং তং সাধ্যা

উপজীবন্তি রক্ষণা মুখেন । ১৮০ পঃ

তদ্বৃত্তরে পঞ্চম অমৃত (তপোলোক ও ব্রহ্মলোক বা মধ্য ও উত্তর সাইবিরিয়া) তথায় সাধাদেবগণ রক্ষার নেতৃত্বে বাস করেন।

তাহা হইলেই জানা গেল যে আদি স্বর্গ হইতে সাধ দেবগণ ব্রহ্মার প্রজা হইবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে গমন করেন। বায়ুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

স্থানত্যাগে মনশ্চাপি যুগপৎ সং প্রবর্ততে ।

উচুঃ সর্কে তদাত্মোত্তং বৈরাজাৎ শুক্রবৃক্রয়ঃ ॥ ৭৬

এবমেব মহাভাগাঃ প্রণবং সং প্রবিশু হ ।

ব্রহ্মলোকে প্রবর্তামঃ তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৭৭

বৈরাজেভ্য স্তথৈবোদ্ধম্ অন্তরে যড়্গুণে ততঃ ।

ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতে যত্র ব্রহ্মা পুরোহিতঃ ॥ ৮১—৩২ অঃ

শুক্রবৃক্রিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরস্পর মঙ্গলা করিলেন যে যখন ব্রহ্মা গিয়াছেন, তখন আমরাও এ বৈরাজ ভবন পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হইবে। উক্ত ব্রহ্মলোক আমাদের বৈরাজ ভবন অপেক্ষা উত্তরে ও উহা তদপেক্ষা পরিমাণে ছয় গুণ বড়। তথায় স্বয়ং সুর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা নেতা। ঋগ্বেদেও বিবৃত রহিয়াছে যে—

তে জাগী সযোনী মিথুনা সমোকসা,

নবাং নবাং তনুম্ আতন্বতে দিবি সমুদ্রে । ৪—১৫২ সূ—১ম

স্বর্গ ও ভারতবর্ষ একে অস্ত্রের জ্ঞাতি। যেন একটি মিথুন, ইহাদের পরিমাণও সমান। এই উভয় স্থান হইতে সময়ে সময়ে নূতন নূতন বংশ

যাইয়া ব্রহ্মলোক ও অপোগস্থানাদিতে (অশুরিক্ষে) উপনিবিষ্ট হইয়াছেন ।
তথাহি—

যে দেবাসো দিবি একাদশস্থ পৃথিব্যামপি ।

একাদশস্থ অপ্সুকিতঃ মহিনা একাদশস্থ ॥ ১১—১৩৯স্থ—১ম

অর্থাৎ আদিমুর্গ হইতে এগার জন প্রধান দেবতা উত্তরকুরুতে (দিবি),
এগার জন অপোগস্থানাদিতে ও এগার জন পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া
উপনিবিষ্ট হইয়েন ।

সুতরাং অতঃপর আর কেহ ক্রিন্নবালটিকবেলা, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা
মাডাগাস্কার প্ৰভৃতি দ্বীপ, তুর্কি, পাবন, ভারতবর্ষ, লঙ্কা [শবণদ্বীপ], বাকটিয়া
ও হিন্দুকুশ প্ৰভৃতিকে মানবের আদিগেহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পাবেন কি
না, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন । অবশ্য মিঃ উইলিয়ম ওয়ারেন্ প্ৰভৃতি বড় বড়
সাহেবেরা এ বিষয়ে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও প্রমাণ
দিতে পারিয়াছেন কি না, তাঁহাদিগের কেবল মুখে ও আন্দাজের কথা বিশ্বাস
করা কর্তব্য কি না, ইংরাজীসম্বন্ধে যুবকগণ তাহা অবশ্যই তলাইয়া দেখিবেন ।

যাহা হউক অতঃপর আমরা আদি মানব বিরাটের পদদ্বলিসংস্পর্শে যে
ভূখণ্ড পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, উহার প্ৰকৃত অবস্থানবিন্দু অঙ্কলিদ্ধারা দেখাইয়া
দিতে চেষ্টা করিব, এবং দেখাইব আমরা গর বেদই এ বিষয়ের একমাত্র প্ৰকৃত
পথ প্রদর্শক ।

তবে কোন্ স্থান মানবের প্ৰকৃত আদি স্মৃতিকাগার ? কোন্ স্থান প্ৰকৃত
আদি ভূমি, তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই । কেন না সেই অন্ধতামস
আদিমযুগের লোকেরা নিরক্ষর ও ভাষাবিহীন ছিলেন, তাঁহারা ইহা কখনও
গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতেও সমর্থ হইয়েন নাই, লিখিয়া রাখার কোনও প্রয়োজন
থাকার কথাও তখন তাঁহাদের আবিল মনে জাগরিত হইয়াছিল না । কিন্তু
বংশপরম্পরাক্রমে আপনাদের নিজ বাড়ী, বাপ দাদার বাড়ী ও পুরাণ বাড়ীর
কথা জানিয়া আসা কাহারই পক্ষে আশ্চর্য্য নহে । পশুপক্ষীরাও আপনাদের
আড্ডাগুলি স্মরণ করিয়া রাখে, তাহাতে নান্দম উহা পারিবে না কেন ?
তাই আমাদের বেদাদি সর্ক শাস্ত্রে একটি

পিতৃলোকের

কথা বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, আরব, কালডিয়া, বেবিলন, আশ্বেনিয়া পেলেষ্টাইন, পারস্য, ইরান, চীন ও জাপান প্রভৃতি বহুসংখ্যক জনপদ এ জগতে বিদ্যমান। কিন্তু ভারত ভিন্ন কোনও সভ্য জনপদের কোনও ইতিহাসেই

পিতা, পিতৃভূমি, পিতৃলোক

শব্দের সমাবেশ দেখা যায় না। অবশ্য তাঁহারা “ইদেন” উগ্গানেব নাম লইয়াছেন। কিন্তু ইদেন উগ্গান ও আদমহবার (ইভ) নাম সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। আমাদিগর “আদিম মনু” হইতে “আদম” ও শত্রুরূপা হইতে শপা ও শপা হইতে হবা এবং হবা হইতে ইভ হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহার মূলে এতদধিক অণু কোনও সভ্যই বিনিহিত নাই। বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুৰাণসমূহ (অবশ্য অস্যাচীনগুলি নহে) জগতের সমগ্র সভ্য জাতির আদি পৈতৃক সম্প্রদায়। কিন্তু আমরা ঐ সকল সভ্য জাতিকে যখন ভারত হইতে নিসাসিত করি, তখন উহারা কেহই বেদ বা শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া যাইতে অধিকার পাইয়াছিলেন না। স্কেন্ডেনেভিয়ার লোকেরা অতীত আপনাদের ধর্মশাস্ত্রকে “বদ” (ved) বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু উহা বেদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রোমের বয়স ২০০০ বৎসর, গ্রীসের বয়সক্রম ২৭০০ বৎসর, মিশরের পুরীমঠ (Pyramid)-গুলির বয়স ৩ কি ৫৫০০ সাড়ে তিন হাজার বৎসরের বেশী নহে, কেন না তাঁহারা গ্রীক ও যু জাতির মধ্যবর্তী যুগের লোক। বাইবেলের বয়স ৩৯০০ বৎসর, কোরাণের বয়স চাক্রমতেও ১৩৩০ বৎসর, সুতরাং এই সকল অস্যাচীন লোকদিগের অস্যাচীন গ্রন্থে কি প্রকারে মানবের আদি পিতৃভূমির কথা থাকিবে? তবে ভূতপূর্ব ভারতসম্বন্ধে গ্রীক ও মৈথরগণ কেবল স্মরণবলে “মেক” ও পারসিগণ (অহুবেরা) মৌকর নাম মনে রাখিয়াছেন। কিন্তু উহাই যে আদি নিকেতন, তাহা তাঁহারা জানেন না উহার অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করিতেও তাঁহারা নিত্যা পরাস্থ। ফলতঃ ইলাবৃত্তবর্ষমধ্যগত মেক বা ইলাস্বায়ী (আলটাই) পর্বতের সাত্ত্বদশই মানবের প্রকৃত আদি জন্মভূমি। এবং বৈদিক আচার্যগণ উহাকেই পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

ছোঃ পিতা পৃথিবী মাতা । ৫।৫ সূ । ৬ম

মধু ছোরস্ব নঃ পিতা ।

ছোঃ পিতা জনিতা । ১০—১ সূ । ৪ম

ছাবাপৃথিবী পিতা মাতা । ২—৪৩সূ—৫ম

উদ্ধঃ নো ছোশ্চ পৃথিবী চ

পিতা মাতা । ৬—৭০ সূ—৬ম

তৎ মাতা পৃথিবী তৎ পিতা ছোঃ । ৪ ৮৯ সূ । ১ম

ভরতি প্রধিঃ পিতা । ৬—১০৮ সূ— ১০ম

অর্থাৎ স্বর্গই আমাদের পিতৃভূমি অর্থাৎ পৃন্দ পিতামহগণের আদি নিকেতন এবং পৃথিব পৃথল রাজা পৃথিবী বা ভাবতবর্ষই ঋক্ ও অথর্ষবেদের পণেতা নৃতন ঋষি আমাদের মাতা বা মাতৃভূমি, আমরা এই ভাবেই জন্মিয়াছি, কিন্তু আমাদের পৃষ পৃথলবা এখানে জন্মগ্হণ করেন নাই, তাঁহারা স্বর্গে জন্মিয়া এখানে আসিয়া আগন্তুক ও উপনিবেশিকভাবে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছিগেন । তাই ঋগ্বেদ ও অথর্ষবেদ সমস্তই বলিয়া গিয়াছেন যে---

ছৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধনঃ ।

মাতা পৃথিবী মহৌয়ম্ * । ৩৩—১৬৭ সূ-- ১ম

ছো বা স্বর্গই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, জনিতা বা জনয়িতা, উক্ স্বর্গই আমাদের পৃন্দপুরুষদিগের নাভি বা উৎপত্তি হইয়াছে, আমাদের বন্ধ বা জ্ঞাতি দেবগণ এখনও তথায় বর্তমান আছেন । এই মহতী পৃথিবী বা ভাবতবর্ষ আমাদের ভাবতীয় ঋষিগণের মাতা বা জন্ম ভূমি ।

প্রশ্ন হইতে পারে ছো বা স্বর্গ বলিলে কেবল প্রথম ন্যোম বা আদি স্বর্গ বুঝাইবে কেন? উহাদ্বারা কেন ব্রহ্মার স্বর্গও অববোধিত হইক না? না তাহা হইবে না । কেন না যখন ব্রহ্মা উত্তরকুরুতে বাইয়া উহার নামও স্বর্গ রাখেন নাই, তখন আদি স্বর্গই স্বর্গ বা ছো প্রভৃতি শব্দে সূচিত হইত । তাই মহাভারতেও আদিপর্বে ১২০ অধ্যায়ে ব্রহ্মার বাসস্থান উত্তরকুরুকে ব্রহ্মলোক

* এ পাঠ অথর্ষ বেদের, ঋগ্বেদ "ন." পাঠের পরিবর্তে "মে" পাঠ আছে । অথর্ষ-
বেদ—২য় খণ্ড ৭২৬ পৃষ্ঠা দেখ ।

বলা চইয়াছে, এবং উহাতে ইলাবতবর্ষকে আদিশ্বর্গ বুঝাইতে স্বর্গ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

স্বর্গপাবঃ তিত্তীর্ষুঃ সঃ

সেই পাণ্ডু স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ব্রহ্মার উত্তরকুরুকেই লোকে স্বর্গ ও দেবলোক বলিয়া ঠাহবিতে লাগিল, আদিশ্বর্গের মাহাত্ম্য কমিয়া গেল,, তখন সকলে উহাকে পুৰাণ বাপের বাড়ী বলিয়া “পিতা” এই নামে বিশেষিত করিলেন। কিন্তু তথাপি উহার স্বর্গ নামও গেল না। “স্বর্লোক” বলিলে আদি স্বর্গ ভিন্ন কখনই ব্রহ্মলোকের অন্বোধ হইত না। ফলতঃ

ইলাবতবর্ষ, চরিবর্ষ ও বিম্প্রাষবর্ষ

লইয়াই স্বর্লোক বা ত্রিনাক অথবা দ্বিপিত্তপ গঠিত। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোককে কেহ কখনও স্বলোক বলিয়া নির্দেশ করেন নাই, তবে স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আদি স্বর্গকে লোকে “পিতা” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুকে নহে। কেন না উহা মানবের আদি জন্মভূমি নহে, আদি স্বর্গই আদি জন্মভূমি বা পিতৃভূমি। তাই মহামতি শব্দের পিতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

পিতরম্ সর্কশ্চ জনয়িত্ত্বাং পিতৃহম্

১০—পৃ—প্রগোপনিষৎ।

অর্থাৎ আদি স্বর্গ সকলের আদি জন্মভূমি বলিয়া উহাকে পিতা শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধন এই পিতার অর্গ পালক ও প্রীণায়িতারং প্রভৃতি যাহা কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ভ্রষ্ট বাখা। আর আদি স্বর্গকে পিতা ও ব্রহ্মার স্বর্গকে দিব্ নামে সংসৃচিত কবাত্তেও ব্রহ্মার উত্তরকুর আদি জন্মভূমিই নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহঃ।

পরে অর্কে পুরীরিণম্। ১২—১৬৪ সূ—১ম

অর্থাৎ যদি আদিশ্বর্গ পিতাকে পঞ্চপাদ বা পাঁচপোয়া ধর, তবে ব্রহ্মার দিব্কে বারপোয়া ধরিতে হইবে। প্রবীণেরা উহাদের এইরূপ অনুপাতই ধরিয়া থাকেন। দিবের বাকী অষ্টাংশ জলে ডোবা, উহা জাগিলে পাঁচ ও

চক্ষিণে যে অমুপাত, পিতৃভূমি আদিষর্গ ও ব্রহ্মার দিব্ বা উত্তরকুরুতে সেই অমুপাত হইবে।

অনেকেই বলিয়াছেন আমাদের ঋষিরা আমাদের পূর্ব নিবাস বা পিতৃভূমি সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিয়া যান নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে হিন্দুর বেদাদি সর্গশাস্ত্রেই তাহা ষোল আনাই বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিবৃত আছে—

সনা পুরাণম্ অধি এমি আরাং

মহঃ পিতৃর্জনিতুর্গামি তন্নঃ ।

দেবাসো যত্র পনিতার এঐবঃ

উরৌ পথি ব্যতে তস্মুরস্তঃ ॥ ৯—৫৪ সূ—৩ম

তত্র সায়নভাণ্ডম্ হে গৌঃ মহঃ মহত্যাঃ পিতৃঃ সর্গশ্চ পাণ্ডিত্রাঃ জনিতুঃ
জনিত্রাঃ তব সনা সনাতনং পুরাণং পূর্কক্রমাগতং নঃ অগ্নাকং যদেতৎ
জামিত্বং

সর্গমেকস্মাৎ জাতম্

ইতি গৌর্ভগি নী ভবতি ।

তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাং অধুনা অধোনি স্মরামি দিবঃ পিতৃশ্চে
জনমিত্বেনে । মঙ্গবর্ণাঃ

“গৌর্মে পিতা জনিতা

নাভিরন্তে”তি

যত্র যশ্চাম্ দিবি অস্তর্মধ্যো উবৌ বিস্তীর্ণে ব্যতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতারঃ
হাঃ স্তবন্তো দেবাসো দেবাঃ এঐবঃ গমনসাধনৈঃ সৈঃ ঠৈঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ সমুঃ
তস্মুঃ তত্র স্থিতা দেবা মদীরং স্তোত্রং শৃঙ্গম্ব ইতি ভাবঃ ।

দত্তজানুবাদ—আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিক
চিন্তা করি, তাহার বিস্তীর্ণ নিজনপথে স্ততিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের
সহিত অবস্থান করেন ।

আমাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—কোনও ভারতীয় ঋষির মনে
আপনাদিগের ভূতপূর্ব বাসস্থান স্বর্গের কথা পড়িলে তিনি বলিতে থাকেন—

যদিও আমরা এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি এই

সুদূর ভারত হইতে সেই মহান পিতৃভূমি জন্মভূমি স্বর্গের সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিস্বরূপ স্বরণ কবি। যে স্বর্গে দেবতারা নিয়ত সশর হইয়া বিস্তীর্ণ নির্জন দেবযান পথে স্তুতি করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রের বাখ্যায় সায়ণ যে “সর্গম্ একস্মাৎ জাতং” কথাটি বলিয়াছেন, ইহা অতীব সত্য কথা। অর্থাৎ আমরা, অগ্ন্যাণ্ড দেশবাসীরা সকলেই ঐ আদি স্বর্গ পিতৃভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সায়ণ যে “গৌর্ভগিনী ভবতি” এই কথাটি বলিয়াছেন, ইহা অতীব অমূলক। ইহাতে এইভাৱে অভিব্যক্ত হয় যে স্বর্গ ও ভারতবর্ষ যেন সমানভাবে দুই স্থান, দেবতারা স্বর্গে ও আমরা ভারতে জন্মিয়াছি, ভারতভূমি যেন স্বর্গের ভগিনীস্থানীয়। কিন্তু তাহা নহে, তাহা হইলে

সর্গম্ একস্মাৎ জাতম্

এ কথা যে বৃথা হইয়া যায়? ঋগ্বেদ কি স্বর্গবাসী দেবতা ও আমাদেরকে স্থানান্তরে এক মাতার সন্তান বলিয়া নির্দেশ করেন নাই?

অশ্বি হি বঃ সজাতাঃ রিশাদসো দেবাসো

অস্তাপ্যম্। ১০—২৭ সূ—৮ম

হে দেবগণ! তোমরা আমাদেরকে পর বলিয়া হিংসা বা বিদ্বেষ করিও না, তোমরা আমাদের সজাতি ও বন্ধু ব্যক্তি।

অধি নঃ ইন্দ্র এষাম্ বিষেণ

সজাত্যানাম্ উতা মরুতো অশ্বিনা ॥ ৭ - ৭২ সূ—৮ম

হে ইন্দ্র! হে বিষেণ! হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! হে মরুৎগণ! আমরা তোমাদের সজাতি। তোমরা আমাদের নিকট আগমন কর।

প্রভ্রাতৃঃ সুদানবোহধ দ্বিতা সমাণা।

মাতৃগ্ভে তরামহে ॥ ৮—৭২ সূ—৮ম

আমরা ও তোমরা এখন দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি বটে, এখন তোমরা স্বর্গবাসী ও আমরা ভারত প্রবাসী। কিন্তু তোমরা ও আমরা এক মাতা স্বর্গভূমির সন্তান। তোমাদের সহিত আমাদের নিকট ভ্রাতৃত্বই রহিয়াছে।

তবে কি স্বর্গ একদিন জগতের সাধাবণ মাতৃভূমি বলিয়াও বিশেষিত হইত? অবশ্যই হইত। যখন ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তরকুরুতে গমন করেন ও আমরা

ভারতে আগমন করি, তখনই মাতা গৌ বা আদি স্বর্গ পিতৃনামের বিষয়ীভূত হয়। যদাহ ঋগ্বেদঃ

যুক্তা মা গা আসীং বুর্নি দক্ষিণায়াঃ ৯—১৬৪ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—মাতা নিম্নীরতে অস্মিন্ উতানি ইতি মাতা গৌঃ । দক্ষিণায়াঃ অভিমতপূরণসমর্থায়ঃ পৃথিব্যাঃ বুর্নি নিম্নহণে যুক্তা আসীং ।

সায়ণের এ বাখ্যা অত্রাব শোভন হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে দৈত্য, দানব, অসুর, (পার্শী) ও এ দেশের কৃষ্ণভৃগু-গণ আমাদের প্রতি পভূত অত্রাচার করেন। তজ্জগা দেবরাজ ইন্দ্রকে আমাদের এই দক্ষিণদেশবক্ষার ভাব গহণ করিতে হইয়াছিল। তথাহি—

সং পশ্চামি প্রজা অহন্ ইড় প্রভসো মানবীঃ । ৩৬ পৃ কৃষ্ণভৃগুঃ ।

পশবো বৈ উত্তবনেদিঃ । ৪১৯ পৃ পশবো বৈ ইড়া । ৪০৯ পৃঃ ।

অভি ন ইলা বৃগশু মাতা ১৯—৪১ সূ—৫ম

অর্থাৎ ইলা বা ইলাবৃতবর্ম বা মঙ্গলিয়া সমগ্র মানবজাতির মাতৃভূমি।

এখানে সায়ণ “বৃগশু গোসংযশু মাতা নিম্নারী” প্রভৃতি অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন, দত্ত সাহেবও উহারই প্রতিপত্তি করিয়াছেন। গো সমূহের মাতা ইলা। কিন্তু এই ইলা ইলাবৃতবর্মের নামক দেশ, ইলা হইতেই গ্রীক ও লাতিনদিগের Elysium ও Elysiun শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এবং পার্শীগণ যে প্রকার উতাদের মৌরুকে (মেরুকে)

Holy ও Mighty

বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তদুপ আমরাও আদিজন্মভূমিভূমিবক্ষন আমাদের মেরুপর্বতসনাথ ইলাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণপ্রতিম স্থান বলিয়া সংশ্লিষ্ট করিয়াছি।

নি ভা দদে নদে অ

পৃথিব্য ইলায়াস্পদে । ৪—২৩ সূ—৩ম ।

হে অগ্নি! আমরা তোমাকে পৃথিবীর নন্দা শ্রেষ্ঠ যে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্ম, উতাতে স্থাপন করিয়াছি।

* ইলায়া স্বা পদে বহু নামা পৃথিব্যা অদি ।

জাতবেবঃ নিধীমহে অ গ্ন হব্যম্ব বোড়বে ॥ :—২৯ সূ—৩ম

ইলার পদ শ্রেষ্ঠ কেন? যেহেতু উহা মানবের আদি জন্মভূমি বা আদি পিতৃলোক। তথাপি—

হা নগ্নে পুষ্করাদনি অথবা নিরনশ্চত।

বৃক্ষো বিশ্বস্ত বাসতঃ ॥ ১৩—১৬ সৃ—৬ন

হে অগ্নি! যে পুষ্কর বা ইলার তবর্ষে অথবা আমি অরণিসংঘর্ষণদ্বারা তোমার উৎপাদন করিয়াছিলাম, সেই পুষ্কর বা ইলার তবর্ষে সমদয় বিশেষ মক্ষ বা মক্ষ স্বরূপ। কেন? যেহেতু উহা মানবের আদি জন্মভূমি।

ইলার তবর্ষের নাগাস্তব, বোম, আকাশ, পুষ্কর ও মক্ষ প্রভৃতি। এই পুষ্কর (পদ্ম) জন্মনিবন্ধন সুরভোষ্ঠ একান্ত বিশেষণ অক্ষয়ানি বা পদ্মজন্ম। সুরভোষ্ঠ একান্ত ভোষ্ঠ পুত্র অথবা এখানে সর্বাদৌ অরণিসংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন করেন। তদুপলক্ষেই কোনও আমি ব্রহ্মপ বর্ণিয়াছিলাম।

বেদিমদে প্রিয়দামায়। ১—১৯০ সৃ—১২

তত্র সায়ণঃ—বেদিমদে প্রিয়দামায় প্রিয়দাময়ে প্রিয়দামায় উত্তরবেদি বক্ষণে প্রিয়দামায়।

এই বেদি কোন্ স্থান? ক্রতবের বাক্সের বলিত্তেছেন যে—

এতৎ বা ইলারাম্পদঃ

বহুত্তববেদী নাভিঃ। ১—২৮।

এই যে ইলার তবর্ষে উহা পৃথিবীর উত্তরবেদী বা উত্তর মীন। এবং তৎ সমগ্র মানবজাতির নাভি বা উৎপত্তি স্থান।

ধামনি প্রিয়ে নাভা বজ্জস্ত। ৩২—১২ সৃ—৮ন

ইহা অতি প্রিয়তম ধাম, এখানেই সর্বাদৌ বাগ বজ্জের অস্থান সমাপক হয়।

ননো দিবে বৃহতে সদনায়

প্রিয়ায় ধায়ৈ। ১—৪৮ সৃ—৫ন

আগ্নি সকলের প্রিয়তমধাম বৃহৎ সদন দিব্কে নন্দ্যাব করি।

আচ্ছা এখানে আদি স্বর্গকে দিব্ বলা হইল কেন? অতিপূর্বে আদি স্বর্গ স্বঃ, নাক, বোম, আকাশ ও শ্চো প্রভৃতি শব্দেই সূচিত হইত। পরে ব্রহ্ম সতালোক বা উত্তর কুক্ষতে যাইয়া উহাকে ব্রহ্মলোক, দিব্, ছা, উত্তম নাক, পরম বোম, ও স্বর্গ বর্ণিয়া বিশেষিত করিলে আদি স্বর্গ “পিতা” নামে সূচিত হইতে থাকে।

কিন্তু অনেক আবার এই পার্থক্য লক্ষ্যন করিয়া আদি স্বর্গকেও দিব্ ও পরম
বোম শব্দে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহাদিগের প্রমাদ।

স জায়মানঃ পবনে

স জায়মানঃ পরমে বোমন্

বোমনি অগ্নিঃ । ১ -- ১৪৩ স্ ১ম

৭ — ৬ স্ — ৭ম

তদ সায়ণঃ— স পুরোক্তঃ অগ্নিঃ

হে বৈশ্বানর স প্রসিদ্ধ স্বং পরমে

জায়মানঃ অবলোভাম্ উৎপদমান,

দবশ্বে বোমন্ অন্তবিক্ষে জায়মানঃ

তদানীমেব পবনে উৎকৃষ্টে বোমনি

স্বর্গাক্ষেপেণ প্রাণভবন্ ।

বিনিবনক্ষঃ বতি বেদিদশে ।

এই উভয় মন্ত্রেও পবন বোম শব্দ প্রকৃতরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। অন্য
একটি মন্ত্রে আদিবোমপ্রভব ইন্দ্রকেও পরমবোমপ্রভব বলিয়া বিশেষিত
করা হইয়াছে। উক্ত দিব্শব্দও আদি স্বর্গের পরিবর্তে ব্যবহৃত কবিয়া ঋষি
প্রমাদেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষই
সকলের প্রমদান, পবন রক্ষার দিব্ বা উত্তরকুরু নহে, অগ্নিও পরম বোম
বা উত্তরকুরুতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন না, পবন আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে।
উক্ত—

অগ্নিঃ প্রথম ইলাবৃতবর্ষে সমিদ্ধঃ । ১ - ১০ স্ — ১ম

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাত্য ইলাবৃতবর্ষে জাতিঃ । ৬ — ১ স্ — ১০ম

অগ্নি পৃথিবীর আদি জন্মভূমি ইলাবৃতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। সকলের আদিতে
অগ্নি ইলাবৃতবর্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়। তবে—

দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ । ১ — ৪৫ স্ - ১০ম

এই মন্ত্রে বেক্রপ ছো বা “স্বঃ”কে ভ্রান্তিবশতঃ দিব্ বলিয়া নির্দেশ করা
হইয়াছে, (বস্তুতঃ রক্ষার উত্তরকুরুই দিব্ ও পবনবোম), তদ্রূপ কোনও ঋষি
ভ্রান্তিবশতঃ আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষকেও পরমবোম বলিয়াছিলেন।

আচ্চা ইলাকে যখন উত্তরবেদী বলা হইয়াছে, তখন কেন মনে করা যাউক
না যে উক্ত ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকুরুতে এবং উইলিয়ম ওয়াবেণ সাহেবের কথাই
তাঁহা হইলে প্রকৃত সত্য ?

His Eden land was Habarita, it was therefore at the Pole.

না তাহা নহে। উদ্ভবকুরুত মেরুনানে কোনও পর্কত বা গ্রাম ছিল না ও তথায় ইলাবৃত নামেও কোনও জনপদ নাহি, উদ্ভবকুরুত বহু দক্ষিণেই যে মেরুপর্কতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ বিদ্যমান, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ফলতঃ তখন আমরা, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রথমে এই তিনলোক ভিন্ন অথ কোনও লোকের তত্ত্ব জানিতাম না, আটলাটিকের আয় 'আন' হইত অর্থাৎ বলিয়া স্বীকৃত ছিল, তখনই আমরা ইলাবৃতবর্ষকে পৃথিবীর শেষ উদ্ভবসীমা ভাবিয়া উহাকে উদ্ভববেদী নামে সমাখ্যাত করি। এ নিম্নে বেদে এইকথা বিবৃতি দেখা যায়—

কো অশ্ব বেদ ভুবনস্য নাভিঃ

কো আনাপৃথিবী অশ্বনিগম্।

কঃ সর্গাশ্ব বেদ বৃহতঃ জনিত্বৎ

কো বেদ চক্রমসং যতঃ ভাঃ।

শ্রুতমুঃ ৫৯ ক ২৩ অ।

কোন বাক্তি জগতের নাভি মানবের আদি জন্মভূমির কথা জানে? কোন বাক্তি স্বর্গ, ভাবতবর্ষ ও অশ্বনিগমের কথা জানে? কোন বাক্তি এই সর্বাশালী জড় সূর্য্যের উৎপত্তির কথা জানে? আর এই চক্রমসং বা কোথা হইতে হইয়াছে, তাহাই বা কে অবগত আছে?

বেশ বুঝা গেল, এই সময়ে লোক সকল আদি জন্মভূমির কথা ভাবিয়া দেখিতেন ও ভাবিতে যাইতেন। কিন্তু প্রশান্তনারেই মনে হয় অনেকই উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আর ঐ সময় সকলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোকের বেশী লোকের অস্তিত্বের কথা জানিতেন না, আর ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা-নিবন্ধন এই তিনলোকের প্রকৃত তত্ত্বও অনেক অবগত ছিলেন না। এই মতালোকের যুগেই বা কয় জন ভারতসন্ধান

সমগ্র ভারতবর্ষ (সপ্তকোপদ্বীপ)

তুরুক্ষ, পারস্য, অপোগস্থান,

ও তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়ার

প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া পবিজ্ঞাত হইয়াছেন? আর এই সময়ে সুমাই যে জগৎপ্রসবিতা, সকলের মন হইতে এ ভাবেরও তিবোভাব হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের স্রষ্টা আরও কেহ আছে, ইহা জাগিতেছিল। তথাপি—

পৃচ্ছানি ত্বা পরমস্তুং পৃথিব্যাঃ

পৃচ্ছানি ত্বা যত্র ভুবনস্ত নাভিঃ । ৬১ শুক্লযজুঃ ।

৩৪—১৬৪ সূ—১ম । ঋগ্বেদ ।

পৃথিবীর শেষ সীমা কি ? জগতের নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান কি ? বেদই উত্তর দিতেছেন যে—

ইয়ং বেদিঃ পরো অস্তুঃ পৃথিব্যাঃ

অয়ং মচ্ছো ভুবনস্ত নাভিঃ । ৬২— শুক্লযজুঃ

এই বেদি বা উল্লাস্তবর্ষই পৃথিবীর শেষ সীমা, এবং মচ্ছোভূমি এই উল্লাস্তবর্ষই পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান ।

অন্য সাধারণ পৃথিব্যাঃ প্রথমবর্তা ইমাঃ পৃথ্বী অস্তু পদম অস্তু পযাবমানং ইদং বেদিঃ স্তি বেদ্যত্বিনিত্র ভূমিঃ অস্তু

“এত্রাবতী বৈ পৃথিবী

যাবতী বেদিঃ” ইতি শব্দঃ ৩৩ । ১৩ঃ সন - ০ ৩ - ৪ ।

বেদী বা উল্লাস্তবর্ষই উত্তর আব পৃথিবী নাই কেন ? যেহেতু উত্তর উত্তরে অপার মহার্ঘ্য আবহদ বিরাচমান । তখন উত্তর উত্তরে যে ত্রৈলোক্য ছাড়া অন্য কোনও ভূমি আছে, তাহা কেহই জানিতেন না । তাই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

উদ্ধং কেতুং সবিভা দেবে অশ্রেং, জ্যোতির্বিদ্যৈশ্ব ভুবনায় কৃধন্ ।

আপ্রা জ্বাপৃথিবী অশ্বিনক্ষং বিস্বস্যাপশ্বিভাশ্চকিতানঃ ॥

৩— ৪ সূ ৪ম

৩য় সাধারণঃ—বিদ্যৈশ্ব সর্বদৈশ্ব ভুবনায় জ্যোতিঃ তেজঃ কৃধন্ কৃধন্ সবিভা দেবঃ উদ্ধং উগ্গং কেতুং প্রকাশকং ভান্বনশ্রেং আশরতি । বিচেকিতানঃ সর্বং বিশেষণ পশ্বন্ স্যাসঃ বশ্বিভিঃ জ্বাপৃথিবী জ্বালোক জ্বালোকো অশ্বিনক্ষক্ আ অপ্রাঃ সনস্তাং অপূবয়ং ।

সূর্য্য কেতুস্বরূপ অতি উজ্জ্বল পার্শ্বিকায় সনস্তা ভুবনে আলোক দান করিতা ভুঃ ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোককে পূর্ণ করিতেছেন । গায়ত্রী পাঠ কালেও—

ও ভূভূবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্দেবণ্যং

ভার্গো দেবস্ত ধীমহি দিয়োনানঃ প্রচোদয়াং ॥

জানা যায় যে, ঋষিরা সূর্য্যকে ভুঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনলোকের প্রসবকর্তা

বলিয়াই জানিতেন। তৎপর আরামহৃদ শুকাইয়া যাইয়া বৈকাল ও আরাম এই দুই হ্রদে পরিণত হইলে আরামের শুষ্ক জল

মহর্লোক

বা চন্দ্রলোক (দক্ষিণ সাইবিরিয়া) নামের বিষয়ীভূত হয়। এখানে অপরিপাক্য শস্য হইত, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করিতেন। তাই মানুষ চন্দ্রের নাম ষেধিনাথ। এখানেই সুধা বা মণ্ড প্রস্তুত হইত, তাই মানুষ চন্দ্রের নাম সুধাকর। ইহার উত্তরেই তপোলোক ও রক্ষালোক বা উত্তরকুরু স্থলে পরিণত হয়। তাই ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

অহং স দূরে পানে নজসো

বোচনা অকরম্ । ৬—৪৯ স্ - ১০ম

আমি ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের পনপাবে অতীতদূরে “বোচনা” নামে নতন জনপদের সৃষ্টি করিয়াছি। কি প্রকারে—

সমুদ্রাং অর্গবাং অধি সংবৎসবো অজায়ত ।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বশ্চ মিত্যভাবশা ॥ ১—১৯১২ স্ - ১০ম

অর্থাৎ সমুদ্র শুকাইয়া তথায় সংবৎসব, অহঃ ও তাত্রি নামে তিনটি জনপদের সৃষ্টি হয়। ইহারাই বেদে ত্রিবোচনা, পুনাগে মহঃ, তপঃ, সত্য এই তিনলোক বা রম্যক, হিরণ্ময় ও উত্তরকুরুবর্ষ এবং এক্ষণে সাইবিরিয়া নামের বিষয়ীভূত।

সুতরাং এক সময়ে ইলা উত্তরবেদী অর্থাৎ উত্তরসীমার আলি হইলেও উহা উত্তরে আর নতন জনপদ সকলের উৎপত্তি হওয়াতে উহা পৃথিবীর মধ্যস্থলে পড়িয়া নাভি নামে প্রখ্যতি লাভ করে।

আচ্ছা বুঝিলাম শাস্ত্রানুসারে ইলাই যেন মানবের আদি জন্মভূমি, কিন্তু এখানেই যে মানুষের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কি কোনও বিশেষ প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

ইলা যুথশ্চ মাতা

ইলাবৃতবর্ষই সকল মনুষ্যযুথ ও পশুযুথের আদি মাতৃভূমি। ছান্দোগ্য উপনিষদও বলিতেছেন যে—

ইমানি হ সর্কাণি ভূতানি

আকাশাদেব সমুৎপত্ত্বন্তে ।

মহালিঙ্গা পিতৃভূমি

পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি ও পশুপ্রভৃতি প্রাণিসমূহ আকাশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশ অর্থ ত “শূন্য”, উহা হইতে কেমন করিয়া জীবজন্তুর উদ্ভব সম্ভবিত্তে পারে? না আকাশ অর্থ শূন্য বা অন্তরিক্ষ (২য় লোক) নহে। আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছি যে ইলাবৃতবর্ষ বা আদি যোম অর্থাৎ ষোল নামাস্তুর আকাশ। মধ্যবর্তী যুগের লোকেরা তাহা ভুলিয়া যাইয়া ভাবিলেন তবে এ আকাশ অর্থ বুঝি “ব্রহ্ম”। তাই তাঁহারা এই এক নূতন শ্রুতির আনদানী করিয়া বসিলেন—

আকাশো বৈ ব্রহ্ম”

ব্রহ্ম সকলের স্রষ্টা, সূত্রাং এ আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচী না হইয়া যায় না। ক্রমে অন্তেরা আবার তাহাও ভুলিয়া অপার অনন্ত গগন বা শূন্যকে আকাশ ঠাহরিয়া বসিলেন। ফলতঃ ভৌম আকাশই আমাদের আদি পিতৃভূমি। উক্তক শ্রীমতা পরাশরেন—

পিতৃগাং স্থানমাকাশো

দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ॥

আমাদিগের সমগ্র মানবজাতির পূর্ব পুরুষদিগের যে আদি জনভূমি উহারই নাম আকাশ, উহা উত্তরকুরুপ্রভৃতি জনপদের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। যদি আকাশ কোনও ভৌম স্থান না হইয়া শূন্য হইত, তাহা হইলে উহা অমূকের “দক্ষিণে” এমন কথা প্রযুক্ত হইতে পারিত না, কেননা গগন অনন্ত, উহার কোনও পরিষ্কিন্ন সীমা নাই ও হইতে পারে না। আচ্ছা উহা কেন আমাদের ভাবতবর্ষের দক্ষিণে হউক না? বাস্তবিক ত তাহাই বলিয়াছেন?—

অন্তে পৃথিব্যা দুর্ধ্বাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতা ॥

ততঃ পরং ন বঃ সেব্যং পিতৃলোকঃ সূনারুণঃ ॥ ৪৪

রাজধানী যমশৈশ্যা কষ্টেন তমসাবৃত্তা ।

এতাবদেব যুস্মাভিবীরবানরপুঙ্গবাঃ ।

শক্যং বিচেতুং গন্তুং বা নাতো গতিমতাং গতিঃ ॥ ৪৫—৪৬ সর্গ

কিঙ্কিকাণ্ড ।

অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণে স্বর্গজয়কারী দুর্ধ্ব রাজসগন বাস করে।

তাহার পরই অতি ভীষণ পিতৃলোক, তোমরা কিছুতেই তথায় ঘাইও না।
উহা যমের রাজধানী এবং উহা অতি কষ্টকর অন্ধকারদ্বারা সমাবৃত।

রামায়ণের এই বর্ণনা হিন্দুর সর্ষশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ইহা অতীব প্রমাদদুষ্ট।
যখন বেদবাক্যানুসারেই জানা যায় যে, যম পিতৃলোক ও স্বর্গের রাজা, যখন
অথর্ষবেদ ও স্বর্গ ও পিতৃলোককে একই বলিতেছেন,

কৃণ্ণে পশ্চাৎ পিতৃযু যঃ স্বর্গঃ

এবং যখন পুরাণের বর্ণনানুসারেও নরকরাজ যমের রাজধানী সংযমনীপুর
“মানসোত্তর যুর্কনি,” তখন আমরা কেমন করিয়া বর্তমান বিকৃত রামায়ণের
কথা মানিব? অবশ্য বেদ ও যমকে দক্ষিণদিকের অধিপতি বলিয়াছেন, কিন্তু সে
দক্ষিণদিক ব্রহ্মার উত্তরকুরুর (কেন না পিতৃলোক বা মঙ্গলিয়া উত্তরকুরুর
দক্ষিণেই অবস্থিত) পরন্তু আমাদের অষ্টাচীন ভারতবর্ষের নহে। ঐ কারণেই
দক্ষিণদিককে “যাম্যা” দিক বলে, কিন্তু সে যাম্যাদিক যে ভারতেরই দক্ষিণে
এরূপ ভাবিতে হইবে না।

যমঃ পিতৃণাং রাজা। কৃষ্ণযজুঃ।

যত্র বৈবস্বতো রাজা যত্রাবরোধনং দিবঃ। ঋগ্বেদ

দক্ষিণেন পুনর্মেবো মানসশ্চৈব যুর্কনি।

বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমেনে পুরে ॥ ৮৮—৫০ অ বায়ু পু

মানসোত্তরশৈলে তু পূর্ষতো বাসবী পুরী।

দক্ষিণেন যমশ্চাণ্ডা প্রতীচ্যাং বরুণশ্চ চ।

উত্তরেণ চ সোমশ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮

বস্বোকসারা শক্রশ্চ যাম্যা সংযমনী তথা। ৯—৮ অ - ২ অং

বিষ্ণুপুরাণ।

এখন কি আমরা বেদ ও পুরাণের বাক্য অবহেলা করিয়া একালের
প্রক্ষিপ্তবহুল নবীকৃত বিকৃত রামায়ণের কথাগুলি মানিব? প্রকৃত বান্দীকি
কখনই হনুমানের লেজ দেন নাই, মধ্য কাশ্যপীয়ায় সমস্থিত পিতৃলোককে
এরূপে দক্ষিণে লইয়া ঘাইতেও তিনি কখনই প্রস্তুত হইয়াছিলেন না।

আচ্ছা পিতৃলোকের নাম যেন ব্যোম বা আকাশ প্রভৃতিই ছিল, কিন্তু তথায়

যে আদি মানব বিরাট্ হইতে নয় সকল হইয়াছে, শাস্ত্রে এমন কোনও প্রমাণ আছে কি ? অবশ্যই আছে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন যে—

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী

ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ । ১৩৫ পৃ

অনন্তর সেই আদি মানব বিরাট্ পুরুষ একাকী থাকিতে পছন্দ না হওয়ার আপনার একজন সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা করিলেন।

স চ এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ

সম্পরিবৃক্তৌ । স ইম মেব আত্মানং বেধা

অপাতয়ৎ ততঃ পতিষ্ঠ পত্নী চ অভবতাং

তস্মাৎ ইদম্ অর্জবৃগল মিব স্ব ইতি

হ স্ব আহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । ১৩৬—৩৭ পৃঃ

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ বলেন যে—যে প্রকার একটি চণক ছুইটিতে একটি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আদি মানব বিরাট্, স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া একটি মিথুনভাবে ছিলেন। তৎপর তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নীতে পরিণত হইলেন।

তস্মাৎ অরমাকশঃ ত্রিঘা অপূর্নাত এব

তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজারস্ত । ১৩৭—৩৮ পৃ

যাজ্ঞবল্ক্য ইহাও বলেন যে তৎপর সেই বিরাট্ পুরুষ, আপনার সেই পত্নীতে উপগত হইলে মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইল ও তাহাদিগের দ্বারা আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

কোদদর্শ প্রথমঃ জাগ্রমানম্

কোন্ ব্যক্তি প্রথম জাগ্রত মনুষ্যকে দেখিয়াছে ? কেহই নহে। সুতরাং এই আদিমানবসম্বন্ধে যত কথা নানাদেশীয় নানাশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মনঃকল্পিত, স্মৃতরাং অলীক সংবাদ। খুব সম্ভব যেরূপে হটক প্রথমে একযোড়া মানুষ স্বতন্ত্রভাবেই সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে তাহাদিগের উপগতিতেই অসংখ্য মনুষ্য প্রসূত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ চণকবৎ যুগ্মভাবে হওয়া ও তাহাকে দ্বিধা বিভক্তীকরণপ্রভৃতি ব্যাপার আদিমস্তই যুক্তিশূন্য ও অলীক। এই আদিমই মনুষ্য ও ব্যাস স-হিতা এবং বাইবেলে যাইয়া নানা সূক্তিতে দর্শন

দিয়াছে। তবে আমরা ইহা হইতে এই মাত্র সত্যই পাইতেছি যে আমাদের পূর্ব নিবাসের নাম আকাশই ছিল, ছান্দোগ্য ও পরাশরের উক্তিও সেই উক্তিকে দৃষ্টিভূত করে। পক্ষান্তরে আমাদের শাস্ত্র আমাদের পিতৃভূমিকে “শ্বোঃ” বা স্বর্গ বলিয়াও নির্দেশ করিতেছেন ও উহা আদি ব্যোম বলিয়াও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের পিতৃভূমির নাম ব্যোম, আকাশ, শ্বোঃ, পুরুষ ও স্বঃ প্রভৃতি ইহা বুঝা গেল। ছান্দোগ্যপাঠেও পিতৃভূমির আকাশ নাম ও আকাশের ভৌমত্ব সমর্থিত হইয়া থাকে।

মাসেভাঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাং আকাশম্
আকাশাং চন্দ্রমসম্। এষ সোমোরাজা তদেবানাম্
অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।। ৩৬০

অর্থাৎ ভারতীয় অশ্বৈবাসিগণ ভারত হইতে কতিপয় মাসে পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে ও তথা হইতে পিতৃলোকের মধ্যগত (যেমন কলিকাতার মধ্যগত চৌরঙ্গী) আকাশ বা মেরু পর্বতের সান্নিদেশে (যাহা আদি মানব ধিরাটের জন্মনিবন্ধন বৈরাজ্যভবন নামের বিষয়ীভূত) তথা হইতে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ মহারাজ চন্দ্রের রাজ্যে (দক্ষিণ সাইবিরিয়া বা মহর্লোক অথবা রমাকবর্ষে) উপনীত হইতে পারিতেন। এই সোম বা চন্দ্র রাজা ছিলেন

সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ। গুরুযজুঃ
সোমায় পিতৃমতে স্বাহা। ঐ
মগ্না ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠাঃ। ভীষ্মপর্ক

সোমের এই জনপদজাত শস্ত্র সকল দেবতারা ভক্ষণ করিতেন। সুতরাং আকাশের ভৌমত্বও যেমন প্রকৃত, উহা যে আমাদের পিতৃভূমি ছিল, তাহাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ অবিচল কাহিনী। গুরু যজুর অন্য কোনও ঋষি প্রমাণ করিতেছেন—

প্রশ্ন—কাশ্বিৎ আসীৎ পূর্বচিহ্নিঃ? ১১ ক—২৩ অ

উত্তর—মহীধরঃ—হোতা ব্রাহ্মণঃ পৃচ্ছতি—পূর্বং চিহ্ন্যাতে ইতি পূর্বচিহ্নিঃ।
স্বর্কেষাং প্রথমশ্রুতিবিবরা কাশ্বিৎ?

উত্তর—শ্বোঃ আসীৎ পূর্বচিহ্নিঃ। ১২ ক—ঐ

পূর্বচিহ্নিঃ পূর্বস্বরণ বিবরা ঞ্চোঃ বৃষ্টিরাসীৎ । ঞ্চোশব্দেন বৃষ্টির্লক্যতে
সর্বপ্রাণিনামিষ্টেবাৎ । তথা চ ঞ্চতিঃ—

“ঞ্চৌর্কৈ বৃষ্টিঃ”

আমরা মহীরের এই ব্যাখ্যার নিতান্তই অতৃপ্তি অচুভব করিলাম । বলতঃ
ঞ্চো শব্দের প্রকৃত অর্থ আদি স্বর্গ । কিন্তু যখন লোক সকল আপনাদিগকে
ভারতেরই আদিম নিবাসী ভাবিয়া পূর্ব নিকেতন স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেল,
আকাশ ও দিব্ এবং ঞ্চোপ্রভৃতি যাইয়া শূন্য বুঝাইতে আরম্ভ করিল, তখন
আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টিকেও লোকে ঞ্চো বা দেওই বলিতে লাগিল (পূর্ববদে
বৃষ্টিকে দেওই বলে, দেওই—দেবতাশব্দ), “ঞ্চৌর্কৈ বৃষ্টিঃ” এ ঞ্চতিও ঞ্চাতি-
হইতে সমাগত ।

প্রকৃত কথা এই যে চিহ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিকেতন বা নিবাসভূমি ।
কিৎ নিবাসে রোগাপনয়নে চ, কিৎ ধাতু ক্তি = কিত্তি । পরে ভাষার বিকারে
ক চ হওয়াতে কিত্তি চিহ্নি হইয়া গিয়াছে । উহার অর্থ

নিকেতন বা বাসভূমি ।

ভাষা হইলেই উক্ত বেদমন্ত্রের প্রণোক্তর এইরূপে অনূদিত হইবে ।

প্র—পূর্ব নিকেতন কি ছিল ?

উ—ঞ্চো বা স্বর্গই আমাদের পূর্ব নিকেতন ছিল ।

কেবল ষজুর্কেদ নহে, ঋগ্বেদেরও বহু মন্ত্রে এই চিহ্নি শব্দের প্রয়োগ
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । তবে ভাষ্যকারদিগের দোষে উহার প্রকৃতার্থ প্রকাশিত
হয় নাই ।

ঈলে ঞ্চাবাপৃথিবী পূর্বচিহ্নরে । ১—১১২ সূ—১ম

তত্র সাধনঃ—হে ঞ্চাবাপৃথিবী ঞ্চাবাপৃথিব্যৌ ঈলে ঞ্চৌমি । কিমর্থং ?
পূর্বচিহ্নরে পূর্বমেব অধিনোঃ প্রজ্ঞাপনার ষবা অন্তরীয়াৎ ঞ্চোত্রাৎ পূর্বমেব ।

দত্তজাহ্নুবাদ—আমি (অধিধরকে) পূর্কে জানাইবার জন্য ঞ্চাবাপৃথিবীকে
স্ততি করি ।

এই ভাষ্য ও অম্ববাদ অপ্রকৃত । ১২—২৫ সূ; ৩৩—১২ সূ; ২—৬ সূ;
২—৩ সূ—৮ম, এই ৪টি মন্ত্রে ও আরও বহু মন্ত্রে উক্ত পূর্বচিহ্নি শব্দের প্রয়োগ
দেখা যায়, সাধন সর্বত্রই নানা ক্রিষ্টার্থের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন ।

- ১। পূৰ্ণ চিত্তে চিত্তিঃ কৰ্ম
মহাস্তরেংপি তথা শ্ববগাৎ ।
(সো চিত্তিভিঃ নি হি চকার মৰ্ত্যাম্ । ২।৩।১৯
- ২। পূৰ্ণচিত্তয়ে পূৰ্ণপ্রজ্ঞানায় ।
- ৩। পূৰ্ণচিত্তয়ে অন্তেভাঃ পূৰ্ণমেব জ্ঞানায়,
- ৪। পূৰ্ণচিত্তয়ে—পূৰ্ণজ্ঞানায় ।

কিন্তু আমরা তাঁহার এ অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ । আমরা উপরি উক্ত প্রথম সংস্করণ এইরূপ অর্থ করিতে চাই—আমি প্রাচীনতম নিবাসভূমি স্বর্গ ও ভারতবর্ষের বন্দনা করি । ঐরূপ আরো বহুসংখ্যে স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে প্রাচীন মাতৃভূমি বলিয়া সংস্কৃতিত করা হইয়াছে ।

ইন্দ্র অধারম্নো রোদসী

দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা । ৭—১৭সূ—৬ম

তত্র সাগণঃ—হে ইন্দ্র ! ঙং রোদসী ঞ্চাপৃথিবী অধারম্নঃ পোষণৈ-
র্ধারয়সি । কীদৃশৌ ? দেবপুত্রে দেবাঃ পুত্রা যয়োঃ তে প্রত্নে পুরাণে মাতরা
মাতঃসী বিশ্বস্ত মাতরৌ ।

হে ইন্দ্র ! তুমি সকল জগতের পুরাতন মাতৃভূমি দেবগণের জন্মভূমি স্বর্গ
ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ ।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে অতি প্রাচীনতম
স্থান ও এই উভয়জনপদেই দেবতারা বাস করিতে ছিলেন । তাহা হইলেই
বুঝা গেল যে, উত্তরকুরু, ইউরোপ, তুরুক ও আরব প্রভৃতি স্থান অপ্রাচীন ।
আর ঞ্চো বা আদি স্বর্গই দেবগণের আদি নিবাস স্থান । তজ্জন্ত দেবগণের
মাতৃভূমি উক্ত ঞ্চোর বিশেষণ “দেবপুত্র ।” পক্ষান্তরে ভারতভূমির বিশেষণও
“দেবপুত্র ।” ভারতবর্ষ দেবগণের আদি জন্মভূমি বা আদি বাসস্থান নহে ।
সুতরাং বুঝিতে হইবে যে স্বর্গের দেবতারা ভারতবর্ষে আগমন করিতেই
ভারতও উক্ত “দেবপুত্র” বিশেষণের বিষয়ীকৃত হইয়াছিল । তথাহি

ঞাপৃথিবী জনিভী । ৯—১১০সূ—১০ম

দেবস্ত জনিভী দেবী রোদসী । ৮—৯৬সূ—৭ম

এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের সমস্ত লোক ও দেবগণের জন্মভূমি । কেন ?

এই উত্তরহান জগতের মধ্যে সর্বাঙ্গা প্রাচীনতম ভূমি, এই উত্তরদেশের গোকই অস্ত্রাভাশে বাইরা ছড়াইরা পড়িয়াছেন।

প্র পূর্বে পিতরা নব্যসীতিঃ,

গীতিঃ কৃষ্ণঃ সননে ঋতস্ত।

আনোস্তাবাপৃথিবী দৈবোন

জনেন জাতঃ মহি বাং বরুধম্ ॥ ২৫৩ সূ—৭ম

তত্র সাযণঃ—হে অশ্বদীয়াঃ স্তোতারো যূঃ নব্যসীতি নবতরাতিঃ গীতিঃ স্তিরূপাতিঃ বাগ্গতিঃ ঋতস্ত সননে বরুধম্ হানভূতে পূর্বে পূর্বাঃ প্রজাতে পিতরা পিতরৌ বিশ্বস্ত মাতাপিতৃভূতে স্তাবাপৃথিবৌ প্রকৃষ্ণঃ পুরস্কৃত।

হে স্তোত্রগণ! এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের অস্ত্রাভ জনপদ অঙ্গা পূর্বে, ইহারা জগতের সমগ্র নরনারীর পিতামাতা (পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি), তোমরা নতনস্তোত্রদ্বারা ইহাদের বন্দনা কর। তথাহি—

পরিক্রিতা পিতরা পূর্বেজাবরী

ঋতস্ত যোনা কুরতঃ সমোকসা।

স্তাবাপৃথিবী। ৮—৬৫ সূ—১০ম

তত্র সাযণঃ—পরিক্রিতা পরিতো নিবসন্তো সর্কজব্যাপিত্তৌ পিতরা সর্কেষাং মাতাপিতৃভূতে অতএব পূর্বেজাবরী পূর্বাঃ জাতে সমোকসা সমাননিবাসস্থানে এতে স্তাবাপৃথিবৌ ঋতস্ত বরুধম্ যোনা যোনী স্থানে।

দত্তজামুবাদ—স্তাবা ও পৃথিবী ইহারা সর্কস্থানব্যাপিরা আছেন, ইহারা সকলের মাতাপিতৃরূপ, সকলের পূর্বে জন্মিয়াছেন।

পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্জাঃ

পুরাণ্যোঃ সন্ননোঃ কেতুঃ। ২—৫৫ সূ—৩ম

হে অগ্নে! বর্তমানকালের দেবতার। আমাদিগকে হিংসা বা ঘৃণা করিতে পারেন। এই প্রাচীনতমজনপদের মধ্যে ইহারা প্রধান ছিলেন, সেই পূর্বে-পুরুষেরা আমাদের ও দেবতাদিগের মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা জানিতেন।

বুঝিলাম, এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঙ্গা প্রাচীনতম হান। কিন্তু এই উত্তরহানের মধ্যে কে অগ্রজন্মা? কে অধিক পুরাতন? বেদ সে বিষয়েও প্রশ্ন করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কতরা পূর্বা কতরা অপরা অয়োঃ ? ১—১৮৫ সূ—১ম

তত্র সায়নঃ—অয়োঃ অনয়োচ্চাঁবাপৃথিবোর্মধো কতরা পূর্বাপূর্বম্ উৎপন্ন
কতরা বা অপরা পশ্চাত্তাবিনী ? কৃষ্ণবজ্রঃ বহ্নিতেছেন—

সুবর্ণো বৈ লোকঃ প্রহঃ । ৫৮ পৃঃ

সুবর্ণ বা স্বর্গই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান । ঋগ্বেদও
বহুস্থলে এই প্রত্যেকের নাম লইয়াছেন ।

পবিত্রবস্তুঃ পরিবাচমাগতে,

পিতা এষাং প্রহঃ অভিরক্ষতি ব্রতম্ । ৩—৭৩সূ—২ম

মন্ত্রপাঠতৎপর আচার্যগোরা (পবিত্র-মন্ত্রাদি-নিকরু) । বেদবাক্য আশ্রয়
করিয়া অবস্থিতি করেন । তাঁহারা অসুরদিগের জ্ঞান বেদবিরোধী ও স্বৈচ্ছা-
চারী নহেন । ইহাদিগেব পুরাতনপিতৃভূমি ইহাদের ধর্মকর্মসকল রক্ষা করেন ।

অমু প্রতুশ্চ ওকসঃ হুবে তুবি প্রতিং নরম্ ।

যং তে পূর্কং পিতা হুবে ॥ ২—৩০সূ—১ম

হে ইন্দ্র ! আমাদিগের পুরাতনবাসস্থানের নেতা ও বহুজনপ্রতিপালক
তোমাকে পূর্ক আমার পিতাপিতামহাদি ডাকিয়াছেন, এইক্ষণে ভারতবাসী
আমিও তোমাকে আহ্বান করিতেছি ।

অতএব “ছোঃ” বা আদিস্বর্গই যে পিতৃলোক অর্থাৎ মানবের আদি জন্ম-
ভূমি তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে ।

চরক ও বেদপাঠে জানা যায় যে, ভারতগত দেবসন্তান আর্ধ্যগণ বহুদিন
যাবৎ আপনাদিগের পূর্কপ্রত্যেকের কথা জানিতেন, কালক্রমে ক্রমে তাঁহা-
দিগের অনন্তরবংশদিগের সে বংশপরম্পরাগত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় । ফলতঃ
সে দিনের ইউরোপীয় ও মৈশরপ্রভৃতি জাতিই যখন তাঁহাদিগের পূর্কনিবাস
ভাঙ্গনের কথা ভুলিয়াছেন, তখন প্রায় লক্ষবৎসরের ঔপনিবেশিক আমরা কেন
আমাদের পিতৃভূমির কথা ভুলিয়া যাইব না ?

যাহা হউক, আমরা যাহা যাহা বলিলাম, তাহার সারমর্ম ইহাই যে, আদি
স্বর্গ ছো ও ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক এবং উহাই আমাদিগের পিতা বা পিতৃলোক
এবং এই স্বর্গ বা পিতৃলোকের কিছুই পারলৌকিক নহে, পরন্তু ভৌম ও
পাদগম্য । এবং উক্ত স্বর্গ, ছো, ইলাবৃতবর্ষ বা পিতৃলোক আমাদিগের বর্তমান

মঙ্গলিয়ার সহিত অস্তিত্ব ও শাস্ত্রোক্ত যেকোনও এবং বর্তমান আল্টাই পর্বতেও কোনও ভেদ নাই। ইহারই সাক্ষ্যে আদিমানববিরাটের আবির্ভাব হইয়াছিল। উক্ত সাক্ষ্যই “বৈরাজতবন”।

ঐশ্বিনির পূর্বমীমাংসা, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত সম্বন্ধে পারলৌকিক স্বর্গনরকের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার ভূবনকোষে উহাদের ভৌমত্বের নির্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন নাই। যুধিষ্ঠির পারে হাঁটিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, মরিয়া ভূত হইয়া নহে। অর্জুন পাঁচ বৎসর স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট থাকিয়া অশ্বশিক্ষা করেন ও রাজসূর্যযজ্ঞের কর স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, মহারাজ সগর স্বর্গে যাইয়া ভার্গবের নিকটে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করেন। দশরথ দেবাসুরযুদ্ধে স্বর্গের ইন্দ্রের সহায়তা করিয়া বাহুতে ক্ষত লাভ করেন, ভারতের যযাতি ও নহব যাইয়া স্বর্গে ইন্দ্র হইয়া আসিলেন। ত্রিশত্ৰু ভোট না পাওয়াতে তাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল, ভারতের নচিকেতা স্বর্গ ও নরকের রাজা বমের বাড়ীতে যাইয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈবস্বতযমের ভ্রাতা বৈবস্বতমহু ভারতে আসিয়া অযোধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বর্গের সংস্কৃতভাষা ও সামবেদ এবং দেবনাগর অক্ষর এবং মাহেশ বাকরণ ভারতে আনীত হইয়াছে। ভারতের মহাভারত ব্রহ্মার দেবলোক উত্তরকুরু ও পিতৃলোক বা আদি স্বর্গে প্রেরিত হইয়াছিল। স্বর্গের নারদ প্রতিদিন বিমানযোগে ভারতে আসিয়া কোন্দল লাগাইয়া যাইতেন। স্বর্গের বেশা উর্ধ্বশীকে ভারতের পুরুষেরা বিবাহ করিতে তাঁহার গর্ভে মহারাজ আয়ুর জন্ম হয়; বশিষ্ঠ ও উর্ধ্বশী-গর্ভ প্রসূত, ভারতের সীতা ও শকুন্তলাও স্বর্গবেশা মেনকার গর্ভপ্রভবা, পুত্ররাং এহেন স্বর্গ ও দৈত্যদানবগণের নিবাসভূমি নরক (যাহা মানসমরোবরের উত্তর তীরে বিরাজমান) পারলৌকিক ও অপাদগম্য হইতে পারে না।

ঐহিকো নরকঃ স্বর্গ

ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে। ভাগবত।

গরুড়াননহ ঋষিরা পারে হাঁটিয়া আদি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মাকে দেখিতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তথায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসীদিগের সন্ধ্যা হইয়াছিল, সূর্য্যবের আদেশানুসারে বানরচমুগণ সীতার অশ্বেষণে ভৌম উত্তর

সাগরতীরস্থ ভৌম উত্তরকুরুতে ভৌম ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং পারলৌকিক স্বর্গ ও নরকের কল্পনা অলৌকিক ও অমূলক।

আচ্ছা বুঝিলাম, পারলৌকিক কোনও স্বর্গ নাই, আদি স্বর্গ ভৌম, কিন্তু উহা ও ইলাবৃতবর্ষ যে এক তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ বেদাদি ঋষিবাক্য।

দিবস্পরি প্রথমঃ জহে অগ্নি। ১—৪৫ সূ—১০ম

অগ্নিঃ প্রথম ইলস্পদে সনিকঃ। ১—১০ সূচি—২ম

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাভা ইলাস্পদে জাতঃ। ৬—১ সূ—১০ম

ইহাছারা জানা গেল দিব্ বা স্বর্গ ও ইলার পদ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ একই বস্তু। এ বিষয়ে আরও অসংখ্য প্রমাণ আছে, আমরা বাহ্যাবোধে মাত্র এই তিনটি প্রমাণের অধ্যাহার করিলাম। অবশ্য ব্রহ্মার স্বর্গও দিব্ বটে, কিন্তু উহার নামান্তর ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ নহে। অপিচ ব্রহ্মার স্বর্গ উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলাসংস্থ, পক্ষান্তরে ইলাবৃতবর্ষ এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, সুতরাং এই দিব্ শব্দ আদি স্বর্গবাচী।

স্বামথে পুরুবা দধি

অথর্বা নিরমহুত। ১৩—১৬ সূ—৬ম

অথর্বা পুরুব বা আদি স্বর্গে (যেখানে জন্মনিবন্ধন ব্রহ্মার নাম অজযোনি) অরণীসংঘর্ষণে অগ্নির উৎপাদন করেন।

সুতরাং উক্ত দিব্ শব্দ যে আদি স্বর্গের পরিবর্তে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা ঠিকই, তাহা হইলেই আদি স্বর্গ ও ইলাবৃতবর্ষ এক হইতেছে। তৎপর বেদ চতুষ্টয় সম্বন্ধেই বলিতেছেন যে—

কুধে পহাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ। অথর্ক

আয়ঃ গোঃ পুত্রিরক্রমীং অসদং মাতরং পুরঃ।

পিতরঞ্চ প্রযন্ স্বঃ ॥ ৬ক—৩অ—৩কৃষজুঃ।

৭২২ পৃ সামবেদ। ১—১৮২ সূ—১০ম ঋগ্বেদ।

তত্র মহীধরঃ—অরং দৃশ্যমানঃ অগ্নিঃ আ অক্রমীং, সর্বতঃ ক্রমণং পাদ বিক্লেপং কৃতবান্ কিম্বৃতঃ অগ্নিঃ? গচ্ছতি ইতি গোঃ। যজ্ঞনিম্পত্তরে তৎ তদ্বজমানগৃহেষু গতা। তথা পুত্রিঃ চিত্রবর্ণঃ। আক্রমণমেব আহ—পুরঃ প্রোচ্যাং দিশি মাতরং পৃথিবীং অসদং আসীদং তথা স্বঃ প্রয়ন্ আদিত্যরূপেণ

স্বর্গে সঞ্চরণ পিতরঞ্চ ছালোকমপি অসদং প্রাপ্তবান্ । স্বঃ শব্দেন সূর্য্যঃ (নিঘ ১, ৪, ১) । ছালোকভুলোকরোমাতাপিতৃভূম্ অস্ত্রাপি ক্রয়তে—“গৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা” ।

তত্র সাধনঃ - গৌঃ গমনশীলঃ পৃথ্বিঃ শাষ্টবর্গঃ বাপ্ততেজাঃ অয়ঃ সূর্য্যঃ আক্রমীৎ আক্রান্তবান্ উদয়াচলং প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ । আক্রমা চ পুরঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্তাৎ দিশি মাতরঃ সর্ষশ্চ ভূতজাতশ্চ নির্মাাত্রীঃ ভূমিং অসদং আসীদৎ প্রাপ্নোতি । ততঃ পিতরং পালকঃ ছালোকঃ চ শব্দাৎ অস্তরিকঞ্চ প্রয়ন্ প্রকর্ষণেণ শীঘ্রং গচ্ছন্ স্বঃ শোভনগমনো ভবতি । যদ্বা পিতরং স্বঃ ছালোকং প্রয়ন্ বর্ততে ।

দত্তজানুবাদ—এই যে উজ্জল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ব্বদিগ্কে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন ।

আমরা এই ভাষ্য ও অনুবাদে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না । “গৌঃ” পদের অর্থ জোর করিয়া অগ্নি করা হইয়াছে । ফলতঃ ইহার অর্থ নিঘণ্টু অনুসারে সূর্য্য বা স্তোতা করা যাইতে পারে । তাহা হইলে উহার বাধ্য এইরূপ হইবে ।

অয়ঃ গৌঃ সূর্য্যঃ স্তোতা বা পৃথ্বিঃ পৃথ্বিঃ (বিভক্তি বাত্যয়ঃ) অস্তরিকঞ্চ আক্রমীৎ গতবান্ পুরঃ প্রাচ্যাং পৃথিবীং ভারতবর্ষঞ্চ অসদং আসীদৎ গতবান্ পিতরং পিতৃলোকং সর্ষেমাং আদি জন্মভূমিং স্ব শ্চ আদিস্বর্গঞ্চ প্রয়ন্ গচ্ছন্ বর্ততে ইতি শেষঃ ।

নরদেবতা সূর্য্য বা কোনও পরিচিত স্তোতা অস্তরিক্কে (অপোগস্থানাদিতে) যাইয়া পরে পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে আসিলেন ও তথা হইতে পিতৃলোক স্বঃ বা আদি স্বর্গে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ।

যাহা হউক বেদচতুষ্টয়দ্বারা ইহা স প্রমাণ হইল যে স্বঃ ও পিতৃলোক একই । কোন স্বঃ ? ব্রহ্মার স্বর্গকে কেহ কোনও দিন পিতা বা পিতৃলোক বলেন নাই । মহাভারত আদিপর্বে ১২০ অধ্যায়ে বলিতেছেন, দেবতারা, ঋষিরা ও পিতৃলোকবাসীরা ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন, সুতরাং ব্যাসদেবের মতেও পিতৃলোক ও ব্রহ্মার স্বর্গ স্বতন্ত্র, পরস্পর এক নহে । সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি বলিতেছেন

য ব্রহ্মার দেবলোকে মনুষ্যলোকের ছয় মাসে দিন ও ছয়মাসে রাত্রি, আর পিতৃলোকে মনুষ্যদিগের একমাসে এক অহোরাত্র, সুতরাং এতদ্বারাও ব্রহ্মার স্বর্গ ও পিতৃলোক এক হইতেছে না। মনুও বলিতেছেন যে—

পিত্রে রাজ্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্ত পক্ষয়োঃ ।

কর্ম্যচেষ্টাশ্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্করী ॥ ৬৬—১ অ -

তত্র কুল্লুকভট্টঃ—মানুষাণাং মাসঃ পিতৃণা মহোরাত্রৈ ভবতঃ । তত্র পক্ষদ্বয়েন বিভাগঃ । কর্ম্যানুষ্ঠানায় কৃষ্ণপক্ষঃ অহঃ, স্বাপার্থং শুক্লপক্ষঃ রাত্রিঃ ।

অর্থাৎ মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকদিগের এক দিব্যরাত্রি হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে—

দৈবে রাজ্যহনী বর্ষং পবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ শ্রাৎ দক্ষিণায়নম্ ॥ ৬৭—১ম

তত্র কুল্লুকঃ—মানুষাণাং বর্ষা দেবানাং রাত্রিদিনে ভবতঃ । তয়োরাপি অন্নং বিভাগঃ নরাণাম্ উদগয়নং দেবানামহঃ দক্ষিণায়নং তু রাত্রিঃ ।

মনুষ্যদিগের উত্তরায়ণ ছয়মাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের একদিন এবং দক্ষিণায়ন ছয়মাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের এক রাত্রি হইয়া থাকে । অর্থাৎ মনুষ্যদিগের এক বৎসরে ব্রহ্মার উত্তরকুরুতে এক অহোরাত্র মাত্র হয় ।

সুতরাং ব্রহ্মার স্বর্গ ও পিতৃলোক এক নহে । অতএব ভাষ্যকারেরা পিতরং শব্দের অর্থ যে ছ্যালোকং করিয়াছেন তাহা প্রমাদদৃষ্ট । ফলতঃ মূলে ।

“পিতরং স্বঃ ।

থাকাতেই বুঝা যাইতেছে যে যে স্বঃ “পিতৃ” পদবাচ্য তাহা আদি স্বর্গ পরন্তু ব্রহ্মার উত্তরকুরু নহে ।

যাহা হউক এতাবত ইহাই জানাগেল যে আদি স্বর্গ ও পিতৃলোক একই পদার্থ, এবং অগ্নি সর্কাদৌ ইলার পদ বা আদি স্বর্গে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল বলিয়া ইলার পদ ও আদি স্বর্গের একত্বনিবন্ধন ইলার পদ ও পিতৃলোকও এক হইতেছে ।

এখন ইহাই দেখিতে হইবে যে পৌরাণিক যুগে ইলার পদ কি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । আমরা মনে করি পুরাণের ইলাবৃতবর্ষই বেদের ইলার পদ ।

কেন? প্রথমতঃ নামগত সৌসাদৃশ্য, দ্বিতীয়তঃ বেদে যে প্রকার ইলার পদকে পৃথিবীর নাভা বা উৎপত্তি স্থান বলিয়াছে, তদ্রূপ পুবাণেও ইলাবৃতবর্ষই

মেরুপর্বতকে “ভূতভাবন” বা মানবের আদি উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

বেশ্বর্কঃ দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে । ৩২

তয়োর্মধ্যে তু বিজ্ঞেরং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্ । ৩৩

স তু মেরুঃ পবিত্বতো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ । ৫৬—৩৪ অ । বায়ু

মৎস্তপুবাণ—৪৩—১১৩ অ ।

অর্থাৎ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষের নাম উত্তরবেদী। উত্তর দক্ষিণে তিনটি ও উত্তরে তিনটি বর্ষ। উহাদের মধ্যস্থানে ইলাবৃতবর্ষ বিদ্যমান, সেই ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে আবার মেরুপর্বত। যে মেরুপর্বত চারি দিকে অস্ত্রান্ত ভুবনধারা পরিবৃত, এবং উচ্চাই জগতেব সকল প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও পশুপক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের

“ভূতভাবনঃ”

আদি উৎপত্তিস্থান। ভাবয়তি উৎপাদয়তি ইতি ভাবনঃ উৎপত্তিস্থানঃ। ভূতানাং ভাবনঃ ভূতভাবনঃ।

আমাদিগের এই মেরু পর্বতের নামই জেন্দাভস্তাতে “মৌরু,” গ্রীষ্মদেশীয় শাস্ত্রে “মেবোস,” দক্ষিণ তুরুক্ষে মেরুপ্, মিশরে মেরুট এবং উচ্চা আবার পবিত্র, মৎস্ত এবং দেবনিবাস বলিয়াও বিবৃত। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র উচ্চাকে সকল ভূতের আদি নিকেতন বলিতেও অগ্রসর। এই মেরুপর্বতের সাত্ত্বদেশই আদি পিতৃলোক, আদি স্বর্গ, বৈরাজভবন ও মানবের আদি জন্মভূমি। এখান হইতেই দেবতারা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জগতে নানা জাতির পত্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এশিয়ার মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে নববর্ষ ও সপ্তভুবনের অবস্থান দেখিতে পাইবেন।

আচ্ছা ইলাবৃতবর্ষ ও বর্তমান মঙ্গলিরা যে এক, তাহার প্রমাণ কোথায়? তোমরা যদি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সপ্তভুবন মানচিত্রে মিলাইতে চাহ, তাহা হইলে বর্তমান

১। আর্ঘ্যাবর্ষ, দক্ষিণাপথ ও পূর্বোপদ্বীপ

ভুলোক

২। তুরুক, পারস্ত ও অপোগস্থান

ভুবলোক

৩। তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিরা

স্বর্লোক (স্বঃ)

৪। দক্ষিণ সাইবিরিয়া	মহর্লোক
৫। বর্তমান চীন	জনলোক
৬। মধ্য সাইবিরিয়া	তপোলোক (বৈকুণ্ঠ)
৭। উত্তর সাইবিরিয়া (উত্তরকুরুবর্ষ)	সত্যলোক

সহ অভিন্ন দেখিতে পাইবে। ঐরূপ যদি তোমরা এশিয়ার মানচিত্রে নয়টিবর্ষ দেখিতে চাহ, তাহা হইলে এইরূপে মিলাইয়া দেখ।

১। ভারতবর্ষ (ভুলোক)	ভারতবর্ষ (পুর্কোপদ্বীপসহ)
২। কেতুগালবর্ষ (ভুবলোক)	তুরুক, পারস্ত অপোগস্থান
৩। কিম্পুরুষবর্ষ	তিব্বত
৪। হরিবর্ষ	তাতার
৫। ইলাবৃতবর্ষ	মঙ্গলিয়া
৬। ভদ্রাশ্ববর্ষ (জনলোক)	চীন
৭। রম্যাকবর্ষ (মহর্লোক)	দক্ষিণ সাইবিরিয়া
৮। হিরণ্ময়বর্ষ (তপোলোক)	মধ্য সাইবিরিয়া
৯। উত্তরকুরুবর্ষ (সত্য বা ব্রহ্মলোক)	উত্তর সাইবিরিয়া

বলিবে বহু সহস্র বৎসরের পর কত স্থান সমুদ্রে পরিণত ও কত সমুদ্র স্থলে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এখন মিলাইয়া দেখা কি ঠিক হইবে ?

হাঁ এ কথা সত্য, কিন্তু পর্কতগুলি তখনও ছিল, এখনও রহিয়াছে, অবশ্য এখন মেরু নামে পর্কত দেখা যায় না, কিন্তু ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে যে মেরু পর্কত ছিল, তাহা রাজপরিবর্তনে নামের পরিবর্তন ঘটতেই আলটাই নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই

আলটাই

নামটির উৎপত্তি “ইলাস্থায়ী” শব্দের বিকারেই হইয়াছিল। তাহা হইলে যে মঙ্গলিয়ার বক্ষঃস্থলে আলটাই নামক পর্কত বিরাজমান, উহাকেই

মেরু মধ্যম্ ইলাবৃতম্

এই প্রমাণের বলে ইলাবৃতবর্ষের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া লও, তাহাতে ভুল হইবে না। আরও দেখ, ভীষ্মপর্কের বর্ণিত আছে যে—

“মঙ্গা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠাঃ ॥

অর্থাৎ মঙ্গলিয়ার বহু ব্রাহ্মণেরই বাস ছিল। এই ব্রাহ্মণগণই বিষ্ণাবক্তা নিবন্ধন দেবোপনামা। সোম বা অত্রিনন্দন চন্দ্র এই ব্রাহ্মণদিগের রাজা ছিলেন

সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ

চন্দ্রের রাজ্য মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তিনি এক সময়ে এই মঙ্গলিয়ার ব্রাহ্মণদিগেরও রাজা ছিলেন। শুক্রযজুঃ স্থলাস্তুরে বলিতেছেন—

সোমায় পিতৃমতে স্বাহা

সোম এক সময়ে পিতৃমান্ বা পিতৃলোকের নেতা বা প্রসিডেন্ট ছিলেন। সেই পিতাই মঙ্গ, সূতরাং এতদ্দ্বারাও বর্তমান মঙ্গলিয়ার পিতৃলোকই দৃঢ়ীভূতই হইতেছে। ঋগ্বেদ স্থলাস্তুরে বলিতেছেন যে—

নাভা পৃথিব্যা অধি

সান্ন্যষু ত্রিষু । ৭—৩ সূ—২ম

তত্র সায়ণঃ—পৃথিব্যাঃ নাভা নাভৌ উত্তববেচ্যাং অধি উপরি সান্ন্যষু সমুচ্ছিতেষু প্রদেশেষু

তাহা হইলেই জানাগেল পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থানে কোনও পর্কত সান্ন্যতে হোতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, উহাই মেরুপর্কতের সান্ন্যদেশ। মেরুপর্কতের কোনও সান্ন্যতেই আদি মানব বিবাট প্রাচুর্ভূত হয়েন, তাই ভাস্করাচার্য্য ও পুরাণপ্রণেতৃগণ মেরুপর্কতকেই দেবনিবাস (যাহা গ্রীষ্ম প্রভৃতি দেশেরও কথা বটে) ও আদি স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ । ভাস্করাচার্য্য

স এষ পর্কতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ । বায়ু.পুঃ

এই মেরুপর্কত বা আদিদেবনিবাস আদি স্বর্গ বা আদি পিতৃলোকহইতেই মানবজাতি চারিদিকে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা আমাদের এই উক্তির সমর্থনজন্য এখানে বায়ুপুর্বাণহইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

স এষ পর্কতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ । ৮৫—২৪ অ

তদেতৎ সর্কদেবানা মধিবাসে কৃতান্ননাম্ ।

দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্কশ্চতিষু গীয়াত ॥ ৯৫

পুণ্যায়নৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকজাতিশত্রাজিতৈঃ

প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে ॥ ২৬—৩৫ অ
তস্মিন্ পশ্বে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ ।

প্রজাপতিপতিব্রহ্মা ঈশানোজ্জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২—৩৪ অ

ইলাবৃতবর্ষসংস্থিত সেই মেরুপর্বতই সর্বশ্রুতিতে দেবলোক ও স্বর্গ বলিয়া
কথিত। উহা ব্রহ্মাদি সকল দেবগণের বাসস্থান। ব্রহ্মা এই মেরুপর্বতেরই
সান্নিদেশে (যে মেরুপর্বত ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম স্বরূপ, যাহার নাম পুষ্কর) জন্ম গ্রহণ
করেন। মেরুপর্বত ইলাবৃতবর্ষে কি ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থিত ?

মেরুনধ্যম্ ইলাবৃতম্ । ৩৩

মধ্যে ইলাবৃতং বস্তু

মহানেরোঃ সমস্ততঃ । ২২—৩৪ অ—বায়ু

মধ্যস্থলে মহান্ মেরুপর্বত বিরাজমান, উহার চারিদিকে ইলাবৃতবর্ষ অবস্থিত।

ইলাবৃতবর্ষ

ইলাবৃতবর্ষ

মেরু বা আলটাই পর্বত

ইলাবৃতবর্ষ

ইলাবৃতবর্ষ

এই মেরুপর্বতই আদি দেবলোক বা আদি স্বর্গ, ইহারই সান্নিদেশে আদি
মানব বিরাট প্রাচুর্য হইয়াছিলেন। এখান হইতেই লোক সকল অত্রান্ত বর্ষে
যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন।

মধ্যমং যৎ ময়া প্রোক্তং নাম্না বর্ষ মিলাবৃতম্ । ১১

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্বে জায়ন্তে হৃজরামরাঃ । ১৪—৪৬ অ

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ইলাবৃতবর্ষ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, লোক
সকল দেবলোক মেরুপর্বতহইতে আসিয়া তথায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এই
সকল লোক অকালে জরা বা মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেন না, তাঁহারা অতীব
দীর্ঘজীবী ছিলেন।

অতঃপরং কিম্পুরুষাং হরিবর্ষঃ প্রচক্ষ্যতে ।

মহারজতসক্ষাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৮

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্বে দেবরূপাশ্চ সর্বেশঃ । ৯—৪৬ অ

মহর্ষি বায়ু বলিলেন, কিম্পুরুষ বর্ষের উত্তরে ও ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে
হরিবর্ষ (ভাতার), লোক সকল দেবলোক বা মেরুপর্বত হইতে তথায় আসিয়া



গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা অতি শুভবর্ণ এবং দেববৎ সৌন্দর্য্যশালী।
তথাহি—

বচ কিম্পুরুষঃ বর্ষঃ হরিবর্ষঃ তথৈবচ । ২

দেবলোকাং চুতাঃ সর্কে দেবরূপাশ্চ সর্ষণঃ ॥ ৯—৪৬ অ

হরিবর্ষের দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত, তথায় আদি দেবলোক মেরু
হইতে মনুষ্য সকল আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

উত্তরশ্চ সমুদ্রশ্চ সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে ।

কুরব শুত্র তর্ষঃ পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১১

দেবলোকাং চুতান্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ ।

শুক্লাভিজনসম্পন্নঃ সর্কে চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ১৬

তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টা জায়ন্তে হি নরাঃ সদা ।

ভৌমং তদপি হি স্বর্গং তত্রাপিচ গুণোত্তমম্ ॥ ৪২—৪৫ অ

উত্তর মহাসমুদ্রের দক্ষিণতীরে অতি পবিত্র উত্তরকুরুবর্ষ, তথায় সিং
ঋষিগণ বাস করেন। এখানেও ঐ সকল লোক আদি দেবলোক মেরু হইতে
যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই উত্তরকুরুও একটি অশ্রুতম ভৌম স্বর্গ।

এই হরিবর্ষ বা তাতার, কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত এবং ইলাবৃতবর্ষ বা
মঙ্গলিয়াতে আদি দেবলোক আদি স্বর্গ বা পিতৃলোক মেরুপর্বতহইতে সর্কাদে
লোক সকল আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন, পক্ষান্তরে আমরা তিনটি পিতৃলোক ও
তিনটি নাক বা স্বর্গের কথা দেখিতে পাইয়া থাকি, সুতরং ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ গঠিত
হইবার পর এই ত্রিনাক যে পিতা বা পিতৃলোক নামে প্রখ্যাতলাভ করে, তাহা
কুবই। ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে যে উক্ত আদি পিতৃলোক মেরুপর্বত
হইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও পুনরায় প্রদর্শিত হইল।
পৃথিবীর অন্ত কোনও শাস্ত্রে এই পিতৃলোকের কথা নাই। এবং কোনও
দেশের কোনও শাস্ত্রেও কেহ নির্বাকসহকারে এমন কথা অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক
বলিতে সাহসী হইলেন নাই যে—

শ্চৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র ?

সতু মেরুঃ পরিবৃত্তো

ভবনৈর্ভর্ত ভাবনঃ ?

অবশ্য গ্রীশ, মিশর, তুরস্ক ও ইরান আমাদের এই মেরুর নামই লইয়াছেন। ইহা যে দেবনিবাস ও অতি পবিত্র এবং অতি মহান্ প্রদেশবিশেষ, তাহা বলিতেও বিস্মৃত হইবেন নাই, তাঁহারা আমাদের ভারতেরই ভূতপূর্ব অধিবাসী ও আমাদেরই নৈদিষ্ঠ দায়াদবান্ধব, তাঁহারা মেরুকে ভুলিয়াছিলেন না, কিন্তু নেরু যে “ভূতভাবন” বা মানবের আদি জন্মভূমি, তাঁহারা কেবল তাহাই ভুলিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মেরুহইতে যে ইলাবৃত, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও উত্তরকুরুতে লোক সকল গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পুরাণ দিতেছেন। মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রম্যক, হিরণ্ময় কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষে, বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষে যে উক্ত দেবলোকহইতে দেবতারা আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? মহাভারতও এতদধিক কোনও কথা বলেন নাই? কেন কৃষ্ণযজুঃ ও ঋগ্বেদ কি তাহা বলেন নাই?

যখন বেদে রহিয়াছে, তখন পুরাণেও না থাকিয়া পারে না, বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ বা কীটদংশনে ঐ সকল দেশের বে ঐতিহ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুরাণং বেদসম্মিতম্

পুরাণপ্রণেতারা যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বেদমূলক। অতিরঞ্জন ও প্রক্ষেপে কোনও কোনও স্থান বিকৃত হইলেও বায়ু ও বিষ্ণুপ্রভৃতি প্রাচীনতম পুরাণে এমন কথা বহু আছে, যাহা বেদবৎ বিশ্বাস করাই সনীতীন। যদি পিতৃলোক মেরুপ্রভৃতিহইতে ভারতে দেবতারা আগমন না করিতেন, তাহা হইলে কি বেদ ও মৎস্য পুরাণ আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতিকেও দেবপুত্র ও “দেবলোক” বলিয়া নির্দেশ করিতেন?

ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহর্জনঃ ।

তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সাতটি দেবলোক। দেবানাং লোকঃ (লোকস্ত ভুবনে জনে) দেবলোকঃ। তাই চীনেরা তাঁহাদের দেশ টিনশান বা স্বর্গভূমি ও জাপানীরা ভারতকে স্বর্গ ও ভারতবাসীদিগকে দেবতা বলিয়া জানিতেন। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

গন্ধর্বাঙ্গরসো বক্ষা গুহকান্ত সরাঙ্গসাঃ

সর্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মাহুৰৈঃ ।

স্বর্লোকবাসিনঃ সর্বৈ দেবা ভূমি নিবাসিনঃ ॥ ২৮—৩৯ অ

উত্তরখণ্ড—বায়ুপুরাণ

স্বর্লোক অর্থাৎ মঙ্গলিরা, তাতার ও তিব্বত, এই তিন জনপদবাসী গন্ধর্ব, অঙ্গরঃ, বক্ষ, গুহক, সরাঙ্গস, ভূত, পিশাচ, নাগ, মাহুৰ্য ও দেবগণ ভারতে আসিরা গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর দেশে গানবাণ্ডকারী গন্ধর্বজাতি বাস করে। একবার মঙ্গলপুরে গেলে আমি একটি গায়িকাকে বাইতে দেখিরা জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল, “হাম বাবু গন্ধর্বা”। যশোহরের চপগানপ্রবর্তক শ্রীশঙ্কর মধুকান কিল্লরবংশীয় লোক ছিলেন। হিন্দুহানের “পাশী”রা পিশাচ কি না, তাহাও অজ্ঞসঙ্কেয়। ভারতের কুকীরাই যে সরাঙ্গস, ইহাও জ্ঞেয়। ভূতহানের (ভোটারানের) লোক সকলেই ভূতজাতীয়, উহার শিবের অচুচর ছিল। আসামে এখনও নাগারা রহিয়াছে, বাহারা পরিক্রমকে নিহত করে, তাহার কোণ কোণ করা সাপ নহে, পরন্তু কক্রসস্তানবিশেষ। কাশ্মীরদিগের মধ্যে সেনোপাধিক একটি সম্প্রদায় (খব্তরি ও শক্তিগোত্রীয় কাশ্মীর সেনগণ ভূতপূর্ব বৈষ্ণব সস্তান) আছেন, তাঁহাদিগের গোত্র “বাহুকি”। বাহুকিনামে কোনও ঋষি ছিলেন বলিরা জানা যায় না, স্তত্রাং উর্হারাও নাগজাতীয় লোক হওরা বিচিত্র নহে। বৈষ্ণব ও কাশ্মীর জাতিতে যে নাগোপাধিক লোক দেখা যায়, কে জানে যে তাঁহারাও ভূতপূর্ব কক্রসস্তান নহেন। মাতা মঙ্গুর সস্তানদিগের নাম মাহুৰ্য, মাহুৰ ও মানব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতের বজ্রকোণী লোকসকল স্বর্গের মাহুৰ্যদিগেরই অনন্তরবংশ। আর বাহারা বৈষ্ণববংশীয় [অযোধ্যার রাজগণ, বাহাদিগকে সকলে আশ্চর্যজনকঃ সূর্য্যবংশীয় বলিরা থাকেন] ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাঁহারাও স্বর্গের দেবতা তির আর কিছুই নহেন। এবং সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত দেববংশীয় [অদিতিসস্তানবংশপ্রভব] তাই তাঁহারা অতাপি “দেবতা” বলিরা পূজিত হইরা আসিতেছেন। কুকবহুর এই মঙ্গলারাও পিতৃলোকবাসী দেবগণের ভারতগমন সমর্থিত হইরা থাকে।

প্রাচীনবংশঃ করোতি দেবমমুখ্যা দিশো ব্যাভজন্ত

প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মমুখ্যা উদীচীঃ ক্রজাঃ ।

৩৬০ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ দৈতাদানবেরা স্বর্গভ্রষ্ট করিলে [Paradies Lost] ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীকে ব্রহ্মলোকে [বর্গায়], বৈবস্বত মমু প্রভৃতি পিতৃলোকবাসিগণ দক্ষিণে ভারতবর্ষে, মাতা মমুর সন্তান দ্বিতীয় বক্রণ, পশ্চিমে পারশ্ব ও অপোগ স্থানে এবং ক্রদ্রবংশীয় কেহ কেহ উত্তরে উত্তরকুরু প্রভৃতি দেশে গমন করেন।
তথাহি—

সুবর্ণো বৈ লোকঃ প্রভঃ দেবলোকাদেব মমুখ্যালোকে প্রতিষ্ঠিতি । ৩৮ পৃ

আদি স্বর্গই জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান, সকলে তথা হইতে ভারতাদি মমুখ্যালোকে আগমন করেন। তথাহি—

মরুতো মাতরিন্মানো ক্রদ্রাদেবা স্তথাশ্বিনৌ ।

অনিকে তান্তুরিক্সা শু ভুবর্লোক্যা দিবৌকসঃ ॥

আদিত্যা ঋভবা বিধে সাধাশ্চ পিতরস্তথা ।

ঋষয়োহঙ্গিরস শ্চৈব ভুবর্লোকঃ সমাপ্রিতাঃ ॥ ৩০—৩২ অ

উত্তর খণ্ড বায়ুপুরাণ।

ঐরূপ দৈতাদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট [অনিকেতাঃ] হইয়া উনপঞ্চাশৎ মরুৎ বায়ুবংশীয়গণ ক্রদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, বিধ ও সাধাদেবগণ, অঙ্গিরোবংশীয় বহু ঋষি স্বর্গহইতে আসিয়া ভুবর্লোক বা অন্তরিক্স অর্থাৎ তুরুক, পারশ্ব ও অপোগস্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই মাতা মমুর সন্তান মমুখ্য বক্রণের দেশে প্রণীত যজুর্বেদ “মামুখ” বিশেষণের বিষয়ীভূত [যজুর্বেদস্ত মামুখঃ । ১২৪—৪ অ মমু] উক্ত মমুখ্যালোকবাসী মহর্ষি বায়ু যজুর্বেদের মন্ত্রসমাহর্তা [২৩—১ অ—মমু]।

“বলিতে পার যে দৈতাদানবেরা যে দেব ও মমুখ্যগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া-
ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? দেবাসুর যুদ্ধ পুস্তির গল্পমাত্র। না তাহ' নহ, সকল বেদেই দেবাসুরযুদ্ধের কাহিনী বিবৃত আছে। তোমরা কেহই বেদ খড় মা, জানিবে কি প্রকারে? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

দেবাসুরাঃ সংঘটা আসন্ । ১২২ পৃ

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরন্তে অমৃত আসন্ ।

অসুরা রক্ষাং সি পিশাচান্তে অমৃতঃ । ১২১ পৃ

বর্গবাসী দেবতা ও অসুরেরা [বস্তুতঃ দৈত্যাদানবেরা] পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসীগণ একপক্ষে ও অসুর পক্ষে অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ ছিলেন ।

কনীয়াসো দেবা আসন্

ভূরাসো অসুরাঃ । ৩১৩ পৃ

তন্মধ্যে দেবতারা সংখ্যায় অসুর ও দৈত্যাদানবেরা সংখ্যায় অধিক ছিলেন ।

তান্ দেবান্ অসুরা অজয়ন্

তে দেবা পরাজিতানা অসুরাণাম

বৈশ্বাম্ উপায়ন্ । ১৪৪ পৃ ঐ

এই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ঠাহাদিগর প্রজাতি [বৈশ্বঃ] স্বীকার করেন । পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে বলিতেছেন—

ত্রৈলোকাং বশ মানীয় জিত্বা দেবান্ সবাঙ্কবান্ ।

দানবা যজ্ঞভোক্তার স্তত্রা সন্ বলবন্তরাঃ ॥ ১২—৩০ অ

দানবেরা প্রবল হইয়া দেবগণকে সবাঙ্ককে পরাভূত করতঃ কুঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোক বশে আনিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । তথা—

ততোহসুরা যথাকামং বিহরন্তি ত্রিপিষ্টপে ।

ব্রহ্মলোকে চ ত্রিদশাঃ স স্থিতা তুঃখকষিতাঃ ॥ বামন

অনন্তর অসুরগণ স্বর্গে যথেষ্টভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মলোক বা বর্ষায় যাইয়া দুঃখে কাল কাটাইতে আরম্ভ করিলেন । অথর্কবেদে বিবৃত আছে—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্যয়ঃ । ২য় খণ্ড—৪৯০ পৃ

হে রাজন্ বরুণ—অস্তরিক্কে [আপঃ—অস্তরিক্—নিষট্] তোমার একটি লৌহময় গৃহ আছে ।

এই বরুণস্ [বরুণঃ] শব্দের অপভ্রংশেই Uranas শব্দের উৎপত্তি ও এই দেশের ভূতপূর্ব অধিবাসিদিগের গ্রীক্ যবনেরা আপনাদিগকে উরণসের পুত্র বলিয়া থাকেন । তথাহি—

সৰ্বং তৎ রাজা বরুণো বিচটে

বদন্তরা রোদসী পরতাৎ । ৬০৩ পৃ

প্রথম খণ্ড—অথর্ষবেদ ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিস্তীর্ণ জনপদ আছে, বরুণ সেই মহান্ জনপদের অধিপতি, সে কোন্ জনপদ ? সায়ণ বলিতেছেন—

চৌশ্চ পৃথিবী চ স্তাবাপৃথিব্যৌ

ভয়োঋধা বর্তমানঃ অস্তরিকলোকঃ ।

তাই পৌরাণিকেরা বলিতে বাধা হইয়াছিলেন যে “সমুদ্রো বরুণালয়ঃ,” সমুদ্রই বরুণের আলয়। কিন্তু এই সমুদ্র অর্থ জলময় মহার্ণব নহে। ফলতঃ অস্তরিক [নিঘণ্টু ১৯ পৃষ্ঠা দেখ] বোধ হয় তুরুক, পারস্ত ও অপোগস্থান পূর্বকালে সমুদ্রপ্রধান স্থান ছিল, তাই উহার নাম আপঃ [অপোগস্থান] ও সমুদ্র। এবং এই দেশে উৎকৃষ্ট অথ জন্মিত বলিয়া অথের নামান্তর সৈন্ধব [ভোজনকালে সৈন্ধবমানয়] অর্থাৎ ভোজনসময়ে “সৈন্ধব” আনিতে বলিলে সৈন্ধবলবণ আনিতে হয়, পরন্তু সিন্ধু বা অস্তরিক প্রভব ঘোড়া নহে। এই দেশে মাতা যমুর পুত্র বরুণ ও স্বর্গার জামাতা বায়ু আসিয়া রাজপ্রতিষ্ঠা করেন, তাই অথর্ষবেদ বলিতেছেন যে—

বায়ুরস্তরিকস্ত অধিপতিঃ

বরুণঃ অপাম্ অধিপতিঃ ।

প্রথম খণ্ড—৭৭৯ পৃ

কিন্তু সাধারণ লোকেরা বায়ু নামক বাক্তির কথা ভুলিয়া তাঁহাকে বাতাস ঠাহরিয়া অস্তরিককে শূন্য ঠাহরিতে বাধা হইল, প্রমাদ ঢুকিল।

আচ্ছা বরুণ যে মাতা যমুর সন্তান সূতরাং মানুষ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি ? অথর্ষবেদ বলিতেছেন—

যো দেবো মরুণো ষষ্ঠ মাহুবঃ ।

প্রথম খণ্ড—৬০৫ পৃ

মহাত্মা বরুণ দেবতাও বটেন, আবার মনুষ্যও বটেন। মহাত্ম্যতে-
আদিপর্কের ৬৪ অ—১১।১২।১৩ ও ৬৫ অ—৪২।৪৩।৪৪ স্নোকে বরুণ
প্রকৃতি দক্ষকন্ডামুনিগর্ভ প্রভব বলিয়া কথিত। কিন্তু যৌনের নামে কোনও

সংজ্ঞা দেখা যায় না, উহা লিপিকল্পগ্রন্থ। অরণ্যকাণ্ড—১৪ স—১১।১২।
২৯ ও সামবেদের ৫১ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেও মহাত্মার্তের পাঠ যে লিপিকল্পগ্রন্থ,
তাহা ধরা পড়িবে।

যাহা হউক পিতৃলোকবাসী মহাদি যে বর্গভ্রষ্ট হইয়া দক্ষিণে ভারতে প্রবেশ
করেন, তাহা পাশ্চাত্যগণও আংশিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

Mr. Muir

মহামতি বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক।

The forefathers of the Hin-
dus from their primeval
abode travelled southward
to India.

The ancient Aryans aban-
doned their primeval home and
migrated southward.

Arctic Home in Vedas.

Sanskrit Text Book,

page 355.

vol II, page 225.

অর্থাৎ হিন্দুদিগের পূর্ব পুরুষ আর্ধ্যগণ উহাদিগের প্রত্যেক হইতে
দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া ভারতে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণজয়ও বলিয়াছেন
যে—“দক্ষিণাঃ পিতরঃ”—তথাহি—

মহুঃ পৃথিব্যাং যজিয়মৈচ্ছৎ । ১৫৫ পৃ কৃষ্ণজয়ঃ ।

মহায়া বৈবস্বত মহু, পৃথিবী বা পৃথুর পৃথুল রাজ্য ভারতবর্ষে স্থাপিয়া বস
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইচ্ছা নহে, দৈত্যাদানবগণের উৎপীড়নে
পড়িয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদাহ ঋগ্বেদঃ—

যো রজাংসি বিমমে পার্ধিবানি

ত্রিষ্টিং বিকুম্নবে বাধিতায় । ১৩—৪৯ সূ ৬ম

তত্র সায়নভাষ্যঃ—যো বিকুঃ বাধিতায় অশ্বৈরুর্হি-সিতায় মনবে প্রজা-
পত্যয়ে তদর্থেঃ পার্ধিবানি পৃথিব্যাং সংবহানি রজাংসি লোকান্ ত্রীন্ লোকান্
ইতি যাবৎ ত্রিষ্টিং বিমমে ত্রিষ্টিরেব বিকুম্নপৈঃ পরিমিতবান্।

দত্তজাহ্নবাদ—যে বিকু উপক্রমত মহুর নিমিত্ত ত্রিগাদবিক্রমদ্বারা পার্ধিব
লোক পরিমাণ করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ দৈত্যাদানবেরা বৈবস্বত মহুকে বাধা দিলে অদ্বিতী নন্দন বিকু
আপনার ভ্রাতৃপুত্র মহুর নিমিত্ত ত্রিগাদবিক্রমপূর্বক [অথবা ত্রিষ্টিং তিনবার]

স্বর্গ হইতে অন্তরিক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাই শতপথ বলিয়া
গিরাছেন যে—

তদপি এতৎ উত্তরন্ত গিরেঃ

মনোরব সর্পণমিতি ।

অর্থাৎ মনু যে জলপ্লাবনের পর নৌকাসহ সজীব মনুষ্যাদি লইয়া পুনরায়
ভারতে আগমন করেন, ইহাই উত্তরঃপর্কত হইতে মনুর অবসর্পণ বা অবতরণ
নামে প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি, বৈবস্বত মনু যে সর্ষাদৌ পিতৃলোকহইতে
হিমালয়ের পথে ভারতে আগমন করেন, উহাই তাঁহার উত্তর গিরির অবসর্পণ।
অর্থাৎ মনু যে উত্তর হইতে হিমালয় পর্কত দিয়া দক্ষিণে ভারতে আগমন করেন,
তাহা সকলে বংশপরম্পরাক্রমে জানিত ও বলাবলি করিত। কেবল কি
মনুই উপক্রম হইরাছিলেন? না তাহা নহে, অত্রিপ্রভৃতি অনেকেই ঐরূপ
উপক্রম হইয়া ভারতে আসিতে বাধা করেন।

কুবিৎ অঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ,

পুরা দেবা অনবচ্চাস আসন্।

তে বায়বে মনবে বাধিতায়,

অবাসয়ন্ উষসং সূর্য্যেণ ॥ ১—২১ সূ—৭ম

পূর্ষকালের দেবগণ অতীব নম্রস্বভাব ছিলেন, তাঁহারা কেবল বিনয়চারাই
বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেন। তাঁহারা বড়ই পূতচেতাঃ ছিলেন। বিবাদ বিসং-
বাদ ভালবাসিতেন না। দৈতা ও দানবগণ মহর্ষি বায়ুদেব ও মহাত্মা বৈবস্বত
মনুকে বাধা প্রদান করিলে, তাঁহারা সাবণি মনুর পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব ও
মহাত্মা উষাধারা মনুকে ভারতবর্ষে ও তৃষ্ণার জামাতা উকু বায়ুদেবকে অন্তরিক্ষে
[অপোগস্থানে] বাস করান।

যশ প্রয়াগ মনু অন্তে ইন্দ্ৰ যজুঃ,

দেবা দেবশ্চ মহিমান মোজসা ।

যঃ পাথিবানি বিমমে স এতশঃ,

রজাঃসি দেবঃ সবিভা মহিষনা ॥ ৩—৮১ সূ—৫ম

তত্র সারগভাশ্চ—অন্তে ইন্দ্ৰ দেবা অন্তেহপি অগ্নাদয়োদেবা দেবশ্চ সবিজুঃ

প্রয়াণম্ অমৃতম্ । যঃ সখিতা পার্শ্বানি রজাংসি পৃথিব্যাং লোকান্ মহিষনা
বমহেশ্বেন বিমবে পরিচ্ছিনতি ।

অগ্নিশ্রুতি অন্তান্ত দেবগণ সেই সূর্য্যদেবের মহিমা ও প্রয়াণপথের
অমৃতগামী হইয়াছিলেন । সেই গমনকুশল [এতশঃ গমনকুশল ইতি যাকঃ]
সূর্য্যদেব, নিজ মহিমা ও বাহুবলে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ।
ঋগ্বেদ সূক্তান্তরে বলিতেছেন যে—

ঐং গোত্র মজিরোভে হ্রবণোঃ ।

অপোত অত্রয়ে শতহরেষু গাতুবিং । ৩—৫১ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্র! ঐং গোত্রঃ গোসমূহঃ পণ্ডিতরপহুতং গুহ্যম্
নিহিতং অগ্নিরোভ্যঃ অপাবৃণোঃ উত অপিচ অত্রয়ে মহর্ষয়ে শতহরেষু শতধারেষু
যজ্ঞেষু অমৃতৈঃ পীড়ার্থ প্রকিপ্তায় গাতুবিং মার্গস্ত লভুরিতা অতুঃ ।

হে ইন্দ্র পণিনামক অমৃতেরা [Pœnicians] অগ্নিরাদিগের গো সকল
হরণপূনক পর্ব্বতগুহায় লুকায়িত করিয়া রাখিলে তুমি গুহার দারোদ্ঘাটন
পূনক উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে । এবং দৈত্যদানবেরা মহর্ষি অত্রিঃ
তুহানলে দগ্ধ করিয়া মারিবার জন্য শতবার যজ্ঞগৃহে নিক্ষেপ করিলে তুমি
তাঁহাকে তথাহইতে আনয়ন করিয়া আত্মরক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে ।
সূক্তান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

হিমেনাগ্নিং ব্রংস মবারয়েথাঃ

পিতুমতীমূর্জ মঈশ্ব অধত্তম্ ।

ঋবীসে মত্রি মখিনাহবনীতম্

উন্নিক্তথুঃ সর্কগণং বস্তি ॥ ৮—১১৬ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অত্রৈদ মাধ্যানং অত্রিঃ সৃষি মসুরাঃ শতধারে
পীড়ায়জ্ঞগৃহে প্রবেশ্য তুহাগ্নিনা অবাধিবত তদানৌ তেন ঋষিণা স্ততো অখিনৌ
অগ্নিম্ উদকেন উপশমবা তস্মাৎ পীড়াগৃহাৎ অবিকলেন্দ্রিবর্গং সস্তং নিরগম-
রতা মিতি । হে অখিনৌ! হিমেন হিমবচ্ছীতোদকেন ব্রংসং দীপ্যমানং
অত্রৈবানার্থঃ অমৃতৈঃ প্রকিপ্তং তুহাগ্নিম্ অবারয়েথাম্ যুবাং নিবারিতবন্তৌ ।
অপিচ অঈশ্ব অত্রয়ে পিতুমতীং পিতুরিতি অন্নাম অন্নবৃতং উর্জং বলপ্রদং
কৌরাদিকং অধত্তঃ প্রাযচ্ছতং ঋবীসে অপগতপ্রকাশে পীড়ায়জ্ঞগৃহে অবনীতং

অবাধ্যতয়া অসুতৈঃ প্রাপিতম্ অত্রিঃ সর্কগণং সর্কোবাং ইত্ৰিয়াণাং পূজাদীনাঃ
বা গণেন উপেতং বতি অবিনাশো যথা ভবতি তথা উন্নিতধুঃ তন্মাং গৃহাং
উদগময়া স্বগৃহং প্রপিতবন্তৌ ।

হে অশ্বিনীকুমারদম ! দৈত্যদানবেরা অত্রি ঋষিকে গোড়াইয়া মারিবার
জন্ত বয়েগৃহে নিক্ষেপপূর্বক তুবানল প্রজ্জ্বালিত করিলে তোমরা অলবর্ষণদ্বারা
অগ্নি নির্ক্ষাপিত করিয়া তাঁহাকে বলপ্রদ খাদ্য দান করিয়াছিলে । দৈত্য-
দানবেরা অত্রিকে অবনতমুখে অন্ধকারগৃহে রাখিয়াছিল । হৃলাস্তরে বিবৃত
রাহিয়াছে যে—

যাভিনরা শযবে যাভির ত্রয়ে

যাভিঃ পুরা মনবে গাতুশীষধুঃ । ১৬—১১২ সূ—১ম

হে নেতা অশ্বিনীকুমারদম ! পূর্বকালে দৈত্যদানবেরা অত্রি, শবু ও ময়ূকে
বাধা প্রদান করিলে, তোমরা তাঁহাদিগকে যে সকল উপায়ে গমনের পথ
দেখাইয়া দিয়াছিলে ।

ত্রিতঃ কূপে অখহিতঃ দেবান্ হবতে উত্তরে ।

তৎ শুশ্রাব বৃহস্পতিঃ । ১৭—১০৫ সূ—১ম

ত্রিত দেব দৈত্যদানবগণকর্তৃক কূপে পাতিত হইয়া দেবগণকে রক্ষার জন্ত
আহ্বান করিলে বৃহস্পতি তাহা শুনিত্তে পাইয়াছিলেন ।

যাতীরেভঃ নিবৃত্তং সিতমদ্ভাঃ,

উহন্দনম্ ঐরয়তঃ স্বর্দশে ।

যাভিঃ কথং প্রে সিবাসস্তমাবতম্

তাভি রুধু উতিভি রশ্বিনা আগতম্ ॥ ৫—১১২ সূ—১ম

হে অশ্বিনীদম ! তোমরা যে উপায়ে পাশবক ও কূপে নিক্ষিপ্ত রেভ ও
বন্দনকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে উপায়ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত কথকে আলোকের
মুখ দেখাইবার জন্ত বাহির করিয়াছিলে, সেই উপায়ের সহিত আগমন কর ।

দৈত্যদানবেরা দেবগণের প্রতি এইরূপ আরও বহু অত্যাচার করিলে
তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । এবং কেহ
কেহ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিতে ছিলেন—

অস্মান্ হু তত্র চোদয় ইহ্ন রায়ে রতস্বতঃ ।

তুবিছায় যশস্বতঃ ॥ ৬—২ সূ—১ম

তত্র সারণঃ—হে তুবিছায় প্রকৃতধন ইহ্ন রায়ে ধনসিদ্ধার্থঃ অস্মান্ অহুষ্ঠাতুন্ তত্র কর্ণণি স্বেচোদয় স্বেচ্ছ প্রেরয়, কীদৃশান্ অস্মান্ ? রতস্বতঃ উত্তোগবতঃ যশস্বতঃ কীর্তিমতঃ ।

ছায় অর্থ অয় ও যশঃ, অস্মান্ অর্থ এখানে অহুষ্ঠাতুন্ নহে, পরন্তু উপক্রম দেবান্ । যশস্বতঃ বিশেষণ কেহ কখন নিজকে দেয় না, তাই এইরূপ অর্থ করা গেল—

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী বাখ্যা—হে তুবিছায় বহুধন যশস্বতঃ যশস্বন্ [বিভক্তিব্যতায়ঃ] ইহ্ন ! যস্ম অস্মান্ রতস্বতঃ উকৃতাৎ দৈতাদানবগণাৎ দৈতাদানবৈঃ উপক্রতান্ দেবান্ পিতৃলোকবাসিনঃ মন্বাদীন্ রায়ে ধনার্থং সুখসৌভাগ্যার্থং তত্র তস্মিন্ পূৰ্ব্বকথিত স্থানে স্বেচোদয় স্বেচ্ছ প্রেরয় । অস্মাকস্ম অত্রাবস্থানং ন খলু সমচীনম্ ।

হে বহুধন যশস্বন্ ইহ্ন তুমি আমাদিগকে এই ঔর্যভাষাঙ্গীদিগের নিকট হইতে ধনের অল্প সেই পূৰ্ব্বকথিত স্থানে পাঠাইয়া দাও ।

ইহ্নাবরণ নু হু বাঃ সিযাসন্তীবু ধীবু আ ।

অস্মভ্যাং শর্শ্ব বহুতম্ ॥ ৮—১৭ সূ—১ম

হে ইহ্ন ! হে বরণ ! আমরা তোমাদিগের উত্তরের বুদ্ধিরই নিত্যসেবাকারী, তোমাদিগের বুদ্ধি ভিন্ন আমরা চলি না, তোমরা আমাদিগকে গৃহ [শর্শ্ব-Home] প্রদান কর ।

তেন সত্যেন জাগৃতম্ অধি প্রচেতুনে পদে ।

ইহ্নায়ী শর্শ্ব বহুতম্ ॥ ৬—২১ সূ—১ম

তত্র সারণভাস্তম্—হে ইহ্নায়ী ! অবশুকলপ্রদানাৎ অবিভঞ্চেন তেন অস্মাভিরমুষ্টিতেন কর্ণণা প্রচেতুনে প্রকর্ষণে কসভাগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদি স্থানে অধিজাগৃতম্ আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতম্ ততঃ অস্মভ্যাং শর্শ্ব বহুতম্ সুখং গৃহং বা দত্তম্ ।

দত্তজাহ্নবাদ—হে ইহ্ন ও অয়ি ! যে স্বর্গলোকে কর্ণকল জানা যায় এই বস্তুহেতু তোমরা তথায় জাগরিত হও । আমাদিগকে সুখ দান কর ।

অস্বত্বতানুর্বাদ—হে ইন্দ্র হে অগ্নিদেব ! তোমরা আমাদের সহিত যে শপথ করিয়াছ, তদনুসারে তোমরা এই পরিক্ষাত স্বর্গজনপদে সাবধান হও, আমাদেরকে গৃহ পদান কর ।

তে অস্বত্বাম্ শর্শ্ব যৎসন্ অমৃত্যঃ মর্তোভ্যঃ

বাধমানা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩—২০ সূ—১ম

হে দেবগণ, শক্রগণ আমাদেরকে অত্যন্ত বাধা দিতেছে, অতএব তোমরা মৃতকর আমাদেরকে বাসস্থান পদান কর ।

দেবতা ও মনুষ্যগণ এইরূপে দৈত্যদানবগণকর্তৃক নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃলোক বা আদি স্বর্গহইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গমন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্বদিকে বক্রদেশে [বর্শায়] গমন করিলেন, মাতা মনুর পুত্র ষষ্ঠীয় বক্রণ পশ্চিমে অপোগস্থান ও পারশ্চে এবং ক্রুদ্রগণ উত্তর দিকে বাইরা গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন, আর পিতৃলোকবাসী বৈবস্বত মনু প্রভৃতি দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করিলে বামন বিষ্ণু তাঁহাদিগের নেত্র হ গ্রহণ করিলেন এবং তিব্বতের প্রসিডেন্ট মহর্ষি অগ্নিদেব পথপ্রদর্শকের ভার প্রাপ্ত হইলেন । প্রস্থানপরায়ণ লোকেরা এই সকল সাম গান করিতে করিতে স্বর্গহইতে রওমানা হইয়াছিলেন—

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃহস্রবাঃ

স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি ন স্তাক্ষেণা অরিষ্টনেমিঃ,

স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৬—৮২ সূ—১ম

অন্নবান্ ইন্দ্র, বহুদর্শী পৃষা, বিনতানন্দন তাক্ষ্য ও অরিষ্টনেমি এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন ।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু করস্তু পিঙ্গবঃ ।

সাক্ষীর্নঃ সন্ত ওষধীঃ । ৬

এই দেখ, ঋষি আমাদের অক্ষুণ্ণে প্রবাহিত হইতেছে, নদী সকল কেমন মৃতভাবে বহিয়া বাইতেছে, ওষধী সকলও আমাদের সন্মুখে অক্ষুণ্ণ হউক । যেন পথে আমাদেরকে আহ্বাররূপে পাইতে না হয় ।

মধু ন কুম্ উতোষসো মধুসং পার্থিবং স্বৰ্গঃ ।

মধু তৌরস্ত নঃ পিতা । ৭

আমাদিগের পথের রাত্রি ও উবা সকল মধু হউক, আমরা যে পার্থিব লোক বা ভারতে বাইব তাহা আমাদিগের সম্বন্ধে মধু হউক এবং আমরা আমাদিগের যে পিতৃভূমি স্বর্গ ভাগ কবিয়া গাইতেছি সেহ স্বর্গও আমাদিগে সম্বন্ধে মধু হউন ।

মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্ত সূর্য্যঃ ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮

গমনমার্গে বিরাজমান বট ও অশ্বখাদি ছায়াবৃক্ষ সকল মধু হউক, ধর কিরণ সূর্য্য মধু হউক, এবং আমাদিগের গরু সকল মধু হউক ।

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নোভবতু অর্য্যমা ।

শং ন ইক্সো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুক্ক্রমঃ ॥ ৯—১০ সূ—১ম

মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, দেববাজ ইক্স ও ত্রিবিক্রম বামন বিষ্ণু আমাদিগের মঙ্গল করুন ।

শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু ।

শং ন শ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্তু ।

শং নঃ পর্কতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু

শং নঃ সিন্ধবঃ শম্বু সঙ্ঘাপঃ ॥ ৮—৩৫ সূ—৭ম

জগতের বিশালচক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্য আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত উদিত হউন ; চারি দিক্, অচল পর্কতরাজী ও নদনদীসমূহ আমাদিগের মঙ্গল করুন ।

অনন্তর প্রস্থানপরায়ণ মঙ্গাদি দেবগণ গন্তব্য পথের বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বলিতেছিলেন—

অগ্নে নম স্পৃধা রায়ে অস্মান্ । ১—১৮৯ সূ—১ম

হে অগ্নে তুমি আমাদিগকে স্পৃধা লইয়া যাও । আমরা যেন বাইরা স্পৃধাসৌভাগ্য লাভ করিতে পারি ।

অগ্নে ত্বং পারশ্বা নব্যো অস্মান্ স্বস্তিভিঃ ।

অতি দুর্গাণি বিশ্বা । পৃশ্চ পৃথ্বী বহলা চ উর্বা ।

ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥ ২—১৮৯ সূ—১ম

হে অগ্নে ! যুবা তুমি আমাদেরকে ভালর ভালর এই ভীষণ বিপৎ হইতে পার কর । আমরা যে দেশে যাইব, তথায় যাইয়া যেন বাসের ঋতু বহু বিদূত তুমি ও বৃহদারতন নগরী প্রাপ্ত হইতে পারি । আর আমাদের সন্তান সন্ততিরূপে যেন তথায় যাইয়া সুখী হইতে পারে ।

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখ অতি নাবেব পারয় ।

অপ নঃ শোশুচৎ অঘম্ ॥ ৭—৯৭ সূ ১ম

হে বৃহদর্শী অগ্নি ! তুমি আমাদেরকে নৌকায় নদী পারের স্থায় এই শক্রকুল হইতে শক্রশূন্য স্থানে লইয়া যাও । (অতি পারয় অতিক্রময়া শক্ররহিতং দেশং প্রাপয়—ইতি সায়ণঃ) ।

স নঃ সিদ্ধুমিব নাবয়া

অতি পর্ষ স্বস্তয়ে ।—ঐ—৮

হে অগ্নি ! লোকে যেরূপ নৌকাযোগে নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আমাদেরকে কোনও শক্রশূন্য দেশে লইয়া যাও । (অতি পর্ষ শত্রূন্ অতিক্রম্যা শক্ররহিতং প্রদেশং প্রাপয় ইতি সায়ণঃ) ।

অগ্নয়ে পণিকৃতে পুরোডাশম্

অষ্টাকপালং নিরুপেৎ । ১৩ পৃ—কৃষ্ণধজুঃ

পথপ্রদর্শনকারী অগ্নিদেবকে আটসরা পুরোডাশ বা পরোটা (লুচি) উৎসর্গ করিবে । ভারতগত অগ্নি এক ঋষিও বলিয়া গিয়াছেন—

অগ্নিনা তুর্কশং যজুং পরাবত উগ্রদেবং ত্বামহে ।

অগ্নিন্ময়ং নববাস্বং বৃহদ্রথং তুর্বাতিং দস্তবে সহঃ ॥ ১৮—৩৬ সূ—১ম

দক্ষাদিগের উৎপীড়নহেতু বলবান্ অগ্নি অতি দূরদেশহইতে তুর্বণ্ড, যজু, উগ্রদেব, নববাস্ব, বৃহদ্রথ ও তুর্বাতিকে (ভারতে) আনয়ন করেন । আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি ।

এই অগ্নিদেব একজন নরদেবতা । তিনি কিন্নুরুষবর্ষ বা প্রথম অমৃতে অষ্টবহুর নেতৃত্ব করিতেন, তাই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—

তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তৎ বসব উপজীবন্তি

অগ্নিনা যুগেন । ১—১৭১ পৃ

কৃষ্ণজুও বলিয়াছেন যে, “বে দেবাঃ পুরঃসদঃ অগ্নিনেত্রাঃ” (৭০ পৃ), যে ষ্ণপ্রভৃতি দেবগণ পুরঃসদ বা প্রথম অমৃতলোকে অগ্নির নেতৃত্বে (অগ্নিঃ নেত্রাঃ নেতা যেষাং তে) বাস করিতেন। অগ্নিদেব ভারতে আসিলে কৈলাসনাথ শিব বাইরা তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হরেন, তজ্জন্ত শিবও অগ্নি নামে প্রখ্যাত লাভ করেন। ঐ সময়ে কাহ্নিকের জন্ম হওয়াতেই তিনি “অগ্নিকু” নামের বিষয়ীভূত।

সেনানী রঘিবুগুহঃ। অমর

যাহা হউক উক্ত অগ্নিদেব ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মার আদেশে ভারত চইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। তা তের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ তাঁহার অনন্তরবংশ (আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ” ইতি শ্রুতেঃ)।

কেবল কি অগ্নিই মথাদির পথপ্রদর্শক ছিলেন? না, ইন্দ্র ও বিষ্ণুপ্রভৃতির সচোদর ভ্রাতা পুষাও অস্ত্রতম পথপ্রদর্শক ছিলেন—

সং পুষন্ অধ্বনস্তির বাংছো বিমুচো নপাৎ।

সক্ষা দেব প্রণস্পুরঃ। ১—৪২ সূ—১ম

তত্র সারণভাষ্যম্ - হে পুষন্ অধ্বনঃ মার্গাং সস্তিরঃ অশ্বান্ অভীষ্টহানং সম্যক্ প্রাপয়। হে দেব পুষন্ নঃ পূবঃ অশ্বাকং পুরতঃ প্রসক্ষ্ প্রসক্তো তব পুরতো গচ্ছ।

হে তাত পুষন্! তুমি আমাদিগকে পথ পার ও ছঃখ চইতে বিমুক্ত কর (বিমুচঃ বিমোচয়)। ও আমাদিগের অগ্রগামী হও।

অতি নঃ সশ্চতো নয় সূগা নঃ সুপথা কৃণু।

পুষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭—ঐ

হে পুষন্ তুমি আমাদিগকে শক্রর নিকটচইতে সুপথে অস্ত্র নিয়া যাও। আমাদিগকে পথে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে সে উপায় (ক্রতু) তুমি জান (বিদঃ)। তথাচি—

অতি সুষবসং নয়

ন নবজারো অধ্বনে। ৮—ঐ

তত্র সারণঃ—হে পুষন্ সুষবসঃ শোভনভূগোপলক্ষিতসর্কৌবধিযুক্তং দেশম্ অতিনয় অশ্বান্ অভিতঃ স্বাপয় অধ্বনে মার্গায় নবজারঃ নূতনঃ সস্থাপঃ ন ভবতু।

হে পৃথ্বী তুমি আমাদেরকে উত্তমশস্যসম্পন্ন স্থানে লইয়া যাও, পথে যেস
আমাদের আবার কোনও নূতন বিপৎ না ঘটে। অধর্কবেদেও বিবৃত
রহিয়াছে—

পৃথ্বীমা আশা অনুবেদ সর্বাঃ

সো অস্মান্ অভয়তমেন নেবৎ ।

২—১০ সূ—১ অনু—৭ম কাণ্ড ।

৫—১৭ সূ—১০ম । ঋগ্বেদ ।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—পৃথা ইমাঃ সর্বা আশা দিশঃ অনুবেদ অনুক্রমেণ জানাতি,
স পৃথাদেবঃ অস্মান্ অভয়তমেন অত্রাস্তভয়রহিতেন মার্গেণ নেবৎ নরতু ।

পৃথাদেব এই সকল দিকেব অবস্থা ভালরূপ জানেন, তিনি আমাদেরকে
ভয়শূন্য পথে লইয়া যাউন ।

পিপতু' নো অদিতী বাজপুত্রা

অতি ধেবাংসি অর্যামা সুগেতিঃ । ৭—২৭ সূ—২ম

রাজমাতা অদিতি ও অর্যমাদেব আমাদেরকে এই শক্রদিগেব নিকটস্থিতে
সুপথে অন্ত্র দেশে লইয়া যাউন ।

অনাজি শক্কা মরুতো যদর্গসম

মোষণা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ ।

অধস্থানো অবমতিঃ সজোষসঃ

চক্রুরিব যন্ত মনু নেষণা সুগম্ ॥ ৬—৫৪ সূ—৫ম

হে মরুদগণ! তোমরা সকলে সমবেত ও প্রসন্নমনাঃ হইয়া পথপ্রদর্শন
পূর্বক আমাদেরকে সুগম পথে ঐর্ষ্যাসমীপে লইয়া যাও ।

মিত্রস্তম্নো বরুণোদেবো অর্যাঃ,

প্র সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভির্নয়ন্তু । ৩—৬৪ সূ—৭ম

মিত্র, বরুণ ও অর্যমাদেব আমাদেরকে সাধুপথে অন্ত্র লইয়া যাউন ।

ঋজুনীতী নো বরুণো মিত্রোনয়তু

বিদ্বান্ অর্যামা দেবৈঃ সজোষাঃ । ১—২০ সূ—১ম

বরুণ, মিত্র ও বিদ্বান্ অর্যামা অন্ত্র দেবগণসহ তুলাভাবে ইচ্ছাবৃত্ত হইয়া
আমাদেরকে ঋজুপথে লইয়া যাউন ।

বি নঃ পথঃ সুবিভার চিরন্ত,

ইহ্রো মরুতঃ পূবা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪—২০ সূ—১ম

বন্দনীয় ইহ্র, মরুৎ, পূবা ও ভগদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য উত্তম পথ নির্বাচন করুন।

বরমিস্ত্র ! স্বায়বঃ সখিষ মারভামহে,

ঋতস্ত নঃ পথা নরাতি বিখানি ছরিতা ।

নভস্তাম্ অন্তকেবাং জ্যাকা অধিধ্বসু ॥ ৬—১৩৩ সূ—১০ম

হে ইহ্র ! আমরা তোমারই। আমরা এই বিপৎকালে তোমারই বন্ধু লাভ করিতে অভিলাষী, তুমি আমাদেরকে এখন ভাল পথে লইয়া যাও, যাহাতে আমরা সমগ্র বিশ্ববিপত্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। শত্রুদিগের ধমুতে অধিরোপিত জ্ঞা বিফল হউক।

স নো বোধি পুর এতা স্নুগেষ্,

উত চুর্গেষ্ পথিকুং বিদানঃ ।

যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাঃ

তেভি ন ইহ্র অভিবন্ধি বাজম্ ॥ ১২—২১ সূ - ৬ম

হে ইহ্র ! কোন্ পথ ভাল ও কোন্ পথ মন্দ তাহা তুমি জান। তুমি স্নুগম ও চুর্গন উভয় পথেই আমাদের পুরোবর্তী হও। এবং তোমার শ্রম সহিষ্ণু ভারবাহী বিশালদেহ পশুগণ আমাদের আহাৰ্য্য দ্রব্য সকল বহন করুক।

ইহ্র শ্র গঃ পুর এতেব পশু,

প্রণোনয় প্রতরং বস্তো অচ্ ।

তবা স্নুপারো অতিপারয়ো নো

তবা স্নুনীতিকৃত্ত বামনীতিঃ ॥ ৭—৪৭ সূ—৬ম

তত্র সায়গভাষ্যম্—হে ইহ্র ! স্বঃ পুর এতাইব পুরতো গন্তেব নঃ অন্মান্ প্রপশু প্রকর্ষণে স্নুস্ব বধা মার্গরক্ষকঃ স্নুগঃ পুরতো গচ্ছন্ অসুগচ্ছতঃ বন্দনীয়ান্ পথিকান্ পশুতি তথা পশু ইত্যর্থঃ। তথা বস্তঃ বসীষঃ শ্রেষ্ঠং ধনং অচ্ আভিযুখোন প্রতরং প্রকৃষ্টতরং অতিশয়েন প্রণয় অন্মান্ প্রাপয়। তথা স্নুপারঃ স্নু পুরিত্তা দুঃখোভ্যঃ তারনিত্তা তব, তথা নঃ অন্মান্ অতিপারয়ঃ

শত্রুন্ অতিক্রাময় সুনীতিঃ শোভননরশ্চ অস্মাকং তব, উতাপিচ বামনীতিশ্চ
তব ।

হে ইন্দ্র ! যে প্রকার পথপ্রদর্শক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অমুবাঙ্গিগণকে
পথপ্রদর্শন করে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে
পথপ্রদর্শন ও রক্ষা কর । তুমি আমাদিগকে শত্রুহইতে বিমুক্ত করিয়া
আমাদিগের দুঃখ দূর কর ও ধন দেও । ইহাতে যদি তোমাকে সুনীতি কিংবা
চূর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাও কর ।

উক্লং নো লোক মনুনেষি বিদ্বান্ ।

স্বর্ক্সং জ্যোতিরভয়ং স্তিস্তি ৮—ঐ

হে ইন্দ্র ! তুমি সকলই জান, আমরা আর তোমাকে কি বলিব ? তুমি
আমাদিগকে এমন এক জনপদে লইয়া যাও, যাহা বিস্তৃত ও নিরাপৎ এবং যে
স্থানের সম্ভাভা ভবাতা আমাদিগের পিতৃভূমি স্বর্গের ন্যায় ।

অগবৃতি ক্ষেত্রমাগম্য দেবা

উর্বা সতী ভূমিরঃ হুরণাহত্বং ।

বৃহস্পতে স চিকিৎসা গবিষ্ঠৌ,

ইথ্যা সতে জরিষে ইন্দ্র পশ্যাম্ ॥ ২০—৪৭ সূ—৬ম

হে দেবগণ ! আমরা আসিতে আসিতে একটি গোস্কাররহিত দেশে
আসিয়া উপনীত হইরাছি । এখানে আমাদিগের গো সকল সূখে বিচরণ
করিতে পারিতেছে না । ভূমি বিশাল ও দোষরহিতও বটে, কিন্তু এই স্থান
দস্যুতরুদ্বারা সমাকীর্ণ । হে দেবরাজ ইন্দ্র ! যে পথে গেলে আমরা
আমাদিগের গোসমূহের অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইব ও আমরাও সূখে বাইতে
পারিব এক্রূপ পথের প্রদর্শন কর ।

বেশ বুঝা বাইতেছে যে অগ্নি ও পূষা পথপ্রদর্শন করিয়া আনিতে
থাকিলেও তাঁহারা পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাই আগন্তুকেরা
বলিতেছিলেন—

সং পূষন্ বিহুবা নয় বো অঙ্গসা অমুশাসতি ।

য এব ইদ মিতি ব্রবৎ । ১—৫৪ সূ—৬ম

হে পুস্বন্ ! তুমি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা কর, যিনি আমাদেরকে সোজা পথের কথা বলিবেন ও বলিতে পারিবেন, “হাঁ হাঁহাই প্রকৃত পথ।”

মাকিন্ৰেশং মাকীং বিষং মাকীং সং শারি কেবটে ।

অথ অরিষ্টান্তি রাগহি । ৭—ঐ

হে পুস্বন্ আমাদের গো সকল যেন ব্যাঘ্রাদিহারা আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট না হয়। অথবা উহারা যেন ভূপসমাচ্ছাদিত অদৃশ্য আরণ্য কূপে পতিত হইয়াও মারা না যায়। তুমি আমাদের গো সকল লইয়া ভাল পথে অগ্রসর হও * [আগহি-আগুরাও] ।

যোনঃ পুস্বন্ অঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি ।

অপ স্ম তং পথোজ্জহি ॥ ১—৪২ সূ—১ম

হে পুস্বন্ যে সকল লোক আমাদেরকে ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল বা অনুখসেব্য সঙ্কট পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদিগকে পথহইতে দূর করিয়া দেও। অতঃপর বলা হইতেছে যে—

অপি পস্থা মগম্হি স্বস্তিগা মনেহসম্ ।

যেন বিশ্বাঃ পরিষিষো বৃণক্তি বিন্দতে বস্ম ॥ ১৬—৫১ সূ—৬ম

তত্র সাযণভাষ্যঃ—পস্থাং পস্থানং মার্গমপি অগম্হতি অপিগতাঃ প্রাপ্তাঃ স্মঃ, কীদৃশং ? স্বস্তিগাং সূধেন গম্ভবাং অনেহসং পাপরহিতং যেন পথা গচ্ছন্ বিশ্বাঃ সর্বা দ্বিবোধেষ্টিঃ প্রজাঃ পরিবৃণক্তি পরিবর্জয়তি বাধতে বহুধনক বিন্দতে তাদৃশং পস্থান মিত্যর্থঃ ।

* সৌরককগণ সূর্য্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির সূর্য্যই পুস্বা হুতরাং উহার হস্তে প্রত্যোদ, তিনি পথনির্দেশ করেন, গো সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, অসৎকারীদেরকে সংপথে লইয়া যান ইত্যাদি ১ম—৪২ সূ—১০ ককের টীকা দেখ ।

আমাদিগকে দুঃখসংমিশ্র বিনয়ের সহিতই বলিতে হইতেছে যে দত্তজ মহাশয়ের অনুবাদক পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত বিতান্তই অনুচিত হইয়াছে। সূক্তের জড় সূর্য্যের তখনও পুস্বা, বিশ্বান্ বা আদিত্যাদি কোন নাম ছিল না, উহা জাতি। বেদোক্ত এ পুস্বা অদিত্যনাম বিশেষ ।

আমরা এতকণে অতি সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অতি নিরাপদও ষটে। আমরা এই পথে গমন করিলে ফলমূলদি আহাৰ্যা বস্তু (ধন) সকলও পাইতে পারিব, অথচ দস্যাতঙ্করাদি দৃষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াও উৎপীড়িত হইতে হইবে না। পরেই বলা হইতেছে যে—

তে ঘেং অগ্নে স্বাধোহহা বিখা নৃচক্ষসঃ ।

তরস্তঃ স্তাম দুর্গহা ॥ ৩০—৪৩ সূ—৮ম

তত্র সারণঃ—হে অগ্নে তে ঘেং স্বদর্শমেব খলু বয়ং স্বাধ্যাঃ স্ককর্মাণঃ সস্তঃ বিখা বিখানি অহা অহানি নৃচক্ষসঃ দ্রষ্টারশ্চ দুর্গহা হুঃখেন গাহরিতব্যানি তরস্তঃ স্তাম ভবেম ।

হে অগ্নে আমরা তোমারই অনুগ্রহে এই দুঃখবগাহ সুদীর্ঘ পথ দেখিতে দেখিতে সহজেই অতিক্রম করিয়া যাইব ।

এই সময়ে কতকগুলি অস্বাক্রুত অধ্বগবেশ শ্রান্ত ক্লান্ত লোককে আসিতে দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

কেষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য় ।

পরমস্তাঃ পরাবতঃ ॥ ১—৬১ সূ—৫ম

তত্র সারণঃ—হে নরঃ নেতারঃ শ্রেষ্ঠতমা যুয়ং কেষ্ঠ কে স্ত কে ভবথ ? যে যুয়ঃ এক একঃ প্রত্যেকঃ আয়য় আগচ্ছথ কস্মাদিতি উচ্যতে পরমস্তাঃ পরাবতঃ অত্যন্তদূরদেশাং অন্তরিক্ষাং ইত্যর্থঃ ।

হে নরগণ! তোমরা কে? তোমাদিগকে দেখিয়া ত বোধ হইতেছে, তোমরা অতি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, সকলেই স্ব স্ব গদান হইয়া একে একে আসিতেছ। এবং অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যে তোমরা অতিদূর দেশ হইতেই আগমন করিতেছ। (এ দূরদেশ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া পরন্তু অন্তরিক্ষ নহে)।

ক বোঅখাঃ কাভীশবঃ

কথং শেক কথা যথ ।

পৃষ্ঠে সনো নসোধমঃ ॥ ২—৬১ সূ—৫ম

হে আগন্তুকগণ! তোমাদিগের এই অথ কোন্ দেশীয় ও (“ক কুজত্যাঃ” ইতি সারণঃ) অথের লাগামই বা কোন্ দেশীয়? এ যে সবই নূতন দেখিতেছি।

অখের লাগাম মুখে না দিরা নাকে দিয়াছ, পিঠেও আস্তরণ রহিয়াছে । তোমরা
ইহাতে কেমন করিয়া ক্রম গমন করিতে সমর্থ হইতেছ ?

পরাবীরাস এতন মধ্যাসো ভদ্রজানরঃ ।

অগ্নিতপো যথাঃ সখ ॥ ৪—৬১ সূ—৫ম

হে অভিহাত ভদ্রমহাশয়গণ! তোমরা বীরবর্ধ্য হইয়াও পথরূপ ও
রৌদ্রোস্তাপে অগ্নিদগ্ন ভাস্ত্রের স্তায় বিবর্ণ দৃষ্ট হইতেছ । স্থলাস্তরে বিবৃত
রহিয়াছে যে—

মনৌ অধি অস্তুরিক্ষেণ যাতবে । ১৬—৬৫ সূ - ৯ম

মহামতি মহু অস্তুরিক বা আকগানি স্থানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন
[ভারতে আসিতেছিলেন] স্থলাস্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বর্জজানো নভসা অভাক্রমীৎ

প্রহমস্ত পিতর মা বিবাসতি । ১—৮৬ সূ—৯ ম

এই সোমরস বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে ইহার পুরাতন পিতৃভূমি বর্গ
পরিভ্রাণপূর্বক অস্তুরিকপথে ভারতে আসিয়াছে । স্থলাস্তরে বিবৃত রহিয়াছে
যে—

অচ্ছা সিদ্ধু মাতৃতমাম্ অযানম্

বিপাশ মুবীঃ স্ততগা মগনঃ । ৩—৩৩ সূ—৩ম

এই আয়না মাতৃসদৃশী শুভ্রী ও মাতৃসদৃশী বিপাশা নদীর তীরে উপনীত
হইরাছি ।

ওষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত,

বধৌ বো দূরাৎ অনসা রথেন ।

নি সুনমধ্বঃ ভবতা স্থপারা •

অধো অক্ষাঃ সিক্কাঃ স্রোত্যাভিঃ । *

৯—৩৩ সূ—৩ ম

* সারণ বর্গভেদেহন — পুরা কিল বিখ্যামিতঃ ঠৈমবনস্ত সুদাসস্ত রাজঃ পুরোহিতঃ বহুব ।
স চ পুরোহিতোব লক্ষণনঃ সর্কঃ ধনঃ আদার বিপাট্ শুভ্রোঃ সন্তেদন্ আযধৌ । অনুবনু
রিতরে । অথ উত্তীর্ষুঃ বিখ্যামিতঃ অগাধলসে তে নদৌ দৃষ্টে । উত্তরণার্থঃ আদ্যাভিঃ
তিসৃতি স্তোত্র ।

হে ভগিনীস্বরূপ নদীস্বয়! আমরা তোমাদের স্তবকারী, আমাদের কথা শ্রবণ কর। আমরা দূরদেশহইতে শকট ও রথ লইয়া আসিয়াছি তোমরা প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর, যাহাতে আমরা সুখে পার হইতে পারি। তোমাদের জলে আমাদের রথের অক্ষ বা চক্র যেন ডুবিয়া না যায়।

যদক্ষ ভা ভরতাঃ সন্তরেয়ুঃ,

গবান্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজুতঃ । ১১—৩৩ সূ—৩ম

হে নদী সকল! ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত (ইন্দ্রজুতঃ প্রবর্ত্তকেন ইন্দ্রেণ প্রেরিতঃ—ইতি সারণঃ) গমন পরায়ণ ভরতবংশীয় এই আগন্তুকগণ নদী পার হইয়া গ্রামে যাইতে অভিনাবী (গ্রামঃ ইষিতঃ—গ্রামং গবান্ গন্তুং ইষিতঃ অভিনাবী)।

এই সময়ে আগন্তুকগণ সমভিব্যাহারী পথপ্রদর্শক মহর্ষি অগ্নিদেবকে ও বলিতেছিলেন—

অগ্নিনেতা ভগইব ক্ষিতীনাম্

দৈবীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা ।

স বৃহহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ

পর্ষং বিশ্বা অতি ছরিতা গৃণন্তম্ ॥ ৪—২০ সূ—৩ম

যে অগ্নিদেব দেবজনপদসমূহের নেতা, ভগদেবের ঋষি আমাদের নেতা, তিনি তেজস্বী (ঋতুপাঃ) ও সত্যকর্মী (ঋতাবা), বৃহহস্তা, নীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী, তিনি এই স্তবকারী আমাদেরকে এই বিপদরাশিঅতিক্রমপূর্ব্বক পারে লইয়া যাউন। তথাহি—

রথায় নাব মূতনো গৃহায়

নিত্যারিত্রাং পষতীং রাসি অগ্নে ।

অস্মাংঃ বীরান্ উত নো মঘোনো

জনাংশ্চ যা পারয়াং শর্শ্ব যা চ ॥ ১২—১৪০ সূ—১ম

হে অগ্নে! তুমি আমাদের অস্ত্র দৃঢ়ক্ষেপণী ও দৃঢ়হাইলবুক রূপ

আমরা বলি যখন মূলের কৃত্রাপি একথা নাই, তখন ইহা বলা ঠিক হয় নাই, বিশেষতঃ বিশ্বাসিত্র ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না, পক্ষান্তরে যদাধি দেবগণই ইন্দ্রকর্তৃক ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, স্তবরাং সারণের এ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

নৌকা আনিয়া দেও, বাহাতে আমাদিগের বীরগণ, দেবরাজ ইন্দের অহুচর সকল ও আমাদিগের ব্রথ ও বস্ত্রগৃহ সকল নিরাপদে পার হইতে পারে।

ইমাং ধিরং শিক্কাংগন্ত দেব !

ক্রতুং দক্ষং বরুণ ! সং শিশাষি ।

ববাতি বিশ্বা ছরিতা তরেম,

সুতর্নাং মধিনাবং ক্ৰহেম ॥

হে বরুণ দেব! আমরা জগতে আজি নূতন শিক্কাধী, তুমি নদী দর্শনে ভীত আমাদিগের প্রজ্ঞা (ক্রতু) ও বল (দক্ষ:) বর্ধিত (শাণিত) কর। বাহাতে আমরা উত্তাপতরঙ্গময়নদীপাররূপবিপদহইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমরা তাদৃশ সুতারয়ত্রী (সুতর্নাং) নৌকার আরোহণ করিতে চাই।

অতারিষুর্ভরতা গবাবঃ সম্

অভক্ত বিপ্রঃ স্মৃতিং নদীনাম্।

প্র পিষক্ষম্ ইষধস্তীঃ সুরাধাঃ

আ বরুণাঃ পৃগধ্বং যাত শীতম্ ॥ ১২—৩৩ সূ—৩ম

এই গমনশীল ভরতবংশীর আমরা নদী পার হইলাম। নদী সকল আমাদিগকে কোন ক্রেশ প্রদান করে নাই, আমরা তাহাদিগের প্রশান্ততাবই দেখিতে পাইলাম (স্মৃতিং অভক্ত—স্মৃতিকে ভজনা করিলাম। বশিষ্ঠদেবও পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আগমন করেন। তিনি এইরূপে আপনার আগমনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আ যৎ ক্রহাব বরুণশ্চ নাবম্

প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্।

অধি যদপাং স্মৃতিশ্চরাব

প্র প্রেখে, ঈরয়াবহৈ শুভে কম্ ॥ ৩—৮৮ সূ—৭ম

তত্র সাগরভাষ্যম্—যৎ যদা অহং বরুণশ্চ উভৌ নাবং ক্রমমরীং আক্রহাব উভৌ আক্রহাবিব তাক্ নাবং যৎ যদা সমুদ্রঃ মধ্যং সমুদ্রশ্চ মধ্যং প্রতি প্রেরয়াব, প্রকর্ষণ গমরাব, যৎ যদা চ অপাম্ উদকানাম্ অধি উপরি স্মৃতিঃ গম্রীতিঃ অস্ত্যতিরপি নৌতিঃ চরাব বর্তাবহৈ তদানীং শুভে শোভার্থং প্রেখে নৌরুপারাং দোলারামেব প্রেখরাবহৈ নিরোরতঃ তরুণৈঃ ইতশ্চেতশ্চ প্রবিচলন্তৌ

সংক্রীড়াবট্টে কমিতি পুরকঃ । যথা ক্রিয়াবিশেষণং কং সুখং যথা ভবতি
তথা ইতি ।

যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকার আরোহণ করিরাছিলাম তখন উহা
সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমনকালে তরঙ্গভরে ছলিতেছিল, আমরা উভয়ে নৌকারূপ
দোলার স্থখে ছলিতেছিলাম ।

বশিষ্ঠং হ বরুণো নাবি আধাৎ

ঋষিঃ চকার, স্বপ্ন মহোত্তিঃ ।

স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনে অক্ষাৎ

যানু চ্যাব স্ততনন্ যাগ্ৰষসঃ ॥ ঐ—৪

মহামতি বরুণ অতি সুদিন দেখিয়া বশিষ্ঠকে নৌকার আরোহণ করাইয়া-
ছিলেন । বশিষ্ঠও সেই মহান্ জলরাশির স্তব করিতে লাগিলেন । এইরূপে
দিন ও রাত্রি কাটিয়া গেল । তথাহি—

তে নো নাব মুক্শ্যত দিবানক্তং সুদানবঃ ।

অরিযাক্তো নিপায়ুভিঃ সচেমহি ॥ ১১—২৫ সূ—৮ম

তত্র সারণঃ—হে সুদানবঃ শোভনদানা মরুতঃ অরিযাক্তঃ কেনাপি অহিং-
সিতা স্তে তাদৃশা যুয়ং নঃ অশ্বদীয়াঃ নাবং দিবানক্তং উক্শ্যত পালয়ত । ততো
বরম্ পায়ুভিঃ যুয়দীয়েঃ পাননৈঃ নিসচেমহি নিতরাম্ সমবেতা ভবেম ।

নৌকারূঢ় দেবগণ ভীত হইয়া মরুদগণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন,
হে মরুদগণ ! তোমরা দিনরাত আমাদের নৌকা রক্ষা কর, তোমরা রক্ষা
করিলে আমরা নিরাপদেই গমন করিতে (পার হইতে) পারিব ।

স্বর্গভ্রষ্ট যথাই কোন্ নদী পার হইলেন ? আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে
ঐহারী সিদ্ধনদ পার হইতেছিলেন । পরে ইহারী কোথায় আসিলেন ?

পিতৃন্ পৃথিবী মগন্ যজ্ঞঃ । ৬০ক—৮অ শুক্লযজুঃ ।

যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু [বিষ্ণুর্বে যজ্ঞঃ—ইতি কৃষ্ণযজুঃ] পিতৃলোকবাসী-
দিগকে পৃথ্বী পৃথুলরাজ্য ভারতবর্ষে লইয়া আসিলেন । তিনি একবারেই
স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন ? না তিনি স্বর্গহইতে অস্তরিক বা আফগানি-
স্থান প্রভৃতি হইয়া ভারতে সমাগত হইলেন । যজ্ঞঃ শুক্লযজুঃ—

দ্বিবি বিষ্ণুর্বাক্রংস্ত আগতেন ছন্দসা,

ততো নির্ভক্তঃ যো হ্মান্ যেষ্টি ষক্ বয়ঃ বিশ্বঃ ।

বামন বিষ্ণু অগতিচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে স্বর্গক দেশে কিস্পুরুষ-
বর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণে যাইয়া প্রথম পাদবিক্ষেপ করিলেন। কি
গাইতেছিলেন ? আমরা স্বর্গ ত্যাগ করিলাম, অতঃপরও যদি কেহ আমাদেরকে
ষেব করে, তবে আমরাও তাঁহাদিগকে যেব করিব।

ইহাই বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্ষেপস্থান “বিষ্ণুপদ” ভূমি। এই স্থানের
“বিষ্ণুপদ” সরঃ বা হ্রদহইতেই গঙ্গা উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম বিষ্ণুপদী।
অযোধ্যাকাণ্ডেও এই বিষ্ণুপদভূমির কথা বিবৃত আছে।

অস্তরিক্বে বিষ্ণুর্বাক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা

ততো নির্ভক্তো যোহ্মান্ যেষ্টি ষক্ বয়ঃ বিশ্বঃ ।

অনস্তর বিষ্ণু মন্বাদিকে লইয়া ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে সাম গান করিতে করিতে
অস্তরিক বা তদৈকদেশ আকগানিস্থানে উপনীত হইলেন।

এখানে কেহ কেহ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন ? হাঁ মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয়
বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণ এই অস্তরিক্বেই থাকিয়া যান। যদাহ কুরুষজুঃ—

মনুষ্যান্ অস্তরিক্বে মগন্ বজ্রঃ । ৬০ ক—৮ অ

যজ্ঞপুরুষ মহাত্মা বিষ্ণু বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণকে অস্তরিক্বে লইয়া যান।
তাই কুরুষজু বলিয়া গিয়াছেন—

প্রতীচী মনুষ্যাঃ । ৩৬০ পৃ।

অর্থাৎ দৈত্যদানবসম্বাদিত বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণ পশ্চিমদিকে অস্তরিক্বে
যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন।

পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্বাক্রংস্ত গারজ্ঞেণ ছন্দসা । ২৫ক - ২ অ

অনস্তর বিষ্ণু বরুণকে অস্তরিক্বে একদেশ অপোগস্থানে স্থাপিত করিয়া
গারজীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত
হইলেন। কেন তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য
হইয়াছিলেন ? দৈত্যদানবেরা তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিয়া-
ছিলেন। অপিচ কুরুষজুঃ ইহাও বলিতেছেন যে—

অস্বাৎ অস্বাৎ অস্বৈস্ত প্রতিষ্ঠাটৈ । ২৫ ক—২ অ

দৈত্যাদানবেয়া তাঁহাদিগের অন্ন ও বাসস্থান কাড়িয়া নিলে, তাঁহারা অন্ন ও বাসস্থানের জন্য পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তথাহি—

আ তন্তে দস্য মন্তমঃ পুষন্ অবোবৃণীমহে ।

যেন পিতৃন্ অচোদয়ঃ । ৫—৪২ সূ—১ম

তন্ন সায়ণশাস্ত্রম্—হে মন্তমঃ জ্ঞানবন্ দস্য দর্শনীয় যদ্বা বৈয়ূপকরকারিন্ পুষন্ তে স্বদীয়ং তৎ অবঃ তাম্শং রক্ষণঃ আবৃণীমহে সর্ষতঃ সার্থয়ামহে । যেন রক্ষণেন পিতৃন্ অঙ্গিরঃ প্রভৃতীন্ পিতৃদেহান্ অচোদয়ঃ প্রেরিতবান্ অসি ।

হে জ্ঞানবন্ দর্শনীয় পুষন্! তুমি যে রক্ষাধারা পিতৃগণ অর্থাৎ যদ্বাদি পিতৃলোকবাসীদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলে, আমরাও তোমার নিকট তাদৃশ রক্ষা প্রার্থনা করি ।

ইহাধারা জানা গেল যদ্বাদি দেবতারা ভারতে আগমন করার পর আরও এন্দল লোক উপদ্রুত হইয়া পুষার সহায়তা প্রার্থনা করেন। বেদপাঠেও জানা যায় যে, দেবতারা সময়ে সময়ে স্বর্গপরিত্যাগপূর্বক ভারত ও অন্তরিক্ষ প্রভৃতিতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন ।

নব্যং নব্যং তন্তম্ আতষতে

দিবি সমুদ্রে অস্তঃ কবয়ঃ । ৪—১৫৯ সূ—১ম

সামাজিকগণ (কবয়ঃ), দিবা উত্তরকুরুতে ও সমুদ্র বা অন্তরিক্ষে (সমুদ্র প্রধান ও জলপ্রধান বলিয়া অন্তরিক্ষের নাম সমুদ্র ও অপঃ, উহা হইতেই অপোগস্থান বা আফগানিস্থান) নূতন নূতন তন্ত অর্থাৎ বংশের বিস্তার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্বর্গহইতে সময়ে সময়ে ভিন্নভিন্নবংশীয় লোকসকল বাইরা ছ্যালোক ও অন্তরিক্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। ঐরূপ ভারতেও দেবতারা সময়ে সময়ে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন ।

অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রো

প্ররে মাতরা যক্ষী ঋতন্ত । ৭—১৭২—৬ম

ভাবাপৃথিবী দেবপুত্রো । ১—১৫৯ সূ—১ম

তাই ঋগ্বেদে ছো বা আদি স্বর্গ ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে “দেবপুত্র” (দেবাঃ পুত্রাঃ যয়ো তে) বিশেষণের বিষয়ীভূত করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের আরও বহু মন্ত্রে এই দেবপুত্র বিশেষণ প্রযুক্ত রহিয়াছে। দেবতারা

ভারতবর্ষে আগমন না করিলে বেদ উহাকে 'দেবপুত্র' ও বংকপুত্রাণ 'দেবযোক্ত' বলিয়া নির্দেশ করিতেন না ।

কোন কোন দেবতা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন ? বেদমন্ত্র সকলের নাম নির্দেশ করেন নাই । বেদপাঠে জানা যায় যে আদি স্বর্গহইতে এগার জন প্রধান দেবতা ব্রহ্মার ছালোকে, এগার জন অন্তরিক বা অপোগহানাদিতে ও এগার জন ভারতে আগমন করেন ।

যে দেবাসো দিবি একাদশ হু,

পৃথিব্যা মধি একাদশ হু ।

অপ্সুকিতো মহিনা একাদশ হু,

তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুবধ্বম্ ॥ ১১—১৩২ম্—১ম

যে একাদশ জন দেবতা ছালোকে, যে একাদশ জন দেবতা ভারতবর্ষে ও যে একাদশ জন দেবতা আপন আপন মহিমাধারা অন্তরিকে বাইরা অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের এই যজ্ঞফল ভোগ করেন । বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

সর্ষভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মাহুৈবঃ ।

স্বলোকবাসিনঃ সর্ষে দেবা ভূবি নিবাসিনঃ ॥

১৮—১৯ ম— উত্তর খণ্ড ।

অর্থাৎ স্বর্গবাসী ভূত, পিশাচ, নাগ, মাহুব ও দেবতারা ভূ বা ভারতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।

এই ভূতগণই আজি ভারতের ভোটান (ভূতস্থান) রাজ্যবাসী ভূটিয়া (ভূত—শিবানুচর), পিশাচগণ নেপালবাসী, * নাগগণ নাগাপর্ষতবাসী ও দেবতারা আর্ধ্যাবর্তবাসী হইয়াছেন । মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বক্রণ প্রকৃতি ভারতে নহে, পরন্তু অন্তরীক বা সমুদ্রাধ্য ভুবলোকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন । পুরাণ প্রণেতা ব্রাহ্মিবশতঃ মনুস্মরণের ভারত প্রবেশ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । তবে যখন ভারতবিতাড়িত অনুরগণ অপোগহান, পারস্ত ও তুরকে বাইরা উপনিবিষ্ট হইলেন, তখনই তুরদেশবাসী মনুস্মেরা ভারতে আসিতে বাধ্য হইয়া

* পিশাচদেশান্ত বৃহস্পতিঃ—পাত্যকেকরবাহ্লীকঃ স্ত্রেনপালবৃত্তলাঃ ।

ছিলেন। বহুর্বেদী বৈদিকব্রাহ্মণ ও বহুর্বেদী অষ্টব্রাহ্মণগণ মাতা যজুর সন্ধান, তাঁহারা ই অসুরভয়ে অস্তরীকহইতে ভারতে আগমন করেন। তদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও সেনরাজগণ দক্ষিণাপথের ভিতর দিয়া ও পাশ্চাত্যবৈদিক এবং অপর কঠক গুলি অষ্টব্রাহ্মণ আর্গ্যাভর্ষের ভিতর দিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। অমর বলিয়াছেন—

“সমুদ্রো বরুণালয়ঃ” —অমর।

সমুদ্রো বরুণশ্চ। ৬০১—১ম খণ্ড, অথ মবেদ।

সমুদ্রই বরুণের আলয়। কিন্তু কবিগণ ইহার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য হৃদয়কম করিতে না পারিয়া, বরুণদেবকে মহাসাগরণায়ী জলদেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই সমুদ্র অর্থ—অস্তরীক বা ভূবর্গীক, পরন্তু জলময় সাগর নহে। (নিঘণ্টু ১২ পৃঃ দেখ)। অথ মবেদও বলিয়াছেন যে—

বরুণস্তা দৃংহাং ধরুণে প্রতীচাম্। ৩য় খণ্ড—২৩০ পৃঃ

প্রতীচীদিক্ বরুণোহুধিপতিঃ। ১ম খণ্ড—৪৮৮ পৃঃ

বরুণদেব পশ্চিমদিকের অধিপতি। এই পশ্চিমদিকই অপোগস্থান ও পারস্ত। কৃষ্ণযজুঃ বরুণের এই পশ্চিমদিকে আগমনের কথা বলিতে যাইয়াই লিখিয়া গিয়াছেন, “প্রতীচীঃ মনুষ্ঠাঃ”।

সক্সং তং রাজা বরুণো বিচঠে

যদন্তরা রোদসী যং পরস্তাং। ঐ—৬০১ পৃঃ

তত্র সাধনঃ—রোদসী অন্তরা স্থাবাপৃথিব্যোর্মধো যং প্রাণিজাতং বর্ষতে তথা পুরস্তাং স্তশ্চ পুরোভাগে যং প্রাণিজাতং অস্তি তং সক্সং বরুণো রাজা বিচঠে বিশেষণ পশ্চতি।

এ ভাণ্ডের শেষাংশ ঠিক নহে। মূল পরস্তাং আছে, পুরস্তাং নহে। আমাদের মতে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হওয়া উচিতঃ—

রোদসী স্থাবাপৃথিবী অন্তরা স্বর্গভারতবর্ষরোদধো পরস্তাং পশ্চিমে যং ভুবনং স্থানং বিস্ততে রাজা বরুণঃ তং সক্সং অস্তরীকপাথং সমুদ্রাথাং বা বিচঠে পশ্চতি শাস্তীতি যাবৎ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে অস্তরীকনামক জনপদ বিস্তমান, বাহা ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত, রাজা বরুণ তৎসমুদ্র ব্যাধার শাসনকর্তা। তথাহি—

মহলিখা পিতৃভূমি

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ

গৃহো হিরণ্যমঃ । ৪২০ পুঃ—২য় খণ্ড, অথর্ষবেদ ।

হে রাজন্ বরুণ ! অপ্সু অর্থাৎ অস্তরীক্ষে তোমার লৌহময় গৃহ প্রতিষ্ঠিত ।
যাহা হটক, ভারতে বে একাদশজন দেবতা আনিয়া উপনিবিষ্ট করেন,
তন্মধ্যে বৈবস্বত মনু, অত্রি ও শবুগ্রভৃতি ছিলেন । আমরা ইহাদিগের কথা
পূর্বে বলিয়াছি । এখনেও অন্য মন্তব্যারা মন্বাদি দেবগণের ভারতগমন
স সমাণ করিব ।

ভ্রমণে মনবে ভ্রাম্ অবাশরঃ

পুরুরবসে শুকুতে শুকুতরঃ । ৪ - ৩১ সূ - ১ম

হে অগ্নে ! শোভনকন্যা তুমি মনুকে স্বাগত্বৈতে (স্ত্রী—স্ত্রীঃ স্বর্গাৎ)
ভারতে আনিয়া বাস করাইয়াছিল (অবাশরঃ আর্ষহাং লিপিকরপ্রমাদাৎ বা
সকারন্ত শকারহং, অবাশরঃ—অবাসরঃ) । শোভনকন্যা রাজা পুরুরবাও
তোমাকর্তৃক আনীত হইয়াছিলেন ।

বৈবস্বত মনু, স্বর্গের বিবস্বানের পুত্র, তিনি যে অযোধ্যার আদি রাজা,
তাহাও সন্ন্যাসবিদিত । সুতরাং তিনি যে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন,
তাহা ক্রমশঃ এই মন্তব্যে সাধারণ ও দন্তসাহেব যে বিকৃত ভাষ্য ও
অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করিতে হইল । পুরুরবাঃ চন্দ্রবংশীয় রাজা ।
তাহার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহষ, নহষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র তুর্কশু
ও বহুপ্রভৃতি । ইহারাও সুদূর স্বর্গহইতে ভারতে আনীত হইয়াছিলেন, তাই
পুরুরবার ভারতগমন বিশ্বাস করিতে হইল ।

য আনয়ং পরাবতঃ সুনীতী তুর্কশং বহুস্ ।

ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা ॥ ১—৪৫ সূ—৬ম

তত্র সারণভাষ্যম্—য ইন্দ্রঃ তুর্কশং বহুঃ ৫ এতৎসংজ্ঞৌ রাজানৌ শক্রতিঃ
দূরদেশে প্রক্ষিপ্তৌ সুনীতী সুনীত্যা শোভনেন নয়েন পরাবতঃ তন্মাৎ দূরদেশাৎ
আনয়ং আনীতবান্ যুবা তক্রণঃ স ইন্দ্রঃ নঃ অস্মাকং সখা ভবতু ।

প্র বৎ সমুদ্র মতিশুর পথি,

পারয়া তুর্কশং বহুং স্বতি । ১২—২০ সূ—৬ম

হে শুর ইন্দ্র ! যখন তুমি সমুদ্র (পশ্চিমসাগর) পার হইয়াছিলে, তখন
বহু ও তুর্যগুকেও পার করিয়া আনিয়াছিলে ।

আক্ষা, মরুদি দেবগণকেও ত বিষ্ণুই ভারতে আনয়ন করেন, তবে আবার
ইন্দ্রের কথা বলা হইল কেন ? না, কেবল বিষ্ণুই দেবগণের আনয়নকর্তা
নহেন । অগ্নি, পুষা ও ইন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই বিষ্ণুসহ ভারতে আগমন করিয়া
ছিলেন ।

অগ্নিদেবানামভবৎ পুরোগাঃ । ১১—১১০সূ—১০ম

মহর্ষি অগ্নি দেবগণের অগ্রবর্তী হইয়া ঠাহাদিগকে ভারতে আনয়ন করেন ।
তিনি ও পুষা ঠাহাদিগের পথপ্রদর্শক ছিলেন ।

য অশ্বান্ বীর আনয়ৎ । ১৬—৩৩সূ—৮ম

যে বীর ইন্দ্র আমাদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন ।

আ যো বিবায় সচথায় দৈবাঃ

ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুরুতে সুরুস্তরঃ ।

বেধা অজিষৎ ত্রিষদস্য আর্ঘ্যঃ

ঋতস্ত ভাগ যজমান মাভজৎ ॥ ৫—১৫৬সূ - ১ম

দত্তজাতুবাদ—যে স্বর্গীয় অতিশয় শোভনকর্মা বিষ্ণু শোভনকর্মা ইন্দ্রের
সহিত মিলিত হইয়া আইসেন, সেই মেধাবী ত্রিঙ্গগদ্বিক্রমী আর্ঘ্যকে প্রীত
করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন ।

এই মন্ত্রের ভাষ্য অতি জটিল । সাধারণ প্রমাদপ্রণোদিত হইয়া ইন্দ্র
শব্দের অর্থ যজমান করিয়াছেন (ইরাং দৃশ্যতি ইতি), অনুবাদকও এই
মন্ত্রের শেষাংশের অর্থবাক্তিবিষয়ে কষ্টকল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, মন্ত্রের
ভাষা ও বিষয়ও তত সহজ নহে । তথাপি আমরা এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা
করিতে বাধ্য হইলাম ।

অশ্বংকৃতা প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—ত্রিষদস্যঃ ত্রিদিববাসী ব্রহ্মলোকবাসীতি
যাবৎ বেধাঃ সুরজ্যোষ্ঠঃ ব্রহ্মা আধাং আর্ঘ্যোপাধিঃ গমিষ্যস্তং মরুদি দেবগণঃ
অজিষৎ (অহিনোং প্রাদেশিকভাং হকারস্ত জকারস্বম্) হি স্তু বর্ধনে গর্তী
ইতি ঋদিগণীয় হিধাতোঃ লঙ দৃ. ইন্দ্রবিষ্ণুভ্যাং ভারতবর্ষে প্রেরিতবান্ । যো
ব্রহ্মাদিষ্টেঃ দৈবাঃ তপোলোকবাসী সুরুস্তরঃ শোভনকর্মা বিষ্ণুঃ সচথায়

মহাদিঃদেবানাং সাহাবার্থঃ স্কৃতে স্কৃতা শোভনকর্ণণা ইন্দ্রায় ইন্দ্রেণ ভ্রাতা সহ
আবিবায় ভারতবর্ষম্ আজগাম । যশ্চ বিষ্ণুশ্চ ইন্দ্রশ্চ ভারতবর্ষ মাগতা ঋতশ্চ
যজ্ঞশ্চ ভাগে সমধিকযজ্ঞকণাবাপ্তি নিমিত্তং যজমানং যজমানম্ আভজৎ প্রাপ্তবান্
ইন্দ্রোবিষ্ণুশ্চ কুরুক্ষেত্রে বহুবাগযজ্ঞা কৃত্বা যথাক্রমে 'শতমধঃ' "যজ্ঞপুরুষশ্চ"
ইতি উপাধিং লব্ববান্ ।

উত্তরকুরুবাসী ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণু ভ্রাতা ইন্দ্রের সহিত মহাদি দেবগণসহ
ভারতে আগমন করেন । ভারতে আসিয়া উক্ত মহাদি দেবগণ আৰ্ঘ্যা নামে
সমলঙ্কৃত হইলেন । এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণু কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া যথাক্রমে "শতক্রতু"
ও যজ্ঞপুরুষ নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন ।

সর্ব প্রথমে এই আগন্তুকগণ সিদ্ধনদের সৈকত ভূমিতে আসিয়া উপনিবিষ্ট
হইয়াছিলেন । তাই বেদ বলিয়া গিয়াছেন যে—

য পক্ষাং অংহসঃ মুচৎ যো বা আৰ্ঘ্যাং সপ্তসিদ্ধু ।

বধর্দাসস্ত তুবিন্দ্র নীনমঃ ॥ ২৭ - ২৪শ্ল - ৮ম

দত্তজাম্ববাদ—যিনি রাক্ষসকৃত পাপহইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে
(আৰ্ঘ্যাদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন ! দাসের বধার্থ অস্ত্র অবনত কর ।

অসংকৃত্য প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—য ইন্দ্রঃ আৰ্ঘ্যাং আৰ্ঘ্যান্ (বিষ্ণুক্রিবচনং
বাতারঃ) আৰ্ঘ্যোপাধিং গমিষ্ঠতঃ দেবান্ পক্ষাং পক্ষাণাং ভ্রুকবৎ হি আৰ্ঘ্যাং
দৈত্যাদানবানাং অংহসঃ উপদ্রবাং মুচৎ অমুঞ্চৎ যশ্চ বৈ ইন্দ্রঃ আৰ্ঘ্যান্
সপ্তসিদ্ধু শতক্রপভূতসপ্তনদীপ্রধানেষু জনপদেষু প্রেরিতবান্ হে তুবিন্দ্র
বহুধনসম্পন্ন তাদৃশ ইন্দ্র ! ত্বং দাসস্ত দস্তোবৃত্তাদেঃ হননার্থ মিত্তি শেষঃ বধঃ
বল্লং নীনমঃ গৃহাণ ।

যে ইন্দ্র হিংস্র দৈত্যাদানবগণের উপদ্রবহইতে মুক্ত করিয়া আৰ্ঘ্যাদিগকে
সপ্তসিদ্ধিতে প্রেরণ করেন, সেই বহুধন সম্পন্ন ইন্দ্র তুমি দস্তাদিগের বধের নিমিত্ত
আপনার বল্ল গ্রহণ কর ।

মহাদি দেবগণ যে পঞ্চনদ জনপদে আসিয়া বহুমূল হইলেন, ইহাতে কি
ঐহাদিগকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল ? অবশ্যই করিতে হইয়াছিল ।
ভারতের প্রথম উপনিবেশক কুরুজগণই ঐহাদিগকে সহজে লঙ্কপ্রবেশ হইতে
দিয়াছিলেন না । কুরুযজ্ঞঃ বলিয়া গিয়াছেন যে—

বিষ্ণু মুখা বৈ দেবাঃ ছন্দাভিঃ

ইমান্ লোকান্ অনপজ্জ্বাং অভজয়ন্ । ৬০ পৃ ।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণই জগতী ত্রিষ্টুভ্ ও গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে আসিয়া অজ্ঞেয় এই লোকত্রিতয় ভ্রম করেন ।

বোধ হয় তাঁহারা প্রথমে সিদ্ধতট আসিয়া দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করিয়া পাতালে পাঠাইয়া দেন । এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় বলির জনপদ বলিভূমি ‘বলিভিয়া’ বিরাজমান রহিয়াছে ।

বলিসঙ্গ রসাতলং । অম্বর

তৎপর দেবগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া এক নতুন জনপদের নিৰ্ম্মাণ করেন, উহার নাম ‘ব্রহ্মাবর্ত’ প্রদেশ ।

সরস্বতীদৃষদ্বতোদ্যানদেবনগোদন্তুরম্ ।

তং দেবনিৰ্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭—২অ -- মনু ।

এই ‘দেবনিৰ্ম্মিত’ বিশেষণদ্বারা জানা যায় যে স্বর্গের দেবতারা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভবে উহার নিৰ্ম্মাণ করেন ।

অনন্তর সেই নবাগস্তকেরা ব্রহ্মর্ষি প্রদেশে আসিয়া বসবাস করার পর অযোধা দি নানা স্থানে যাইয়া ছড়াইয়া পড়েন । বৈবস্বত মনুই অযোধা নগরীর স্থাপয়িতা !

অযোধা নাম নগরী তত্রাসীং লোকবিশ্রুতা ॥

মনুনা মানবেষ্লেণ যা পুরী নিৰ্ম্মিতা স্বয়ম্ ॥ ৬—৫ স্বর্গ বালকাণ্ড ।

মানবেষ্লে বৈবস্বত মনু মহাপুরী অযোধার নিৰ্ম্মাণকর্তা । অথর্কবেদে উক্ত অযোধাও ‘দেবপুরী’ বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, কেননা তখনও উহার আখ্যা বা মনুচ্যনামের বিষয়ীভূত হয়েন নাই, দেবতা নামেই পরিচিত ছিলেন ।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা

দেবানাং পুরযোধা ।

তস্মাং হিরণ্যমঃ কোশঃ

স্বর্গা জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ২য় খণ্ড—৭৪২ পৃ

অযোধা দেবনিৰ্ম্মিত পুরী, উহাতে আটটি মহল ও নয়টি দ্বার, উহার আকার লৌহময়, এবং উহা সমুদ্রিত স্বর্গতুল্য । স্থলাস্তরে বিবৃত আছে যে—

দহ্মান্ শিম্বান্ চ পুরুহূত এবে

হঁহা পৃথিব্যাং শর্বা নিবহীং ।

সনৎ ক্ষেত্রং সধিভিঃ ষিভ্বেভিঃ,

সনৎ সূৰ্য্যং সনৎ অপঃ সূবজ্জঃ ॥ ১৮—১০০ সূ—১ম

তন্ন সাধনভাষ্যম্—পুরুহূতঃ ইন্দ্রঃ এবেঃ পৃথিব্যাং ভূমৌ বর্তমানান্ দহ্মান্ শিম্বান্চ হঁহা প্রহৃত্য শর্বা হিংসঃকন বজ্জেন নিবহীত অবধীং এবং শক্রন্থ নিরশ্ত ষিভ্বেভিঃ খেতবর্গঃ সধিভিঃ সহ ক্ষেত্রং শক্রণাং ভূমিঃ সনৎ সমতাকীং ইত্যাদি (স্থানান্তরে শেষাংশের ব্যাখ্যা করা যাইবে) ।

দস্তজানুবাদ—তিনি অনেকের দ্বারা আহৃত হইয়া এবং গমনগণ (মরুদ্ গণের) দ্বারা বৃদ্ধ হইয়া পৃথিবী নিবাসী দহ্মা ও শিম্বাদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন । পরে আপন খেতবর্গ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন । শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূৰ্য্য এবং জল সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন ।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদ প্রমাদসম্পূর্ণ । যথাস্থানে প্রকৃত অর্থ ব্যক্তির চেষ্টা করা যাইবে । নোটের উপর ইহাট বৃদ্ধি লইতে হইবে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ভারতের কৃষ্ণদিগের বহুলাক নিহত করিয়া তাহাদিগের ভূমিসকল আপনাদের খেতবর্গ আশ্রয়দিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ।

স বৃত্রহা ইন্দ্রঃ কৃষ্ণবানীঃ

পুরন্দরো দাসী রৈরবৎ বি ।

অজনয়ৎ মনবে স্মা অপশ্চ

সত্ৰা শংসং যজমানশ্চ তূতোং ॥ ১—১০ সূ—২ম

সেই বৃত্রহস্তা শম্বরপ্রবিদারী ইন্দ্র ভারতের আদিমনিবাসী কৃষ্ণবর্গ দহ্মা-দিগকে বিনষ্ট ও দূরীভূত করিয়া ভারতবর্ষ ও অপোগস্থানে বৈবশ্বতমসুর আধিপত্য বিস্তার করিলেন । তাহার স্তোত্রগণের যজ্ঞ সকল সম্পূর্ণরূপে সকল করিয়াছিলেন ।

এ যুক্ত কত কৃষ্ণবর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল ? স্পেনীয়দিগের হস্ত আমেরিকায় আদিম অধিবাসিগণের দ্বারা নিরপরাধ ভারতীয় আদিমনিবাসিগণ দ্বারা সমূলেই

বিনষ্ট হইয়াছিল। -কোনও ঋষি ইন্দ্রের স্তুতি করিতে বাইরা তাহা বলিয়াছিলেন—

ঋঃ পিপ্ৰং যুগয়ং শূশ্রুবাঃসঃ
 ঋজিখনে বৈদধিনায় রক্ষীঃ ।
 পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা নিবপঃ সহস্রা
 অংকং ন পুরো জরিমা বিদর্দঃ ॥ ১৩—১৬সূ—৪ম

তত্র সারণঃ—হে ইন্দ্র ! ঋঃ পিপ্ৰং শূশ্রুবাঃসঃ যুগয়ং হতবান্, কিক্ স ঋঃ বৈদধিনায় বিদধিনঃ পুলায় ঋজিখনে ঋজিখনায়ৈ রাজ্জে রক্ষীঃ বশমনয়ঃ পঞ্চাশৎ সহস্রা সহস্রাণি কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণানি রক্ষাংসি নিবপঃ কুবপঃ অবধীঃ তথা স ঋঃ জরিমা জরা অংকং ন বয়োবিশেষঃ রূপমিব পুরঃ পুরনগরাণি বিদর্দঃ বিদারিতবান্ অসি ।

হে ইন্দ্র । তুমি পিপ্ৰ, যুগয় ও শূশ্রুবাঃসনামক দলপাতিকে বধ করিয়াছ, বিদধতনয় ঋজিখনকে বশে আনিয়াছ, পঞ্চাশত হুত পুত্রসকল আও জীর্ণের স্তায় বিদীর্ণ করিয়াছ ও পঞ্চাশত হাজার কৃষ্ণত্বচ্ লোক মারিয়া ফেলিয়াছ

অনাসো দহান্ অমৃগো বধেন । ১০—২৯সূ—৫ম

আর তুমি আয়ুধ প্রহারে নাসিকানুগ্ৰ দহাদিগকে বধ করিয়াছ ।

স হ স্তত ইন্দ্রো নাম দেব
 উক্কো ভুবৎ মনুষ্যে দম্বতমঃ ।
 অব প্রিয়ম্ অর্শসানস্ত সাহ্বান্
 শিরো ভরং দাসস্ত স্বধাবান্ । ৬—২০সূ—২ম

তত্র সারণঃ—দেবঃ স্তোতমানঃ স্ততঃ কীর্তিমান্ দম্বতমঃ সর্কৈঃ অতিশয়েন দর্শনীয়ঃ স ইন্দ্র মনুষ্যে মনোরর্থঃ উক্কোভুবৎ কামপ্রদানে প্রবৃন্তে উদযুধঃ তবতু । সাহ্বান্ শক্রান্ অভিশবন্ স্বধাবান্ বলবান্ ইন্দ্রঃ অর্শসানস্ত লোকং বাধমানস্ত দাসস্ত এতন্নামকস্ত অহুরস্ত প্রিয়ঃ শিরঃ অবভরৎ অধঃ পাতয়তু (হুগ্ৰহোর্তঃ) ।

সেই স্ততকীর্তি দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্য জন্ত যেন উযুধ হইয়া পড়িয়াছিলেন । তিনি শক্রদিগকে অভিশ্রুত করিয়া অর্শসাননামক দহার শির যেন অবনত করিয়া দিলেন । (অবভরৎ—অবনমিতবান্) ।

ইন্দ্রঃ সমৎসু বজ্জমানমার্ঘ্যং শ্ৰাবৎ

মনবে শাসৎ অত্রতান্ স্বচং কৃষ্ণামরুতয়ৎ ॥ ৮—১০০—১ম

ইন্দ্র যুদ্ধে তাঁহার স্বপক্ষ আৰ্য্যগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও মরুত অস্ত্র
ব্রতহীন কৃষ্ণাঙ্গদিগকে হিংসা করিলেন ও শাসনে আনিলেন ।

ইন্দ্রো বিশ্বস্ত দমিতা বিভীষণঃ,

যথা বশং নয়তি দাস মার্ঘ্যঃ । ৬—৩৪ সূ—৫ম

অহমসৌ সকলের শাস্তা দমনকর্তা ইন্দ্র, দাসগণকে আৰ্য্যজাতির বশে
আনয়ন কবিলেন ।

এই সকল যুদ্ধে পরেই দেবতারা “অৰ্য্য” বা Lord নামে প্রখ্যাত
ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাঙ্গ লোকদিগকে “শূদ্র” নামে

॥ ই আৰ্য্যান্

সূঃ । ৮—১১ সূ—১ম

২৫ ২ সূ আৰ্য্য ও কেই বা দহ্য তাহা তুমি জান । ঐ সময়ে শূদ্রগণের
প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার ও আৰ্য্যগণের প্রতি পক্ষপাত হইতে দেখিয়া এক ঋষি
বলিয়াছিলেন—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু ।

প্রিয়ং সৰ্ব্বস্ত পশ্যত উত শূদ্রে উতায়ো ॥

৫৪০ পৃ । ৪র্থ ঋ অথৰ্ব বেদ ।

হে আৰ্য্যগণ ! তোমরা কি শূদ্র, কি আৰ্য্য সকলকে সমান চক্ষে দেখ, দেবতা,
আৰ্য্য বা রাজা বলিয়া কাহারও খাতির করিও না ।

সাহা হউক নবাগত জেতুগণ এই আৰ্য্যানাম গ্রহণ করিয়াই আৰ্য্যদের চিহ্ন
স্বৰূপ স্বর্ণ, তাম্র ও স্থলপদের ছালের উপবীত পরিধান করিতে আরম্ভ করেন ।
সম্ভবতঃ ধনীরা স্বর্ণনির্মিত, মধ্যবিত্তেরা তাম্রনির্মিত এবং দরিদ্রেরা
উপবীত ধারণ করিতেন ।

পশ্যন্তু কৃতে জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়ানাং কনকস্ত চ ।

স্বাপরে তাম্রশূদ্রক কলৌ কার্পাসসম্ভবম্ ॥ ইতি শ্রাৱঃ

এই মত মতাদি ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ, বোধ হয় এই বচনপ্রণেতা ত্রাস্তিবশতঃ সেই বিরোধ ঘটাইয়াছেন। মতাদির সময়েই কার্পাস, শোণ ও উর্গালোমজ উপবীতের ব্যবহার সমারদ্ধ হয়। তৎপূর্বে মতাদির উপবীত ব্যবহৃত হইত, তাহা আমরা বলিয়াছি।

এই উপবীত দেখিয়াই লোকে স্থির করিত যে উপবীতগণ নিরূপবীতগণ শূদ্র। কিন্তু আর্ষ্যদিগের মধ্যে আবার 'মতাদি' পিতৃলোকবাসী, তাঁহারা তৎপার্থক্যসংস্চনার্থ উপবীতব্যবহারে উদ্বিগ্নতা ভঞ্জন করিয়াছিলেন।

নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনানী

পিতৃণাম্ উপবীতং দেবী

উপসবতে দেবলক্ষণে কলপাতকে যব করিয়াছ,

যাহা মালার স্তায় গলায় পরা যায়, কল আ ও জীর্ণের স্তায় সস্তানেরা স্ব স্ব উপবীত মালার মতন করিয়া গলায় ফেলিয়াছে। কানের উপর ও বাম বগলের নিম্ন দিয়া লম্বিত হইত, তাহার সোণা বাঁত পিতৃলোকবাসী মতাদি তাহা পরিধান করিতেন। আর দেবতার বামহস্তের উপর ও দক্ষিণ হস্তের নিম্ন দিয়া আপনাদিগেব যজ্ঞসূত্র লম্বিত করিয়া দিতেন, ইহার নামই উপবীত। এই উপবীত পরিধানের পার্থক্য দেখিয়াই লোকে বুদ্ধিতে পারিত, কে দেবতা, কে মনুষ্য ও কে ভূতপূর্ব পিতৃলোকবাসী বটে। ইহার পর যখন ত্রেতাযুগের মধ্যার্দ্ধ সময়ে ভারতে চাতুর্ভুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখনই ব্রাহ্মণেরা কার্পাসসূত্রজ, ক্ষত্রিয়েরা শণসূত্রজ এবং বৈশ্যেরা উর্গালোমজ উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসীগণ দ্বারাই আর্ষ্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। এবং এই ভারতীয় আর্ষ্যগণদ্বারাই আরব, তুরস্ক, অপোগস্থান, পারস্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও সমগ্র ইউরোপে আর্ষ্যোপনিবেশ প্রসারিত হয়।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে মতাদিকে ভারতবর্ষে বহুমূল করিয়া স্বর্গের পুনরধিকারজন্ত গমনের উদ্যোগ করিলে মহর্ষি ঊশনা তাঁহাদিগের বিদায়সম্ভাষণে বলিতে লাগিলেন—

অথ যজ্ঞা উশনা পৃচ্ছতে বাব্

কদর্শী ন আগ্ধ্বম্

আজ্জগধুঃ পরাকাং

গীশ্চ মর্ত্যাম্ ॥ ৩—২২ সূ—১০ম

অথ যজ্ঞসমাপ্ত্যানন্তরং উশনাঃ ভার্গব ঋষিঃ হে
স্বী বাব্ যুবাং সর্কো যজমানঃ পৃচ্ছতে পৃচ্ছতি স্ব ।

স্বঃ উশনসঃ ইজ্রস্ত সখিতৃতং ভার্গবম্ ইজ্রক যুবাং সর্কো
পৃষ্টবান্ ? ইতি উচ্যতে — যুবাং কদর্শী কদর্শে । কিং

অশ্বদীরং আকারঃ প্রতীত্যস্ত অর্থে গৃহং প্রতি

স্বঃ আগতবস্তৌ স্বঃ । তদেবোক্তং দিবশ্চ

স্বয়ং মাং প্রত্যাগতবস্তৌ যুবয়োঃ কৃতার্থস্বাং

স্বিমিতি ক্রবন্ অমুব্রজতি ইত্যর্থঃ ।

অগ্নি ! তোমরা এখন বিদায় লইতেছ, উশনা

স্বয়ং কবিতেনে। তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম

হইতে মগ্নগের নিকট আসিয়াছ এবং আসিবাব সময়ে পৃথিবীর কত অংশ

অতিক্রম করিয়াছ । তাহাতে তোমাদিগের নিজের কিবা প্রয়োজন সিদ্ধ

হইয়াছে ? কেবল আমাদের অগ্নিগৃহের জন্তই আসিয়াছ ।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক নহে । ইহারা কোথা হইতে অগ্নিকে

হাস্তির করিলেন ? এ মন্ত্রের দেবতা কি কেবল ইজ্রই নহেন ?

“কুহেতি পঞ্চদশর্চং বঠং সূক্তং ঐজ্রম্”

ইহা দশম মণ্ডলের বঠ সূক্ত (পূর্ব গণনানুসারে, এ সংস্করণে ২২শ সূক্ত) ।

ইহাতে কুহ হইতে আরম্ভ করিয়া পনেরটি ঋক আছে, ইহার দেবতা “ইজ্র” ।

অবশ্য মূলে যখন বাব্ ও আজ্জগধুঃ প্রভৃতি দ্বিবিচনের পদ রহিয়াছে. তখন উশনা

দুইজনকেই সম্ভাষণ করিয়া ইহা বলিতেছিলেন ।

কিন্তু তাহা হইলেও অগ্নির যোজনা করা ঠিক হয় নাই । অগ্নি স্বর্গহইতে

দেবগণকে লইয়া ভারতে আসিলেও তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই, তিনি

ভারতেই থাকিয়া যান ও এদেশ হইতে ব্রহ্মার আদেশে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার

করেন । তাহা হইতেই ভারতের বহু ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিরবংশ সমুদ্ভূত । কলকাতা

ভারতে সূর্যাদি যে সকল দেবতা মধ্যমিসহ আগমন করেন, তন্মধ্যে ইন্দ্র ও তাঁহার সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুই প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুর সহায়তাত্তেই ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনরায় স্বর্গে যাওয়া উহা পুনরধিকৃত করেন। উপরোক্ত কাব্যেও অগ্নির পরিবর্তে বিষ্ণুর নাম সন্নিবেশিত হওয়া সমীচীন।

সমাপ্তির পর নহে, পরন্তু মধ্যমিকে ভারতে করিত যে উপস্থাপিত তন্মধ্যে আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হওয়া সমীচীন।

প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—— হে ইন্দ্রাবিষ্ণু! মধ্যমীন্ প্রতিষ্ঠাপ্য তদনন্তরং গৃহং গমস্তা স্বর্গং প্রতি

উশনাঃ এষঃ পৃচ্ছতে পৃচ্ছতি জিজ্ঞাসতে যুবাং কথং

কেন হেতুনা কিংস্বার্থসাধনায় পবাকাস্তু

রিক্সাং চ মর্ত্যং মর্ত্যালোকং ভারতবর্ষমিতি

ন কোপি স্বার্থএব আসীৎ কেবলং পরার্থায় এক

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! তোমরা ভারতে

এইক্ষণ স্বহানে প্রস্থান করিতেছ। সেই সুদূর স্বর্গ

এই মর্ত্যালোকে আসার কি প্রয়োজন ছিল? তোমরা কেবল

এত ক্লেশ স্বীকার করিলে।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ।

ধর্মকৃতে বিপশ্চিত্তে পনশ্চবে ॥ ১—৮৭ সূ—৮ম

হে ভারতগত দেবগণ! তোমরা ধর্মরক্ষাকারী বন্দনীয় এই মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সামগান কর।

বিষ্ণোঃ কশ্মাণি পশুত, যতো ব্রতানি পম্পশে।

ইন্দ্রশ্চ যুজ্যঃ সখা ॥ ৪—৬ অধ্যায় শুরুষকুঃ

তোমরা এই মহান্ বিষ্ণুরও কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া দেখ ইনি ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা। ইহার প্রভাবেই আজি তোমরা স্বধর্ম রক্ষা করিয়া নির্বিঘ্নে ষাগধর্মাদির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর সহায়তার স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান পরায়ণ হইলেন। আমরাদিগের বেদাদিতে তাহাও বর্ণিত রহিয়াছে—

স্বরগম্ম সংজ্যোতিষা অভূম। ২৫ ক—২ অধ্যায়। শুরুষকু।

আমরা দেবগণ আবার স্বর্গে গমন করিয়া জ্যোতিতে পূর্ণ হইলাম।

গগন্ বজ্জঃ । ঐ—৩০৭ পৃ

কে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তথাহি

ঈশ্বাঃ সুবর্গং

পরাভাবয়ন্ । ৫১ পৃ

স্বর্গে বাইরা যুদ্ধে অসুরগণকে পরাভূত

মাসন্ তে

ঐ—৩৩ পৃ

কে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহাতে জয়লাভ

দেবানাং মারতনং এতন্মাৎ বৈ

আরতনাৎ দেবা অসুরান্ অজয়ন্ । ঐ—৯৯ পৃ

দেবগণের একটি জনপদের নাম সংবৎসর। দেবতারা উপাছইতে অসুরগণকে পরাজিত করেন। তথাহি—

মহামনসাং ভুবনচ্যবানাম্

ধোষো দেবানাং জয়তা মুদন্থাৎ । ঐ— ২৯১ পৃ

মহামনা দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া অতীব বিষন্ন হইয়াছিলেন, এইক্ষণে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বর্গ পুনরধিকৃত করিলেন, তাহাদিগের অরক্ষণিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। তথাহি—

এতাবস্তো বৈ দেবলোকাঃ তে দেবাঃ প্রযাতৈঃ

এতো লোকেভ্যঃ অসুরান্ প্রাপ্নুদন্ত । ঐ—১৪৮ পৃ

দেবলোক সমুদারে একুণ্ঠী * দেবতারা শৌর্য্যবলে এই সকল স্বর্গভূমি হইতে দৈত্যদানবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তথাহি গুরুযজুঃ—

দিবো বা বিষ্ণো উত বা পৃথিব্যাঃ

মহো বা বিষ্ণো উরো রক্তরিকাং ।

উভাহি হস্তা বসুনা পৃণবা

প্রযচ্ছ দক্ষিণাং আ উত সবা

অনন্তর স্বর্গ, ভারতবর্ষ ও অন্তরিক জায়গা করিত হে উপভোগ্য
তদেশবাসী দেবতারা বলিলেন হে পিতৃ
আমাদিগকে তাহা দক্ষিণ বাম দুই হস্তাবিক্রম !

আমরা বেদাদি সর্কশাস্ত্রহইতে স্বর্গং প্রতি
বাক্তিই আর এরূপ বিতর্ক করিবেন নাঃ
করিয়াছিলাম না, মঙ্গলিয়াও আমাদি
একালের পদ্মপুরাণও বলিতেছেন যে—
স্বর্লোকে বসতিবিষ্ণো বৈষ্ণু
স কথং মানুষে লোকে পদত্যা

মহাত্মা বিষ্ণুর বাস স্বর্গলোকসংস্থিত বৈকুণ্ঠে, তিনি কেন মর্ত্যলোক
ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন ?

কেন বিষ্ণু ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। ষাঁহার বাস
নির্দিষ্ট পরিমিত বৈকুণ্ঠে, ষাঁহার বিশেষণ “মহাত্মা”, ষাঁহার মাতা অদिति ও পিতা
কশ্যপ এবং ভ্রাতা ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবিয়াই হিন্দুরা বেদাদির অর্থ
বুঝিতে পারেন নাই। বেদাদিতে যে আমাদিগের ভারতগমনের কথা আছে,
আমরাই যে তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে কতিপয় দেবতা, তাহাও হিন্দুরা
কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসবশতঃ বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ স্পষ্টই
বলিতেছেন যে—

অতো দেবা অবস্তু নো যতো বিষ্ণুবিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬—২২ সূ—১ম

মরীচ্যাদি সপ্ত পিতৃলোকের সপ্তভবনবিশিষ্ট যে কূতাগহইতে বামন বিষ্ণু
ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, দেবতারা আমাদিগকে সেই স্থানহইতে রক্ষা
করুন।

বরগিরা পিতৃকৃত্তি

ইহা একজন অল্পবয়সী ভারতীয় ঋষির উক্তি। ঋগ্বেদের বিবরণ এই
এমন সরল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বাইরা সারণ অনেক বাক্যে কথার অবত্যা
করিয়াছেন—

সপ্ততিঃ ছন্দোভিঃ যতঃ পৃথিব্যাঃ যশ্নাং
কৃতবান্ ।

ও তিনি কি একহান খালি কি
কেবল তিনটি ছন্দে সাম গান করি
শ কৃকধকুর এই মন্ত্রেরও অধ্যা।

তঃ ইমান্ লোকান্

ও কতিপর দেবতা এই অজের লোকত্রি
তরাং এই দেবতারা ও বিষ্ণু একই শ্রেণী
বৈষ্ণবের সহায়তার বৃদ্ধ করেন, জয় করেন, ইহা বিশ্বাস
করা যুক্তিযুক্ত নহে। আর বেদে যখন সপ্ত পিতৃলোক ও তাঁহাদিগের
সাতধানী ধামের কথা বিশদাকারে বিবৃত রহিয়াছে, তখন সপ্তধামের অর্থ সপ্ত
ছন্দঃ করাও সমীচীন হয় নাই।

যে মরীচ্যাঙ্গরঃ সপ্ত

স্বর্গেতে পিতরঃ স্ততাঃ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, স্বয়ম্ভুব মনুর এই
সপ্তপুত্র সপ্ত তন্ত্র বা সপ্তবংশের বীজপুরুষ, ইহঁরাই সপ্ত পিতৃপুরুষ বলিয়া
প্রথিত।

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্তন্তি সদমপ্রমাদং

সপ্তাপঃ স্বপতোলোক মীযুঃ । তত্র জাগতো অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ

চ মেবৌ ॥

৫৫ ক—৩৪ অ—৩৩৩৩ঃ

মরীচিপ্রভৃতি সপ্ত ঋষি সাবধান ও প্রমাদশূন্য হইয়া আপনাদিগের সাতধানী
ভবন দৈতদানবের হস্তহইতে রক্ষা করিতেন। যখন রাত্রিতে সকলে নিদ্রা
বহিতেন, তখন সাত জন বন্ধক (আকপান) পাহারা দিত। আর যত্র পুরুষ ইহঁ

ও বিষ্ণু নিজাপরিত্যাগপূর্বক সর্বদা আগরূক থাকিতেন। অথর্ববেদও বলিয়া গিয়াছেন যে—

যাং রক্ষসি অশ্বপা বিশ্বদানীং দেবাঃ
ভূমিঃ পৃথিবীম্ অপ্রমাদম্ ।

কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই যে স্বয়ং যাক্ষ করিত যে উপযোক্তগণ সামশ্রমী মহাশয় উক্ত গুরুধর্মের (আমরা উপাসনায় উহাদিগের নাম) ব্যবহারে আমাদের আমাদিগকে স্মৃক হইতে হইয়াছে। স্বর্গ প্রতি বলিতেন—

বহু বেদমন্ত্র “অবিজ্ঞেয়”, কোনও হইত। বাহা হউক বেদ স্থলাস্তরে বলিতেন।
ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেখকোল্লিচ্ছ
সমুচ্চ মশ্রু পাংগুরে ॥ ১৭

বামন বিষ্ণু স্বর্গ (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া) ও অন্তরিক (অপোগস্থানের একদেশ) হইয়া ভূ বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

মারীচাৎ কশ্চপাৎ বিষ্ণুরদিতাম্ সংবভূব হ ।

ত্রিভিঃ ক্রমৈ রিমান্ লোকান্ জিহ্বা বিষ্ণুরক্রমঃ ।

প্রতাপাদয়দিত্রায় দেবেভ্য শৈব স প্রভুঃ ॥ ১৩১—৫ অ উত্তর খণ্ড

মরীচি তনয় কশ্চপের ওরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে প্রসূত বামন বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমদ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়া ইন্দ্র (ইন্দ্রাদিকে স্বর্গ) ও অন্তরিক দেবগণকে (মহাদিকে ভারতবর্ষ ও অপোগস্থান) বিভক্ত করিয়া দেন।

যদি ইহা ঋষিবাক্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বেদমন্ত্রের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। মহর্ষি বায়ু বেদের বিষ্ণুকে বাপ মায়ের ছেলে বলিয়াছেন, পরন্তু পরমেশ্বর বলেন নাই। কিন্তু যাক্ষ, সায়ণ ও উবটাদি ইহা অগ্রাহ করিয়া বাহা তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং উহাদিগের সেই ঋষিবাক্য বিষ্ণু ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তথাহি—

জীপি শ্রী বিচক্রমে বিকুর্নোপা অদাত্যঃ ।

অতো ধর্ম্মানি ধারুত্বং ॥ ১৮

অন্তের অর্হিসনীর বিকু ত্রিপাদবিক্রমপূর্বক দেবগণকে
আনিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম রক্ষা করিরাহিলেন
ক স্বর্গে বাগবজ্ঞ করিতে দিত না ।

কিন যে বিকু মঙ্গলিয়াহ ভারতে আগমন
করেন মনে করিতে চাহেন যে, আমরা
আদি স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ মঙ্গলিয়া
ইলাবৃতবর্ষ বা ইলাতে আছে বলিয়া
আরই অশ্রুতঃ আলটাই নাম হইয়াছে ।

হইয়াছে, জল স্থলে ও স্থল জলে এখনও

কুত্রাপি বিচলিত হয় নাই । সুতরাং

মিধ্যম্ ইলাবৃতম্

বর্তমান আলটাই পর্বতকেই মেরুপর্বত বলিতে

কুন্তিত হইবে কেন তোমরা এই ইলাবৃতবর্ষকেই বেদের ইলা ও একালের
মঙ্গলিয়া ভাবিতে ইতস্ততঃ করিবে ? সপ্তভুবন, নববর্ষ ও বর্তমান যুগের পাশ্চাত্ত্য
মানচিত্র মিলাইয়া দেখ, নিশ্চিতই আলটাইপর্বতসনাথ মঙ্গলিয়া বেদের ইলা
ও পুরাণের ইলাবৃতবর্ষ হইয়া যাইবে । আর যখন এখনও ভারতে মঙ্গলিয়া
ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তখন তোমরা কেন শাকদ্বীপের অন্তর্গত মঙ্গল
বা মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে ব্রাহ্মণের আগমন স্বীকার করিবে না । তীক্ষ্ণপর্ব কি
বলিয়া যান নাই যে—

শাকদ্বীপক বক্ষ্যামি যথাবৎ ইহ পাণ্ডিব । ৮

তত্র পুণ্যা জনপদা শ্চছারো লোকসম্রতাঃ । ১৫

মঙ্গাশ্চ মশকাশ্চৈব মঙ্গগা মানসাসুধা ।

মঙ্গা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিয়তা নৃপ ॥ ৩৬—১১ অ

মানসসরোবর এখনও রহিয়াছে, তৎসনাথ স্থানই মানসনামের বিনয়ীভূত
সুতরাং পুরাণের কিস্কিন্দ্রবর্ষ ও একালের তিব্বতই মানস দেশ । তৎপর তাঁহার
বা হরিবর্ষ মশক এবং জনলোক বা বর্তমান চীন মঙ্গগ দেশ । মঙ্গঃ পদের (ঃ)

বিসর্গ র হইরা ল হইয়াছিল, পরে মনু শব্দ মনুসিরাতে (বেমন আরঃ—আরাল
হুমে) পরিণত হইয়াছে। অতএব মনুসিরাই যে আনাদিগের পিতৃভূমি বা আদি
নিকেতন তাহা ঠিকই।

কবিতা

বলিবে তবে আমরা আনাদিগের পিতৃ

আরব, তুরুক, পারস্ত, মিশর, আনিসিনিরা,

আমেরিকা বাসীরা কি ভারতকে আর

আছেন? আমরা কি বলিতে পারি যে

বাক্সাগার আনিসিরাচিলাম? যজুর্বেদী

ব্রাহ্ম। ও অষ্ট ব্রাহ্মণেরা যে আফগানি

উাহারা মনে করিয়া রাখাছেন? অব

বিসৃষ্ট হইলেও যাহা আছে, তাহাই বা কয়

কয়জনে প্রকৃত মনু বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে

বিষয়ে অসমর্থ হইয়া ভারতকূবা ঠিকমনি উাহার

অবিজ্ঞান

করিত যে উপখ্যাতগণ

শব্দ যাচারা যে সব

ব্যবহারে আনিসিরা

প্রতি

দলপাতিকে

মকল আও জীর্নের ভার

কালিয়া

বলিয়া একটি সূত্র রচনা করিতে বাধা হইয়াছিলেন, সেই বৈদিক

বস্ত্তই ছুরধিগমাই নহে? তৎপর যাক প্রভৃতি বিকৃতব্যাখ্যা কারদিগের দোষেও

বেদার্থ সমাধক ছুরববোধ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য সারণ বলিয়াছেন যে—

“তস্মাৎ বেদার্থাববোধায়

উপবৃক্কং নিকক্কম্”

কিন্তু ইহা কেবল যাকের স্ততিবাদ মাত্র। কার্যাতঃ সারণ যাকের শতকরা

পাঁচগী কথাও গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ শাকপূণি, ঔর্ণবাত, যাক ও কন্দকারি

প্রভৃতি নিকক্ক কারগণই আমাদের মাথা খাইয়া গিয়াছেন। প্রবাদভূষিত

বৈদিককোষ নিষক্টুও আনাদিগের উৎপথগমনে অল্প সহায়তা করেন নাই।

ভাষ্যকার ও টীকাকারগণও অধঃপাতের দরজা মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হটক-স্বর্গটা অদৃশ্য ও পারলৌকিক, দেবত রা উপাস্ত, আমরা উপাসক

* প্রায় ৫৬ হাজার বৎসর বাবে ভারতে বেদপাঠ বিলুপ্ত হইয়াছিল—

সংকোতো জায়তেঃত্যাং কলিমান্দ্য টে যুগম্।

নাথীরস্তে তদা বেদা ন বজস্তে বিজাতরঃ। ৩৮—৫৮ অ—বায়ুপুরাণ

স্বপ্নমিত্র

এক "আবহাই" ভারতের আদিবাসিনী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের বেদের প্রাচীন
ব্যাখ্যা না হওয়াতে ও বহুদিন যাবৎ বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার তিরোধান
ঘটায় বেদের মূল নিদেপ ও ইতিহাস আছে, তাহা আর কেহ জানিতেন ও

ৱস্ব নঃ পিতা

তা জনিতা

কনঃ ।

কুল কি শ্রাঙ্কের মন্ত ? বর্গের দেক-
২ মতাদি যে ভারতে আসিয়াছেন, তাহা
যাহাদির বিকৃত ব্যাখ্যা ও আশাধিপের
আমরা সকল কথা বিশ্বাসীগরের অতল
দপাঠে ইহাও জানা যায় যে ৮১০ পুরুষ
সহ মনে ছিল। নতুবা মহর্ষি চরক কেন তদীয়
স্বপ্নমিত্র সমুদেখ করিবেন ? তিনি কি উহা ইন্দ্র গুণ
ও দৈবস্বপ্নমিত্র বর্ণিত করেন নাই ? এই সকল বেদমন্ত ও কি বর্গের
স্বপ্নমিত্রের কথা সংশ্লিষ্ট করিয়া দেয় না ?

তব্ধুঃ সুরিদিব তে ধিরকাঃ,

নাতানেদিষ্ঠোরপতি প্র বেনন্ ।

সানোনাতিঃ পরমাস্ত বাষ,

অহং তৎ পশ্চ। কতিখশ্চিদাস ॥ ১৮—৬১ সূ—১ ম

তত্র সারণতাশ্চ—তব্ধুঃ সৈব পৃথিবী বহিকা উৎপত্ত্যাধিষ্ঠানস্বেন বত
অনৌ তব্ধুঃ তস্মাক ইত্যর্থঃ । সুরিঃ স্বতেঃ প্রেরকঃ । দিবি বর্তমানস্ত তে
তব বহুত ইতি শেষঃ স্বপ্নমিত্র ইতি যাবৎ বঙ্গীসামর্থ্যঃ সখসাম্যাস্ত
প্রতীয়তে তচ্চ আদিভাস্ত পুত্রো মনুঃ মনোঃ পুত্রো নাতানেদিষ্ঠ ইত্যেবঃ
স্বপ্নমিত্রাৎ পর্যবসতি । স্বপ্নমিত্রোঃ সখসঃ চরমপাদে
উত্তরমগ্রে চ বক্তাতে স চ ধিরকাঃ কৰ্মণাঃ ধারকো নাতানেদিষ্ঠঃ বেনন
অকিরোদিতঃ গোসহস্রঃ কামরমানঃ প্রপতি প্রপতি তৌতি ইত্যর্থঃ
বা অপিত ইত্যর্থঃ । সা তৌ নঃ স্মাকঃ পরমা উৎকৃষ্টা নাতিঃ বহিকা বা

আদিত্য অধিষ্ঠানভূতা অস্তি। যেতি পূরণে। অহং তৎ তত আদিত্য
 পশ্চা পশ্চাৎ অনন্তরঃ কতিপঃ কতিপয়ানাং পূরণঃ আস অতবন্
 আদিতোন সন্তজনকতাবঃ সনকঃ সনিকষ্ট ইতাকং ত

দবাহুবাদ—হে স্বর্গস্থ সূর্য্য! আমি ন

আমি তোমাকে স্তব করিতেছি। আ

করি। যেই জ্যলোক আমাদিগের জে

দুত। আমি সেই সূর্য্য হইতে কম পু

সায়ণের এই ভাষাই আমাদিগের

সূর্য্যকে গন্ধর ও দিব্যক তাহার ব

উদয়গ সকলে যে আখ্যায় রাজব শবে

ভাবিবে ও বলিবে তাহা ক্রবই? কিন্তু সায়

কাহারও বাপদাদা বা পিতামহ হইতে পা

বাখ্যা করিতেন না। পৌরাণিকেরা স্বর্গকে প

ও পাশ্চাত্যেরাও দিব্য ও হেভেনকে (স্বর্গম্)

সুতরাং এইখানেই ভৌম স্বর্গ মঙ্গলিয়া যে আমাদিগের প্রকৃত স্থান

এবং এই সূরি বা সূর্য্য যে বিবস্থানের সহোদর ভ্রাতা তাহা আমরা

বুঝিতে বিরত হইলাম। আমাদিগের ভৌম পিতৃলোক শেষে পারলৌকিক

প্রেতলোকে পরিণত হইয়া গেল।

ফলতঃ বেদমন্ত্রের এই সূরি, সাবর্ণি মনুর পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব ও তিনিই
 তদীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে স্বর্গহইতে সামবেদের মন্ত্রসমাহার
 করিয়া দিয়াছিলেন।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো

যো মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ। ৮৩।

আদিত্যঃ দিবঃ,

সাম আদিত্যাং। ছান্দোগ্য

আর সামগণশিষ্য মন্ত্রস্থ নাভি শব্দের অর্থ যে কোথায় বন্ধিকা প্রভৃতি পাইলেন
 তাহা ভাবনারও অগোচর পদার্থ। পরন্তু উহার সূখ্য বা প্রকৃত অর্থ "নাই"
 (Navel) ও কলিতার্থ উৎপত্তি ও উৎপত্তি স্থান। অপি চ এখানে ভাষ্যকার

অসমীয়াৰ বে কি কাৰণে উঠাটোৱাৰে গৰু বাহুবোৰ আমাৰকি কৰি। বনিয়ে,
তাৰাও আমাৰা বুঝি উঠিতে পাৰিলাম না। বাহা হটক আমাৰা এই মন্ত্ৰে
এইৰূপ বাহুৰ - ... মা হইলাম।

১-হে হৃদিঃ হে হৃদে। হৃদ্যেব। তৎ
ব ধিৰকাঃ বৃদ্ধাচারব্যবহারাত্মকী মাতা-
শবঃ তে তব বন্ধুঃ পৌত্রঃ স্বঃ মে
ইতি বেনন্ গচ্ছন্ অবগচ্ছন্ ইতি
অন্ত (বিভক্তি বাতায়েন) ইয়ং সা
তাং ভারতগেতানাম্ অস্বাকক পরমা
গানেদিষ্টঃ তৎপশ্চা তস্য তব পশ্চাৎ
পূরণঃ আস অতবন্ অহং তব নেদিষ্ট

আমি আমাৰ সন্তান ভাৰতবাসী ও আপনি
আমি আমাৰ আপনাদিগেৰ আচাৰব্যবহাৰেৰ
অপুৰাণে নাই। আমি আপনাৰই ভাতৃপৌত্র, ইহা অবগত
হইয়া আপনাদিগেৰ বিচ্ছেদজনিত খিৰ হইতেছি। ঐ বৰ্গই আপনাদিগেৰ ও
আমাদিগেৰ সাধাৰণ পিতৃভূমি। আপনাতে ও আমাতে কৰ পুৰুষেৰই বা
তকাং ? আপনি আমাৰ স্কুলপিতামহ। তথাহি—

ইয়ং মে নাতিঃ ইহ মে সখহম্
ইমে মে দেবা অয়মস্মি সৰ্বঃ ॥ ১৯-৬১ পৃ-১০৫

তত্ত্ব সাৰণভাষ্যম্—ইয়ং মাধ্যমিকা বাক্ মে নাতিঃ সন্নাহনী আদিত্য
তত্ত্বাচ্চ অঃভদাৎ অন্ত ঋবেৰ্মাধ্যমিকা বাক্ বন্ধিকা তৎতি। তথা চ ব্রাহ্মণঃ—
সাঁ বা বাক্ অসৌ স আদিত্য ইতি। ইহ অস্মিন্ মণ্ডলে মে মম সখহং স্থানং
ইমে দেবাঃ স্তোতমানা ব্রহ্মণঃ মে মম স্বকৃতাঃ অয়মহস্মি সৰ্বঃ। সূৰ্যাস্ত বস্ত
৫ উক্তেন প্ৰকাৰেণ অভেদাৎ তদ্বাৰা সৰ্বাস্বকবন্।

দেহভাষ্যম্—এই আমাৰ উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমাৰ নিবাস, এই
সকল দেবতা আমাৰ আত্মীয়, আমি সকলই।

একত তাৎপৰ্য্য বুলিব আৰ নাই বুলিব (১৮শ মন্ত্ৰেৰ অনুবাদপাঠে জানা

বাইতেছে যে, দত্তজমহাশয়ের অনুবাদক, উক্ত মন্তব্য প্রকৃত মর্ম লক্ষ্যায়
করিতে পারেন নাই) এই ২১শ মন্তব্য অনুবাদ এই অংশে ঠিক হইয়াছে।

“সধ্বা”

পদগীর প্রকৃত অর্থ সায়ণশিষ্যও বলিতে চান

নহে, উহার উত্তরেই উক্ত গন্যায়

বাধা হইয়া উহার অন্তর বাধা করিতে

ও উহা কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন

অসংলগ্ন পুরুত্বার্থবাহিনী টিকা-

নাতি: উৎপত্তিগানং ইহ অস্তা শুবি

ইমে ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ মে মমৈব আশ্রয়

ভবামি। অহং ভাণ্ডবাসী অহং

বিস্ততে।

হে সূর্যপিতামহ স্বর্ধাদে৷! উক্ত স্বর্গই

সর্ধদা আপনাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি

সকলেই আমার আশ্রয়, এই আমি নাভানেদিট, স্বর্গভাগি

হইলেও আমি স্বর্গবাসী ভারতবাসী দেবতা ও নর সকলই। তথাহি—

অমী যে সপ্ত রশ্ময়ঃ

তত্র মে নাভি বাততা। ত্রিত স্তং বেদ।

৯ ১০৫ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—যে অমী ছাগোকে বর্তমানাঃ সপ্তসংখ্যাকাঃ রশ্ময়ঃ
সূর্য্যস্ত কিরণাঃ সন্তি তৎ তেষু সূর্য্যরশ্মিবু অধাস্মৎ সপ্তপ্রাণরূপেণ বর্তমানেষু
মে মদীরা নাভিঃ আততা সধ্বা। ঋষিঃ আস্থানমেব পরোকতরা নির্দিশতি।

দত্তজমহাশয়— এই যে (সূর্যের) সপ্তরশ্মি আছে, তাহাতে আমার নাভি
সধ্বা রহিয়াছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়েই বাহত। কলতঃ অন্ত একজন ভারতাপত
দেবতা বা তৎসম্বান উহার পূর্বনিবাস ভূমি আদি স্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া এই
কথাগুলি বলিতেছেন মাত্র।

যে অমী পুরোদৃষ্টম'নাইব সপ্ত রশ্ময়ঃ সপ্ত তত্ত্ববঃ নরীচি প্রকৃতীনাঃ সপ্তর্ষীণাঃ

স্বভাবের সাক্ষ্য

স্বভাবের সাক্ষ্যে বস্তুতে যে মম তাহা তাহা কল্পিত করিয়া তদ্বৎ তদ্বৎ
সমস্তাশানাং মধ্যে কল্পিতঃ বংশে নাতিঃ উৎপত্তিঃ আত্মা যোক্তা । তৎ
ত্রিতঃ বেন্দ্র --- 'নঃ পূর্বে পিতরঃ সন্তবিজ্ঞানঃ' ।

পরিঃ সাতটি বংশ আছে, আনগণ তাহারই
কৃত তাহা অবগত আছেন ।

ক সময় বর্ণভাগ করিয়া অন্তরিক বা
লিরা ছিলেন—

মূর্খন্,

সমুদ্রে ।

সাত বিধা

গোপস্পৃশামি ॥ ৭—১২৫—১০ম

ইতি শ্রুতেঃ পিতা স্তৌঃ পিতরঃ দিবস

আত্মনঃ আকাশঃ

সত্ত্বতঃ" ইতি শ্রুতেঃ

কুত্রোক্তে তদাহ—অন্ত পরমাশ্রয়নঃ মূর্খন্ মূর্খনি উপরি কারণভূতে তদ্বিন্ হি
বিদ্যমানি কারণাতঃ সর্বঃ বর্ততে তদ্বৎ পট ইব মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে
সমুদ্রে বস্তু অস্মৎ কৃতজাতানি ইতি সমুদ্রে পরমাশ্রয়ণে তদ্বিন্ অস্মৎ ব্যাপনশীলান্
ধীরুত্বিষু অন্তর্মধ্যে যং ব্রহ্মচৈতন্যং তৎ মম কারণম্ ইত্যর্থঃ । যত উদগু কৃত
অহমস্মি ততো হেতোবিধা বিধানি সর্গাণি ভুবনানি কৃতজাতানি অহমস্মি
বিভিষ্টে বিবিধং ব্যাপ্য ঠিঠামি উতাপি চ অস্মৎ স্তাং বিপ্রকৃষ্টে দেশে অবস্থিতঃ
স্বর্গলোকঃ উপলক্ষণমেতৎ তদ্বৎপলক্ষিতং কুৎসং বিকারজাতং বস্তুনা কারণ-
ভূতেন সারাস্বকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি । যদা অন্ত কুলোকত মূর্খন্
মূর্খন উপরি অহং পিতরঃ আকাশঃ স্তবে সমুদ্রে অনধৌ অস্মৎ উদকেষু অন্তর্মধ্যে
মম যোনিঃ কারণভূতঃ ভূগাথা চবিবর্ততে । যদা সমুদ্রে অন্তরিকে অস্মৎ
অস্মরেষু স্বেপনরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ততে ততোহহং কারণাস্থিক
মদী সর্গাণি ভুবনানি ব্যাপ্যামি । অন্তঃ সমানম্ ।

দত্তবাহুবাহু—আমি পিতা আকাশকে গ্রাসব করিয়াছি । সেই আকাশ

এই অগস্ত্যের মন্তকব্রহ্মণ। সমুদ্রে জনের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হটতে সকল কুবনে বিস্তারিত হই। আপনার উরত নেহারা এই স্থানলোককে আমি স্পর্শ করি।

এই মন্তের ভাষ্যকার ও ১২ ৬১২।১০

সারণের এই শিঃস্বর স্তায় শাব্দক লোক

৩৪ প্রকার অর্থ করিয়াছেন, উহার এক

উক্তিও সম্পূর্ণ হস্ত নহে। ফলতঃ ই

অসংকৃত প্রকৃতার্থবানী টীকা

মূক্ণন্ মূক্ণনি মন্তকব্রহ্মণে শীর্ষস্থানীয়ে

পিওরং পিতরি (বিতর্ক বাতায়ঃ) পিতৃ

জাতা। মম গোনিঃ স এন, পিতা পিতৃ

স্থানম্। ততঃ তদনন্তরং তত্র জনিতা

অপ্সু অপোগস্থানেষু বিতিষ্ঠে তিষ্ঠামি। পর

বসর্গা সৌন্দর্যেণ প্রতিভয়া ইতি বাবং

বসর্গেহ প্রমাণাতি

সন্দরাকৃতিবু স্তম্। যেদিনী।

বিখা বিখানি স মাণি ভুবানি উত অপিচ অমুঃ স্তাং পিতৃলোকঃ স্বর্গক উঃ স্পৃশামি ব্যাঘ্রোমি সর্কত্র সিন্ধা অভবম্।

আমি এই অগস্ত্যের মধ্যে শীর্ষস্থানীর পিতৃলোক স্বর্গে অস্পর্শ করিয়াছি। উক্ত আদিবর্গ আমার উৎপত্তিস্থান। তৎপর আমি কোনও কারণবশতঃ (পিতার মন্দবাবহারে) এই অস্তরিকের মধ্যগত আকগানিস্থানে অবস্থিত করিতেছি। কিন্তু তথাপি আমি আমার প্রতিভাধারা চতুর্দশভুবন ও স্বর্গে প্রখ্যাত হইয়া গিয়াছি। আমাকে সকলেই জানে। বসং বৈবস্বত মন্তুও বলিয়াছিলেন যে—

অপ্তি হি বঃ সত্যাত্যং

বিশাদনো দেবাসো অস্তাপ্যম্। ১০—২৭ হু—৮ম

ভত্র সাধনভাস্তম্—হে বিশাদনো বিসতাং হিংসতাং অসিতারো দেবাসো দেবা স্তোতমানা মরুতানরঃ কো ব্যাকং সত্যাত্য মন্তি পরস্পরং সমানভাতিতাবঃ

অস্তি বসু। কিং আপ্যম্ আপির্বনুঃ তত্ৰ ভাবঃ আপ্যম্ বোক্তুং তত্ৰাগৰ্ণ
সহকাং বৈবস্বতেন বসুনা যদা তোমরা সহ যুয়াকং বসুভাবঃ অস্তি বসু।

সম্বন্ধক দেবগণ! তোমাদের একজাতিতাব ও বসু

ত নহে। উপাস্ত দেবতাকে কেমন করিয়া
ও জাতিবান্ধব বলিয়া যুখে আনিবেন ?
বলিতে ভীত হইবেন নাই।

নিজাতিতা রেশয়দারিণঃ দেবাঃ অস্তি
ঃ। তপ্তা হুদ্রাঃ বিদ্বাহু যাম ইতাপি

তি অনবগতম্। “রেশয়দারিণঃ” ইত্যবগমঃ,
দেবাসঃ দেবাঃ। যোহি রেশয়তি হিংসাধনু
অস্তি। “রেশয়দারিণঃ” ইতি কেচিৎ অধীযতে

নিঃ ৮০০. হিংস্রং হিংস্রং দারয়ন্তি ইত্যর্থঃ। অস্তি বঃ যুয়াকং সজাত্যং
নমানজাতিতা দেবতম্ অস্তি চ যুয়াকং আপ্যম্ আপ্যব্যঃ মত্ৰৈশ্চৈঃ জীবরা যু-
মিত্যস্তি প্রায়ঃ।

হে দেবগণ! তোমরা আমাদের ত্যক্তবাসী বলিয়া হি সা (রিণ) করিও
না। তোমরা আমাদের সজাতি ও জাতি। তোমরাঃ দেবতা, আমরাও
দেবতা, তোমরা ও আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও বটে।

কলতঃ অদিতিনকন আদিতা বা দেবতা বিবস্বানের একপুত্রের নামই
বৈবস্বত মনু ও অস্ত পুত্রের নাম বৈবস্বত বন। বৈবস্বত মনু যদি নর হইলেন,
তাহা হইলে তাঁহার জাতি পিতৃলোক বা আদিবর্গ ও নরকের রাজা বন
কেন নর হইবেন না? আর বন দেবতা হইলে, বৈবস্বত মনুই বা কেন
অদেবতা হইবেন? স্বর্গের কৃতবিদ্য নরদিগের উপাধিই দেবতা ছিল (বিদ্বাহুসো
বৈ দেবাঃ—শতপথ)। বিবৃতক শব্দবেদে—

দধাঙ্ হ মে অস্ববং পুরীনা অদিতাঃ পিরমেধঃ

বধো অস্তি-বর্ষবিহুঃ তে মে পুরীনা অস্ববিহুঃ।

তেষাং দেবেষু আয়তি রস্মাকং তেষু না ভয়ঃ,
তেষাং পদন মহি আ নমে গিরা ইন্দ্রায়ী আ নমে গিরা ॥

দত্তজানুবাদ— প্রাচীন দধীচি, অশ্বিনাঃ, ি
আমার জন্ম কথা জানেন। এই পূর্বক
পুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণেব
ঠাহাদিগের মহৎ পদহেতু ঠাহাদিগেব
ইন্দ্র ও অশ্বিনকে স্মৃতি করি ও নমস্কার করি:

এই মন্ত্রের ভাষ্যও অতি বাগাড়ম্বরপূর্ণ
ফলতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য ইহাই যে
অনন্তরবংশে কোনও একজন ঋষি বলিতেছেন

মহর্ষি দধীচি, অশ্বিনাঃ, িপ্রয়ামধ, কধ, অশ্বিন
জানেন, কেননা তহোরা আমার পূর্বের গৌরব
দেখিয়াছেন। ঠাহাবা দেবগণের মনোঃ পবিগণিত। আ .
দেবকুলেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে ইন্দ্রায়ী! আমি বিনীতবাক্যে ঠাহা-
দিগেব ও তোমাদের চরণে নমস্কার করি।

সেই বৈবস্বতমন্ত্র প্রভৃতি দেবগণই ভাবেতে আগমন করাতে ঋষিরা ছায়া-
পৃথিবী বা স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে

দেবাঃ পুত্রাঃ যয়োস্তে

“দেবপুত্র” বিশেষণে বিশেষিত করিয়া গিরাছেন। অতঃ এক ঋষি বলিয়াছেন—

নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ

স্বক্বিদঃ । ৩৯—৯৭সূ—৯ম

আমাদিগেব পূর্বকি ঠামহগণ স্বর্গের কথা জানিতেন ও স্বর্গের দেবগণের সহিত
আমাদিগের কি সম্পর্ক, ঠাহাও অবগত ছিলেন। তথাহি—

মো যুগো অত্র জুহুরন্ত দেবাঃ

মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ।

পুরাণোঃ সন্ননোঃ কেতুরন্তঃ,

মহৎ দেবানামস্মরদমেকম্ ॥ ২—৫৫সূ—৩ম

তন্ন সারণভাবাম্—হে অগ্নে! অগ্নি কালে দেবা নঃ অস্মান্ হু হুর্হু
 মো কুহরস্ত মা হিংসাঃ তথা পদজ্ঞাঃ কৰ্ম্মাণি অশ্রুতায় দেবপদ মনুভবস্তঃ পূর্বে
 পুরাতনাঃ পিতরঃ মা হিংসিবুঃ যস্মৎ কেতুঃ যত্রানাং প্রজ্ঞাপ চঃ সূৰ্য্যঃ পুরাণোঃ
 ত সারণাং) কি মা জুয়ন্তি অনরোর্দেবমনুষ্যাঃ ইতি সন্ননৌ রোদসৌ তয়োৱস্ত-
 ল্যবয়োঃ ব্রাহ্মণ্যং দেবৈঃ সাত অহিংসন্ত ইত্যর্থঃ। তদিদং দেবানাং একং যুধ্যাং
 পয়াঃ আকাম্যঃ

দেবগণ যেন আমাদেরকে হিংসা না করে,
 আমরাও হিংসা না করে, কেতু (সূর্য্য)
 হতেছেন। দেবগণের মহৎ বল কই।

কেন হইল? এ মন্ত্রের ভাষ্য ও অর্থবাদও
 গিয়া যেন ইহাই—

টীকা—হে অগ্নে দেবাঃ স্বর্গবাসিনঃ ভগাদয়
 ইতি শেযঃ নঃ অস্মান্ মা কুহরস্ত মা হিংসাঃ

পুরাতনয়োঃ সন্ননোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ অস্তুঃ মধো কেতুঃ
 কেতবঃ প্রধানা নেতারঃ পদজ্ঞাঃ স্বর্গভাবতবাসিনাঃ মধো কঃ সম্পর্ক
 তদবেত্তারঃ পূর্বে পিতরঃ স্বর্গবাসিনঃ ভারতবাসিনাশ্চ অস্মাকং পূর্নপিতামহা
 মা হিংসিতবস্তুঃ অস্মান্ ভারতগতান্ আয়ীমান্ জ্ঞাত্বা অস্মাত্ত স্নেহমমতাদিক
 চক্রুঃ। যতঃ দেবানাং স্বর্গস্থানাং ভারতগতানাঞ্চ অস্মাকং মহৎ অসুরহঃ মহৎ
 গুণবস্তাদিকং একং তুল্য মেব।

হে অগ্নিদেব! স্বর্গবাসী দেবতারা যেন আমাদের প্রতি হিংসা না করেন
 আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সম্প্রাপেক্ষা প্রাচীনতম জনপদ
 আমরা উক্ত স্বর্গহইতেই ভারতে আগমন করিয়াছি। এই উভয় স্থানের মধ্যে
 যাহারা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, যাহারা তাঁহাদের ও আমাদের পূর্নপিতামহ
 তাঁহারা আমাদের মধ্যে যে কি সম্পর্ক তাহা জানিতেন ও তাঁহারা
 আমাদেরকে হিংসাও করিতেন না। তাঁহারাও যে দেববংশীয়, আমরাও সোঁ
 একই দেববংশীয় বটে, তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে মর্ষাদাগত কোন
 ভেদই নাই। তথাহি—

অধি ন ইন্দ্র এষাঃ বিষ্ণো সজ্জাত্যানাম্ ।

ইতা মরুতো অশ্বিনা । ৭

তত্র সায়াভাষ্যম্ হে ইন্দ্র বিষ্ণো মরুতঃ হে অশ্বিনা অশ্বিনো হে ইন্দ্রাদয়ো
দেবাঃ সজ্জাত্যানাং সমানায়া জাতৌ ভবাঃ সজ্জাত
মধো নঃ অস্মান্ অধীত যুয়ং স্তুত্যাভয়া অধিগচ্ছ-

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র ! হে বিষ্ণু ! হে
জাতীয়গণের মধ্যে আগাদিগেরই নিকট ত
অস্বংরুত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে
অশ্বিনো হে মরুতঃ এষা ইমান্ (বিভক্তি
সজ্জাত্যানাং সজ্জাত্যান্ সমানজাতীয়ান্ অধী

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ ! তোমরা ভারতগত
বলিয়াই জানিও । তথাহি—

প্র ভাতৃভঃ সূদানবোহধ দ্বিতা সম।

মাতৃর্গর্ভে ভরামঃ ॥ ৮—৭২ সূ—৮ম

তত্র সায়ণঃ হে সূদানবঃ শোভনদানা আদিত্যাঃ অধ অধ অস্বং
প্রত গমনাস্তরং বয়ং সমাগ্না সমাশ্বেন পূর্ষং সর্ষবাং দেবানাং সংহত্যেন ততো-
দ্বিতা দ্বিধা দ্বিপ্র চারেন চ মাতৃর্দিতের্গর্ভে স জাতঃ যং যুগ্মাকঃ ভাতৃভঃ বিজ্ঞতে
তং ইদানৌং বয়ং প্রভরামঃ প্রভরণম্ উচ্চারণঃ প্রকাশনং বা উচ্চারণামঃ
প্রকাশয়ামো বা । সর্ষবাং দেবানাং দ্বন্দ্বশো জননং তৈত্তিরীয়কে স্পষ্টমতি-
হিতং—

“অদितिঃ পুত্রকামা সাধোভ্যা দেবেভাঃ

ব্রহ্মোদনম্ অপচং”

ইতু্যপক্রম্য তৈশ্চ পুষা চ অর্ধামা চ অজায়েতাম্ ইত্যাদিনা ।

দত্তজানুবাদ—হে সূন্দর দানশীলগণ ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের
এবং পরে তোমাদের মাতৃর্গর্ভে দুইটি দুইটি করিয়া জন্মগ্রহণ করার যে ভাতৃভ
আছে, তাহাই প্রকাশ করিব ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই অতি অক্ষুণ্ণ । ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা ইহাই ।

অসংকৃত প্রকৃতাৰ্ধবাহিনী চীকা—হে হৃদানবঃ শোভনদানাঃ ইন্দ্রাদরঃ
 দেবাঃ কথ মস্মাকং সজ্জাতিত্বঃ তং শূন্যত । পূৰ্ণং তাবৎ যুগং বয়ঞ্চ সমাজ্জা
 সমানায়াঃ তুল্যায়াঃ একায়াঃ মাতুঃ ইলাবৃত্তবৰ্ণরূপায়া মাতৃভূমেঃ (ইলা যুধত মাতা
 ইতি অরণ্যং) কিং মা জুহুতঃ অদিতৈঃ গৰ্ভে প্রভরামহে গম্বতাঃ অতঃ
 স্তবয়োঃ ব্রাহ্মণ্যং সৌম্যং সত্যং যজ্ঞঃ বিতা বিহঃ বিধাত্বং সজ্জাতং অস্মাকং
 পয়াদি

নাকে নাস্তান ও ধনাদি দান করিয়া
 মরা পৃথক্ নহি একই । তোমরা ও
 ই মাতৃভূমি ইলার) গর্ভে জন্মগ্রহণ
 গাঙ্কং পুত্রতাত), সূতরাং আমরা ও
 ঠ । তবে আমরা ভারতে আসাতেই
 তোমরা ও আমরা একই ।

আসিয়া ও আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত পিতৃভূমি
 ও কথ মনে রাখিতে সমর্থ হইরাছিলাম কি না । কিন্তু
 নিকরুকার ও ভাণ্ডকারেরা এই সকল মন্তেরও এমন অত্যাচার বাণী করিয়া
 বসিলেন যে বেদে যে কিছু আছে, তাহা একালের লোকদিগের বুদ্ধিবারণ
 অবসর থাকিল না ।

আমরা শাস্ত্রপাঠে ইহাও জানিতে পারি যে নাস্তের যথার্থ, নহম, নগর,
 যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রভৃতি প্রয়োজনবশতঃ স্বর্গে গিয়াছেন এবং দেবতারাও
 প্রয়োজন হইলেই এদেশে আসিয়াছেন । অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রাদিকে বহুবার ভারতে
 আসিতে ও ভারতীয় সৈন্তের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে । দশরথ বহুবার
 অসুরযুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছেন, অপরূপবেদপাঠে ইহাও জানা যায় যে
 এদেশের বনিকেরা দেবযানপথে ভারতহইতে ইন্দ্রের নিকট বণিক ও বাণিজ্য
 দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন ।

যে পত্নাঃনো বহবো দেবযানাঃ
 অন্তরা জ্বাপৃথিবী সঞ্চরন্তি ।
 তে মা জুহুতাং পরসা স্তুতেন,
 বখা ক্রীড়া ধনমাহরাণি ॥ ২—৪২৪ পৃ

তত্র সায়নভাষ্যম্—তে গসিকা দেবযানা দেবা যান্তি যেষু ইতি দেবযানাঃ
 দেবাহুকুলায়ুকা ইত্যর্থঃ । যত্র দাবান্তি ব্যবহরন্তি উতি দেবা বণিজঃ । তে
 যত্র যান্তি তে দেবযানাঃ গ্রহতা ইত্যর্থঃ । ঈদৃশা বহবঃ বহুদেশসম্বন্ধিনো যে
 পস্থানঃ মার্গা গ্ৰাবাপৃথিবী অন্তরা গ্ৰাবাপৃথিবী বর্তন্তে তে মার্গাঃ
 পরমা যুতেন চ মা মাং জুষস্তাং সেবস্তাং ঐকক্ষীরঘৃতোপলক্ষিতাম
 পানোপেতা ভাষ্য ইত্যর্থঃ । যথা যেন কীড়া পণ
 লাভসহিত মূল্যধনং আহরাণি স্বর্গা

এই সায়নভাষ্য? সত্য নহে।

বাণিজ্যপথ ইহা কেহ অধগত নহেন
 দিগের বাণ্যার রাস্তা? ফলতঃ “দে
 পস্থানঃ” যে যে পথে দেবলোক স্বর্গে য
 পথ * । সায়নের কোনও কোনও শিষ্য
 করিয়াছেন তাহা নহে, আমরা দেবযান ও পিতৃযান

ভৌমকাণ্ডেও তাহা প্রমাণরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। আর বঃ
 উক্ত বহু বিশেষণ ব্যবহৃত হয় নাই, খাইবার পাশ, বোলান পাশ, বাহনাবরণপথ
 ও দারভিলিঙ্গের পথ, দেবযান পথ এই চারিটি ছিল ও এখনও আছে বলিয়া
 বৈদিকপাষি “বহবঃ” বিশেষণের অবতারণা করিয়াছিলেন। আর মন্ত্রস্থ পয়ঃ
 ও যুত অর্থ ও দুঃখ ও হবিঃ নহে, পশু জল ও বরফ। এই সকল পার্শ্বতা পথ
 সর্বদা জলে অগমা ও বরফে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, তাই ভারতীয় বণিক
 ইঞ্জের নিকট উহার পরিহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যাহাতে ইন্দ্র রাস্তা ঘাট
 সুগম করিয়া দেন।

অস্মৎকৃত বাখ্যা—হে ইন্দ্র ! গ্ৰাবাপৃথিবী অন্তরা গ্ৰৌচ পৃথিবী চ তে
 গ্ৰাবাপৃথিবৌ তয়োর্মধো যে বহবঃ চত্বারঃ [যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানাঃ অন্তরা
 গ্ৰাবাপৃথিবী বিশ্বস্তি । ১৮৯পৃ—৯ম কাণ্ড, মহীশূর কৃষ্ণযজুঃ] দেবযানাঃ দেবেষু

* কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে বি-এ ও বেরজ্ঞ মহামতি তিলক, এই দেবযান
 পথকে সূর্যের উত্তরারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন !!!

“ The Devayana and the Pitriyan, which originally corresponded with the
 Uttarayana and the Dakshinayana. Page 73.1

দেবলোকেষু স্বর্গেষু বাস্তু এভিরিতি দেবলোকগমনাঃ পন্থানঃ মার্গাঃ
সঞ্চরন্তি বর্তন্তে তে পন্থানঃ পয়সা জলপ্লাবনেন স্মৃতেন ত্বারসংহত্যা
(বরফ দ্বারা) চ মা জুষস্তাং জোষন্তু মা হিংসয়ন্তু মা শৈতোন ক্লেশং
জনয়ন্তু । যথা যাদৃশে সতি অহং ক্রীড়া পণাং বিক্রীয় ধনং আহরাণি
পয়ানি । *

য বহু দেবযান পথ আছে উহারা
যারা কেশ না দেয়, তুমি পথ সুগম
দাদবাবিক্রমদ্বারা কিছু লাভ করিতে

আমি স ন এতু পুর এতা নো অস্ত ।
পন্থিনং মৃগম্ ।
অস্ত মহম্ ॥ ১—৪১৩ পৃ ১ম খণ্ড ।

তুষ্ণং সংগেভাঘৃম্-অহং ব্যবহৃত্তা ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্যাবস্তং দেবং বণিজং
বাণিজ্যকর্তাদি চৌদরানি পেরয়ামি । স বণিকভেদে পেরিতঃ ইন্দ্রো নঃ অস্মান্
এতু আগচ্ছতু গতা চ নঃ অস্মাকং পুর এতা পুরতো গন্তা অস্ত ভবতু । কিং
কুর্ক্বন । অরাতিং বাণিজ্যবিঘাতকং শক্রং পরিপন্থিনং মাগনিরোধকং চৌরং
মৃগং ব্যাঘ্রাদিকং চ হৃদন্ হিংসন্ ঈশানঃ ঈশরো নিয়ন্তা স ইন্দ্রঃ মহাং বণিজ্যে
ধনদা বাণিজ্যলাভরূপধনং দাতা অস্ত ভবতু ।

আমি ইন্দ্রের নিকট বণিক পাঠাইব । তিনি এ বিষয়ে আমাদিগের
অগ্রণী ও নেতা হউন । তিনি প্রধান ব্যক্তি, তিনি পথের দস্থা তরুর ও সিংহ
ব্যাঘ্রাদি জন্তু নরাকৃত করিয়া আমাদিগের ধনাবাপ্তিবিষয়ে সাহায্য করুন ।

তঃপরে বিষয় ইহাই যে এই সায়ণই কৃষ্ণজুর ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রথম মন্ত্রের
বাখ্যায় বলিয়াছেন যে “স্বর্গস্থ অদৃশ্যদ্বাং”, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে

* অবশ্য মঙ্গলি দেবতার যখন আকগনিস্থানের (অধুরাকের একদেশ) ভিতর দিয়া
ভারতে আগমন করেন, তখন উহাও (অস্মাকং) পুরবস্ত (দেবযান পথ) বলিয়া বাখ্য
হয় । কিন্তু কালে ভারতবর্ষে দেবতার দেবত্ব হারাইয়া মনুষ্যে পরিণত হইলে যে পথ দিয়া
মনুষ্যেরা দেবলোকে বাইত, পরে তাহাই দেবযানপদবাচ্য হইয়াছিল । পরমার্থতঃ দেবযানপথ,
দেবমনুষ্যাদি সকলেরই বাস্তবাতের পথ । ‘স্বৈ ক্রীড়া অশূণ্যং পিতৃণামহং দেবানা স্তমন্ত্যাদাম্ ।’

স্বর্গের সাধারণ বর্ণিত্ব কেমন করিয়া সশরীরে ইন্ডের ৭র্গে বাইরা
বাবসার বাণিজ্য করিয়া আসিত ? আর ইন্ড বাহার নাম, তাঁহার সে নামেরই
বা এক ব্যাপ্ত্যর্থ করা হইল কেন ?

যাহা হউক, কালে যাতায়াতের অভাবে, দেপাঠর মনোভাবে ও ভাস্কর-
দিগের অত্যাচারে আমরা সকল ভুলিয়া যাই

স্বর্গকামো

প্রভৃতি মিথ্যা শ্রুতি প্রণয়ন করিয়া ভৌত

লইয়া গেলাম, সব ফুরাইয়া গেল। কল

কুর্জন ও বীরেশ্বর পাণ্ডে প্রভৃতি বলিতেন না

আমাদিগের বাহির হইতে ভারতে আগমনের একটা কথাও নাহ। আমরা
দেখিতেছি ও দেখাইতেছি যে আমাদিগের ভারতে আগমনির্গমের সকল
কথাই বেদে রহিয়াছে।

বলিবে তবে হিন্দুগা স্বর্গটাকে পারলৌকিক ও দেবগণকে অমর এবং নির্জর
বলিয়া থাকেন কেন ?

যদবধি এদেশে দাশরথির পাঁচালী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কৃষ্ণবাসের
রামায়ণ ও কাশীরামদেবের মহাভারত ধর্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া
বসিয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়া সমাদৃত হইতে
থাকে, যে সময়ে নবদ্বীপে নবাঙ্ঘ্যের ফকির প্রাচুর্য্যবশতঃ এদেশ হইতে
প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের পঠনপাঠনা বিলুপ্ত হয়, সেই দিন হইতেই কুসংস্কার আসিয়া
ভারতসম্ভানদিগকে বর্তমান হিন্দুতে পরিণত করে। কিন্তু যদি কেহ পুরাণ
গুলি ও তলাইয়া পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শূণ্যটাকে আকাশ,
ব্যোম, অস্তরিক ও নভঃ বলিতেন না এবং স্বর্গটাকেও পারলৌকিক ভাবিতে
নিরন্ত থাকিতেন ও দেবগণকেও অমর ঠাহরিতে পশ্চাৎ পদ হইতেন। পুবাণ
বলিতেছেন যে—

ভৌমাহতে সূতাঃ স্বর্গাঃ। বিষ্ণু পুরাণ।

ভৌমঃ তদপি হি স্বর্গম্ । বায়ু
ঐহিকো নরকঃ স্বর্গঃ,
ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে ॥ ভাগবত ।

ইন্দ্রাদির বাসভূমি এই সকল স্বর্গ ভৌম । ব্রহ্মার উৎসর্গ বা ব্রহ্মলোক
ভৌম । হে মাতঃ ! ঋষিরা বলিয়া থাকেন যে স্বর্গ ও নরকের মতই ঐহিক,
পুরাতন পারলৌকিক নহে ।

করিয়াছে
উৎসর্গ
ভাগবতঃ সগরো নৃপঃ ।
শালজজ্যান্ সতৈঃতয়ান্ ॥
উৎসর্গঃ । ১২ঃ—২৬ অ—বায়ু

স্বর্গে গমনের জন্য ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া স্বর্গের ভাগবের নিকট
কামান বাক্যের (বজ্র) প্রয়োগ শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন ?
কৃষ্ণজুঃ বলিলেন যে—

ঋষয়ো বৈ ইন্দ্রং প্রতাক্ষং ন অপগ্ৰন্থ
তং বশিষ্ঠঃ প্রতাক্ষং অপগ্ৰন্থং । ২০ঃ পৃ

কৃষ্ণজুর এ বেদব্যাখ্যাও ভ্রষ্ট । কেন না ইন্দ্র অদৃশ্য বস্তু হইলে অথবা
বেদের সামান্য বণিক কেমন করিয়া ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া স্বর্গে ইন্দ্রের
নিকট গেলেন ? কেমন করিয়া অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাচ বৎসর থাকিয়া অস্ত্র
শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগত হইলেন, কেমন করিয়া ভারতের ভরষাজ প্রভৃতি
স্বর্গে বাইয়া ইন্দ্রের নিকট রসায়নশাস্ত্র শিখিয়া আসিলেন ? কেমন করিয়া
দশরথ অশ্রুযুক্ত ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন ? এখন দেখ সকলে এই সকল
বেদব্যাখ্যাই আমাদের হৃদয়ে পরিণত করিয়াছে কি না ? কেবল ইহাই
নহে, মহর্ষি নেম এক বেদমন্ত্র রচনা করিয়া বলিলেন যে ইন্দ্রকে কে
দেখিয়াছে ? ইন্দ্র নামে কেহ ছিলই না !!

প্র নু স্তোমঃ উরত বাজরন্তঃ, ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি ।
নেত্রেণ অস্তীতি নেম উহ আহ, ক ইং দদর্শ কমতিষ্টবাম ॥

হে যোদ্ধৃগণ ! যদি সত্য সত্যই ইন্দ্র নামে কেহ থাকেন, তবে তাঁহার স্তুতি গান কর । কিন্তু আমি নেম ঋষি বলিতেছি যে ইন্দ্র নামে কেহ ছিলেন না, কে তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন ?

কিন্তু পরমার্থতঃ বিশিষ্ট প্রভৃতি ভারতের অনেক ব্যক্তিই ইন্দ্রকে বচক্ষে দেখিয়াছেন । ভারতীয় সৈন্তের সহায়তায় ইন্দ্র অশুরীকে (ইরাণ প্রভৃতি) যাইয়া বৃত্ত ও বলপ্রভৃতি অশুরগণকে বধ করিয়াছেন । সুতরাং এই বেদমন্ত্র প্রণেতা নেম ঋষি যে এ বিষয়ে একা একা বলিতে পারেন তাহা সন্দেহ নহে । ইহার এতাদৃশ বর্ণনাও আমাদের

শাক্তীপের অধিবাসী দেবগণের অবস্থা
স্বৈপায়ন বলিতেছেন যে—

দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবজিতাঃ । ৩০—১১ অ। ভীষ্মপৰ ।

হে মহারাজ ! অত্রতা লোক সকল অজর ও অমর, এবং দীর্ঘায়ুঃ ।

ইহা আশ্রিত । ফলতঃ তত্রতা দেবগণের যৌবনে জরা আসিত না, বয়োমৃত্যু ঘটত না, তাঁহারা সুস্থদেহে থাকিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন । দেবতারা অমর হইলে বাসুদেব উহাদিগকে

বলিতেন, পরন্তু “দীর্ঘায়ুঃ” নহে । শাক্ত প্রণেতা অশ্বিনী প্রধান প্রধান ঋষিরাও বলিতেছেন যে—

তেষামপি ইং দেবানাং

নিধনোৎপত্তি উচ্যতে । বায়ু । ৬২—৫ অ—উত্তর

গঙ্গী বসুমতী নাপম্

উদধিদৈবতানি চ ॥ যাক্ষবক্ষ্য ।

দেবায়ুভ্যোবিভাতঃ

ত্রয়ীং বিজ্ঞাং প্রাবিশন্ । ছান্দোগা

সে দেবতাদিগেরও জন্ম ও মৃত্যু আছে ; এই বসুমতী, উদধি ও দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন ; দেবতারা মৃত্যুহইতে ভীত হইয়া তিন বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ।

এহেন দেবতারা কি প্রকারে অমর হইতে পারেন ? দেবাসুরযুদ্ধে কি দেবতারা প্রাণত্যাগ করেন নাই ? কেন বৃহস্পতিপুত্র কচ শুক্রের নিকট সন্নীবনী বিষ্ণা শিখিণ্ডে গিয়াছিলেন ? ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব অক্ষর ও ব্যাকরণ প্রণেতা, ইঁহারা যাগযজ্ঞও করিয়াছিলেন—

তত্র ব্রহ্মা চ ক্রতুশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ ।

সমেতা বিবিধৈর্ষষ্ঠৈর্জর্যজন্তেনেক দক্ষিণৈঃ ॥ ১৯—৬ অ

ভীষ্মপর্ক ।

শিব, ইন্দ্র ও বিষ্ণু বহু দক্ষিণা দিয়া বহু দক্ষিণী, বিষ্ণুর দুই বিবাহ, ঋগ্বেদে দেবগণের উপাসনা লোকের কিরূপ বায়োত যে এহেন স্বর্গ অর্থাৎ, ত্রিশক্তি সম্পন্ন ও পারলৌকিক যেন স্বীকার করিতেই হইবে । ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

দেবপুত্রা ঋষয়ঃ

ঋষিগণ দেবপুত্র । মহাত্মা মনুও বলিয়া গিয়াছেন যে—

ঋষিত্বাঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃত্বো দেবদানবাঃ ।

দেবেভ্যস্ত জগৎ সর্বং চরং স্থাশ্রুপূর্কণঃ ॥ ২০—৩ অ

মরীচিপ্রভৃতি ঋষিহইতে কশ্যপপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ সমুদ্ভূত । কশ্যপাদি হইতে দেব, দানব, দৈত্য ও মানবপ্রভৃতি সমুৎপন্ন । বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসূনবঃ ।

ঋষয়ো দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০—১ অ

দেবেষু বেদবিদ্যাঃসঃ সন্নে রাজর্ষয় শুখা ॥ ৫৬—৪ অ

সুতরাং দেবতা ও নর এবং মানুষ একই । বিবস্বান্ দেবতা, বৈবস্বত যম দেবতা, আর যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৈবস্বত মনু কি দেবতা নহেন ?

মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতা, আর মরীচির সহোদর ভ্রাতা অত্রি ও অত্রিতনয় চন্দ্র দেবতা নহেন ? যদি চন্দ্র দেবতা হইলে, তাহা হইলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দেবতা নহেন কি ? কলতঃ চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে জগতে যখন বর্ণ বা জাতি পরিষ্কার ছিল না, তখনও স্বর্গবাসী

ব্রাহ্মণানকায়ীণা ব্রাহ্মণনামে সংজ্ঞিত হিলেন। (ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ), (মহা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠাঃ), সেই ব্রাহ্মণগণেরই সংজ্ঞাস্বর দেবতা। তথাহি শ্রুতিঃ—
 “এত বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যং ব্রাহ্মণা ইতি”। ব্রাহ্মণনিন্দা দেবনিন্দা এব
 (ছান্দোগ্যে শঙ্করভাষ্যং)। মহামতি পোককও বলিয়াগিয়াছেন যে—
 That Devas were Brahmims, for such is the ordinary acceptions.

দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাঃ

তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি । ১১—৮৯ হৃ--৬ম।

দেবতারী গীর্কীগবাণী সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টা। উক্ত সংস্কৃত ভাষা সকল
 মনুষ্যের কথিত ভাষা ছিল।

সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা

শব্দশাস্ত্রে নিশ্চিতা। বাগ্ভটালঙ্কারে।

দেবতাদিগের ভাষার নাম সংস্কৃত, ইহা শব্দশাস্ত্রে বিবৃত আছে। তাই উহার
 নাম গীর্কীগবাণী।

সংস্কৃতং দেবভাষাণী,

কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। কাব্যচন্দ্রিকা।

সংস্কৃতং নাম দৈবী বাক্

অপাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ। কাব্যাদর্শ।

“মুনিপুঙ্গবেরা বলিয়াছেন বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে সংস্কৃত দেবভাষা।”

যদি একথাই প্রকৃত হয়, আর তোমরা স্বর্গ ও দেবগণকে শূন্যস্থ পারলৌকিক
 পদার্থও বলিতে চাহ, তাহা হইলে এহেন শূন্যস্থ সংস্কৃত ভাষা কেমন করিয়া
 ভারতের ভাষা হইল? ইহার বিকারেই বা কেমন করিয়া ভারতের বাঙ্গলা ও
 মহারাষ্ট্রাদি অষ্টাদশ ভাষা এবং জগতের জেন্দা, পারসী, হিব্রু, কালডিয়ান, গ্রীক,
 লাতিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, শাকসন ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হইল? দেবতারী
 ভারতে জন্মিয়া ভারতে উদ্ভাবিত সংস্কৃত ভাষা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, না আমরা
 স্বর্গের সংস্কৃত ভাষা লইয়া ভারতে আসিয়াছি?

সর্বো স্বরা ইন্দ্রস্ত আস্থানঃ,

সর্বো উশ্বাণঃ প্রজাপতেরাস্থানঃ,

সর্বো স্পশা মূতোরাস্থানঃ। ১৩২ পৃ—ছান্দোগ্য।

অ আ প্রভৃতি চতুর্দশটি স্বর ইন্দ্র, শ, ষ, স, হ, এই চারিটি উন্নবর্ণ প্রজাপতি
ব্রহ্ম (চক্রবংশের আদি পুরুষ) এবং ক হইতে য, র, ল, ব পর্য্যন্ত উনত্রিশটি স্পর্শ
বর্ণ, মৃত্যু বা শিবকর্তৃক উদ্ভাবিত। তাই এই সকল বর্ণের নাম “দেব-
নাগরাক্ষর”।

আমরা ভারতবাসীরা স্বর্গহইতে এই দেবনাগরাক্ষর ভারতে আনিয়াছি।
আমরাই লিখিতে পড়িতে শিখিতে ভারতহইতে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকে গমন
করিতাম, সুতরাং এহেন স্বর্গ, দেবলোক ও দেবতারা পারলৌকিক নহেন।
এবং তজ্জন্তই দেবনাগরাক্ষরের উৎপাদক ইন্দ্র, চক্র ও শিবের দেশ আদি স্বর্গ
মঙ্গলিয়া আক্ষরিক কতন হইতেছে।



সং বৈ পরাচী অবাকৃত্য অবদৎ।

তং দেবা ইন্দ্র মরুবন্ ইমং নো

বাচং ব্যাকুরু ইতি। সঃ অত্রবীৎ

বরং বৃণে। মহঃ চৈব এষ বায়বে চ

সহ গৃহ্যাতো ইতি। তস্মাৎ ঐন্দ্র

বায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো

মপাতঃ অপক্রমা ব্যাকবোৎ। তস্মাৎ ইয়ং

ব্যাকৃত্য বাক্ উচ্যতে। ইতি বিষ্ণারণ্যাচার্গাঃ।

ভাষার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু স্বর্গের লোকেরা অনিয়মবদ্ধ ভাষার ব্যবহার
করিতেন। তাহাতে দেবগণের প্রার্থনানুসারে ইন্দ্র ব্যাকরণপ্রণয়ন করেন,
তদবধি স্বর্গে ব্যাকৃত ভাষা চলিত হয়।

ইন্দ্রের এই ব্যাকরণের নামই “ঐন্দ্র”ব্যাকরণ। ঐরূপ চক্রকৃত ব্যাকরণের
নাম “চাক্র” ও শিব বা মতেশপ্রণীত ব্যাকরণের নাম “মাতেশ” ব্যাকরণ।

বাহু্যচ্ছহার মাতেশাৎ বাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।

তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোম্পদে ॥ উদ্বট।

এই মাতেশ ব্যাকরণহইতে বাসীদেব শত শত পদরত্নের পরিগ্রহ করেন।
পাণিনির প্রথম চতুর্দশটি সূত্র নহে, পরন্তু সমগ্র পাণিনিব্যাকরণই মাতেশ
ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণবিশেষ। উক্তক—

শকরঃ শাকরীঃ শাদাৎ
দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে ॥ শিক্ষা

শিব তাঁহার মাহেশ ব্যাকরণের সমগ্র রীতি দাক্ষীতনয় পাণিনিকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিসষ্টি শতঃষষ্টি কা
বর্ণাঃ শম্ভুমতে স্থিতাঃ ।
প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি
স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ শিক্ষা

পাণিনীয়শিক্ষাগ্রন্থে ইহাও লিখিত রহিয়াছে যে, শিবমতে সংখ্যা ৬৩টা বা ৬৪টা। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাও তাহা বলিয়াছেন।

এখন সকলে ভাবিয়া দেখ, যদি স্বর্গে প্রণীত ব্রহ্ম, চান্দ্র (বৌদ্ধ চক্রগমি প্রণীত চান্দ্র ব্যাকরণ আধুনিক) ও মাহেশ ব্যাকরণের কথা আমরা অবগত থাকি, ও সেই মাহেশ ব্যাকরণ অবলম্বনে বাসদেব ও পাণিনি আপন আপন গ্রন্থ রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে স্বর্গে উহা প্রণীত, তাহাই জগতের মধ্যে সত্যতার প্রাচীনতম আদর্শভূমি বটে কি না, এবং

দেবলোকাৎ চাতাঃ সর্কে

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যপ্রমাণে উক্ত আদি স্বর্গকেই আদি নিকেতন বা পিতৃলোক (Father Land) বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না? মহামাত্র ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

সৃক্তবাক্যং প্রথম মাদিৎ
অগ্নিমাদিৎ হবি রজনয়ন্ত দেবাঃ ।
স তেষাং যজ্ঞো অভবৎ তনুপাঃ,
তং ছোর্কেদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮—৮৮ সূ—১০ম

দেবতারাই সকলের প্রথমে সকলের আদিতে সৃক্তবাক্য, অগ্নি ও সূতের সৃজন করেন। দেহরক্ষাকারী সেই অগ্নিই (আগুনই) তাঁহাদের প্রথম উপাস্ত্র দেবতা হয়। সমগ্র স্বর্গবাসী, ভারতবাসী ও অন্তরিকবাসী (অপোগস্থান প্রভৃতিবাসী) লোকেরা সেই অগ্নির কথা জানেন।

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং

মনোধৃতঃ স্কৃকৃত স্কৃকৃত ঞ্চাম্ । ২—৩৮ সূ - ৩ম

হে প্রভো ইন্দ্র ! তুমি জিজ্ঞাসা কর কি প্রকারে কবিতার উৎপত্তি হইয়াছে ।
কবিরা স্বর্গে (ঞ্চাং ঞ্চবি), আপন আপন মনহইতে শোভন স্তুতিসকল রচনা
করিয়াছেন ।

স্বর্গে প্রণীত এই স্কৃকৃবাকা বা স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমবায়সমুখ পদার্থের
নামই সামবেদ । ব্রহ্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সূর্য্যদেব (সাবণি মন্ত্র পিতা, চণ্ডী
নৃমাতারদ্বারা সামবেদের দেহপ্রতিষ্ঠা করেন । (সাম
) , তজ্জন্ম সামবেদের ব্যাকৃতি বা আহরণস্থান “স্বঃ” ।

গা) । কৃষ্ণ যজু ও বলিয়াছেন যে—

দেবলোকে বৈ সাম দেবলোকাদেব

অন্যম্ অন্যং মনুষ্যলোকঃ প্রত্যবরোহস্তো যন্তি । ৪৭৭পৃ

সামবেদ দেবলোকে প্রণীত, তথাহইতে ভারতবর্ষ প্রভৃতি মনুষ্যলোকে
সামবেদ আনীত হইয়াছে । মনু ও বলিয়াছেন যে —

সামবেদঃ স্মৃত পিত্র্যঃ । ১২৪--৪ অ

সামবেদ পিতৃলোক আদি স্বর্গে প্রণীত, তাই উহার নাম “পিত্র্যঃ” ।
(পিতরি ভবঃ পিত্র্যঃ) ।

অবশ্য ভাষ্য ও টীকাকারগণ পিতৃকৃষি সাধুঃ ইতি পিত্র্যঃ, একরূপ ব্যাখ্যা
করিয়াছেন । এবং বুলার ও মোক্ষমুলার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

“Sam Veda is sacred
to the Manes”

কিন্তু ইহার একটীও প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে । সামবেদে শ্রাক্ষের কোনও
প্রসঙ্গই নাই । এবং একথানা বেদই বা বিকারে পারলৌকিক প্রেতলোকে
পূজিত হইতে পারে ?

কলতঃ সামবেদ পিতা বা পিতৃলোক আদি স্বর্গে প্রণীত ও সমাহৃত বলিয়াই
উহার নাম “পিত্র্যঃ” হইয়া ছিল ।

আমাদিগের ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই সামবেদী । এখানে সামবেদও
নেতৃত্বশালী । কেন ? আমরা সামবেদী দেবতারা (ব্রাহ্মণেরা) ভারতে

আগমন করাতেই আমাদের মুখে মুখে সাম্রাজ্য সঙ্কল ভারতে আসিয়াছিল। স্বয়ং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সাম গান করিতে করিতে ভারতে আগমন করেন। উহার বহুকাল পরে আমরা ভারতে ঋক্ ও অথর্ক এবং মাতা মনুর সন্তানেরা তুরুক্ষ, পারশ্ব ও অপোগস্থানে যজুর্কেদের মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষা, চান্দ্র, ঐন্দ্র, মাহেশ ব্যাকরণ (যাহা পাণিনি নামে প্রচলিত), দেবনাগরাক্ষর, ও সামবেদের জন্মভূমি আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়াই মানবের আদি জন্মভূমি, পরন্তু জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীনতম ভূমি ভারতবর্ষ বা মিশরপ্রভৃতি আদি নিকেতন নহে। উক্ত দেবলোক হইতেই আমরা মর্ত্যালোক এই ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলাম।

বলিবে “তথাস্তু”, কিন্তু উক্ত মঙ্গলিয়া যে জগতের সভ্যতা, সর্বজাতীয় মনুষ্যের আদি স্মৃতিকাগার, তাহার প্রমাণ কোথায়? উহার প্রকৃত প্রমাণ থাকিতে পারে না। কেন না অসভ্য গার, কুকি, আবর, একুইম ও কাফ্রি প্রভৃতি জাতি যখন আদি নিকেতন পরিত্যাগপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়ে, তখন নিরক্ষরত্বনিবন্ধন তাঁহারা কোনও প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। কিন্তু যখন লক্ষ বৎসরের পুরাতন জগতের সকল সভ্য জাতি অর্থাৎ হিব্রু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুদিগের আদি পৈতৃক ধর্মগ্রন্থ বেদ বলিতেছেন যে—

দ্বোর্নঃ পিতা

এবং মহামতি শঙ্কর ও সায়ণ উহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন যে—

পিতরং সর্বশ্চ জনয়িতৃহ্মাং পিতৃহ্ম। প্রনোপনিষদ ভাষ্যম্

সর্বম্ একস্মাং জাতম্। ঋগ্বেদভাষ্যম্

এবং যখন সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই তারস্বরে বলিলেন যে যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ক, পিশাচ নাগ (নাগা), দৈত্য, দানব, মানব, ও দেবতারা একমূলজ, যখন মনু ও ব্যাস চীন, কিরাত, (মগ ও ফরাসী, আইরিশ প্রভৃতি), যবন (আবর, জু, মৈশর ও গ্রীক) শক (শাকসন), কছোজ (রোমক), পারদ (পারশ্ববাসী), পহ্লব (জৈন-ভাষী) দরদ, খশ (খাশিয়া), দ্রবিড় ও পুণ্ড্র-প্রভৃতি জাতি ভারতের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, তখন তোমরা কেন স্বীকার করিবে না যে জগতের সভ্য অসভ্য সকল

জাতীয় নরনারীই একমূলক এবং তাঁহাদিগের সাধারণ পিতৃভূমি “যুধস্ত মাতা ইলা” বা ইলাবৃত্তবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ?

যাহা হউক ভারতবাসীরা যে মঙ্গলিয়ার ভূতপূর্ব অধিবাসী, তাহা আমরা বলিলাম ও দেখাইলাম, অতঃপর আমরা অন্ত্যন্ত জাতির কথা বলিব।

দেবতারা স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া পিতৃলোকহইতে ভারতে আসিয়া “আর্য্য” নাম গ্রহণ করেন। সেই ভারতীয় ও ভারতস্থ আর্য্য জাতির মধ্যে (যেমন এখন হিন্দু ও হিন্দুসন্তান ব্রাহ্মে বিবাদ চলিতেছে) শ্রাক্ষ, শান্তি, উপাসনা ও পানভোজন লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে অশুরসেবিদলকে দেবতারা “অশুর” ও দেবসেবিদলকে অশুরেরা “শুর” (সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাধা ইতি নঃ শ্রাতম্ ইতি অমর টীকায়াং রঘুনাথ চক্রবর্তী) আতাল বলিয়া সমাখ্যাত করেন। তাহাতে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বৃত্র, বল ও পণিপ্রভৃতি অশুরেরা পলাইয়া যথাক্রমে পারশ্বের উত্তর ভাগ ও তুরুকের দক্ষিণে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, সূতরাং সমগ্র জৈন্দ জাতি (পার্শী ও আফ্রিকার মুরেরা) ভূতপূর্ব ভারতসন্তান, সূতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি। ‘জৈন্দ’ শব্দটাও হিন্দুশব্দের বিকারপ্রভব কি না তাহাও চিন্তনীয়। মদ্বিরচিত “পার্শী বা অশুর জাতি” নামক প্রবন্ধ কিংবা মৎপ্রণীত “ভৌমকাণ্ড” দেখ)।

আমরা “যবনজাতির পদার্থনির্ণয়” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, ভারতের চন্দ্রবংশীয় তুর্কসন্তান যবনেরা ভারতহইতে বর্ষায়, বর্ষাহইতে পারশ্বের দক্ষিণভাগে এবং তথা হইতে মহারাজ সগরকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তুরুকে যাইয়া “পল্লীস্থান” নামে এক জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং যবন শব্দের বিকারে জোন হইয়া উক্ত যবনজাতির তথায় জুজাতি নামে প্রথিত হইলেন। সেই জু জাতির এক ভাগ আরবে, এক ভাগ মিশরে ও মিশর হইতে এক ভাগ গ্রীষ্মদেশে গমন করেন। বর্ষায় (যাহা এখন চীনের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত) ইউনানি, পারশ্ব ও গ্রীষ্ম প্রভৃতির য়ুনানি, আইওনিয়ান ও ইউনানপ্রভৃতি শব্দ উক্ত যবন ও যাবনীয় শব্দেরই বিকারসমূহ। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে গ্রীক ও জর্মানপ্রভৃতি জাতির যে নিদান ও নিকৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও সত্য ও প্রমাণ বিনিহিত নাই। তৎসমুদায় করনামহাসাগরের কোন বৃদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং আরব, তুর্কক, পারস্য, আফ্রিকা ও গ্রীশদেশের লোক সকল ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান, সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে? অনেকে বলিয়া থাকেন, মিশরের পীড়ামিড (পুরীমঠ) ও মৈশর সভ্যতা খৃষ্ট পূর্ব বিংশতি সহস্র বৎসরের। কিন্তু যখন পেলেষ্টাইনের বাইবেলের বয়স ৩৯শত বৎসর ও গ্রীশের বয়স ২৭ শত বৎসর, তখন মৈশর সভ্যতা কি প্রকারে এই উভয় জনপদের সভ্যতার বয়ঃক্রমের মধ্যবর্তী (২৩ কি তিন হাজার বৎসর) না হইয়া ততোধিক হইতে পারে? ভারোপ্রাগলিক লিপির পাঠোদ্ধার দশ বার জনে দশ বার রকম করিয়াছেন, সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহীতবা বটে কিনা তাহা বিচার্য। কেহ কেহ বলেন যে—

“The Indians got their Alphabet and Civilization from the Greeks. No nation was Civilised before the Greeks.”

কিন্তু তাঁহারা যদি জগতের প্রকৃত ইতিহাস হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এ প্রমাদের উদ্ভাৱন করিতেন না। আমাদিগের বর্ণমালা কি শিব, চন্দ্র ও ইন্দ্রকর্তৃক সমুদ্ভাবিত নহে? আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বলাল গুপ্ত গ্রীশের এক হোটেলে যাইয়া জানিল যে হোটেলের অধ্যক্ষের নাম “Peter Nahus,” এই নহষ, বাইবেলের নোওয়া ও আরবির ‘নু’ কি আমাদিগের তুর্কগুর পিতামহ নহষের সহিত অভিন্ন নহেন? গ্রীক যবনেরা নহষের বংশীয় বলিয়াই কি তাঁহার নাম “Sur name” স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন না? সত্যতীক্ পোকক কি গ্রীকগণকে ভারতসম্ভান বলিয়াই যান নাই? সূর্য্যার্থক সংস্কৃত হেলিন্ (প্রথমান্ত) ও হেলিন্ শব্দ হইতেই কি গ্রীক, হেলাস ও হেলেনিক শব্দ ব্যুৎপাদিত নহে?

সগরসম্ভাডিত গ্রীক যবনেরা কেহ কেহ ইটালীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। সগরসম্ভাডিত কথোজ কত্রিয়েরাও কেতুনালবর্ষের রোমক পতন (আফগানি স্থানস্থ) হইতে ইটালীতে যাইয়া টাইবরতীরে দ্বিতীয় রোমক পতনের পতন করেন। রুমের বাদশাহার রুম সহরও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। সুতরাং গ্রীক ও রোমজাতিও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান এবং তজ্জন্ম মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন হইতেছে। “বিশ্বা নহষ্যাণি জাতা” (২—৮৮ হ—২৮), নহষসম্ভান যবনজাতিদ্বারা পৃথিবীর বহু স্থান পূর্ণ হইয়াছিল।

সগরসস্তাড়িত শকসূনরা (শকের পুত্রেরা) আপনাদিগের গুরুপুরোহিত লইয়া ককেশশের পাদতলে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। এবং আৰ্য্য ঠাঁহার তথায় অর্জুন (আৰ্য্যারাম) নামে জনপদ ও আরমানি (আৰ্য্যমানব) নামক জাতির সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে গমন করেন। এই শকেরা কাশ্মীর সাগরের পশ্চিম বেলায় যে আবসথ স্থাপন করেন, তাহাই আজি “শিদিয়া” (শকাবসথ) নামের বিষয়ীভূত এবং ঠাঁহার তথা হইতে উত্তরপশ্চিমে যাইয়া যে জাতি ও জনপদের সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম শাকসন ও শাকসনি। পরে ঠাঁহাদের সহচর শর্মণেরা হরিয়ুপীয়া বা ইউরোপের মাঝখানে যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা নামই ‘শর্মণেশিয়া’ ও উহার দক্ষিণ পশ্চিমের জনপদের নামট জর্ম্মাণী এবং ভারতবর্ষে শর্মণেরা শেষে জর্ম্মাণ হইয়া যান। কিন্তু এখনও পোলণ্ডে শর্ম্মন জাতি বিরাজমান। এই শাকসন ও লো জর্ম্মাণ হইতেই ইংরাজ জাতির সমুদ্ভব, সুতরাং শাকসন, জর্ম্মাণ ও ইংরাজ জাতি ভূতপূর্ব ভারতসস্তান এবং তজ্জন্ম মঙ্গলিয়া ঠাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে।

অবশ্য তোমরা শক বা শিদিয়ানগণকে ভারতের বাস্তবের অনার্য্যজাতি বলিয়া থাক। কিন্তু আমাদিগের বায়ু ও বিষ্ণুপুত্র এবং হরিবংশের বর্ণনামুসারে জানা যায় যে, বৈবস্বত মনুর এক পুত্র নরিণ্যন্ত ও নরিণ্যন্তের পুত্রের নাম শক। যাহার বংশে জয়গ্রহণনিবন্ধন মানবদেবতা বৃদ্ধদেব “শাকাসিংহ” নামের বিষয়ীভূত। সুতরাং শকেরা অনার্য্য কি অসোধ্যার মহান্ ক্ষত্রিয়বংশ, তাহা সকলে বিচার করিয়া দেখ।

মনু ও মহাভারতের মতে কিরাতগণ ভারতের ব্রাহ্মক্সত্রিয়। নেপালের পূর্বদক্ষিণ কোণে কিরাত রাজ্য অবস্থিত। উক্ত কিরাতেরা পূর্বদিকে যাইয়া বর্ম্মীয় মগজাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তাই ব্রহ্মরাজ বলিয়াছিলেন যে, “আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়।” রামায়ণে এই ভেদ প্রিয়দর্শন কিরাতদিগের কথা বিবৃত আছে। এই ব্রাহ্মক্সত্রিয় কিরাতদিগের আর এক দল বেলুচিস্থানে যাইয়া দ্বিতীয় কিরাতরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার নাম এখন “খিলাত।” এখান হইতে এক দল কিরাত বা কৈরাতিক ইউরোপে যাইয়া কেলট, কেলটিক ও গলজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। বেদের ছাতান ঋষির নাম হইতে খিলাত “Teuton” শব্দ ব্যুৎপাদিত। সমগ্র ইউরোপের ভাষাও সংস্কৃতের বিকারসমূহ,

সুতরাং সমগ্র ইউরোপীয়গণ ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান এবং তৎকাল মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন।

তথাকথিত মধ্য এশিয়াহইতে এক দল লোক পশ্চিমে ইউরোপে ও আর একদল লোক ইরানে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন, ইরানহইতে পরাজিত দল ভারতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। এ কথা পাশ্চাত্যদিগের গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের এ উক্তির সমর্থনজন্য কি কি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমরা অত্যাধি অবগত নহি, উহা কাহারও প্রতিগোচরও হয় নাই।

আফগানিস্থানের আমীর ওমরাহগণ রামের ভ্রাতা ভরদ্বাজপুত্র পুঙ্কর ও তৎকালের অনন্তরবংশ। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ১০১ অঙ্কে উহার প্রমাণ। অপিচ জরাসন্ধভয়ে প্রয়াগের সমীপবর্তী প্রতিষ্ঠানবাসী যাদবেরা আফগানিস্থানে গমন করিয়া ভাষার বিকারে প্রতিষ্ঠানহইতে পুস্তন ও পুস্তনহইতে পাঠান নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং আফগানিস্থানের লোকেরাও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান। ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর বাহুলীকের বংশীয়গণও স্বাধীন তাতারবাসী হইলেও ভারতসম্ভান বটেন। সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন। পারশ্বগত মাতা মনুর সম্ভান বরুণের বংশধরগণ ভূতপূর্ব মঙ্গলিয়াবাসী। পারশ্ব ও আফগানিস্থানহইতে যজুর্বেদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি আমাদিগের পিতৃভূমি হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

নেপালের প্রাচীন নাম “চীন”। এখান হইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ “জন” রাজ্য গমন করিলে উহা চীননামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ

স পাচ্যাং নীয়াসে জনম্। অথর্কবেদ।

এই মন্ত্রানুসারে জানা যায় যে হিমালয়ের পূর্বদিকের দেশের নাম জনলোক ছিল। চীনেরাও ভারতবর্ষকে তাঁহাদিগের পূর্ব নিবাস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এখনও চীনে দশমহাবিষ্কার পূজা ও আরতি হয়, এবং আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে ছইজন চীনাম্যান ছুতা খুলিয়া ঠনঠনিয়ার কালীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই চীনহইতেই লোক যাইয়া জাপানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। জাপানের দেবালয়সমূহে যে সাইনবোর্ড ঝুলান আছে, তাহা তিরুটী বাঙ্গলা

অক্ষরে লিখিত। বহু বাঙ্গালী যাইয়া জাপানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাও জনশ্রুতি নির্দেশ করে। আর কম্বোজ ক্ষত্রিয়গণদ্বারা কাছোডিয়া অধুষিত। শ্রাম, মলয় ও বালিহীপ এবং লঙ্কা ও সিংহল প্রভৃতিও ভারতীয় উপনিবেশ ভূমি, সুতরাং ভূতপূর্ব ভারতসম্মান উহাদিগের পিতৃভূমিও মঙ্গলিয়া হইতেছে। তিব্বত, তাতারের লোক সকলও মঙ্গলিয়ার উপনিবেশিক, সুতরাং মঙ্গলিয়াই আশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এখন আমেরিকার অধিবাসীদিগের কথা চিন্তনীয়। দক্ষিণ আমেরিকার মন্দির সকল মন্দিরের ত্রায় তুল্যাকৃতিক, এখনও তথায় “রাম-সীতার” মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তত্রতা পেরুদেশ ভারতের পুরুবংশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। তত্রতা ইঙ্কারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া সংস্কৃত করিয়া থাকেন। ভারত বা স্বর্গের দৈতারাঙ্গ বলির রাজ্য বলিভূমিও (বলিভিয়া) দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

বলিসঙ্গ রসাতলম্। অমর

সুতরাং ভূতপূর্ব ভারতসম্মান উহাদিগেরও আদি নিকেতন মঙ্গলিয়া। অতঃপর আমরা দক্ষিণ আমেরিকার অগ্ন্যাগ্ন লোক ও উত্তর আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিব। হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে সর্পরাজ বাসুকি সকলের নিম্নে থাকিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু পৌরাণিকেরা ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ফলতঃ যাহাকে এইক্ষণ “পেটাগানিয়া” বলে, উহাই হিন্দুশাস্ত্রের পাতাল বা রসাতল। তথায় কশ্যপাশ্বজ কঙ্কনন্দন মহারাজ বাসুকি স্বর্গহইতে যাইয়া বাস করেন। সুতরাং তাঁহার আদি নিকেতনও মঙ্গলিয়াই বটে।

এদিকে আমরা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে দৈত্য, দানব ও নাগগণের বাসস্থান যেমন স্বর্গ, তেমনই পাতালে বা আমেরিকাও বটে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেবতারা দৈত্যদানবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে তাঁহারা পাতালে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। নাগেরা কেন পাতালবাসী হইলেন, তাহা জানা যায় না, বোধ হয় দেবগণের উৎপীড়নে কিংবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা স্বর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা এই কারণে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদিগকে

দৈত্য ও দানবগণের পরিণতিবিশেষ বলিয়া মনে করি হিন্দুশাস্ত্রে এই সকল কথাও বিস্তৃত আছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ

ঔর্কে চ সর্কে নরকাঃ স্দৈত্যাঃ । ভুবনকোষ ।

দেবতা ও সিদ্ধ ঋষিগণ মেরুপর্বতে ও দৈত্যেরা নরকে বাস করিয়া থাকেন ।

কিন্তু শাস্ত্রাস্তরে দেখা যায় যম পিতৃলোক আদি স্বর্গ ও নরকের রাজা ছিলেন, তাহাতে মনে হয়. নরকের দৈত্যগণ বিতাড়িত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়া ছিলেন । এই নরক মানসসরোবরের উত্তরতীরে অবস্থিত । বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে —

সর্কে নাগাস্ত্র নিষধে শেখবাস্কিকিতককাঃ ।

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্বত উচ্যতে । ৩৫--৪৬ অ

অনন্ত নাগ, বাস্কিকি ও তক্ষকগণ নিষধবর্ষ বা তাতারে এবং দৈত্য ও দানবগণ শ্বেত পর্বতে বাস করেন । শ্বেত পর্বত কোথায় ? ভীষ্মপর্ব বলিতেছেন—

রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তৎ হিরণ্ময়ম্ । ৩৬--৩৮ অ

দেবাসুরাণাং সর্কেষাং শ্বেতপর্বত উচ্যতে । ৫২--৬ অ

অর্থাৎ হিরণ্ময়বর্ষ বা তপোলোকে (মধ্য সাইবিরিয়া) দেবতা ও অসুরগণ বাস করেন ।

সুতরাং নরক ও নিষধবর্ষ এবং হিরণ্ময়বর্ষে দৈত্যদানবেরা বাস করিতেন, তন্নিমিত্ত সমগ্র স্বর্গভূমিও তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকৃত ও অধুষিত হইয়াছিল । তৎপরই তাঁহারা তৎসমুদায় জনপদ হইতে (প্রাণুদক) বিতাড়িত হইয়া পাতালে গমন করিয়াছিলেন ? পাতালে কোথায় ? দক্ষিণ আমেরিকায় বলির নিকেতন রসাতলে ছিল বলিয়া আমরা সমগ্র আমেরিকাকেই পাতাল বলিতে অভিলাষী, কেন না পাতাল সাতটী জনপদে বিভক্ত । যথা—অগ্নিপুত্রাণম্

অতলং সুতলং চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমং ।

মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং সূতম্ ॥

অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমং, মহাতল, রসাতল ও পাতাল । যদিও শেষ জনপদ পাতাল নামে বিখ্যাত, তথাপি এই সাতটী জনপদাঙ্ক মহাদেশ

সাধারণতঃ পাতালনামের বিষয়ীভূত । বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

প্রথমে তু তলে খাতম্ অশুরেন্দ্রশ্চ মন্দিরম্ ।
 নমুচেরিক্রশত্রোহি মহানাদশ্চ চালয়ম্ ॥ ১৫
 কালিয়শ্চ চ নাগশ্চ নগরং কলশশ্চ চ । ১৮
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ । ১৯
 দ্বিতীয়েহপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রশ্চ সুরক্ষসঃ । ২০
 শঙ্খাখোয়শ্চ চ পুরং নগরং গোমুখশ্চ চ । ২১
 কদ্রপুত্রশ্চ চ পুরং তক্ষকশ্চ মহায়নঃ । ২৩
 পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ । ২৪

তু তলে খাতঃ পঙ্ক্লাদশ্চ মহায়নঃ ।
 অশুঙ্ক্লাদশ্চ চ পুরং দৈত্যেন্দ্রশ্চ মহায়নঃ ॥ ২৫
 চতুর্থে দৈত্যসিংহশ্চ কালনেমের্মহায়নঃ । ৩১
 নগরং বৈনতেয়শ্চ চতুর্থেহস্মিন্ রসাতলে । ৩৩
 পঞ্চমে শর্করাভোমে বহুযোজনবিস্তৃতে ।
 বিরোচনশ্চ নগরং দৈত্যসিংহশ্চ ধীমতঃ ॥ ৩৪
 ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরেন্নগরোত্তমম্ ।
 সুপর্কণঃ সুলোয়শ্চঃ নগরং মহিষশ্চ চ ॥ ৩৮
 তত্রাস্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদাঘতঃ ।
 কশ্চপশ্চ সূতঃ শ্রীমান্ বাসুকিন্ম নাগরাট্ ॥ ৩৯
 এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ ॥ ৪০
 সপ্তমে তু তলে জ্জেষ্মং পাতালে সর্কপশ্চিনে ।
 পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্ ॥ ৪১
 মুচুকন্দশ্চ দৈত্যশ্চ তত্র বৈ নগরং মহৎ । ৪২
 অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্গৈর্গহাপুরৈঃ ।
 তথৈব নাগনগরৈ ঋদ্ধিনদ্ভিঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৩
 দৈত্যানাঃ দানবানাঞ্চ সমুদীর্গৈর্গহাপুরৈঃ ॥ ৪৪—৫০ অ

তাহা হইলে জানাগেল যে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থান স্বর্গের দৈত্য, দানব ও নাগেরা যাইয়া অধিকৃত করেন । উত্তর আমেরিকার

নিগ্রোগণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব অধিবাসী, ইংরাজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্যগণ ইউরোপ-বাসী ছিলেন, সুতরাং রেড ইণ্ডিয়ানেরা দৈত্যদানবাদের পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকদিগের আদি নিকেতনও যে মঙ্গলিয়া তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা এবং দৈত্যদানবেরা মঙ্গলিয়া হইতেই সমগ্র সাইবিরিয়াতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং মঙ্গলিয়াই যে জগতেব সমগ্র নরনারীর আদি সৃষ্টিকাগার তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব আমরা আশা করি প্রত্যেক চেতস্থান অধীমান ব্যক্তিই বালটিক-বেলা, ইউরোপ, মিশর, পেলেষ্টাইন, টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেসের অববাহিকা, বেবিলন, মিডিয়া, ইরান, বাক্ট্রিয়া আমু বা জারজাক টাস নদীর পুলিন দেশ, ভারতবর্ষ, লঙ্কা (শরণদ্বীপ), বারিগদ্বীপ, আশিয়ার কোনও দক্ষিণ অংশ বা উত্তর-কুরু ও উত্তর কেন্দ্রকে মানবের আদি জন্মভূমি না ভাবিয়া বেদোক্ত পিতা পিতৃভূমি শ্লোঃ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াকেই আদি নিকেতন বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং সকলে—

শ্লোঃ রাসীং পূর্বচিত্তিঃ ।

শ্লোঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র ।

পিতা এষাং প্রভুঃ ।

সুবর্গোবৈ লোকঃ প্রভুঃ ।

দৈব্যা বৈ এতাবিশো যৎপশবঃ ।

দেবলোকাদেব মনুষ্যালোকে প্রতিতিষ্ঠতি ।

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্কে ।

স্বর্গই পূর্ব নিকেতন, স্বর্গই আমাদিগের পিতৃভূমি ও জন্মস্থান, সকল জগতের মধ্যে উক্ত পিতৃভূমিই প্রাচীনতম, জগতের সকল মনুষ্যই ভূতপূর্ব দেবলোকবাসী। উক্ত দেবলোকহইতেই সকলে চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, ইহাতে আস্থা-প্রদর্শনপূর্বক মহান বেদচতুষ্টয়ের গৌরব সংবদ্ধিত করিবেন। এবং বিশ্বাস করিবেন—মঙ্গলিয়াই “মানবের আদি জন্মভূমি”।

পরিশিষ্ট

(ক)

মহামতি তিলক প্রভৃতি যে North Pole বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি স্থানকে আদিগেহ বলিয়াছেন, উহার কোনও প্রমাণই নাই। বিশেষতঃ রুদ্রগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের আদির্গ বা পিতৃগৃহহইতে উত্তরদিকে গমনবৃত্তান্তও উহাদিগের উক্তি অবিতথ বলি নির্দেশ করে। ঋগ্বেদ ব্রহ্মার উত্তরকুরুকে আদির্গ পিতৃলোক ও ভারতবর্ষহইতেও নূতন জনপদ বলিয়া সংস্মৃতিত করিয়া থাকেন।

ঋতশ্চ জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং

বক্তা পতির্ধিয়ো অশ্চা অদাভ্যঃ।

দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যম্

নাম তৃতীয় মধিরোচনে দিবঃ ॥ ২—৭৫ সূ—৯ম।

তত্র সায়ণঃ—ঋতশ্চ যজ্ঞশ্চ জিহ্বা মুখাঙ্ঘেন জিহ্বাস্থানীরঃ সোমঃ প্রিয়ং মধু মধুকরং রসং পবতে করতি। বক্তা শব্দকৃতং যদ্বা স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্ততয়ঃ সাধীরশ্চ ইতি প্রতিশ্রবণশ্চ কৰ্ত্তা অশ্চাঃ ধিয়ঃ এতশ্চ কৰ্ম্মণঃ পতিঃ পালয়িতা অদাভ্যঃ রক্ষোভিঃ হিংসিতু মশক্যঃ, পুত্রো যজমানঃ পিত্রোঃ মাতাপিত্রোঃ অপীচ্যং অস্তর্হিতং যন্নাম তো ন জানীতঃ নামকরণবেলায়াং তস্মাৎ তন্নোরপরিজ্ঞায়মানং তৎ তৃতীয়ং নাম দিবোহ্যালোকশ্চ রোচনে দীপ্যামানে সোমে অভিবূর্যমানে সতি অধিদধাতি অত্যন্তং ধারয়তি। নক্ষত্রব্যাবহারিকনামী প্রভাণ্ড সোমযাজীতি তৃতীয়মশ্চ নাম ইতি ভগবতা বোধায়নে উক্তম্।

দত্তজানুবাদ—সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বাহইতে অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিবৃদ্ধ রস করিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্ত্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের উজ্জ্বলাবর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের এরূপ একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাঁহার পিতামাতা জানিতেন না।

এই মন্ত্বে “সোম” শব্দ আদবেই নাই। পুত্র ও পিতামাতা কাহাকে বলা হইল, তাহাও ভাষ্যকার ও অনুবাদক খুলিয়া বলিলেন না। সাধারণ যে রোচনে অর্থ “দীপ্যামানে” ও পণ্ডিত আলোকনাথ যে “আকাশ” করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। কেন না বহুবেদমন্ত্বে ত্রিভূমি, ত্রিধন, ত্রিনাক ও ত্রিরোচনা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাদের অর্থ যথাক্রমে আৰ্য্যাবর্তদক্ষিণাপথপূর্বোপদ্বীপায়ুক ভারতবর্ষ, তুরুঙ্গপারশ্রাপোগস্থানায়ুক অন্তরিক্ষ বা ভুবলোক, তিব্বততাতার মঙ্গলিয়ায়ুক স্বর্লোক ও মহর্লোকতপোলোকব্রহ্মলোকায়ুক সমগ্র সাইবিরিয়া। আর “পিত্রোঃ” শব্দটি বেদে সর্বদাই আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে (দ্বোঃ পিতা পৃথিবী মাতা), এবং যেরূপ একটি পুত্র (ইলা মরুধনু মনুষ্যশ শাসনীং পিতুর্যং পুত্রো মমকশ্চ জায়তে ১১।৩১ সৃষ্টি ১ম) মনুষ্যলোক ভারতবর্ষকে ইলা বা আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষের পুত্র বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এই মন্ত্বেও আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে “পিত্রোঃ” বলিয়া ত্রিরোচনার কোনও একটি স্থান বা ব্যক্তিকে (দিবঃ রোচনে অধি—দ্যালোকের রোচনের উপরি) পুত্র বলা হইয়াছে। দেবরাজ যজ্ঞা জিহ্বার অর্থ বাক্য করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন মনে হয় না (নিরুক্ত ৭ঃ পৃঃ দেখ)। আর “অপীচ্য” শব্দের যে কি ব্যাপ্তি ও কেন যে উহার অর্থ “নূতন” বা “অজ্ঞাত” হইল, তাহাও উহারা কেহ খুলিয়া বলেন নাই। তাই আমরা উক্ত মন্ত্বে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্বংকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা... দিবঃ দ্যালোকশ্চ রোচনে অধি কস্মিংশ্চিৎ জ্ঞানালোকসমুদ্ভাসিতে জনপদে জনপদশ্চ উপরি অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ পিত্রোঃ পিতামাতৃস্থানীয়য়োঃ ঞ্চাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ পুত্রঃ পুত্রস্থানীয়ঃ এতয়োঃ পশ্চাৎ উৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বমারোপিতম্। ব্রহ্মলোকঃ (উত্তর কুরবঃ) অপীচ্যম্ অপ্ৰাচীনং (অপভ্রষ্টঃ শব্দোহয়ং) নূতনমিতি যাবৎ তৃতীয়ং নাম পরম বোমব্রহ্মলোকসত্যলোকাদিকং দধতি ধায়য়তি। স পুত্রঃ ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মা বা ঞ্চতশ্চ সত্যশ্চ যজ্ঞশ্চ বা জিহ্বা উৎপত্তিস্থানং (প্রজাপতিঃ যজ্ঞান্ অসৃজত ইতি তৈঃ সং) স বক্তা যাগযজ্ঞাদীনাং উপদেষ্টা বেদাদীনাঞ্চ ব্যাখ্যাতা প্রিয়ং মধু পবতে মিষ্টভাষণা মধুরং উপদিশতি। স চ অশ্রা ধিয়ঃ সর্বেষাং কস্মিণাং পতিঃ অধ্যক্ষঃ। (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বশ্চ কৰ্ত্তা ভুবনশ্চ গোপ্তা ইতিস্বরগাৎ)

ব্রহ্মলোক ঈশ্বাপৃথিবী বা স্বর্গভারতবর্ষের পরে উৎপন্ন বলিয়া উহাদের পুত্রস্বরূপ। সে পরম বোমাদি যে যে নামে পরিচিত, উহা আধুনিক নাম। ব্রহ্মলোকপতি সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা যাগযজ্ঞের সৃষ্টিকর্তা, মিষ্টভাবী, সুবক্তা ও সকল বিষয়ের অধ্যক্ষস্বরূপ।

তাহা হইলেই জানা গেল ব্রহ্মার উত্তরকুরু, স্বর্গ (মঙ্গলিয়া প্রভৃতি) ও ভারতবর্ষের নিকট আধুনিক স্থান, সুতরাং উহা বা উহার উত্তরে স্থিত North Pole, যাঙ্গা মনুষ্যবাসের অযোগ্য, তাহার কেহই মানবের আদি জন্মভূমি নহে।

শ্লোকঃ পিতা জনিতা ১০—১ সূ—৪ ম

অর্থাৎ শ্লো বা স্বর্গ পিতৃলোক বা পিতৃভূমি এবং জগতের সকলের জন্মস্থান।

অবশ্য কোঁটার অমরাদি শ্লো ও দিব্ প্রভৃতি শব্দ এক পর্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (শ্লোদিবোধে) কিন্তু পরমার্থতঃ শ্লো আদি স্বর্গ ও দিব্ বা ছ্যালোক সাইবিরিয়া। ব্রহ্মলোক কখনও “শ্লোঃ” বা “পিতা” বলিয়া কথিত হয় নাই। সুতরাং এই মন্ত্রদ্বারা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্য ভূমির আদিগেহত্ব নিরাকৃত হইতেছে। তথাহি—

মহী ঈশ্বাপৃথিবী জ্যোষ্ঠে । ১—৫৬ সূ—৪ ম

জগতের মধ্যে মহতী আদি স্বর্গভূ ও ভারতভূমি সর্বাঙ্গপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, অর্থাৎ প্রাচীনতম। তথাহি—

পৃর্ক্বে পিতরা ঈশ্বাপৃথিবী । ২—৫৩ সূ—৭ ম।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের অগ্ৰাণ্ড সকল জনপদ অপেক্ষা পূর্ক্বে উৎপন্ন, উহারা জগতের সকল নরনারীর পিতা ও মাতা, অর্থাৎ পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি।

আদি স্বর্গ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্রাদি ও বৈবস্বতমনু প্রভৃতি দেবতা এবং দৈত্য দানব ও নাগগণের পিতৃভূমি, এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, তুরুষ্ক, পারশ্ব ও আরববাসী এবং অপরাজ্জ ভারতবাসীদিগের মাতৃভূমি। তথাহি—

দেবী দেবশ্ব রোদসী জনিতী । ৮—২৭ সূ—৭ম

দেবী রোদসী দেবশ্ব জনিতী। অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষ সমগ্র দেবগণের জন্মভূমি। (ঈশ্বাপৃথিবী দেবপুত্র)।

দেবতা কাহারা? জগতে যাহারা “আর্য্য” বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ই দেববংশীয় বটেন। সেমিতিকগণ, চীন, জাপান ও বর্ম্মার খাঁদা লোকসকলও এই দেববংশীয়। তবে স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া আদি জন্মভূমি ও ভারতভূমি দ্বিতীয় জন্মভূমি। তথাহি—

ঈশ্বাপৃথিবী পিতামাতা। ২—৪৩ সূ—৫ম

ঈশ্বা বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া পিতা বা সকলের পিতৃভূমি এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ ইউরোপপ্রভৃতি দেশবাসীদিগের মাতৃভূমি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি পণিনামক অসুরেরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া তুরুষ্কের দক্ষিণে যাইয়া ফিনিশীয়া জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে “মূর দেব” বা কতকগুলি শিশুদেব অসুর আফ্রিকায় যাইয়াও গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এদে যে কোনও অসুর ও পণির সাধারণতঃ ‘মূরদেব’ বলিয়া বিবৃত। সুতরাং উত্তর আফ্রিকার মূরেরা ভারত সন্তান ও কার্থেজবাসী ফিনিশীয়ানগণও ভূতপূর্ব ভারতসন্তান। তুরুষ্কহইতে পণিরা অনেকে কার্থেজে গমন করিয়াছিলেন। মাননীয় Suckburgh (শাকবর্গ) তাঁহার রোমের ইতিহাসে লিখিতেছেন যে—

“Tradition assigned its foundation to Dido, who fled from her native Tyre after the murder of her husband, with a band of followers who established themselves round the Byrsa, or fortress, which they purchased from the natives. P. 74.

এইরূপ জনশ্রুতি যে দীদোনাম্নী একজন মহিলা তাঁহার স্বামীর হত্যার পর টাররনগরহইতে (দক্ষিণ তুরুষ্ক) আপন দলবলসহ আফ্রিকায় যাইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিকট ভূমি ক্রয় করিয়া বাইশা দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা হইতেই কার্থেজ নগরের ভিত্তিপত্তন হয়।

এই কার্থেজবাসীদিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ হয়, তাহাই ইতিহাসে “Punic war” (পিউনিক যুদ্ধ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন এ যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ হইয়াছিল? শাকবর্গ বলিতেছেন যে—

“The Roman words Pœni and Punicus are corruptions of Phœnix, Phœnician.” Foot Note—P. 74.

অর্থাৎ রোনাগভাষায় পিনি এবং পিউনিকাস্ শব্দ ফিনিকস্ বা ফিনিশিয়ান্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। চেসারস্ লিখিয়াছেন—

Punic—Pertaining to or like the ancient Carthaginians: Faithless, treacherous, deceitful.

L—Punicus—Poeni,
the Carthaginians.

যে কার্থেজবাসীলোকেরাই পিউনিকসংজ্ঞাভাক্। উহাদিগকে ইউরোপীয়েরা অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক ও পত্নারক বলিয়া ও গালি দিয়াছেন। কেন ?

যেহেতু উহারা ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান পণিবংশীয় অসুর। বেদের পণিশব্দ (প্রথমতঃ) বিকৃত হইয়াই ফিনিশিয়ান্, ফিনিকস্ ও ল্যাটিন পোনি-ভূতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুরাও বেদে পণিদিগকে একরূপ ভাষায় গালি দিয়াছেন। * হিন্দুসম্ভান রোমানেরাও ভারতহইতে ইউরোপে গমনকালে পণিদের প্রতি উক্ত বিদ্বেষভাব বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেবেরা ইহা জানিতে পারিলে আর মিশরের প্রাচীনত্ব ও বাল্টিক্ বেলার আদিগেহত্বের দাবি করিতেন না।

রোদসী মাতরা। ৫—১৮সূ—৯ম

জ্বাপৃথিবী বিশ্বজন্তো। ৩—২৫সূ—৩ম

জ্বাপৃথিবী বিশ্বশস্তুবা। ১—১৬০সূ—১ম

এই মন্ত্র তিনটির দ্বারাও জানা যায় যে জগতের মধ্যে আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষই সকলের পিতৃভূমি এবং উৎপত্তিস্থান (সম্ভুবা)। কিন্তু ভারতহইতে আদিস্বর্গ পুরাতন ও তথাহইতেই আমরা ভারতে আসিয়া আর্ধ্য ও হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছিলাম, সুতরাং আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়াই যে মানবের আদি জন্মভূমি, তাহা বেদমন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ ও সমর্থিত হইল।

আমরা এখানে আরও একটি কথা বলিয়া রাখি যে যে প্রকার নহষসম্ভান (নহষ তুর্কসুর পিতামহ) বলিয়া গ্রীকেরা এখনও Surnameস্বলে নহষের নাম লইতেছেন, তদ্রূপ যবন বা মুসলমানজাতি সগরশাসনবশতঃ মুণ্ডিত-

১। অযজ্ঞানঃ অরতান্ নিরধমঃ রোদস্তোঃ। ৫—৩৩সূ—১ম।

২। জহি অত্রিগং পণিঃ বৃকো হি সঃ। ১৪—৫১সূ—৬ম।

৩। অক্রতুন্, গ্রহিনঃ (পাঁটকাটা) মূত্রবাচঃ অশ্রদ্ধান্ পণীন্। ৩—৬সূ—৭ম।

শিরক ও মুক্তকচ্ছ রহিয়াছেন ও তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া আপনাদের পতাকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমাদের হর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা প্রকৃততর ভুলিয়া আমাদেরকে পর ভাবিতেছেন।

মঙ্গলিয়ার কোন্ স্থানে আদিমানব বিরাট আবির্ভূত হইয়াছিলেন? তাহা কে দেখিয়াছে? “কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্”? কিন্তু বেদ ও পুরাণ মেরু বা আন্টাইপার্কতের সানুদেশে “বৈরাজভবন” নামে একটা স্থানের নাম নির্দেশ করিয়া থাকেন—

বিরাজশ্চ বৈ স সর্কেষাং দেবানাং

সর্কাসাং দেবতানাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি ।

অথর্কবেদ—১৫শ কাণ্ড ৩৩১ পৃঃ।

বিরাটের সেই ভবন সকল দেব ও সকল দেবতার প্রিয়তম ধাম, যাহা জগতের সকল নরনারীর আদি জন্মভূমি।

(খ)

আমার গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিলে আমরা মডার্ন রিভিউ নামক ইংরাজীপত্রিকায়, সর্গজনসুপরিচিত স্থলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত একটি প্রবন্ধ দেখিতে পাই। কিন্তু উহাতে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বেদাদিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের উহার প্রতিবাদ করিতে হইল। অক্লেয় বিজয় বাবু একত্র বলিতেছেন যে—

“Though that Holy Land has not been definitely identified, the scholars all agree in holding that the original home of man was in some part of Southern Asia.”

Modern Review, May, P. 481.

কিন্তু আমাদের বেদ কি সে পবিত্র স্থানের সন্ধান করিয়া দেন নাই? বেদ কি দক্ষিণ এশিয়ার কোনও স্থানকে সেই পবিত্র পিতৃভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন? বেদ কি বলেন নাই যে—

ছো রাসীং পূর্বচিহ্নিঃ ?

ছো বা আদিবর্গ মনুসিরাই আমাদিগের পূর্বনিকেতন ? অবশ্য অহুমানসর্গের
 গুরুঐশ্বর্যেরা অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি পশ্চিমদ্বারা
 তাঁহাদিগের একটা উক্তিও সমর্থন করিতে পারিয়াছেন ? যদি তাঁহারা
 সাতাইশ শত বৎসরের গ্রীকদিগের পূর্বকালকে Prehistoric Time বা
 প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দেশ না করিয়া জগতের আদি মহাপুরাণ প্রকৃত
 ইতিহাস বেদে নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এইরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট
 হইতে হইত না। “এশিয়ার দক্ষিণদিকের কোনও একস্থান আদি পিতৃগেহ”
 এ কথা মূলে কোনও সত্য বিনিহিত আছে ? পাশ্চাত্যদিগের এ উক্তি
 সমর্থন করিতে তাহাই অস্বীকার করিতে পারে না। অবশ্য অথর্ববেদ একত্র
 বলিয়া গিয়াছেন যে—

যজ্ঞাযজ্ঞিয়ন্ত চ বৈ স বামদেব্যন্ত চ

যজ্ঞন্ত চ যজ্ঞমানন্ত চ পশুনাং চ প্রিয়ং

ধাম ভবতি তন্ত দক্ষিণায়াং দিশি । ৩২১পৃ

তাহার দক্ষিণদিকে যজ্ঞ, অযুক্ত, ^{মহাক} বায় যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও পশুদিগের প্রিয়তম
 ধাম অবস্থিত।

ভাবে বোধ হয় ইহা মানবের আদিজন্মভূমিসম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু কাহার
 দক্ষিণে তাহা বুঝা গেল না। মন্ত্রাস্তরে রহিয়াছে যে—

বৃহতশ্চ বৈ স রথস্তুরশ্চ চ আদিত্যানাং চ

বিশ্বেবাং চ দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি

তন্ত প্রাচ্যাং দিশি । ৩২০পৃ—৩য় খণ্ড অথর্ববেদ ।

সামবেদের বৃহৎ রথস্তুরনাগক অংশ, অদিতিনন্দন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিশ্বেদেব-
 গণের (বা অন্যান্য দেবগণের) প্রিয়তম ধাম স্বর্গ, তাহার পূর্বদিকে অবস্থিত।

সুতরাং এই উভয়মন্ত্র “তন্ত” শব্দ যে কাহাকে কাহাকে বুঝাইতে প্রযুক্ত
 হইয়াছিল, তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত “মানবের আদিজন্মভূমি এশিয়ার
 দক্ষিণ বা দক্ষিণাংশবিশেষ,” তাহা বলা যাইতে পারে না। পরাশর
 বলিতেছেন যে—

পিতৃণাং স্থানমাকাশং

দক্ষিণা দিক্ হৈথৈব চ ।

আকাশ আদিগের পূর্বপুরুষগণের আদিস্থান, উহা দক্ষিণদিকে অবস্থিত ।

এখানে দুইটা কথা বিচার্য্য। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'আকাশ' শব্দ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে এবং উহা কাহার দক্ষিণে অবস্থিত ?

বলা বাহুল্য যে এই "আকাশ" অর্থ শূন্য নহে, কেননা, শূন্য অমূকের দক্ষিণে বা উত্তরে, এমন কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। ফলতঃ এই আকাশ শব্দের অর্থ যে মানবের আদিজন্মভূমি আদিষ্ণর্গ বা মঙ্গলিয়া, তাহা আমরা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের শ্রুতিদ্বারা সম্যক্ রূপে বিচারিয়াছি। ইহার বাস বা মঙ্গলিয়া ভারতের দক্ষিণে নহে? সুতরাং তাহা যে সাইবিরিয়া বা ত্রক্ষলোক তপোলোকাদির দক্ষিণে তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। আমরা মনে করি যে সেই ত্রক্ষলোকাদি (উত্তর কুরু) বাসী কোনও ঋষি ঐ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপর পরাশর আপনার গ্রন্থে সেই কথাটি বা সেই মর্ম্মটি গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য রামায়ণ বলিতেছেন যে—

বসন্তে পৃথিব্যা ত্রক্ষরী স্ত

পরঃ পঃ বঃ সেব্যঃ । দক্ষিণঃ ॥

৪৪—৪১ সর্গ—কিঙ্কিকাণ্ড ।

হে বানরচমুগণ! পৃথিবীর দক্ষিণে স্বর্গজয়কারী ত্রক্ষরগণ বাস করে, উহারও দক্ষিণে সূদাক্ষণ পিতৃলোক, তোমরা তথায় যাইও না, উহা কিছুতেই তোমাদের গম্য নহে ।

কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই আধুনিক বাল্মীকি, পরাশরপ্রভৃতি শ্রুতির ভাব বুঝিতে না পারিয়া এই মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ কি যমালয়, বা কি পিতৃভূমি আদিষ্ণর্গ, ইহার কিছুই ভারতের বা এশিয়ার দক্ষিণে নহে। পিতৃলোক এমন স্থানে সংস্থিত, যেখানে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয় না, ছয় মাস অন্তরও নহে, পরন্তু একমাস অন্তর। সুতরাং তাহা ভারতের দক্ষিণে বা এশিয়ার কোনও দক্ষিণাংশেও হইতে পারে না।

একের বিজয়বাবু মে মাসের মডরণ রিভিউতে ঐ কথাগুলি বলিয়া আগষ্ট মাসের কাগজে বলিয়াছেন যে—

“Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna has wrongly interpreted Rigveda, I, 30, 9 and III, 55, 2, to prove that the Aryans came from elsewhere into India. References to the old home do not mean any home outside India (vide the Commentary of Sayana on those Riks)” P. 144.

হাঁ আমি আমার বহু প্রবন্ধেই উক্ত দুই মন্ত্রের ব্যবহার করিয়াছি এবং তদ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে আমরা ভারতের বাহিরের কোনও পুরাতন স্থান (প্রত্নোকঃ ও পুরাণ্যোঃ সন্ধানোঃ) হইতে ভারতে আসিয়াছি, কিন্তু সেই পুরাতন ওকঃ ও পুরাতন সন্ধান কি, তাহা অল্প বহুগল্পের সহায়তায় (স্ববর্ণো বৈ শাকঃ প্রত্নঃ প্রভৃতি) প্রমাণ করিয়াছি। প্রকৃত্তে বিজয়বাবু সায়ণভাষ্যের পরিপন্থী হইতে দোষ... একে ভ্রান্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমার ধারণা ও বিশ্বাস ইহাই যে যিনি একতানমনে বেদ অধ্যয়ন করিবেন, তিনিই আমাকে নিরপরাধ বলিয়া গির করিবেন। আমাকে বাধ্য হইয়া বহুবার বহুস্থলে উবট, সায়ণ, মহীধর, যাক্স, শাকপূর্ণি ও শঙ্কর ভাষ্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু তাহাতেও ‘Wrong’ তাহা এ পর্যন্ত কেহ... আমি... কাণ্ড... হই বক্তৃতা করিয়াছি, প্রকাশ্য পত্র... সকল ভাষ্য... এই সকল কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কেহই আমার প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

I owe it to the pointing out by Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna (Vanga bhasa, Vol. II, P. 12) that there is a saying in the Krishna yajur veda to the following effect :—

“পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন এই নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বঙ্গভাষা পত্রিকার ২য় বর্ষের ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমি ইহা তাহা হইতে গ্রহণ করিলাম।”

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমমুশ্যা দিশো ব্যভ্রন্ত ।

প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মমুশ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ ।

(মডরন রিভিউতে ইহা ইংরাজী অক্ষরে রোম্যানকেবেরকটারে লিখিত আছে) । তিনি তৎপরেই বলিতেছেন—

Here we get a very old tradition which states that the 'pitarah' or the earliest human ancestors came from the southern directions; the eastern region, where higher culture being evolved acquaintance was made with gods, was the direction of the gods, and that the modern men, who were mere 'manusyah' came to enjoy the west, while the dreadful Rudras ruled the high and inaccessible north.

That this tradition fully supports my theory, need hardly be pointed out P. 147.

“আমরা এখানে একটি অতি প্রাচীনতম জনশ্রুতি প্রাপ্ত হইতেছি, যাহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে পিতরঃ (Pitarah) অথবা আদি মানবজাতির পূর্ব পুরুষগণ দক্ষিণদিক হইতে উদ্ভূত হইলেন। আর উচ্চশ্রেণীর জীব দেবগণের দিকে ও যাহারা সাধারণ মানুষসমূহ তাহারা পশ্চিমদিকে আগমন করেন, এই সময়ে সাহসী রুদ্রগণ দুর্গম উত্তরদিকে আদিপতা করিতে গেলেন।” কৃষ্ণযজুর এই কিংবদন্তী আমাদের মতেরই সম্পূর্ণ সমর্থন করে।

আমরা কৃষ্ণযজুর মন্ত্রের মতঃ ১.১.১০০-এ পিতরঃ শব্দটি খন করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ এই দুইটি মন্ত্রের মধ্যে কোনও মন্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তিনি তাহাতে দোষারোপ করিয়াছেন। কেন না উহা সায়ণভাষ্যের বিরোধী। (এই গ্রন্থের ১৬৬।২২৬ পৃষ্ঠা দেখ)। কিন্তু পাঠকগণ দেখিবেন উক্ত পৃষ্ঠায় ধৃত সায়ণভাষ্য ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটী অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত।

আমি কৃষ্ণযজুর মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও সায়ণের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়াছি (১২৭ পৃষ্ঠা দেখ) কেন না ইহার সায়ণভাষ্য ও ভট্টভাষ্যের ভাষ্য অতীব ব্যাহত। ইহা কৃষ্ণযজুর নিজের উক্তি নহে, ইহা কোনও প্রাচীনতম বেদমন্ত্র (অবশ্যই যজুঃ), কৃষ্ণযজুঃ স্বয়ং বেদ নহে, উহা ব্রাহ্মণ বা বেদের প্রথম ব্যাখ্যা পুস্তক (ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্)। কৃষ্ণযজু নিজে ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও প্রমাদভূষিত। অপিচ ইহা কোনও কিংবদন্তী (tradition)ও নহে, পরন্তু দেবগণের স্বর্গহইতে স্থানান্তরে গমনের (migration) প্রামাণ্য ঐতিহ্য মাত্র।

উহার অর্থ ইহাই যে কোনও সময়ে কোনও কারণে কোনও একস্থান হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ (যাঁহারা কৃতবিদ্য নর) পূর্বদিকে, পিতৃলোক বা আদি স্বর্গবাসী বৈবস্বত মনু প্রভৃতি দক্ষিণদিকে, মাতা মনুর সন্তান ২য় বরুণ প্রভৃতি মনুষ্যগণ (দেবগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) পশ্চিমদিকে ও রুদ্রবংশীয় দেবগণ উত্তরদিকে গমন করেন।

বাধিতার মনবে

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সঃ

এই প্রমাণ অনুসারে জানা যায় যে তাঁহারা দৈতাদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ঐ সকলদিকে গমন করেন। পশ্চিমদিকে মনু বৈবস্বত মনু প্রভৃতিই অপোগস্থানের (স্থানান্তর) ভিতর দি

কিন্তু প্রক্ষেয় বিজয়বাবু এখানে "to the south" অর্থ না দিগের বেলা from the south অর্থ করিয়া অগ্রায় করিয়াছেন দক্ষিণদিক হইতে কোনও স্থানে (যেমন ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে নাই। তাঁহারা দেব-গণাদি হইতে দ আসিয়াছিলেন।

পিতৃ-
তৃগণ
করেন
ভারতে

পিতরঃ পিতৃগণাং ব্যভ্রন্ত

কথার অর্থ কি প্রকারে দক্ষিণদিক হইতে হইবে? দক্ষিণাং প্রভৃতি পদে কৰ্মবিভক্তি রহিয়াছে নহে? পিতৃলোকবাসিগণ দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিলেন। অপিচ তিনি যে—

পিতরঃ

পদের অর্থ এখানে মানবজাতির পূর্বপিতামহগণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। এই "পিতরঃ" পদের অর্থ

পিতৃলোকবাসিনঃ বৈবস্বতমনুষ্যমুপ্রভৃতয়ঃ

"পিতরঃ পূর্বদেবতাঃ" (১৯২—৩ অ)—মনুর এই পিতরঃ পদের অর্থ পূর্বপুরুষগণ। "পিতৃগাং স্থানমাকাশঃ" এখানেও এই পিতৃগাং পদদ্বারা পিতৃলোকবাসী মনুাদি বা মানবজাতির পূর্বপুরুষগণ অববোধিত হইতে পাবেন। কিন্তু—

দেবানাঞ্চ ঋষীগাঞ্চ

পিতৃগাঞ্চ মহাত্মনাম্ ১২০ অ—আদিপর্ক

মহাভারতের এই পিতৃগাঞ্চ পদের অর্থ একমাত্র “পিতৃলোক বা আদি স্বর্গবাসী লোকদিগের” এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

অপি চ তিনি যে দেবগণকে “higher culture being” (ঋগসপিষ্টগণের জায়) ভাবিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত কথা নহে। দেবতা শব্দের অর্থ কৃতবিদ্য নরমাত্র (বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ—শতপথ) আর মনুষ্যেরাও উক্ত দেবগণের বৈমাত্রের ভ্রাতা ভিন্ন mere Manushyah ছিলেন না। ফলতঃ “পিতরঃ” বৈবস্বত মন্বাদি ও দেবগণ অদিতিনন্দন এবং মনুষ্যেরা দক্ষকন্যা মাতা মনুর সম্মান মাত্র। আদিপর্ক উক্তরূপেই উল্লেখ করিতেছেন, এমন কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আদি স্বর্গ লোকঃ আদি স্বর্গ লোকঃ পিতৃলোক বা পিতা বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তখন বিনা প্রমাণে প্রকৃত প্রমাণে অবহেলা করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের এক দক্ষিণ এশিয়ায় লইয়া যাওয়া ঠিক নহে। পিতৃভূমি এক নামেই পৃথিবীকে বুঝাইতে পারেন না। এবং জগতের জঃ পরঃ পঃ বঃ সেবাঃ : গ হঃ : দাক্ষণঃ ॥ না যে—

— আত্মা আসীনা উর্কম্ । ১২০—৩৩

সকলের জন্মভূমি পিতৃলোক উর্ক অর্থাৎ ভারতের উত্তরে সমাসীনা।

যাহা হউক শক্কেয় বজ্জয় বাবু কেবল অনুমানসর্বস্ব সাহেবদিগকে স্বঃ না ভাবিয়া ব্যানব শঠবান্দীকির পূর্বপুরুষগণকেও স্বলার ভাবিলে ভাল হইত

(গ)

মহামতি ছেজ তাঁহার সাএঙ্গ অব ল্যান্সএজ বলিতেছেন যে—

The dethronement of Sanskrit has a direct bearing on the question of the original home of the Indo-Europeans, or rather of those who originally spoke the Indo-European dialects.

I must avow my entire conversion to the theory first propounded by Latham and of late years ably defended on anthropological and linguistic grounds by Poesche and Penka that the ~~Aryan~~ race had its first seat, not in Asia, but in the Baltic provinces and northern Germany.

Science of Language P. XXII.

आमरा महानति छेजेर अभिमत पाठ करिया अतीव विन्धित ओ कुरुक
हईलाम । अध्यापक पौचकि (Poesche) ओ अध्यापक पेन्का (Penka) याहा
इच्छा ताहाई बलिते पारैन, अध्यापक लथामओ (Latham) तांहार स्वाधीन
इच्छाके अव्याहक राखिते नित्य समर्ग । किन्तु यथन संग्रतेन विकारेई जन्मान
इति भाषार सु, हईयाछे, एवः संस्कृत १९ भारतवर्षेई
प्रचररूप, एवः यथन पूर्वैर जनसे २ इहाई
पाश्चातागणेर वंशपरम्परागत-ज्ञान, तथन महानति छेजेः
घटिल, ताहाई चिन्तार विषय । वेद कि स्वर्ग ओ भारतवर्षकेई
द्वितीय प्रब्लोकः बनिग्या कि अवन ना १ तैरदिः
-पौच गमन करिद इडः
वषय याहा एग्रा तयः
न ।

समाप्ते'हयः तृतीयभागः प्रवृत्तवृत्तवारिधिः ॥

समाप्तिश्लोकाः

नद्या परब्रह्मपदारविन्दः चैतन्यचक्रः चरितावदात्म ।
श्रीकेशवः वैद्यकुल-प्रदीपः वितन्ते "मानवजन्मभूमिः" ॥ १
निर्मथा वेदादिकस र्शशास्त्रः यतश्च पाश्चात्याविदाः समीक्ष्य ।
यं सारभूतं तदिहैव यत्नां निवेशितं सज्जनतोषणाय ॥ २
न जाने किं तोषो मनसि ननु तेषां हि भविता,
रुचिभिर्ना लोके भवति भवताज्जामनुदिनम् ।
कचिं काचोधत्ते मरकतमणेः शोभनपदः
कचिं बौद्धैर्हेलां भवति भूवि हा हाटक मपि ॥ ३

দাতাবদাতো মহতাং মহীয়ান্ বিজ্ঞানুরাগী বিজ্ঞাং সহায়ো ।

মণীন্দ্রচন্দ্রো ভূবি দেবরাজ্ঞা মহান্ মহারাজপদস্ত ভোক্তা ॥ ৪

যশ্চৈব প্রভয়া ভ্রাতি ব্রহ্মপুরান্তবহিনী ।

কাশীমবাজ্জাৰাথোয়ঃ কাণীব নগরী সদা ॥ ৫

তস্ত মণীন্দ্রচন্দ্রস্ত মহারাজস্ত ধীমতঃ ।

সাহায়োন হি গ্রন্থোহয়ঃ মুদ্রিতোহভূৎ মহামতেঃ ॥ ৬

বৈজ্ঞানিকশালিবানস্ত পুতাকে শালসংস্ককে ।

গ্রন্থেন্দ্রগীন্দ্রমে তাবৎ গ্রন্থোহয়মবধিং গতঃ ॥ ৭

শ্রীকালিয়া নগরনাগরচক্রবর্তী সার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপাণবেত্তা ।

আসীদিক্চক্রো জসত স্তে মনচন্দ্র ইতি বৈ কুলারবিন্দম্ ॥ ৮

স্বীয়ঃ ।

পুনরভ্যমুদয়োমেশচন্দ্র স্ততঃ ।

জগতি গিবিস্তাত্যাক মস্মৎপুবোজা.

অবঃ মতে

স্ত পৃথিব্যা

পবঃ বঃ সেবাঃ

পায়াসীৎ

শ্রীমাত্তৌযো বগধীরবীরো, হেরম্বলালো হরিদাসদাশঃ ।

লীলাবতীজানিচূনী চ ষষ্ঠঃ শ্রীমন্মনোরঞ্জননামধেয়ঃ ॥ ১১

এতে স্মৃতা হস্ত চতুর্থ এষাং ষষ্ঠশ্চ কালেন নিষুদিতৌ মে ।

অম্বর্ধনামা কিল ষষ্ঠ আসীৎ, ক্ষীরোদধেরিন্দুরিবৈব সৌম্যঃ ॥ ১২

কৃতঃ প্রেতো গচ্ছৎ ? যদি ভবতি জন্মান্তর মতো

হয়া সাক্ষাৎকাবো ন খলু ভবিতা বঙ্গন ! পুনঃ ।

তৃণং শ্রোতঃক্রিপুং ভবসি যদি সঞ্চালিত উত

স্বকীয়ৈবা কাঠোঃ ক পুনরয় মেবাপি ভবিতা ॥ ১৩

সরযুবালা দেবীয়ং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর্মম ।

আসন্ন প্রসবা তস্তাঃ কন্তুকাত্মমেব হি ॥ ১৪

সুরমা সুষমাতাওঃ বীণাপাণিস্ত মধ্যমা ।
 লাবণ্যবালা তৃতীয়া সর্বা এব সুদর্শনাঃ ॥ ১৫
 ভূপেন্দ্রবালা নাম যা মধ্যমা মে সূষা বরা ।
 শ্রীসুধীরকুমারস্ত তস্তাঃ শোভনপুত্রকঃ ॥ ১৬
 মাতুশ্ছায়েব তিষ্ঠ কণ্ঠকা মম জজ্ঞিরে ।
 প্রসন্নহৃদয়া জ্যেষ্ঠা শর্মিষ্ঠা বরবর্গিনী ॥ ১৭
 শৈবালিনী দ্বিতীয়া চ নম্রতয়া মহোদধিঃ ।
 কনিষ্ঠা সরবৃবালা প্রাণপ্রিয়তমা পরম্ ॥ ১৮
 মন্দোক্তো জানাতা প্রথমু স্তি কাষ্ঠান্তনলিনী
 দ্বিতীয়া বৈ ত্রাবৎ বি প্রিয়
 নগেদ্রোহ্য প্রাণপ্রি
 সতাং মার্গস্থা মে সননানানন্দজনকাঃ ॥
 শর্মিষ্ঠায়াঃ কুমারাস্তাঃ সূতা হিনাদ্রিমলয় ।
 শ্রীনন্দাশ্রীঃ
 কণ্ঠা শক্
 প্রফুল্লনাঃ
 শৈবালিন্যাঃ সূতাস্চৈব কুমারাস্তাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।
 অজিতরঞ্জিত জগজ্জিতঃ কণ্ঠে মনোহরে ।
 শ্রীকনকলতা প্রীতিলতাসন্নপ্রসোরিনে ॥ ২২
 পুত্রঃ কনিষ্ঠকণ্ঠায়াঃ শ্রীমৎকেশবচন্দ্রকঃ ।
 অলঙ্ঘ্নি রিবাভাতি সাবিত্রী নন্দা সূতে ॥ ২৩
 সাবিত্রী সদৃশা মাতু সাবিত্রী ভবিতা কিল ।
 কুদ্রাপি মহতীঃ বুদ্ধিঃ ধন্তে নাতামহীব সা ॥ ২৪
 স জয়তি ভুবি বৃদ্ধঃ শুদ্ধচেতাঃ সদৈব,
 জয়তি জগতি ধৃষ্টো ভারতে লক্কতস্থঃ
 সকলজনগণানাং মানসে গৌরচন্দ্রো
 লসতি চ সিতচেতাঃ কেশবো বৈষ্ণৱভ্রম্ ॥ ২৫

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ওঁ ।

“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্থথা ॥

“ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ।

This is to certify that Pandit Umes Chandra Dash Gupta Vidya-
ratna is an earnest *Vedic* scholar of original views. In his writings
on subjects connected with the Vedas he sometimes differs from
the views of *Sayan* and Maxmuller, but his conclusions seem to
me to deserve the respect of all students of the Vedas. The
Pandit is the author of very interesting articles on the Vedas and
cognate subjects which are all of them worthy of perusal. Pandit
Umes Chandra is at present engaged in writing an exhaustive history
of Ballala Sena which in my opinion would prove a very important
and valuable addition to our literature. I wish him every success.

Sd. NRISINHA CHANDR MUKHERJI, M. A.

12-5-03.

This is to certify that P
ratna seems to me to be well versed in the
having studied the Vedas and Puranas most critic
from his writings and c

read his art 'Mata ed in
(Magh B. article
Murdash . was four . dated

1308. Those papers contain a good deal of original matter
ing considerable research and critical acumen. I have perused
em with great interest and am of opinion that the author deserves
encouragement at the hands of all lovers of Sanskrit learning and
Indian antiquity.

CALCUTTA.

Sd. NILMONY MUKHERJEE.

The 11th January, 1904

Late Principal, Sanskrit College.

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has established his reputa-
tion as an erudite scholar and a graceful writer. Of his deep learn-
ing in the ancient literature of our land there is no doubt. For his
devotion and enthusiasm as a scholar, I respect and admire him.
He has written much on Indian Antiquities and his views are always
original. It is but natural that these will raise controversies, but
they are highly suggestive and must be given an attentive and

respectful hearing His attempt to give them a permanent literary form, ought to receive encouragement. The ancient history of our race is obscured in mystery Pandit Umesh Chandra has made it his life's ambition to throw light on its darkest chapters. The only authority in which he relies is that of our own ancient literature. This ambition is highly commendable : and I shall be happy to see his appeal for help successful.

(Sd) RAMENDRA SUNDAR TRIVEDI,

10th March, 1909.

Principal, Ripon College.

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna requires little introduction to the public. He is a sound Sanskrit Scholar and has been doing the research in the quarter of a century. The subject of the Vedas and matters allied to them is the result of his long research. A collection of his researches called the Pratinidhi will be an excellent collection of help to the literary public."

MARCH 10, 1909.

RAS. CHANDRA VIDYABHUSANA

Principal, Sanskrit College,

"I have great pleasure in certifying that Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has been known to me for several years past. He is a thorough-going Sanskrit Scholar and has made a special study of the Vedic Literature as is evident from his numerous valuable contributions to our recognised Vernacular Magazines.

(Sd) SATISH CHANDRA VIDYABHUSANA,

Principal, Sanskrit College.

"Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, has been intimately known to me for some years past. As editor of the monthly review, the Upasana, to the pages of which the learned Pandit contributes regularly every month, I have had and still have frequent opportunities of examining his admirable writings closely : and I can

conscientiously say that he is eminently fitted for the great work which he now purposes to give to the public. His erudition is deep and he has made a special study of our ancient Vedic Literature. His judgment is sound and what is more, he has the courage of his convictions. His researches in the field of antiquities are always marked by single-minded devotion and he has the rare gift of being thoroughly untrammelled by traditionary or current views, when these are at variance with what he considers to be the truth. His proposed publication, the "Pratna Tatta-Baridhi," will undoubtedly be a monumental work and is sure to throw much light on many a dark mystery of Indian antiquities. I unreservedly commend this book to the public, and hope, that the Pandit's pathetic ap- pendency of India for pecuni- responded to.

(Sd) CHANDRA

ly approach- ship
of India without mesh Chai. / idyaratna
has laboured in those fields for many years and has made many original contributions. I have no doubt the volumes he promises to publish will throw new light on many antiquarian problems. *"

(Sd.) SIVANATH SASTRI, M. A.,
Missionary, S. B. Samaj.

I have much pleasure to certify that I have known Pandit Umes Chandra Dash Gupta, Vidyaratna for nearly five years. I have a high opinion of his scholarship in Sanskrit. He is an enthusiastic reader of the Vedas and the Puranas. Some of his ideas are rather peculiar but they contain a core of truth and originality. He is perfectly honest both in his opinions and dealings.

BANKURA,

17-1-3.

(Sd.) A. C. SEN, M. A.
(District Judge)

Pundit Umes Chandra Gupta Vidyaratna has been known to me since long. He is a good Sanskrit Scholar and his Vedic researches are vast. His articles in the Bharati and Bangadarsan (two Bengali periodicals) have attracted attention. His attainments are of high order. He is now thinking of bringing out a set of books on *Antiquities, Caste, and Hindu Shastras* but his limited means cripple him a good deal.

Encouragement by men of light and leading will be of welcome to him in publishing his books and such help if rendered will be in a cause which is good.

Sd. JNAN SANKAR SEN,

Dy. Collector Calcutta.

is a profound scholar, who has a life-long pursuit of a rare and nearly extinct, who has pursued the pursuit of an erudite and n pecunia who have He is a glory cation of his works which are master pieces of erudition and resea

(Sd) GANESH CHANDRA DASH GUPTA, M. A., B. L.,

BARISAL, Government Pleader.

It would be presumptuous for me to pronounce on original researches and vast erudition of Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna. His scholarship is unparalleled at the present day and often too dazzling for the eyes of the ordinary stereotyped scholars, work he has undertaken for supporting the cause of the Vaidya Caste, which has been much maligned by unscrupulous and ignorant people, deserves hearty encouragement from every true Vaidya.

Sd. GANA NATH SEN, M., A., L. M. S.

63, Beadon Street,—CALCUTTA.

Pandit Umesh Chandra Vidyaratna is a learned Sanskrit scholar, whose *forte* is ethnology. His vast erudition, self-sacrificing spirit and capacity for work are unique. The Vaidya community should be proud of him, and lend him their hearty support and sympathy for the great work he has undertaken. He is bent to elucidate and clear up certain hazy notions about the Vaidyas in Bengal. His work is, I need hardly say, a labour of love, for which he deserves the thanks of every Vaidya.

Sd) KHAGENDRA NATH RAY,

CALCUTTA

Honorary Presidency Magistrate.

6, Jagadish Nath Ray's Lane,

The 2^d of February, 1910

I have great respect for Pandit Umesh Chandra Vidyaratna's learnings, his ability as a scholar, and his work will give me much pleasure. I am glad to see it supported by patrons of Science.

(Sd)

6,

Pandit Umesh Chandra Vidyaratna delivered a lecture in Bengali on Tuesday at 5-30 P. M. in the Hall of the Calcutta University Institute. The subject was "Heaven and Hell". Pandit Pramathanath Tarkabhushan was in the chair. Among those present were Mr. Lal Behary Day, Professor Hem Chandra Dash Gupta, Pandit Shivaprasanna Bhattacharji, Mr. S. C. Mitter, District Engineer and many others. The lecture was highly interesting and impressive and was appreciated by the large audience.

Statesman, February 24th, 1910.

Calcutta. the 3^d May 1907.

Letter to Hon. Baikanthanath Sen Ray Bahadur.

MY DEAR SIR,

Allow me to introduce to you my friend, Pandit Umesh Chandra Dash Gupta Vidyaratna, the author of *Jatitvatva-baridhi*. His antiquarian researches and Sanskrit scholarship are such as are

possessed by few ; and the Baidyas all ought to feel proud of him. He has written a book on Ballal Sen, but is unable to publish it for want of funds. He is an enthusiast in researches and devotes his time entirely to the prosecution of literary work. He ought to be taken by the hand of every one of us, and helped and countenanced in every possible way.

Yours very sincerely,
(Sd) NARENDRA NATH SEN.

To the Editor, Indian Mirror.

SIR,—Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaranya, the great Sanskrit and Bengali scholar, has written a very highly interesting and instructive paper, "The Evolution of Language," published in the Indian Mirror at 5 P. M., on 6th February 1911. It is a very valuable paper, from a scientific standpoint pointing out that the evolution of all languages is a process of development, and that the languages of all peoples are to be distinguished by their growth, and not by their origin. It is growing, and not static, as is often supposed. It is in America, where various languages are spoken, that the process of evolution is most clearly seen. The various languages, which were once distinct, are now merging into one another, and the poets, philosophers, and orators, who flourish in every country, in due course of time, gave them their shape, and form, and brought them to a state of perfection ; for it is but nature working intelligently, and man an intelligent force, and therefore the highest factor (the gods excepted) in his own evolution and the evolution of all around him.

This is exactly the view, taken by philologists and antiquarians of our day on account of the obliterations (passing into latency) for the time being of man's higher and diviner faculties as a necessity of the evolutionary process, circumscribing his "Sight," "Hearing," "Taste," "Touch" and "Intelligence" strictly within material limits, for he is material every part of him, so that even when at his best, he has nearly a half doubting belief in the existence of a First Cause, with an infinite blank between the *Parama Sukshma* and *Parama Sthula*. i. e., betwn the purely spiritual plane (*Satyaloka*) and the plane of the last materiality (*Bhuloka*). Hence his fall from a transcendental mode of thinking to one of the

coarsest and most common-place imaginable, not to say, sophistical and light enough. Considering the grandeur of the subject, we intellectual pigmies presume to discuss with the humble resources at our command.

But though it will be throwing words away if one were to maintain that it is the Divine Beings who incarnate themselves at every manifestation or beginning of creation, who give us Language, Art, Science and everything, in short, of which they are the very embodiment and source and whose existence, if we have but the sense to understand, is a scientific necessity (for throughout the ample range of the universe, nature is finely graduated) and who constitute glorious centres through which the eternal energy acts and expresses itself according to a system which makes it necessary for all sentient creatures for a certain period to give up their own efforts to act unaided.

But, after

ease, we see the
Sanskrit, Arabic,
are sister languages

and
im to
Arabic,
language,

all over the world, though it is a fact that there was a time in the dim distant past when all the nations of the earth spoke the same language, as is given in the Ramayana, the Bible and other sacred scriptures, and as the philologist has been able to prove to his credit, for in this consideration due regard must be had to the immense disparity of time which divides Sanskrit from the other languages, the oldest of which can boast of an antiquity of only 10,000 years at the utmost; while the Sanskrit stands ahead of them by many millions of years according to the Hindu chronological time assigned to each of the three "Yugas", Satya, Treta and Dwapara; the Kali having run only 5,000 years may well be left out of account; and though these vast periods of time may appear to us fabulous they are yet in approximate agreement with the geologists as to the antiquity of the earth, the element of radium alone having taken about tens of thousands of years to develop into

its present state. Under the circumstances, the inference is irresistible that at least Greek, Latin, Hebrew, Arabic Persian, etc. are descended from Sanskrit, and whether Sanskrit, in its turn is derived from some unknown and unknowable source, need not concern us at present and so long as positive evidence as to it is not forthcoming Christian philologists are bound to accept a Heathen origin of the languages of the West.

Then as to concrete examples, cited by the learned lecturer. drawn from names of the countries, and others from the general affinity, close or distant, of words in use among the nations of Asia, Europe, and Africa, or even among the ancient races of America, treating the audience to a series of agreeable surprises, for if one were to consult the world maps in the school atlases, one would be surprised to find that the names given to countries, all, or almost all, are derived from Sanskrit, and many of them mentioned in the Veda. The names of the countries mentioned in the Veda to the present day are still the same, and the names of the countries furnished by the world maps are also the same. The term "Hind" is a corruption of the Sanskrit word "Ind" (Perseus) which was the name of the rival Empire of the Persians, who were expelled by the Aryyaans, who founded 'Sarmasia' and 'Saxony.' "Scythia" is a corruption of 'Sida' "Phœnesia," of 'Panayas' and 'Assyria.' of "Asuriya, Taxiles of "Takshashila;" Kandahar of "Gandhara," whence came "Gandhari" the wife of Dhritarastra, and so on, which go to show that the whole world was once peopled by Sanskrit-speaking races, who gave their names to countries to which they migrated. But what surprised us most was the Pandit's allusion to the case of a Bengali traveller in Austria, who being intensely thirsty asked for drink, first in English, and then in French, and then in German, and he was not understood ; he then made a sign, when the host exclaimed "O! "Apa," "Nira" and then gave him a glass of water. Here are two words still in use in distant Austria without having undergone any phonetic change ; and who knows, there many not be so many more which a wide and careful research may not bring to light ?

A very large number of words were then cited by the Pandit, tracing them from a distant Sanskrit source through various and complicated phonetic corruptions with which MaxMuller made us familiar, though his range was narrower than the Pandit's, who is an Indian, and as such possesses an obvious advantage over his predecessor in this particular line of research, in as much as he (the Pandit) brings forward examples from the Chinese, and other far Eastern languages which the German Philologist was unable to do.

Had Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, been an English scholar as well, and had his lot been cast among the Orientalists of Europe, he would have met with a hearty welcome and been given place in the galaxy of the learned. But it is a pity that the Pandit is suffering from a sort of isolation on account of his just opposition to the views advanced by the latter-day, etc.

... .. from
held at various places
may well be compared to it.
... .. performed without the presence of a

The 15th February 1910.

Yours &c.
X.

Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, is well-known to the Bengali reading public for his original investigations into the fascinating subject of Vedic literature. His Sanskrit scholarship is indeed of a high order, and his researches into the antiquities of India, aided by his intimate acquaintance with our ancient literature, have been fruitful of excellent results. He is now engaged in embodying the results of his studies in a book to be called "Pratnatattva-varidhi" (or the Ocean of Antiquities). The book, when published, will surely be an acquisition to Bengali literature, and will be remarkable for its bold speculations on the unexplored subject of the civilisation of the ancient Hindus, their religion, philosophy, science and art, supported by an array of convincing

arguments based on original sources For the preparation of such a *magnum opus*, which will run into three big volumes, the author is in need of money, and he has approached the nobility and gentry of the country to lend him a helping hand, so that with their support Bengali literature may be the richer with a work characterised by such originality and erudition I strongly support his appeal for help which I hope will be forthcoming in an adequate measure to enable him to carry out his commendable object

NORENDRA NATH SEN.

2nd April 1910

Editor, Indian Mirror

I have known Pandit Umesh Chandra Vidyasana for upwards of twenty years the influence of his series of Sanskrit learning His work has received the world's admiration and support from the public

not known
not known
not known

1910

rat

শ্রীহরি

শবণং

আমাদের সুপরিচিত পবন শ্রদ্ধয় শ্রীযুত পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিজ্ঞান মহাশয়ের বিষয়ে আমি অধিক কি বলিব ? ইহঁদের সংস্কৃতভাষায় ও বৈদিক শাস্ত্রনিচয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও বহুদর্শিতা, এদেশের শিক্ষিতগণের কে না জানেন ? ইনি যে কার্যে প্রবৃত্ত, তাহা সুসম্পন্ন হইলে, বঙ্গসাহিত্য, আভিনব, অমূল্য ও অলৌকিক বহুভাণ্ডার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। যদি একপক্ষ মহৎকাহ্নাও ইনি অর্থসাহায্য না পান, তবে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

কলিকাতা,
পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

শ্রীঅরাকুমার শর্মা।

